এরিক ব্রাইটিজ

হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

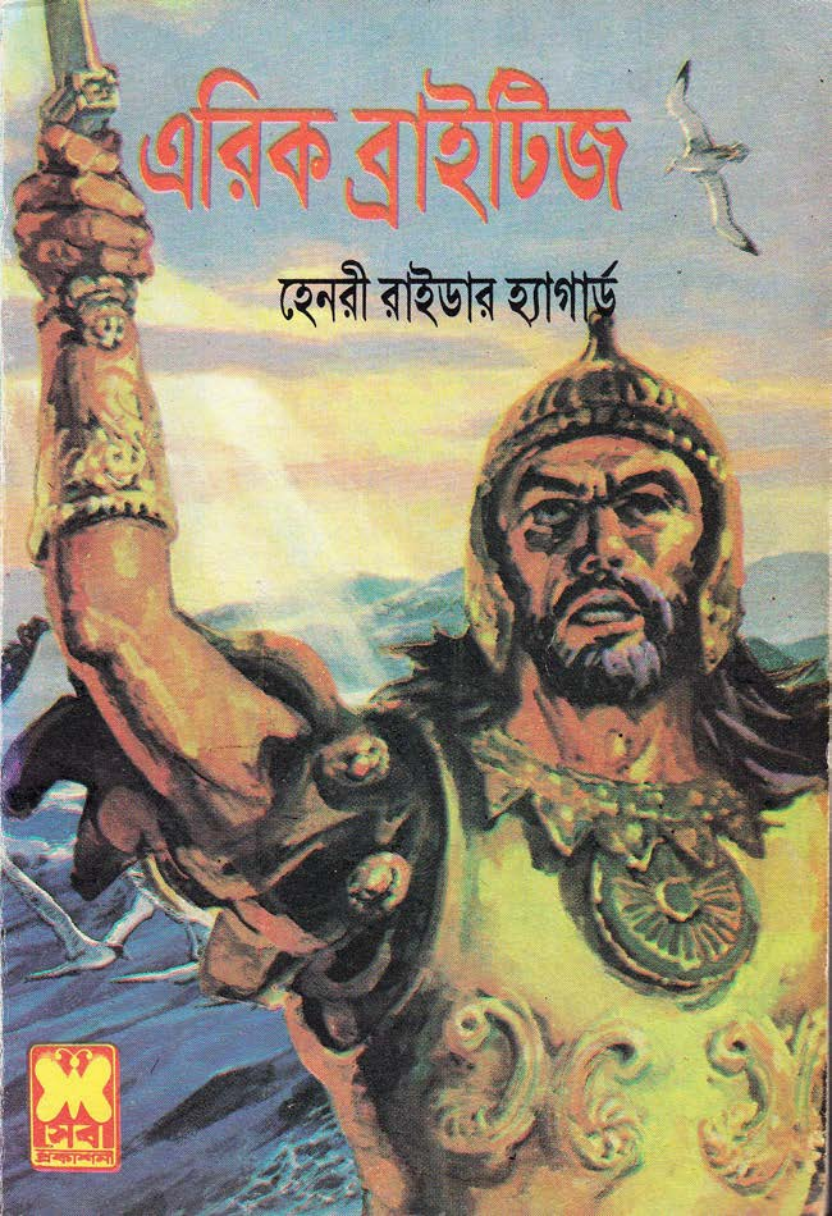

সেবা প্রকাশনী

এরিক ব্রাইটিজ

হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড

রূপান্তরঃ

খসরু চৌধুরী

এক

অনেক অনেক দিন আগে আইসল্যাণ্ডে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করেছিল উইলিবল্ডের পুত্র থ্যাংব্রাণ্ড। তারও আগে সেখানে বাস করত থরগ্রিমারের পুত্র এরিক ব্রাইটিজ। সেকালে শৌর্য, বীর্য ও সৌন্দর্যে তার কোনও জুড়ি ছিল না। কিন্তু অকৃপণভাবে এরিককে এত কিছু দিয়েও একটা ব্যাপারে ঈশ্বর তাঁর হাতটি খাটো করেছিলেন– সৌভাগ্য।

সেসময় দু'জন মহিলাও বাস করত দক্ষিণে, ওয়েস্টম্যান আইল্যাণ্ডের অদূরে। একজনের নাম গাদরাদা দ্য ফেয়ার। আরেকজন ছিল পিতৃহীনা, নাম সোয়ানহিল্ড। তার মায়ের নাম গ্রোয়া। সম্পর্কে মহিলা দু'জন ছিল সৎ বোন। সেকালে তাদের দু'জনের চেয়ে সুন্দরী আর কেউ ছিল না। তবে মাত্র দু'টো ব্যাপার ছাড়া আর সবকিছুতেই তারা ছিল ভিন্ন। মিল ছিল শুধু তাদের রক্তে আর ঘৃণায়।

তো, এরিক ব্রাইটিজ, গাদরাদা দ্য ফেয়ার আর পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ডকে নিয়ে একটা কাহিনী বলবার আছে।

এই দুই সুন্দরী মহিলা হুবহু একই সময়ে দেখেছিল পৃথিবীর আলো। কিন্তু এরিক ব্রাইটিজ ছিল তাদের পাঁচ বছরের বড়। এরিকের বাবার নাম থরগ্রিমার আয়রন-টো। অত্যন্ত শক্তিশালী লোক ছিল সে; একবার গম বুনে খেত থেকে ফেরার সময় সে পড়ে যায় এক বেয়ারসার্কের* মুখোমুখি। একটা পা কাটা পড়ে তার, কিন্তু ওই অবস্থাতেই এক পায়ে ভর করে একটা পাথরে হেলান দিয়ে সে খতম করে দেয় বেয়ারসার্কটাকে। বীরত্বব্যঞ্জক এই

* বেয়ারসার্ক হল সেই জাতের মানুষ, লড়াইয়ের ভয়ঙ্করত্ব সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে। এরা সাধারণত আউট-ল।

কাজের জন্যে সবার চোখে সে হয়ে দাঁড়ায় সম্মানের পাত্র। পরে সে ব্যবহার করত লোহার নাল লাগানো একটা কাঠের পা। থরগ্রিমার ছিল ধনী কৃষক, ধৈর্যশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং বন্ধুভাগ্যে ভাগ্যবান। খানিকটা বেশি বয়সে সে বিয়ে করেছিল থরোডের কন্যা সেভুনাকে। সেকালের মহিলাদের মধ্যে সেভুনাই ছিল শ্রেষ্ঠ। সে ছিল অত্যন্ত শক্ত মনের অধিকারী আর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর যে গাঢ় ভালবাসা, তা কখনোই গড়ে ওঠেনি তাদের দু'জনের মধ্যে। অনেক বয়সে সেভুনা জন্ম দেয় তাদের একমাত্র সন্তান--এরিক ব্রাইটিজের।

গাদরাদার বাবা ছিল আসমুণ্ড আসমুণ্ডসন, মিদালহফের পুরোহিত। সেকালে আইসল্যাণ্ডের দক্ষিণে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে ধনে-জ্ঞানে সে-ই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। অনেক খামার ছিল তার, সওদাগরী দু'খানা জাহাজ ছাড়াও ছিল লম্বা একখানা যুদ্ধ-জাহাজ, এছাড়া সে টাকা খাটাতো সুদে। তবে তার উপার্জনের প্রধান পথ ছিল জলদস্যুতা। একের পর এক লুণ্ঠন চালিয়েছে সে ইংল্যাণ্ডের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। লোক-মুখে এখনও শুনতে পাওয়া যায়, যৌবনে সে ছিল ভয়ঙ্কর এক জলদস্যু। আসমুণ্ডের চেহারা ছিল সুদর্শন, গভীর একজোড়া নীল চোখ, লম্বা দাড়ি, সর্বোপরি আইন বিষয়ে ছিল তার যথেষ্ট জ্ঞান। টাকার প্রতি আসমুণ্ডের ছিল সুগভীর ভালবাসা, প্রায় সবার কাছে সে ছিল ভীতিপ্রদ। তবু অনেক বন্ধু ছিল তার, কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে হয়ে উঠেছিল দয়ালু। সে বিয়ে করেছিল বিয়র্নের কন্যা গাদরাদাকে, ভদ্র ব্যবহারের জন্যে যাকে সবাই বলতো গাদরাদা দ্য জেন্টল। এই বিয়ের ফলে জন্মলাভ করেছিল দু'টো সন্তান—বিয়র্ন আর গাদরাদা দ্য ফেয়ার। যৌবনে বিয়র্ন হয়ে উঠেছিল তার বাবার মতই, সব সময় ছুটে বেড়াত টাকার পেছনে। কিন্তু বাবার চেহারাটুকু ছাড়া আর সব ব্যাপারে মায়ের মত ছিল গাদরাদা দ্য ফেয়ার।

পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ডের মা ছিল ডাইনী গ্রোয়া, ফিনল্যাণ্ড তার দেশ। লোকে বলে, একবার ওয়েস্টম্যান আইল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার জাহাজ পড়ে গিয়েছিল উত্তর-পূর্বদিক থেকে ধেয়ে আসা এক মারাত্মক ঝড়ের কবলে। লক্ষ্যহীনভাবে ছুটতে ছুটতে একটা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হয়ে গেল তার জাহাজ, র‍্যানের* জালে আটকা পড়ে ডুবে গেল

---

* নরওয়ের সমুদ্রদেবী।

সবাই, শুধু গ্রোয়া রক্ষা পেল তার জাদুর বদৌলতে। পর দিন সকালে দলছাড়া দু'চারটে ঘোড়ার আশায় পুরোহিত আসমুণ্ড এল সাগরসৈকতে। দেখল, রক্তলাল ক্লোক আর সোনার কোমরবন্ধনী পরে একটা পাথরের ওপর বসে আছে সুন্দরী এক মহিলা, রাশি রাশি কালো চুল বিন্যস্ত করতে করতে গান গাইছে; পদপ্রান্তে জলাশয়, সেখানে ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে একটা মৃতদেহ। আসমুণ্ড জানতে চাইল, সে কোত্থেকে এসেছে। জবাবে সে বললঃ

'সোয়ান্‌স্ বাথ থেকে।'

এরপর আসমুণ্ড জানতে চাইল, তার আত্মীয়স্বজনেরা কোথায় আছে। কিন্তু জবাবে মৃতদেহটা দেখিয়ে সে বলল, এটা ছাড়া তার আর কেউই অবশিষ্ট নেই।

'লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করল আসমুণ্ড।

জবাবে মৃদু হেসে একটা গান ধরল সে। গানের মধ্যেই জানা গেল জাহাজডুবির কাহিনী। জানা গেল, কীভাবে অন্যান্যদের সাথে মৃত্যুবরণ করল তার স্বামী এবং এক পর্যায়ে উচ্চারিত হল পুরোহিতের নাম।

'তুমি আমার নাম জানলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল আসমুণ্ড।

'ধীরে ধীরে যখন জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল, তোমার নাম ধরে চিৎকার করছিল শঙ্খচিলের দল।'

'তাহলে তো খুবই সৌভাগ্যের কথা,' বলল আসমুণ্ড। 'কিন্তু আমার মনে হয়, তুমি একটা পরী।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সে। 'পরী এবং সুন্দরী।'

'তুমি যে সুন্দরী, এ-কথা সত্য। এখন বল, মৃত এই লোকটাকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'ওভাবেই রেখে দাও, আবদ্ধ থাকুক সে র‍্যানের বাহুপাশে। সমস্ত স্বামীর সৌভাগ্য হোক ওভাবে শুয়ে থাকার।'

আর কথা বাড়াল না আসমুণ্ড। বুঝতে তার আর বাকি নেই যে গ্রোয়া একটা ডাইনী। তবে সে তাকে মিদালহফে নিয়ে গিয়ে দান করল একটা খামার। সে-খামারে একাকী বসবাস শুরু করল গ্রোয়া, এবং তার জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মাঝেসাঝেই খুব উপকৃত হতে লাগল আসমুণ্ড।

*

আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটল কিছু দিন পর। একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল গাদরাদা দ্য জেন্টল। ওই একই দিনে, একই সময়ে গ্রোয়াও জন্ম দিল একটি কন্যা সন্তানের। লোকে কানাঘুষা করতে লাগল, পুরোহিত আসমুণ্ড এই শিশুটিরও পিতা। রেগে আগুন হয়ে আসমুণ্ড বলল, যত সুন্দরীই হোক, কোনও ডাইনীর গর্ভে তার সন্তান জন্মলাভ করতে পারে না। কানাঘুষা অবশ্য চলতেই থাকল, কারণ, কন্যাটিকে আসমুণ্ড আপন সন্তানের মতই ভালবাসে। এ-ব্যাপারে গ্রোয়াকে প্রশ্ন করলে অশুভ হেসে সে জবাব দেয় যে এ-বিষয়ে সে কিছুই বলতে পারবে না। শিশুটির পিতাকে সে কখনও দেখেনি, গভীর রাতে সে উঠে আসে সাগরের বুক থেকে। এ-কথা শুনে কেউ কেউ বলল, ওটা তাহলে জাদুকর কিংবা গ্রোয়া মৃত স্বামীর প্রেতাত্মা। কিন্তু অনেকে বলল, গ্রোয়া মিথ্যে কথা বলছে, এরকম পরিস্থিতিতে মহিলারা প্রায় সবসময় মিথ্যে কথাই বলে। যাই হোক, শিশুটি গ্রোয়ার কাছেই প্রতিপালিত হতে লাগল, আর তার নাম রাখা হল সোয়ানহিল্ড।

এদিকে গাদরাদা দ্য জেন্টলের কন্যা সন্তান জন্মলাভ করার এক ঘন্টা আগে আসমুণ্ড গেল মন্দিরে, বেদীর ওপরে যে পবিত্র আগুনটা দিনরাত জ্বলে সেটা একটু উসকে দেয়া দরকার। আগুন উসকে দিয়ে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল আসমুণ্ড, দেবী ফ্রেয়ার মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় হয়ে গেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এবং ঘুমের মধ্যে দেখল অত্যন্ত অশুভ একটা স্বপ্ন।

সে দেখল, অসাধারণ সুন্দর একটা ঘুঘুর জন্ম দিল গাদরাদা দ্য জেন্টল, যার পালকগুলো রূপোর তৈরি; ওদিকে ডাইনী গ্রোয়া প্রসব করল সোনালি এক সাপ। ঘুঘু আর সাপ বসবাস করতে লাগল একসাথে, কিন্তু সব সময় ঘুঘুটাকে খতম করে দেয়ার একটা সুযোগের সন্ধানে রইল সাপটা। অবশেষে কোল্ডব্যাক ফেলের ওপর দিয়ে উড়ে এল বিরাট এক রাজহাঁস, যার জীভ একটা তীক্ষ্ণধার তরবারি। ঘুঘুটাকে দেখে ভালবেসে ফেলল রাজহাঁস, ঘুঘুটাও পড়ে গেল রাজহাঁসের ভালবাসায়; কিন্তু তাদের পেছন থেকে হঠাৎ ফণা তুলল সাপটা, হত্যা করতে উদ্যত হল ঘুঘুটাকে। কিন্তু নিজ ডানা দিয়ে ঘুঘুটাকে আড়াল করে সাপটাকে মেরে তাড়িয়ে দিল রাজহাঁস। ঠিক তখনই সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজহাঁসটাকে তাড়িয়ে দিল

আসমুণ্ড। অনেক ওপরে উঠে রাজহাঁসটা উড়ে চলল দক্ষিণদিকে, সাপটা এগোতে লাগল সাগরপথে। কিন্তু হতাশ হয়ে অন্ধ হয়ে গেল ঘুঘুটা। এবার উত্তর থেকে এক ঈগল উড়ে এসে ধরতে চাইল ঘুঘুটাকে। চিৎকার করে পালাতে লাগল ঘুঘু, কিন্তু ঈগল হল ক্রমেই নিকটবর্তী। অবশেষে দক্ষিণ থেকে আবার ফিরে এল রাজহাঁস, গলা পেঁচিয়ে আছে সেই সোনালি সাপটা, আর একটা দাঁড়কাক উড়ে আসছে তাদের পেছনে পেছনে। ঈগলটাকে চোখে পড়তেই গলা ছেড়ে ডেকে উঠল রাজহাঁসটা, এক ঝটকায় গলা থেকে ঝেড়ে ফেলল সাপটাকে। সোনালি একটা ঝলক তুলে সাপটা অদৃশ্য হয়ে গেল সাগরে। তারপর লড়াই শুরু হল ঈগল আর রাজহাঁসের। একসময় ডানার প্রচণ্ড আঘাতে ঈগলটাকে শেষ করে, ঘুঘুর কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল রাজহাঁসটা। হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে সবাই বেরিয়ে এসে রাজহাঁসটাকে তাড়িয়ে দিল তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে। লোকজনের মধ্যে আসমুণ্ডকে দেখা গেল না। এই ঘটনায় মনোবল আবার ভেঙে গেল ঘুঘুটার। একটু পরেই আবার ফিরে এল রাজহাঁস দাঁড়কাকটাকে সঙ্গে নিয়ে। এবারে আসমুণ্ডের সমস্ত জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, এমনকি অপরিচিত অনেক লোকও রুখে দাঁড়াল তাদের বিরুদ্ধে। রাজহাঁসটা উড়ে গেল আসমুণ্ডের পুত্র বিয়র্নের দিকে, মুহূর্তে তাকে খতম করল জিভের তরবারি দিয়ে। ইস্পাতের ঠোঁট আর নখরঅলা দাঁড়কাকটার হাতেও বহু লোক মারা পড়ল। অবশেষে সবাই পালিয়ে গেলে ঘুঘুর পাশে গিয়ে শুতেই ঘুমে ঢলে পড়ল রাজহাঁসটা। আর ঠিক তখনই সাগর থেকে সাপটা উঠে এল চুপিসারে, লোকজনদের তাকে অনুসরণ করতে বলে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রাজহাঁসের গলা। তার দংশনে মারা গেল ঘুঘুটা। ঘুম থেকে জেগে উঠল রাজহাঁস আর দাঁড়কাক। শুরু হল তুমুল লড়াই। একে একে সবাই মারা পড়ল তাদের দু'জনের হাতে, কিন্তু সাপটা তখনও রাজহাঁসের গলা ছাড়েনি। একসময় জড়াজড়ি করতে করতে সাপ আর রাজহাঁস উভয়ে পড়ে গেল সাগরে, অনেক দূরে সাগরের বুক থেকে লাফিয়ে উঠল বিশাল এক অগ্নিশিখা। ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁপতে কাঁপতে মন্দির ত্যাগ করল আসমুণ্ড।

সে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে, এমন সময় চিৎকার করতে করতে ছুটে এল এক মহিলা।

'শিগগির, শিগগির!' চিৎকার করে বলল সে; 'শিগগির বাড়ি যান।

একটা কন্যা সন্তান লাভ করেছেন আপনি, কিন্তু গাদরাদা ওদিকে মরতে বসেছে।'

'তাই, না?' বলল আসমুণ্ড; 'অশুভ স্বপ্ন দেখার পর শুনতে পেলাম অশুভ সংবাদ।'

মিদালহফের বিশাল হলঘরে একটা পালঙ্কে শুয়ে আছে মুমূর্ষু গাদরাদা দ্য জেন্টল।

'স্বামী, তুমি এসেছ?' বলল সে।

'হ্যাঁ।'

'বড় অশুভ ক্ষণে তুমি এসেছ, কারণ, আমি আর বেশিক্ষণ নেই। এবার শোন। এই শিশুকে কোলে নিয়ে চুমু খাও, পবিত্র পানি ছিটিয়ে দাও ওর সারা শরীরে, তারপর নাম রাখ আমার নামানুসারে।'

স্ত্রীর কথামত কাজ করল আসমুণ্ড।

'শোন, স্বামী। সারা জীবন আমি তোমার প্রতি সৎ থেকেছি, যদিও তুমি পুরোপুরি সৎ ছিলে না। এবার তোমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শপথ কর, যদিও এটা কন্যা সন্তান, একে তুমি ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দিয়ে লালনপালন করবে যথাসাধ্য।'

'শপথ করছি,' বলল আসমুণ্ড।

'এবার শপথ কর, ডাইনী গ্রোয়াকে কখনোই স্ত্রীর মর্যাদা দেবে না, এমনকি কোনও সম্পর্ক রাখবে না তার সাথে। এ তোমারই ভালর জন্যে। কারণ, এসব কাজ করলে ওই ডাইনীই ডেকে আনবে তোমার মৃত্যু। শপথ করছ?'

'হ্যাঁ, শপথ করছি,' বলল আসমুণ্ড।

'বেশ; কিন্তু, স্বামী, শপথ ভঙ্গ করলে তুমি এবং তোমার বাড়ির সবাই পড়বে অমঙ্গলের কবলে। এবার বিদায় দাও আমাকে, সময় ফুরিয়ে এল।'

ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীকে চুম্বন করল আসমুণ্ড, তারপর কাঁদল কিছুক্ষণ। নিজের মনে স্ত্রীর জন্যে সত্যিই খানিকটা ভালবাসা জমা ছিল তার।

'বাচ্চাটাকে দাও,' বলল গাদরাদা দ্য জেন্টল। 'যাবার আগে শেষবারের মত বুকে নিই ওকে।'

শিশুটিকে নিয়ে তার কালো চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সেঃ

'সারা আইসল্যাণ্ডে তুই হবি সবচেয়ে সুন্দরী; দর্শনীয় একটা ভালবাসা হবে তোর--তারপর হারিয়ে ফেলবি সেই ভালবাসা--অবশেষে ফিরে পাবি আবার।'

কথাগুলো বলতে বলতে তার মুখ হয়ে উঠল প্রেতাত্মাদের মত উজ্জ্বল। কথা শেষ করেই সে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। শোকাভিভূত হয়ে পড়ল আসমুণ্ড।

শেষকৃত্যের পর কেন যেন বারবার তার মনে হতে লাগল সেই স্বপ্নের কথা। স্বপ্নের অর্থ উপলব্ধি করার ব্যাপারে গ্রোয়ার বিশেষ দক্ষতা আছে। শিশুটির বয়স এক সপ্তাহ হবার পর ভয়ে ভয়ে আসমুণ্ড গেল গ্রোয়ার কাছে। শপথের স্মৃতি খচখচ করতে লাগল তার মনের মধ্যে।

বাড়িতে ঢুকে আসমুণ্ড দেখল, শিশু কোলে নিয়ে একটা গদিমোড়া আসনে বসে আছে গ্রোয়া। এই শিশুটিও অত্যন্ত সুন্দর।

'স্বাগতম, প্রভু!' বলল সে। 'আগমনের কারণ জানতে পারি?'

'আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, তুমি ছাড়া তার অর্থ আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।'

'হতে পারে,' জবাব দিল সে। 'স্বপ্নের অর্থ উদ্ধারে আমার খানিকটা নৈপুণ্য আছে বটে। অন্তত শুনি তো আগে।'

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্বপ্নের বর্ণনা দিল আসমুণ্ড।

'তোমার স্বপ্নের অর্থ যদি বলতে পারি, তাহলে কী দেবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল গ্রোয়া।

'কী চাও? আমার মনে হয়, ইতিমধ্যেই আমি তোমাকে অনেক কিছু দিয়েছি।'

'কথা মিথ্যে নয়, প্রভু,' তাকাল সে কোলের শিশুটির দিকে। 'তবে আমার চাহিদা অতি সামান্য। শিশুটিকে তুমি কোলে নাও, পবিত্র পানি ছিটিয়ে দাও ওর সারা শরীরে, তারপর নামকরণ কর।'

'লোক নানা কথা বলবে, এসব পিতার কর্তব্য।'

'লোকের কথায় কী এসে যায়? তাছাড়া শিশুর নামকরণের মাধ্যমেই তুমি ওদের ফেলে দেবে ধাঁধায়। ওর নাম হবে পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ড। এই মূল্যই আমি চাই। ইচ্ছে থাকলে পরিশোধ কর।'

'স্বপ্নের অর্থ বল, নামকরণ আমি অবশ্যই করব।'

'না, আগে নাম রাখ, তাহলে তোমার হাতে আর ওই শিশুর কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।'

সুতরাং শিশুটিকে কোলে নিয়ে পানি ছিটিয়ে দিল আসমুণ্ড, তারপর নাম রাখল।

এবারে গ্রোয়া বললঃ 'প্রভু, এই হল তোমার স্বপ্নের অর্থ, যদি না জ্ঞান আমার সাথে প্রতারণা করেঃ রূপোর ওই ঘুঘু হল তোমার কন্যা গাদরাদা, আর সোনার ওই সাপ আমার কন্যা সোয়ানহিল্ড। সার্বক্ষণিক একটা ঘৃণা বিরাজ করবে দু'জনের মধ্যে। রাজহাঁস হল অত্যন্ত শক্তিশালী এক মানুষ, দু'জনেই যাকে ভালবাসবে। ওদিকে সে দু'জনকে ভাল না বাসলেও থাকবে উভয়েরই অধিকারের আওতায়। তারপর তুমি ওকে তাড়িয়ে দেবে; কিন্তু সে আবার ফিরে আসবে তোমাদের বাড়ির সবার জন্যে দুর্ভোগের কারণ হয়ে। এবারে তোমার কন্যা হয়ে যাবে ওর ভালবাসায় অন্ধ। তারপর উত্তর থেকে তোমার কন্যাকে বিয়ে করতে আসবে ঈগল—নামজাদা এক ভূস্বামী, যে মারা পড়বে রাজহাঁসের হাতে। ইস্পাতের ঠোঁটঅলা দাঁড়কাক হল আরেক বীর, তার হাতেও মারা পড়বে বহুসংখ্যক লোক। তবে গাদরাদা হার মানবে সোয়ানহিল্ডের কাছে। বাকি স্বপ্নের অর্থ? সেটা নিয়তিই নির্ধারণ করবে। কিন্তু এটা সত্যি যে শক্তিশালী ওই বীর নিশ্চিহ্ন করে দেবে তোমার বংশ।'

ভীষণ রেগে গেল আসমুণ্ড। 'দারুণ চালাক তুমি, তাই শিশুটির নামকরণ করালে আমাকে দিয়ে,' বলল সে। 'নইলে ওকে শেষ করে দিতাম এই মুহূর্তে।'

'সেটা আর পারবে না, প্রভু, তুমি যে ওকে কোলে নিয়েছ,' হেসে জবাব দিল গ্রোয়া। 'তারচেয়ে বরং গাদরাদা দ্য ফেয়ারকে রেখে আস কোল্ডব্যাক পাহাড়ে, শেষ হয়ে যাক অমঙ্গলের শেকড়। আর শোন, স্বপ্ন তুমি পুরোটা দেখনি। কারণ, আপন নিয়তিতে তোমার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই আবার বলি, গাদরাদাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে নিজের জীবন করে তোল নির্বিঘ্ন।'

'তা হতে পারে না। ওকে লালন করার শপথ নিয়েছি আমি। এবং শপথ ভাঙা অসম্ভব।'

'বেশ,' হাসল গ্রোয়া। 'নিয়তিরই জয় হোক; যথাসময়ে হোক যা

হবার। স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির জন্যে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে কোল্ডব্যাক পাহাড়ে, সাগরও মৃতকে আড়াল করতে জানে!'

আসমুণ্ড সে-স্থান ত্যাগ করল প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে।

দুই

গাদরাদা দ্য জেন্টলের মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে কোল্ডব্যাকের জলাভূমি অঞ্চলে, র‍্যান নদীর তীরে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিল সেভুনা, থরগ্রিমার আয়রন-টোর স্ত্রী। বাবা নবজাত সন্তানকে দেখতে আসতেই চিৎকার করে সে বলে উঠলঃ

'অপূর্ব এক শিশু জন্ম নিয়েছে। চুল তার সোনার মত হলুদ, চোখ তারার মত উজ্জ্বল।' স্ত্রীর মুখে এসব শুনে থরগ্রিমার শিশুটির নাম রাখল এরিক ব্রাইটিজ।

ঘোড়ার পিঠে কোল্ডব্যাগ থেকে মিদালহফ এক ঘন্টার পথ। কয়েক বছর পর ইউল ভোজে যোগদান এবং মন্দিরে পূজো করার জন্যে এরিক সহ থরগ্রিমার এল মিদালহফে। সোয়ানহিল্ডকে নিয়ে গ্রোয়াও এখন মিদালহফেই থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন শিশু মেতে উঠল খেলায়। কাঠের একটা ঘোড়ায় চড়ল গাদরাদা, এরিক সেটাকে ঠেলতে লাগল। রেগেমেগে ধাক্কা দিয়ে গাদরাদাকে ফেলে দিল সোয়ানফিল্ড, তারপর নিজেই ঘোড়ায় চড়ে ঠেলতে বলল এরিককে। কিন্তু এরিক তাতে রাজি হল না। চিৎকার করে উঠল সোয়ানহিল্ডঃ 'আমি চাইলে ঠেলতে তোমাকে হবেই, এরিক।'

পাশ থেকে ঘোড়াটাকে এত জোরে ঠেলা দিল এরিক যে উনুনে পড়তে পড়তে রক্ষা পেল সোয়ানহিল্ড। রেগে আগুন হয়ে লাফিয়ে উঠেই জ্বলন্ত একটা কাঠের টুকরো সে ছুঁড়ে মারল গাদরাদার দিকে। পোশাকের খানিকটা

পুড়ে গেল তার [illegible]সে লুটিয়ে পড়ল উপস্থিত সবাই। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করল গ্রোয়া, বিড়বিড় করে আওরাতে লাগল ডাইনী-মন্ত্র।

'ওভাবে তাকিয়ে আছ কেন?' বলল আসমুণ্ড; 'ছেলেটা তো সুন্দর, মনও খুব ভাল।'

'হ্যাঁ, সুন্দর, সুন্দরই থাকবে ও সারাজীবন। তবু পেরে উঠবে না দুর্ভাগ্যের সাথে। বীরের মত মৃত্যুবরণ করবে ও, তবে সে-মৃত্যু ওর শত্রুদের হাতে হবে না।'

ধীরে ধীরে কেটে গেল বছরের পর বছর। গ্রোয়াকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলল আসমুণ্ড আসমুণ্ডসন, তবে স্ত্রীর মর্যাদা দিল না। কারণ, শপথের কথা সে পুরো ভুলে যায়নি। এতে খুবই রেগে গেল গ্রোয়া, বারবার তাগাদা দিতে লাগল বিয়ে করার জন্যে, কিন্তু আসমুণ্ড কিছুতেই রাজি হল না। তবে বিয়ে হোক বা না হোক, ওঠাবসা করতে লাগল সে গ্রোয়ার কথামত।

গাদরাদা দ্য জেন্টল গত হবার পর কেটে গেছে বিশ বিশটা বছর। গাদরাদা দ্য ফেয়ার এবং পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ড উভয়েই এখন পরিপূর্ণ যুবতী। এরিকও এখন পঁচিশ বছরের এমন এক যুবক, যেমনটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না পুরো আইসল্যাণ্ডের কোথাও। চুল তার সোনার মত হলুদ, ধূসর চোখজোড়ায় তরবারির তীক্ষ্ণতা। অত্যন্ত ভদ্র সে, দেহ মহিলাদের মত মমনীয়, কিন্তু এ-বয়সেই সে শক্তি ধরে দু'জন মানুষের; আশপাশের মধ্যে এমন কেউ নেই যে লাফ, সাঁতার কিংবা কুস্তিতে পাল্লা দিতে পারে এরিক ব্রাইটিজের সঙ্গে। যদিও এ-যাবৎ বীরত্বব্যঞ্জক কোনও কাজ করেনি, তার সুনাম ফিরছে লোকের মুখে মুখে। বর্তমানে কোল্ডব্যাকেই নিজেদের খামারের পরিচর্যায় সে ব্যস্ত, কারণ, থরগ্রিমার আয়রন-টো আর এই পৃথিবীতে নেই। মহিলারা তার ভালবাসায় হাবুডুবু খাচ্ছে, আর এটাই হয়েছে তার জ্বালা। শৈশব থেকে সে শুধু একজনকেই ভালবাসে এবং তাকেই ভালবেসে যাবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত—আসমুণ্ডের কন্যা গাদরাদা দ্য ফেয়ার। সৌন্দর্যে সে অদ্বিতীয়া, কণ্ঠ যেন কানে মধুবর্ষণ করে। কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে গেছে সোনালি চুলের ঢল, হেক্‌লার তুষারও যেন হার মানবে তার গায়ের রঙের কাছে। লম্বা লম্বা পল্লবসমৃদ্ধ গভীর কালো একজোড়া

চোখ, ছিপছিপে শরীর, বুদ্ধিতে তাকে হার মানানোর সাধ্য খুব কম মানুষই রাখে।

সৌন্দর্যে সোয়ানহিল্ডও কম যায় না। গাঢ় রঙের ছিপছিপে শরীর, সাগরের নীল মাখানো চোখ, হাঁটুর নিচে নেমে গেছে কোঁকড়ানো চুল। তার মনের তল খুঁজে পাওয়া ভার। আলাপ করে সে খোলামেলা মন নিয়ে, কিন্তু সে-মনের গভীরে রয়েছে অশুভ, গূঢ় চিন্তা। মানুষকে প্রলুব্ধ করার পর ধোঁকা দেয়া তার অন্যতম আনন্দ। ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের প্রতি রয়েছে তার অতিরিক্ত লোভ, জাদুবিদ্যার চর্চাও সে কম করেনি। কিন্তু ভাগ্য তাকে আকৃষ্ট করেছে এমন একজনের প্রতি, যার কোনও আকর্ষণ নেই তার প্রতি। সেই মানুষটি হল এরিক ব্রাইটিজ। কিন্তু পরিস্থিতি যেমনই হোক, তাকে না পেলে যেন অন্ধকার হয়ে যাবে সোয়ানহিল্ডের পৃথিবী। এরিককে জয় করার জন্যে ইতিমধ্যেই নানারকম ডাইনীমন্ত্র প্রয়োগ করেছে সে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। কারণ, এরিকের মন জুড়ে রয়েছে শুধুই গাদরাদা।

মা'র সাথে খুব একটা বনিবনা নেই সোয়ানহিল্ডের, তবু এ-ব্যাপারে সে গেল পরামর্শ নিতে। সব শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠল গ্রোয়াঃ

'তুই কি ভেবেছিস আমি অন্ধ?' বলল সে; 'এসব আমি অনেক আগে থেকেই জানি। কিন্তু তুই একটা পাগলী। এরিকের পিছু ছেড়ে দে, ওর চেয়ে ভাল শিকার আমি তোকে জোগাড় করে দেব।'

'না, তা হবে না,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'আমি এরিককেই চাই। গাদরাদাকে আমি ঘৃণা করি, সুতরাং ওকে হারাতেই হবে। এখন তোমার কিছু পরামর্শ দেয়ার থাকলে দাও।'

আবার হেসে উঠল গ্রোয়া। 'যেভাবে ঘটার কথা, ঘটনা সাধারণত সেভাবেই ঘটে। এখন আমার পরামর্শ হলঃ গাদরাদার সৌন্দর্য সম্বন্ধে আসমুণ্ড খুব সচেতন, সুতরাং তার বিয়ে হবে নিশ্চয় ঐশ্বর্যশালী কোনও লোকের সঙ্গে। এদিকে বিয়র্নের চিন্তাধারা তার বাবার মতই। চুপচাপ সবকিছু লক্ষ্য রাখব আমরা, তারপর সময় বুঝে আসমুণ্ড আর বিয়র্নের কাছে গিয়ে শপথ করে বলব যে গাদরাদা এরিকের কাছে তার সতীত্ব হারিয়েছে। এতে রেগে গিয়ে গাদরাদার সঙ্গে এরিকের মেলামেশা বন্ধ করে দেবে আসমুণ্ড। ইতিমধ্যে আরেকটা কাজ করব আমি। উত্তরে একজন লোক বাস করে, যার নাম ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ। লোকবল, অর্থবল কোনদিকেই তার

কমতি নেই। আমি আসমুণ্ডের-দেয়া-ক্রীতদাস কোলকে পাঠাব সেই ওসপাকারের কাছে। সবাই কোলকে বোকা বলে, কিন্তু ওর মত বুদ্ধি খুব কম মানুষের মাথাতেই আছে। কথায় কথায় একসময় গাদরাদার সৌন্দর্য বর্ণনা করবে কোল। ফলে বিয়ের জন্যে বর্তমানে-উন্মুখ-হয়ে-থাকা বিপত্নীক ওসপাকার এখানে এসে উপস্থিত হতে মোটেই দেরি করবে না। এভাবে সব যদি ভালোয় ভালোয় ঘটে, তুই তোর শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যেতে পারিস। কিন্তু এই বুদ্ধি যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আরও দু'টো বুদ্ধি আছে। একটা হলঃ সৌন্দর্যে তুই ভোলাতে চেষ্টা করবি এরিককে। রূপ তোর কারও চেয়ে কম নয়, এবং রূপের কাছে সব পুরুষই দুর্বল। তাছাড়া একটা আরক দেব তোকে, যার এক চুমুকই এরিকের হৃদয় গলিয়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। তবে এর চেয়ে নিশ্চিত আরেকটা বুদ্ধি আছে।'

'কী বুদ্ধি, মা?'

'তোর আছে একটা ছুরি আর গাদরাদার আছে একটা হৃৎপিণ্ড। মৃতা মহিলা ভালবাসার অনুপযুক্ত!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সোয়ানহিল্ড তাকাল গ্রোয়ার মুখের দিকে।

'জয়ের যখন এমন পথ আছে, প্রয়োজনে সে-পথে পা বাড়াতে আমি দ্বিধা করব না, মা।'

'তোকে জন্ম দিয়েছি বলে সত্যিই এবার গর্ব হচ্ছে আমার। সুখ সাহসীদের জন্যে। সুখের রয়েছে রকমফের। কেউ ক্ষমতা পেয়ে সুখী, কেউ ঐশ্বর্য, আর কেউ বা সুখী কোনও মানুষকে পেয়ে। তুই যদি এরিককে পেয়েই সুখী হতে চাস, প্রয়োজনে পথের কাঁটা গাদরাদাকে সরিয়ে দিতে ইতস্তত করিস না। কিন্তু প্রথমে আমাদের উচিত হবে সহজ পথটা অবলম্বন করা। আমিও ঘৃণা করি ওই মেয়েটিকে। প্রধানত ওর জন্যেই আসমুণ্ড বিয়ে করেনি আমাকে। ওর মৃত্যু দেখার জন্যে আকুল হয়ে আছে আমার মন। মৃত্যু না হলেও অন্তত দেখতে চাই, ভীষণ অপছন্দের কোনও মানুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এই বাড়ি সে ত্যাগ করছে চোখ মুছতে মুছতে। সুতরাং আর কখনও না হোক, এই ব্যাপারে ওর বিরুদ্ধে আমাদের নেমে পড়া উচিত হাত ধরাধরি করে।'

'বেশ, তাই হবে,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'আমাকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা না করলে তুমিও ফাঁকিতে পড়বে না।'

কিছুদিনের মধ্যেই গ্রোয়ার বার্তা নিয়ে রওনা হয়ে গেল কোল। তুষারপাত শুরু হল অঞ্চল জুড়ে। প্রায় এক মাস পর আকাশ পরিষ্কার হল, হাঁপ ছাড়ল মানুষ। হলঘরে আবদ্ধ থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিল গাদরাদা, মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে দ্রুত একটা ক্লোক পরে বেরিয়ে পড়ল সে। দিনের আলো মুছে যেতে তখনও এক ঘন্টা বাকি। এদিকে যেহেতু গাদরাদার ওপর সবসময় নজর রাখত সোয়ানহিল্ড, একটা ক্লোক চাপিয়ে পিছু নিল সে-ও।

আধ ঘন্টা মত হাঁটার পর গাদরাদা হঠাৎ লক্ষ্য করল, আবার মেঘ জমেছে আকাশে, তুষারে বাতাস ভারি। সুতরাং ফিরতি পথ ধরল সে। ছায়ার মত অনুসরণ করে চলল সোয়ানহিল্ড। দেখতে দেখতে শুরু হল তুষারপাত, পথ ঢেকে গেল বরফে। স্বাভাবিক ভাবেই পথ হারিয়ে ফেলল গাদরাদা। ঘন্টাখানেক সে ঘোরাঘুরি করল এদিকসেদিক, একে-তাকে ডাকল, কিন্তু সাড়া দিল না কেউ। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সে বসে পড়ল একটা পাথরের ওপর। সামান্য দূরে আরেকটা পাথরের আড়ালে বসল সোয়ানহিল্ড। সময় গড়িয়ে চলল। কখন যেন ঘুমে জড়িয়ে এল সোয়ানহিল্ডের চোখ, হঠাৎ ভেঙে গেল সে-ঘুম কিসের একটা নড়াচড়ায়। লাফিয়ে উঠল গাদরাদা। ভেসে এল একটা পুরুষকণ্ঠঃ

'কে ওখানে?'

'আমি, গাদরাদা, আসমুণ্ডের কন্যা।'

এবারে একটা ঘোড়ার ডাক কানে এল সোয়ানহিল্ডের। ঘোড়াটা এগিয়ে আসতে পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল এরিক ব্রাইটিজ।

'গাদরাদা, তুমি এখানে!' হেসে উঠল সে।

'আরে, এরিক, তুমি!' বলল গাদরাদা। 'তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। একেবারে ঠিক সময়ে তুমি এসেছ। আরও পরে এলে হয়ত আর দেখতেই পেতাম না তোমাকে। মৃত্যু-ঘুম ধীরে ধীরে নেমে আসছিল আমার চোখে।'

'কী বলছ তুমি? তাহলে কি তুমি পথ হারিয়েছ? আমারও একই অবস্থা। দলছুট তিনটে ঘোড়ার পিছু নিয়ে এখন আর পথ খুঁজে পাচ্ছি না। ঠাণ্ডা লেগেছে, গাদরাদা?'

'সামান্য, এরিক। বস না এই পাথরটার ওপর।'

বসে পড়ল এরিক গাদরাদার পাশে। হামাগুড়ি দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সোয়ানহিল্ড, ক্লান্তির লেশমাত্র তার মধ্যে নেই। তুষার তখনও অবিরাম ঝরছে।

'মনে হচ্ছে, এখানেই মৃত্যুবরণ করতে হবে আমাদের দু'জনকেই,' বলল গাদরাদা।

'সত্যিই তাই মনে হচ্ছে?' বলল এরিক। 'এর চেয়ে চমৎকার পরিণতির আশা আমি অন্তত আর করতে পারি না।'

'বরফের মাঝে অসহায় মৃত্যু—না, এ-পরিণতি তোমার সাজে না, এরিক।'

'মৃত্যুর সময় পাশে পাব তোমাকে, আমার জন্যে এটাই সবচেয়ে সুখের মৃত্যু। দুঃখ হচ্ছে শুধু তোমার কথা ভেবে।'

'দুঃখ কোরো না, ব্রাইটিজ, হয়ত মৃত্যুর চেয়েও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছে আমাদের ভাগ্যে।'

গাদরাদাকে আরও কাছে টেনে নিল ব্রাইটিজ, জড়িয়ে ধরল বুকের সাথে। বাধা দিল না গাদরাদা। এ-দৃশ্য দেখে খানিকটা উঠে দাঁড়াল সোয়ানহিল্ড, কিন্তু বেশ কয়েক মুহূর্ত আপন হৃদস্পন্দন ছাড়া শুনতে পেল না আর কিছুই।

'শোন, গাদরাদা,' বলল এরিক অবশেষে। 'ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। তাই ওটা আসার আগেই কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।'

'বল,' ফিসফিস করে উঠল গাদরাদা।

'আমি তোমাকে ভালবাসি। তাই বলছিলাম, তোমার বাহুপাশে মরার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হতে পারে?'

'তার আগে আমিই মরব তোমার বাহুপাশে।'

'যদি সত্যিই তাই হয়, জেনে রেখ, আমিও বেশি দেরি করব না এই পৃথিবীতে। গাদরাদা, শৈশব থেকেই ভালবেসে এসেছি তোমাকে। বাঁচার কোনও অর্থই নেই, যদি তুমি পাশে না থাক। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়, এবার তুমি কিছু বল।'

'লুকোব না, এরিক, তোমার সব কথাই ভাল লাগছে।'

ফুঁপিয়ে উঠল গাদরাদা, দেখতে দেখতে ঝরঝর করে পানি গড়াল তার দু'চোখ বেয়ে।

'কেঁদো না। তাহলে কি তুমিও ভালবাস আমাকে?'

'নিশ্চয়।'

'জীবন তো আর বেশিক্ষণ নেই, একটা চুমু দিয়ে তাহলে ধন্য কর আমাকে।'

প্রথম সেই চুম্বন হল সুদীর্ঘ আর মধুর।

ফুটন্ত পানির মত টগবগ করে উঠল সোয়ানহিল্ডের রক্ত। শক্ত মুঠোয় ধরল সে কোমরে বাঁধা ছুরিটা, অর্ধেকটা বের করল, তারপর কি ভেবে আবার ঢুকিয়ে দিল খাপে।

'প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হত্যা করার ক্ষমতাও ছুরির মতই অভ্রান্ত,' বলল সে মনে মনে। 'গাদরাদাকে মারলেই তো আর আমরা দু'জন রক্ষা পেয়ে যাব না। তার চেয়ে তিনজই বরং শান্তিতে মরি। বরফ ঢেকে দিক আমাদের যাবতীয় কষ্ট।' আবার কান খাড়া করল সোয়ানহিল্ড।

'আহ্!' বলল এরিক, 'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জাগে বাঁচবার আশা। যদি অলৌকিকভাবে বেঁচে যাই হঠাৎ, শপথ কর, আজকের মতই ভালবাসবে সারাটা জীবন।'

'শপথ করছি, এরিক।'

'শপথ কর, যত বিপজ্জনক পরিস্থিতিই আসুক না কেন, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।'

'শপথ করছি, যদি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাক, তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করব না, এরিক।'

'আর কোনও চিন্তা নেই আমার।'

'বেশি দম্ভ কর না, এরিক। তোমার সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে এখনও, আর যতই সময় যায়, মানুষ হয় পরীক্ষার সম্মুখীন।'

তুষারপাত আরও জোরদার হল। এরিক আর গাদরাদাকে মনে হতে লাগল শাদা একটা স্তূপ, ঘোড়াটা ধপ্‌ধপে, সোয়ানহিল্ডের অবস্থা প্রায় কবর হয়ে যাওয়ার মত।

'বলতে পার, এরিক, মানুষ মরে কোথায় যায়?' বলল গাদরাদা; 'কুমারীদের কোনও স্থান নেই ওডিনের কক্ষে। থাকেও যদি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে কি ভাল লাগবে আমার?'

'ভলহালার দরজা আমার মত কৃতিত্বহীন মানুষের জন্যে বন্ধ; যেহেতু

বুকে বর্ম এঁকে, হাতে তরবারি উঁচিয়ে মরব না. বিলফ্রস্টের রংধনু সেতু পর্যন্ত পৌঁছাও খুব কঠিন। সুতরাং হেলায় যাব আমরা, হাতে হাত রেখে।'

'তুমি কি নিশ্চিত, এরিক, মৃত্যুর পর এসব বাসস্থান খুঁজে পায় মানুষ? মাঝেমাঝে আমার কিন্তু সন্দেহ জাগে মনে।'

'সন্দেহ আমারও জাগে। তবে এ-কথা নিশ্চিত জানি, তুমি যেখানে যাবে, আমিও যাব সেখানে।'

শুনে সুখী হলাম। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে, আজ রাতে আমি মরব না। কিন্তু মৃত্যু সত্যিই হবে আমার তোমার বাহুপাশে। বরফের ওপর দেখলাম একটা দৃশ্য! দেখলাম, তোমার পাশে শুয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ এগিয়ে এল একজন। দু'হাত প্রসারিত, আর সে-হাত থেকে কুয়াশার মত ঝরে পড়ছে ঘুম। দেখতে সে যেন অবিকল সোয়ানহিল্ড! ভাল করে চোখ মুছে তাকালাম আবার। নেই!'

'দৃষ্টিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয় এটা। মানুষ দেখে এমন দৃশ্য। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে, ভারী হয়ে আসছে চোখ। আরেকটা চুমু দাও আমাকে।'

'দেখতে ভুল আমার হয়নি, এরিক। সম্ভবত সোয়ানহিল্ডও খুব ভালবাসে তোমাকে। সে সুন্দরী, আর আমার শত্রু।' ঠাণ্ডা ঠোঁটজোড়া এরিকের ঠোঁটে চেপে ধরল গাদরাদা। 'এই, দেখ! দেখ! সমস্ত বরফ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।'

ধড়ফড় করে উঠে তাকাল এরিক। সুমেরু আলোর তীর ছুড়ছে অন্ধকারের বুকে।

'এবারে মনে হচ্ছে, দেশটা যেন আমি চিনি। ওই তো জলপ্রপাত, আর ওটা হফ মন্দির। এ-যাত্রা আমরা বেঁচে গেলাম, গাদরাদা। ওঠ, তুলে দিই তোমাকে ঘোড়ার পিঠে।'

'চল।'

এরিকের পিছুপিছু চলল গাদরাদা। প্রভুকে চোখে পড়তেই ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা, গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল তুষারের কণা। গাদরাদাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে রওনা দিল এরিক। তক্ষুণি উঠে পিছু নিল সোয়ানহিল্ড। বরফে পা পিছলে পড়ে গেল একবার, আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠল নিজের শয্যায়।

'কে চিৎকার করল?' ঘুরে দাঁড়াল এরিক: 'কার যেন গলা শুনতে পেলাম

মনে হল।'

'না,' জবাব দিল গাদরাদা। 'রাতচরা-বাজপাখির ডাক।'

সব কথাই কানে গেল সোয়ানহিল্ডের। মনে মনে বলল সেঃ 'হ্যাঁ, রাতচরা এই বাজপাখি খুবলে নেবে তোমার চোখ।'

অবশেষে আসমুণ্ডের বাড়ি যাবার রাস্তায় এসে পৌঁছুল দু'জনে। এখানেই সোয়ানহিল্ড তাদের পিছু ছেড়ে, পাঁচিল পেরিয়ে নামল বাড়ির সামনের মাঠে, তারপর বড় হলঘরটা বেড় দিয়ে, পুরুষ চলাচলের পথ ধরে সবার অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ল ভেতরে। বাড়ির লোকজন তখন অগ্রসরমান এরিক আর গাদরাদাকে দেখতেই ব্যস্ত। সোজা নিজের শোবার ঘরে এসে সারা শরীর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে, পোশাক বদলাল সোয়ানহিল্ড। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, রান্নাঘরে গিয়ে আগুন পোয়াতে লাগল।

মেয়ের জন্যে খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল আসমুণ্ড, একটা অনুসন্ধানী দল পাঠাবার কথা ভাবছিল মনে মনে, এমন সময় এরিকের সাথে গাদরাদা এসে পৌঁছাতে বুকের ওপর থেকে একটা ভার নেমে গেল তার।

সামান্য গোপন রেখে ঘটনাটা খুলে বলল গাদরাদা। এরিককে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল আসমুণ্ড। সোয়ানহিল্ডের খোঁজ করল সে, কিন্তু তার কথা কেউ জানে না। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল, কারণ, সোয়ানহিল্ডকেও সে সমান ভালবাসে। বাড়ির সবাইকে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তে বলল আসমুণ্ড। কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধা এসে জানাল, সোয়ানহিল্ড রান্নাঘরে আছে। বলতে বলতেই এসে উপস্থিত হল শুভ্রবসনা সোয়ানহিল্ড, মুখখানা ফ্যাকাসে।

'কোথায় গিয়েছিলে, সোয়ানহিল্ড?' বলল আসমুণ্ড। 'আমি ভাবছিলাম, গাদরাদার মত তুমিও পড়েছ তুষারঝড়ের কবলে। বাড়ির সবাই গেছে তোমাকে খুঁজতে।'

'না, আমি গিয়েছিলাম মন্দিরে,' মিথ্যে জবাব দিল সে। 'খুব অল্পের জন্যে তাহলে রক্ষা পেয়েছে গাদরাদা। অশেষ ধন্যবাদ ব্রাইটিজকে। প্রিয় বোনটিকে হারালে এই পৃথিবী দুঃসহ হয়ে উঠত,' কয়েক ধাপ এগিয়ে চুমু খেল সে গাদরাদাকে। ঠোঁট তার বরফের মত ঠাণ্ডা, চোখ জ্বলছে ধকধক করে। সভয়ে পিছিয়ে গেল গাদরাদা।

তিন

নৈশভোজনের সময় হয়েছে। প্রত্যেকেই ব্যস্ত নিজ নিজ খাবার নিয়ে। এদিক থেকে সেদিকে যাচ্ছে, আর ঘুরে ঘুরে এরিককে দেখছে গাদরাদা। ওদিকে দু'জনকেই লক্ষ্য করছে সোয়ানহিল্ড। ভোজনের পর সবাই এসে ভিড় জমাল উনুনের চারপাশে। গাদরাদা বসল এরিকের গা ঘেঁষে। কোনও কথা হল না তাদের মধ্যে, পাশাপাশি বসতে পেরেই যেন তারা পরম সুখী। আসমুণ্ড আর বিয়র্নের পাশে বসে এই দৃশ্য দেখে ঠোঁট কামড়াল সোয়ানহিল্ড।

'দেখ বাবা,' বলল সে। 'জোড়াটা চমৎকার।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' জবাব দিল আসমুণ্ড। 'এরিক ব্রাইটিজের মত যুবক কয়টা আছে? গাদরাদার মত সুন্দরীই বা এ-অঞ্চলে আর কোথায়? অবশ্য তোমার কথা আলাদা।'

'গাদরাদার সাথে আমার তুলনা কর না, বাবা। তবে এরিকের সাথে ওকে মানাবে খুব ভাল।'

'বকবক কর না,' ধমক দিল আসমুণ্ড। 'এরিকের সাথে গাদরাদা– এসব কথা তোমাকে কে বলল?'

'কেউ বলেনি, বাবা। চোখে দেখে আর কানে শুনে নিশ্চিত হয়েছি। ওদের দিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারবে, শুধু প্রেমিক প্রেমিকারাই বসে থাকে ওভাবে।'

এরিকের কাঁধে চিবুক রেখে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মুগ্ধ গাদরাদা।

'সাধারণ একজন কৃষককে বিয়ে করার মত রুচি আমার বোনের আছে

বলে মনে হয় না। তবে এ-কথা ঠিক যে, এরিকের শরীরে রয়েছে দুই মানুষের শক্তি,' বলল বিয়র্ন, শক্তি আর সৌন্দর্যের জন্যে এরিককে সে পছন্দ করে না।

'চোখ আর কান অনেক সময় ভুল বোঝায় মানুষকে,' আসমুণ্ড বলল সোয়ানহিল্ডের উদ্দেশেঃ 'অতএব ধারণা তোমার ঠিক নাও হতে পারে। এরিক, এদিকে এস। আমাদের বল, তুষারপাতের সময় কিভাবে দেখা হল তোমার গাদরাদার সাথে।'

উঠে আসার ইচ্ছে এরিকের ছিল না। কিন্তু গাদরাদা বলল, 'যাও।'

সুতরাং সামান্য গোপন রেখে ঘটনাটা খুলে বলল এরিক। আগামীকাল সকালে গাদরাদাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চায় সে, যদিও ফলাফল খুব একটা সুবিধের হবে বলে তার মনে হয় না।

'আমার এবং আমাদের পরিবারের খুব বড় একটা উপকার করেছ তুমি,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এরিককে লক্ষ্য করতে করতে বলল আসমুণ্ড। 'মেয়েটা আমার যদি প্রাণ হারাত, ব্যাপারটা হত অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমার বংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধনী কোনও লোকের সাথে ওর বিয়ে দেব বলে মনস্থ করেছি। তবে যে উপকার তুমি করেছ, তার জন্যে এই নাও উপহার, এমন আরেকটা উপহার গাদরাদার স্বামী তোমাকে দেবে তার বিয়ের দিন,' বাহু থেকে একটা তাগা খুলে নিল আসমুণ্ড।

বুকটা কেঁপে উঠল এরিকের, কিন্তু কথা বলল সে পরিষ্কার কণ্ঠেঃ

'তাগাটা আপনি ফেরত নিন, ওটা পাবার মত উপযুক্ত কোনও কাজ আমি করিনি। তবে একদিন হয়ত এমন সময় আসবে, যখন এই তাগার চেয়ে অনেক মূল্যবান জিনিস চাইব আমি।'

'আমার উপহার কেউ ফেরত দেয়নি কখনও,' রেগে গেল আসমুণ্ড।

'ধনী এই কৃষকটির অনেক সোনা আছে। সাগরকে মাছ উপহার দিয়ে কোনও লাভ নেই, বাবা,' দাঁত খিঁচিয়ে বলল বিয়র্ন।

'না, বিয়র্ন, ঠিক তা নয়,' জবাব দিল এরিকঃ 'তবে কৃষক আমরা ঠিকই, আমার বাবা থরগ্রিমার আয়রন-টোও কৃষকই ছিল। কথা হল, নিজে দেবার সামর্থ্য নেই, এমন উপহার আমি নিই না। সুতরাং তাগাটা নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'যা ভাল বোঝ,' বলল আসমুণ্ড। 'গর্ব একটি চমৎকার ঘোড়া, যদি

তাকে চালানো যায় নিখুঁতভাবে,' তাগাটা আবার পরল সে।

একে একে অভ্যাগতেরা চলে গেল বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। মায়ের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল সোয়ানহিল্ড।

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' বলল গ্রোয়া। 'ওসপাকার ব্ল্যাকটুথের সাথে গাদরাদার বিয়ে হবার আগ পর্যন্ত এরিক আর মিদালহফে আসার কথা চিন্তাও করবে না।'

'তাহলে এরিকের দেখা পাব কি করে? ওকে না দেখলে আমি যে থাকতে পারি না।'

'প্রেমকাতর গর্দভ! জেনে রাখ, এরিক যদি এখানে ঘন ঘন আসে আর কথা বলে গাদরাদার সাথে, তোর আশা-ভরসা সব শেষ হয়ে যাবে। তুই সুন্দরী সত্যি, কিন্তু গাদরাদা তোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। না, না, খিদের জ্বালা শুরু না হওয়া পর্যন্ত নেকড়ে থেকে মেষকে দূরে রাখতেই হবে। "সর্বশ্রেষ্ঠ" শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার পর কাজ চালিয়ে নিতে চাইবে সে "ভাল" শিকার দিয়ে।'

'তাই হবে, মা। কোল্ডব্যাক পাহাড়ে যখন বসেছিলাম গাদরাদার পেছনে, মনে হচ্ছিল, এই ছুরি দিয়ে খতম করে দিই ওকে। দ্রুত মুক্তি পেয়ে যেতাম তাহলে।'

'দ্রুত ডেকে আনতিস নিজের সর্বনাশ। তোর যা বুদ্ধি, তোকে পেলে দেখছি এরিকেরই কপাল পুড়বে। শোন্, এসব কাজের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। আঘাতই যদি হানতে হয়, ব্যর্থ হওয়া চলবে না। মনে রাখিস, শক্তির চেয়ে বুদ্ধি অনেক বেশি কার্যকর। ডাকিনীবিদ্যার কাছে সততা হার মানে। এখন আমি যাব আসমুণ্ডের কাছে। কাল সকালে দেখবি, রেগে কেমন টং হয়ে আছে সে।'

গ্রোয়া গেল পুরোহিত আসমুণ্ডের সাথে দেখা করতে। আসমুণ্ড শুয়ে ছিল, উঠে বসে জানতে চাইল গ্রোয়ার আসার কারণ।

'আমি এখানে আসি তোমার টানে, আসমুণ্ড, তোমার বাড়ির টানে, যদিও তুমি আমার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছ, আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সাহায্যে নানাভাবে উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও। যাই হোক, এখন বল, তুমি কি গাদরাদার সাথে ওই কৃষকটার বিয়ে দিতে চাচ্ছ?'

'এমন কোনও কথা আমি ভাবিনি,' বলল আসমুণ্ড।

'তাহলে তুমি কি জান, তুষারপাতের সময় তোমার কন্যাটি বসেছিল এরিকের কোলে?'

'খুব সম্ভব কাজটা সে করেছে উষ্ণতা লাভের আশায়। মৃত্যু শিয়রে রেখে মানুষ ভালবাসার স্বপ্ন দেখে না। কে দেখেছে ওদের?'

'সোয়ানহিল্ড। লজ্জায় লুকিয়েছিল ওদের পেছনে। ওর ধারণা, শিগগির দু'জনের বিয়ে হওয়া উচিত। বোকা তুমি, আসমুণ্ড। তরুণ হৃদয়ের উষ্ণতার কাছে বরফের শীতলতাও হার মানে। তুমি অন্ধ, নইলে বুঝতে পারতে, নীড় বাঁধায় উন্মুখ পাখিদের মতই দু'জন দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট।'

'তাহলে তো মুশকিলের কথা,' বলল আসমুণ্ড। 'ওদের দেখলেই মনে হয়, ওরা যেন সৃষ্টিই হয়েছে একে অপরের জন্যে।'

'তোমার যখন এরকম মনে হয়, তখন আমার আর কী বলার থাকতে পারে? শুধু আপসোস, এত সুন্দরী একটি মেয়ে পানিতে ভেসে যাবে। তোমার অনেক শত্রু আছে, আসমুণ্ড। ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির জন্যে অনেকে তোমাকে ঘৃণা করে। সুতরাং মেয়েটিকে কি তেমন কারও সাথে বিয়ে দেয়া উচিত নয়, বিপদের সময় তোমার শত্রুদের বিপক্ষে যে প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তুলতে পারে?'

'আপন বাহুবলের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে, অপরের সাহায্য চাইব কেন? এখন বল, কেমন মানাবে ওদের দু'জনকে? তোমার কাছে লুকোব না, যদিও আজরাতে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি ওর সাথে, এরিক ব্রাইটিজ আর গাদরাদার বিয়ে হলে খুশিই হব। বরাবরই ছেলেটাকে ভাল লাগে আমার, জীবনে অনেক উন্নতি করবে ও।'

'শোন, আসমুণ্ড! তুমি নিশ্চয় ওসপাকার ব্ল্যাকটুথের নাম শুনেছ?'

'শুধু নামই শুনিনি, ওকে আমি চিনি। শক্তি, ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তিতে যেমন তার জুড়ি মেলা ভার, কুৎসিতও তার মত দু'টো নেই। বহু বছর আগে একসঙ্গে এক ভাইকিং অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। সেই অভিযানে এমন সব কাণ্ড করেছিল ওসপাকার, ভাবলে আজও রক্ত হিম হয়ে আসে।'

'সময়ের সাথেসাথে মানুষের মেজাজ বদলে যায়। যতদূর জানি, গাদরাদাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে আছে ওসপাকার। যেহেতু সবকিছুই এখন তার হাতের মুঠোয়, গৃহিণী হিসেবে সে পেতে চায়

আইসল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীটিকে। ভেবে দেখ এখন, ওসপাকার যার জামাতা, কার এত বড় বুকের পাটা যে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?'

'এ-ব্যাপারে এখনই বলতে পারছি না কিছু, তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাও কঠিন। মনে হচ্ছে, এর পেছনে তোমার কোনও দুরভিসন্ধি আছে। ওসপাকার যেমন অশুভ, তেমনি বীভৎস। গাদরাদা যখন অন্য কাউকে পছন্দ করে, তখন তাকে ওসপাকারের হাতে তুলে দেয়া লজ্জার বিষয়। গাদরাদাকে লালন-পালনের শপথ নিয়েছি আমি। এরিক অতটা ধনী না হলেও তার বংশ গৌরব আছে। সর্বোপরি, মানুষ হিসেবে তার তুলনা হয় না। সে যদি গাদরাদাকে গ্রহণ করে, পরিবারের জন্যে তা সৌভাগ্য বয়ে আনবে।'

'আসমুণ্ড, যারা সবসময় তোমার উপকারের কথা ভাবে, তাদের অবিশ্বাস করা তোমার বহুদিনের বদ-অভ্যেস। কর যা খুশি। তুলে দাও তোমার সম্পদ সামান্য এক কৃষকের হাতে--যেখানে আর্লেরাও তার জন্যে নিজেদের জমিদারি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত--তারপর অনুতাপ কর সারাজীবন ধরে। যদি বেশি মেলামেশার সুযোগ পায় এরিক আর গাদরাদা, ঘটনা কিন্তু শিগগিরই ঘটবে। উষ্ণ রক্ত বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে জানে না। এখন হয় গাদরাদার বাগদান সম্পন্ন কর, নয়ত বিদায় কর এরিককে। ব্যস, আমার আর কিছু বলবার নেই।'

'বড় বেশি কথা বল তুমি। অপরাধ প্রমাণ না হলে কারও বিচার করা যায় না। তবু আগামীকাল আমার বাড়ি আসার ব্যাপারে সাবধান করে দেব এরিককে, তারপর ভাগ্যে যা আছে ঘটবে। এখন যাও, একটু শান্তিতে থাকতে দাও, বকবকানিতে মাথা ধরে গেছে। তোমার সবচেয়ে বড় দোষ হল, সামান্যতম সততাও তোমার নেই। কথা যেগুলো বললে, তার বেশির ভাগই মিথ্যে। ভেবে পাচ্ছি না, এ-কাজের জন্যে ওসপাকার কত দিয়েছে তোমাকে। আজ রাতে সোনার তাগাটা তুমি হলে প্রত্যাখ্যান করতে না। সোনার লোভে জীবনে তুমি কী-ই না করেছ!'

'তোমার ভালবাসার জন্যেও অনেক কিছু করেছি আমি, এমনকি তোমার ঘৃণার জন্যেও,' হেসে উঠল গ্রোয়া হা হা করে। আর কোনও কথা হল না দু'জনের মধ্যে।

পর দিন ভোরে উঠেই এরিককে জাগাল আসমুণ্ড। বলল, তার সাথে

একা একা সে কিছু কথা বলতে চায়।

'এরিক,' বাড়ির বাইরের ধূসর আলোয় দাঁড়িয়ে বলল আসমুণ্ড। 'এ-কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে যে, চুমু খেলে তুষারপাতের সময় ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?'

এরিকের চোখমুখ লাল হয়ে গেল। 'আমি এ-কাজ করেছি, তাই বা কে জানাল আপনাকে?'

'বরফ অনেক কিছুই গোপন করে সত্যি, কিন্তু এমন কিছু চোখ আছে, যেগুলো বরফ ভেদ করেও দেখতে পায়। এখন একটা কথা শুনে রাখ। আমি তোমাকে পছন্দ করি ঠিকই, কিন্তু তাই বলে গাদরাদাকে তুমি পাবে না, গাদরাদা তোমার মত কৃতিত্বহীন কৃষকের ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'জীবনে আমি শুধু একটা জিনিসই চেয়েছি,' বলল এরিক। 'সে হল গাদরাদা। আজ আমি বিয়ের প্রস্তাব দেব ভাবছিলাম।'

'প্রস্তাব দেয়ার আগেই জবাব পেয়ে গেলে, বাছা। আর যদি কখনও তোমাকে দেখি গাদরাদার সাথে, ওর ঠোঁটের পরিবর্তে আমার কুঠার চুমু খাবে তোমাকে।'

'কার কুঠার কাকে চুমু খেতে পারবে, সময়ই তা প্রমাণ করে দেবে,' ঘোড়ার বাঁধন খোলার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল এরিক। হঠাৎ গাদরাদা এসে উপস্থিত হল সেখানে। তাকে দেখেই ছলাৎ করে উঠল এরিকের বুকের রক্ত।

'শোন, গাদরাদা,' বলল এরিক। 'তোমার বাবার আদেশঃ আমাদের দু'জনের আর কথা বলা চলবে না।'

'এ-আদেশ আমাদের জন্যে বড়ই অশুভ,' বলল গাদরাদা।

'অশুভ হোক বা শুভ,' চেঁচিয়ে উঠল আসমুণ্ড। 'চুমু দেয়াদেয়ি আর চলবে না। পাহাড়েও নয়, বাগানেও নয়।'

'এখন বুঝতে পারছি, সত্যিই আমি শুনেছিলাম সোয়ানহিল্ডের গলা,' বলল সে। 'মেয়ের সাথে বাবার সম্পর্ক ঠিক তেমন হওয়া উচিত, যেমন ঘাসের সাথে বাতাসের। তবে সূর্য এখন মেঘের আড়ালে, একদিন সে-মেঘ কেটে যাবেই। ততদিন পর্যন্ত বিদায়, এরিক।'

'আপনি কি আর চান না,' জানতে চাইল এরিক। 'ইউল ভোজে আমি যোগদান করি?'

রেগে গেল আসমুণ্ড। সোজা আঙুল নির্দেশ করল সে গোল্ডেন ফল-এর দিকে। মিদালহফের পেছনে স্টোনফেল পাহাড়ের গা বেয়ে জলপ্রপাতটা নামছে বজ্রের শব্দ তুলে। গোল্ডেন ফলই আইসল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত।

'কোল্ডব্যাক থেকে একজন মানুষ দু'টো পথ দিয়ে মিদালহফে পৌঁছুতে পারে। হয় কোল্ডব্যাকের ওপর দিয়ে ঘোড়া-চলা পথ ধরে, নয়ত গোল্ডেন ফল-এর পাশ দিয়ে; তবে এ-পথ ধরে কোনও দিন কেউ এসেছে বলে শুনিনি। ভোজে তোমার নিমন্ত্রণ রইল, যদি তুমি আসতে পার গোল্ডেন ফল-এর পাশ দিয়ে। ওই পথে যদি রওনা দাও তুমি, দু'টো কথা দিলাম আমি। পথটা যদি অতিক্রম করতে পার, সাদর অভ্যর্থনা জানাব তোমাকে; আর যদি তোমার মৃতদেহ পাওয়া যায় জলপ্রপাতের আশপাশে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করব যথাযোগ্য মর্যাদায়। কিন্তু যদি আস অন্য পথ ধরে, আমার ক্রীতদাসেরা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!' দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হেসে উঠল আসমুণ্ড।

'সম্ভবত ইউল ভোজে আপনার অতিথি হব,' হেসে জবাব দিল এরিক।

কিন্তু জলপ্রপাতের গর্জন শুনে আঁতকে উঠল গাদরাদা। 'না, না, অযথা ডেকে এন না নিজের মৃত্যু!'

ঘোড়া ছুটিয়ে বরফের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল এরিক।

ওদিকে দুর্গম পথ পেরিয়ে অবশেষে কোল এসে হাজির হল উত্তরের সোয়াইনফেলে। এখানেই বাস করে ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ। বিরাট একটা হলঘর রয়েছে তার, যেখানে একসাথে খেতে পারে একশটা মানুষ। কোল যখন হলঘরে ঢুকল, ওসপাকার তখন খাচ্ছিল। এত কুৎসিত লোক কোল জীবনে দেখেনি। বিশালদেহী—কালো কুচকুচে চুল আর দাড়ি, সরু চোখ, ঘোড়ার মত চোয়ালের হাড়, নিচের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে বিরাট একটা কালো দাঁত। পরনে তার লাল রোব, হাঁটুর ওপরে রাখা প্রিয় তরবারি—হোয়াইটফায়ার। প্রমাদ গুনল কোল। লোকটাকে তার মনে হল অশুভ একটা দৈত্য। কোলকে কয়েক মুহূর্ত দেখল ওসপাকার, তারপর কথা বলে উঠল গুরুগম্ভীর কণ্ঠেঃ

'এই লাল শেয়ালটা আবার কে?'

শেয়ালের সাথে সত্যিই অনেকখানি মিল রয়েছে কোলের।

'আমার নাম হাবা কোল,' জবাব দিল সে। 'গ্রোয়ার ক্রীতদাস। আমি কি এখানে স্বাগত, প্রভু?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোকে সবাই হাবা বলে কেন?'

'বেশি কাজ করতে চাই না বলে।'

'তাহলে তো আমার ক্রীতদাসগুলো তোর বন্ধু। এবার বল্, কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছিস এখানে?'

'দক্ষিণে সবাই বলাবলি করছে, আইসল্যাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের খোঁজ দিলে আপনি তাকে ভাল একটা উপহার দেবেন। তাই তো ক'দিনের ছুটি নিয়ে চলে এলাম, প্রভু।'

'মিথ্যে শুনেছিস। তবে সুন্দরী মেয়েদের কথা শুনতে আমি বরাবরই আগ্রহী। বিয়েও করতে রাজি আছি তাদের কাউকে, যদি সে সত্যিকারের সুন্দরী হয়। এখন বল্, কে সেই সুন্দরী? কিন্তু সাবধান, যদি মিথ্যে বলিস, যেটুকু বুদ্ধি অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও বের করে নেব খুলির ভেতর থেকে।'

গাদরাদার গভীর কালো চোখ, শুভ্র ত্বক, সোনালি চুল আর বুদ্ধির প্রখরতার বর্ণনা দিতে লাগল কোল। শুনতে শুনতে অপূর্ব সেই সুন্দরীকে দেখার জন্যে অধীর হয়ে উঠল ওসপাকার।

'যে বর্ণনা দিলি,' বলল সে। 'মেয়েটি যদি তার অর্ধেক সুন্দরীও হয়, স্ত্রী হবে সে ওসপাকারের। আর যদি মিথ্যে বলিস, একটা প্রতারক কমিয়ে দেব আইসল্যাণ্ড থেকে।'

এই সময় হলঘরের একজন লোক সমর্থন জানাল কোলকে। গাদরাদাকে সে দেখেছে।

'আগামীকাল মিদালহফে আমি একজন দূত পাঠাব,' বলল ওসপাকার। 'পুরোহিত আসমুণ্ডকে জানাব, তাঁর সাথে আমি দেখা করতে চাই ইউল ভোজের সময়। ওখানে গেলেই বুঝতে পারব, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী কিনা। আর, কোল, বস তুই আমার ক্রীতদাসগুলোর সাথে, আর এই নে উপহার,' লাল রোবটা খুলে কোলের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল ওসপাকার।

'ধন্যবাদ,' বলল কোল্। 'মিদালহফে যত তাড়াতাড়ি যেতে পারেন ততই মঙ্গল। কারণ, সুগন্ধী ফুলের মৌমাছির অভাব হয় না। এরিক ব্রাইটিজ নামের এক যুবক গাদরাদাকে ভালবাসে, মনে হয় গাদরাদাও তাকে

ভালবাসে। এরিক সামান্য কৃষক, বয়স মাত্র পঁচিশ।'

'হো! হো! হো!' হেসে উঠল ওসপাকার, 'আর আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু বয়স বেশি বলে এই এরিক যেন আমার সাথে না লাগে!'

দু'তিন দিনের মধ্যেই ওসপাকারের দূত পৌঁছুল মিদালহফে। বিরাট এক ভোজের আয়োজন করতে লাগল আসমুণ্ড। হাসিতে ভরপুর হল সোয়ানহিল্ড, কিন্তু বুক কাঁপতে লাগল গাদরাদার।

চার

ইউল ভোজের আগের দিন ওসপাকার এল মিদালহফে। পরনে তার বহুমূল্য পোশাক, সাথে দুই পুত্র—গিজার আর মোর্ড। তাদের পেছনে অনেক সশস্ত্র ক্রীতদাস আর ভৃত্য। ওসপাকারকে একনজর দেখেই ঘৃণা জন্মাল গাদরাদার।

'হবু বরকে কেমন লাগছে?' পাশ থেকে জানতে চাইল সোয়ানহিল্ড।

'দৈত্যের মত। যত চেষ্টাই করুক, আমাকে ও পাবে না, তার চেয়ে বরং ডুবে মরব গোল্ডেন ফল-এ।'

'সে দেখা যাবে,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'লোকটা যেমন ধনী তেমনি শক্তিশালী, এরিকও তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।'

'সে-ব্যাপারে কিছু বলা যায় না,' বলল গাদরাদা। 'তাছাড়া সেটা জানারও কোনও উপায় নেই।'

'এরিক নাকি আসবে গোল্ডেন ফল-এর পাশ দিয়ে?'

'না, ওই পথে আসা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।'

'তাহলে এরিক মরবে, কারণ, ঝুঁকিটা সে নেবেই।'

গাদরাদার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। 'যদি এরিক মরে, তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী হবে তুমি আর তোমার মা। কী ক্ষতি করেছি আমি তোমাদের যে এমন করবে তোমরা?'

মুখটা সাদা হয়ে গেল সোয়ানহিল্ডের, সোজাসুজি চাইল সে গাদরাদার মুখের দিকে। 'কি ক্ষতি করেছ? শোন তাহলে। তোমার সৌন্দর্য আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে এরিককে।'

'এরিক তোমাকে ভালবাসে না, সোয়ানহিল্ড।'

'তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ, তাই ঘৃণা করি আমি তোমাকে। তুমি কি ভেবেছ, এই সর্বনাশ আমি স্রেফ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব? না, কখনোই না। যাকে তুমি ঘৃণা কর, সেই ওসপাকারের হাতে তোমাকে তুলে না দেয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'একজন কুমারীর মুখে এসব কথা শোভা পায় না, সোয়ানহিল্ড। তবে আজ থেকে জেনে রাখ, তোমাকে আমি ভয় পাই না, পাবও না কোনও দিন। আর ভালবাসার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি জিতি কিংবা তুমি, শেষমেষ বিরাট এক অপমানের বোঝা বইতে হবে তোমাকে। তোমার নাম লোকে মুখে নেবে ঘৃণার সাথে। এটাও জেনে রাখ, এরিক তোমাকে ঘৃণা করে, দিনে দিনে সে-ঘৃণা বাড়বে বই কমবে না। যাই হোক, আজ পেলাম তোমার প্রকৃত পরিচয়!' প্রচণ্ড ঘৃণা মুখে ফুটিয়ে তুলে সে-স্থান ত্যাগ করল গাদরাদা।

এগিয়ে গিয়ে ওসপাকারকে অভ্যর্থনা করে, হলঘরে নিয়ে এল আসমুণ্ড, বসাল তার পাশে। ওসপাকারের ক্রীতদাসেরা আসমুণ্ডকে দিল বহুমূল্য সব উপহার।

নৈশভোজের সময় হয়েছে। গাদরাদা এল, পেছনে পেছনে সোয়ানহিল্ড। গাদরাদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওসপাকারের বিয়ের ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু গাদরাদা তার দিকে তাকিয়েও দেখল না।

'এটাই তাহলে তোমার সেই মেয়ে, আসমুণ্ড, যার গল্প আমি শুনেছি? পৃথিবীতে এমন সুন্দরী বুঝি আর কখনও জন্মায়নি!'

ভোজ শুরু হল। পাত্রের পর পাত্র এল্ (ale) পান করে চলল ওসপাকার, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও তার চোখ সরল না গাদরাদার ওপর থেকে। খুলে না বললেও তার মনের ইচ্ছেটা জানতে বাকি রইল না কারও। তার দুই পুত্র গিজার আর মোর্ডও তাকিয়ে রইল গাদরাদার দিকে। এত

সুন্দরী তারা আগে কখনও দেখেনি। তবে গিজারের মনে হল, সোয়ানহিল্ডও কম সুন্দরী নয়।

রাত গড়াতে গড়াতে অবশেষে এসে গেল ঘুমের সময়।

ওইদিনই খামার থেকে ঘোড়ায় চড়ে এরিক এল স্টোনফেলে। কোল্ডব্যাক থেকে স্টোনফেল পর্যন্ত চলে গেছে খাড়া একটা শৈলশিরা, যার চুড়োয় আছড়ে পড়ে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে গোল্ডেন রিভারের পানি। পুবদিকে প্রবাহিত ধারাটার নাম র‍্যান, পশ্চিমদিকেরটা লাক্সা—এই নদী দু'টো মিদালহফের উর্বরা সমভূমিটিকে বেড় দিয়ে অবশেষে গিয়ে পড়েছে সাগরে। গোল্ডেন রিভারের মাঝখানে মাথা উঁচিয়ে আছে বেশকিছু পাথর। জায়গাটা শীপ-স্যাডল নামে পরিচিত। শীতে এখানে বরফ জমে, কিন্তু জায়গাটা কখনোই পানির নিচে তলিয়ে যায় না। অশ্বখুরাকৃতি জলপ্রপাতটা তিরিশ ফ্যাদম গভীর। শীপ-স্যাডলে একবার কোনমতে পৌঁছুতে পারলে শক্তিধর একজন মানুষের পক্ষে পানিতে না ভিজেই পনেরো ফ্যাদম পর্যন্ত নেমে যাওয়া সম্ভব।

পনেরো ফ্যাদম নিচে শীপ-স্যাডলের পাদদেশ। এখানেই দ্বি-মুখী দু'টো ধারা মিলিত হয়ে ঝরে পড়ছে নিচে। দু'টো ধারা ঠিক যেখানটায় একত্রিত হয়েছে, সেখান থেকে তিন ফ্যাদম দূরে, পানির সামান্য নিচেই রয়েছে টেবিলের সমান একটা পাথর। একবার সেখানে পৌঁছুতে পারলে বিরাট এক লাফে বারো ফ্যাদম দূরের পানিতে গিয়ে পড়া সম্ভব, কিন্তু সেখান থেকে তীব্র স্রোত ঠেলে তীরে ওঠা সম্ভব কিনা, তা একমাত্র ভবিতব্যই জানে। টেবিলের সমান সেই পাথরটার নাম উল্‌ফ্‌স্ ফ্যাং।

দীর্ঘক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করল এরিক। তারপর পাহাড়ের আরও খানিকটা ওপরে উঠে থামল আবার। শীপ-স্যাডলে যেতে হলে রওনা দিতে হবে এখান থেকেই।

'এই ধরনের কাজ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব; তবু চেষ্টা আমি করবই,' অবশেষে বলল সে বিড়বিড় করে। 'যদি বেঁচে যাই, আমার নাম ফিরবে মানুষের মুখে মুখে, আর যদি মরি, সে-ও ভাল—অবসান হবে সমস্ত যন্ত্রণার।'

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বসে রইল সে চুপচাপ। তার মা, সেভুনা, এখন আর

চোখে ভাল দেখতে পায় না।

'কি রে, এরিক, অমন চুপচাপ বসে আছিস কেন, বাবা? মাংসটা ভাল লাগেনি বুঝি?'

'হ্যাঁ, মা, মানে, মাংসের রান্নাটা ভালই হয়েছে, তবে আরেকটু সেদ্ধ করতে হত।'

'হুঁ, এতক্ষণে বুঝলাম, সত্যিই কিছু একটা হয়েছে তোর। আজ তো মাংসই ছিল না রে, ছিল মাছ, ভালমন্দের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? এমন অবস্থা মানুষের হয় চরম দুর্দশায় কিংবা গভীর ভালবাসায়।'

'তাই বুঝি?' বলল ব্রাইটিজ।

'কী হয়েছে রে, সত্যি করে বল্—মিষ্টি সেই মেয়েটি?'

'হ্যাঁ, ওরকমই কিছু একটা, মা।'

'এরিক, সব খুলে বল্, বাবা।'

'তাহলে শোন। আগামীকাল যাব গোল্ডেন ফল-এর পাশ দিয়ে, কিন্তু শীপ-স্যাডল থেকে উল্‌ফ্‌স্ ফ্যাং পৌঁছার পরও বেঁচে থাকা কিভাবে সম্ভব, বুঝতে পারছি না। এখন দয়া করে মুখটা একটু বন্ধ রাখ তো, মা, বকবক করে মাথা খেয়ে ফেল না, এমনিতেই আমার বুদ্ধি খুব দ্রুত খেলতে চায় না।'

এরিককে এই পাগলামি বাদ দিতে বলল সেভুনা। কিন্তু এরিক শুনল না। মনস্থির করতে তার দেরি হয় বটে, কিন্তু একবার করলে আর নড়চড় হয় না। এরপর সেভুনা যখন জানতে পারল যে স্রেফ গাদরাদার দেখা পাবার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিতে চলেছে এরিক, রেগে আগুন হয়ে অভিশাপ দিল সে গাদরাদাকে।

'পুরো ঘটনাটা তোমার জানা নেই যখন, এসব কথা বলা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, মা। তবু গাদরাদাকে অভিশাপ দিও না, ওর কোনও দোষ নেই।'

'তুই অকৃতজ্ঞ,' বলল সেভুনা। 'একটি মেয়ের সাথে কথা বলার আশায় মাকে সন্তানহারা করতে চাস!'

এরিক বলল, আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা তা-ই মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ভাগ্য এখন তাকে নিয়ে খেলছে। সুতরাং যত কঠিনই হোক, চেষ্টাটা তাকে করতেই হবে। মাকে চুমু খেল এরিক। কাঁদতে কাঁদতে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল সেভুনা।

*

আজ ইউল ভোজ। প্রায় দুপুর, কিন্তু আকাশে সূর্যের কোনও চিহ্ন নেই। নিজের সবচেয়ে দামী পোশাকগুলো একটা থলেতে ভরে জোন নামের এক ক্রীতদাসের হাতে মিদালহফে পাঠিয়ে দিল এরিক। বলল, সে যেন পুরোহিত আসমুণ্ডকে জানায়, দুপুরের এক ঘন্টা পরেই এরিক ব্রাইটিজ আসবে ইউল ভোজে যোগ দিতে, আসমুণ্ড যেন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে গোল্ডেন ফল-এর কাছে। জোন ভাবল, ছেলেটা সত্যিই পাগল হয়ে গেছে।

সূর্য হেসে উঠতেই শক্ত একটা রশি আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে, মাকে চুমু খেয়ে, ঘোড়া ছোটাল এরিক। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল গোল্ডেন রিভারের কাছে। এখানে খানিকটা অপেক্ষা করল এরিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, জনতার স্রোত এগিয়ে আসছে মিদালহফ থেকে। গাদরাদা আর সোয়ানহিল্ডকে চিনতে পারল এরিক। পানিতে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগল সে।

আকাশে ভাসছে উজ্জ্বল সূর্য, কিন্তু বাতাসে ভাসা বরফ তরবারি চালাচ্ছে এখনও। শীপ-স্যাডলে যেতে হলে পেরোতে হবে তিরিশ ফ্যাদম, মাঝপথের পাথরগুলো থেকে হাত ফসকে গেলে অনিবার্য মৃত্যু। হোজসহ ভেড়ার চামড়ার একজোড়া জুতো আর পাতলা একখানা মাত্র জামা পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এরিক।

এত জোরে হাত চালাতে লাগল সে, বরফশীতল পানি তার ওপর কোনও ক্রিয়াই করল না। শীপ-স্যাডলে পৌঁছে যখন হাঁপাতে লাগল এরিক, হর্ষধ্বনি করে উঠল দর্শকেরা।

এবারে নামার পালা। খাড়া পাথর বেয়ে নামতে হবে পনেরো ফ্যাদম। নিচের দিকে চেয়েই বুক শুকিয়ে গেল এরিকের, কিন্তু এখন আর পৌঁছোনো চলে না। শীপ-স্যাডলের প্রান্ত দু'হাতে আঁকড়ে ধরে শরীরের বার যখন এরিক নামিয়ে দিল নিচে, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল সমস্ত দর্শকের। দু'বার হাত গিছলে গেল, তবু শেষমেষ নিরাপদেই এরিক নেমে এল যথাস্থানে। চিৎকার ছাড়ল উল্লসিত দর্শক।

'দু'টো স্রোতের মিলনস্থানে যাবার সাথেসাথে গুঁড়ো হয়ে যাবে ও,' বলল ওসপাকার। 'উল্‌ফস্ ফ্যাং-এ পৌঁছার সাধ্য নেই ওর। আর যদি পৌঁছেও,

ওপারের পানিতে নামলেই ডুবে যাবে।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল আসমুণ্ড। 'কিন্তু কথাটা ভাবতে খুব খারাপ লাগছে; আমার বিদ্রূপেই এমন ভয়ঙ্কর একটা অভিযানে নেমে পড়েছে সে। এরিক ব্রাইটিজের মত একজন মানুষকে পরাজিত করা সত্যিই বড় কঠিন।'

কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে সোয়ানহিল্ডের মুখ। গাদরাদা বলল, 'যদি সাহস আর শক্তি ঠিকমত সাহায্য করে, এরিক নিরাপদেই এপারে এসে পড়বে।'

'তুমি একটা নির্বোধ!' ফিসফিস করে বলল সোয়ানহিল্ড, 'সাহায্য করার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে? কোনও দৈত্যও মারাত্মক ওই স্রোত পেরিয়ে আসতে পারবে না। ধরে নাও, এরিক মারা গেছে। আর সে-মৃত্যু তোমার প্রলোভনেই।'

'মুখটা একটু সামলে রাখ,' বলল গাদরাদা। 'কি ঘটবে কেউ জানে না।'

শীপ-স্যান্ডলের পাদদেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিক। দু'দিক থেকে এসে মিলিত হয়েছে পানির দু'টো ধারা। ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকাল এরিক। তিন ফ্যাদম দূরে উল্‌ফ্‌স্ ফ্যাং। সাথে আনা রশিটা শক্ত করে কোমরে বাঁধল সে, আরেক প্রান্ত বাঁধল বাঁকা একটা পাথরের খাঁজে। লাফ দিল এরিক শূন্যে, রশির হ্যাঁচকা টানে মনে হল কোমরটা ছিঁড়ে যাবে, পরমুহূর্তেই সে গিয়ে পড়ল উল্‌ফ্‌স্ ফ্যাং-এর ওপর। পতনের ঝাঁকুনিতে পায়ের নিচে টলমল করে উঠল পাথরটা, কোনমতে ভারসাম্য বজায় রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল এরিক। জলপ্রপাতের গর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল জনসাধারণের চিৎকার। আজ পর্যন্ত এখানে কোনও মানুষের পা পড়েনি।

পানির লক্ষ লক্ষ রেণু ঝরে পড়ছে চারপাশে। তার ফাঁক দিয়ে গাদরাদার মুখটা একঝলক দেখতে পেল এরিক। পলকে সমস্ত ভয় উবে গেল, কোমর থেকে রশিটা খুলে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার জন্যে প্রস্তুত হল সে।

পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েই তলিয়ে গেল এরিক। বজ্রের গর্জন তুলে ছুটে চলেছে খরস্রোতা পানি। আর দেখতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সোয়ানহিল্ড। সন্দেহ আর আতঙ্কে পাথরের মত হয়ে গেল গাদরাদার মুখ। 'ওই জলপ্রপাত থেকে আর উঠতে হচ্ছে না,' মনে মনে ভাবল ওসপাকার।

পতনের বেগে অনেক নিচে চলে গেল এরিক, তারপর ভেসে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। এক সময় মনে হল, ফুসফুসটা ফেটে যাবে।

'এরিক আর উঠবে না,' বলল আসমুণ্ড।

কথাটা শেষ হতে না হতেই সামনের দিকে নির্দেশ করল গাদরাদা। সবাই দেখল, পানির ওপর ভেসে উঠেছে সোনালি একগুচ্ছ চুল। মরিয়া হয়ে তীরে আসতে গিয়ে পাথরে ধাক্কা খেয়ে কপাল কেটে ফেলল এরিক, পরমুহূর্তেই খুঁজে পেল পায়ের তলার মাটি।

একজন দু'জন করে মানুষ জড় হতে লাগল এরিকের কাছে। কারও মুখে কথা নেই, বিস্ময়ে সবাই অভিভূত। ভীষণ শ্রান্তিতে চোখ বুজে এসেছিল এরিকের, চোখ মেলতেই সামনে ভেসে উঠল গাদরাদা। ঝুঁকি নেয়া সার্থক হয়েছে, মনে হল তার।

পাঁচ

আসমুণ্ডকে ঝুঁকে পড়তে দেখে এরিক বলল, 'এবার কি ইউল ভোজে আমাকে স্বাগত জানাবেন?'

'তোমাকে নয় তো কাকে জানাব?' বলল আসমুণ্ড। 'তুমি অসীম সাহসী মানুষ, তবে কিছুটা হঠকারী। আজ যে কাজটা করলে, আইসল্যাণ্ডের মানুষ তোমার নাম করবে যুগ যুগ ধরে।'

'একটু সর, বাবা, কাছে যেতে দাও,' বলল গাদরাদা। 'ওর কপাল কেটে গেছে।' রুমাল দিয়ে জায়গাটা বেঁধে দিল সে, তারপর নিজের দামী ক্লোকটা দিয়ে ঢেকে দিল এরিকের শরীর।

এবারে সবাই এরিককে নিয়ে গেল হলে। সেখানে পোশাক পরিবর্তন করে বিশ্রাম নিতে লাগল সে। জোনকে ফেরত পাঠাল কোল্ডব্যাকে। জোন

গিয়ে সেভুনাকে জানাবে, নিরাপদেই আছে এরিক। সারাদিনেও শরীরে খুব একটা শক্তি পেল না সে, পানির সেই তীব্র গর্জনে যেন এখনও ভোঁ ভোঁ করছে কান।

ওসপাকার আর গ্রোয়া মোটেই আনন্দিত হয়নি এই ঘটনায়। কিন্তু অন্য সবাই খুব খুশি হয়েছে, কারণ, এরিক অত্যন্ত জনপ্রিয়। ওদিকে ভীষণ খারাপ সোলানহিল্ডের মন, এরিক তাকিয়েও দেখেনি তার দিকে।

ভোজের সময় এসে গেল। প্রথানুসারে সবাই উপস্থিত হল মন্দিরে। পবিত্র আগুন জ্বলছে বেদীতে, উৎসর্গের উদ্দেশ্যে রাখা হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড়টাকে নিয়ে আসা হল সেখানে। বলির কাজ সম্পন্ন করে একটা পাত্রে রক্ত ধরল পুরোহিত আসমুণ্ড। দেবদেবীদের মূর্তিতে রক্ত ছিটাল সে, তারপর চর্বি লেপন করে অবশেষে মুছে দিল পরিষ্কার লিনেন দিয়ে। ষাঁড়ের মাংস রান্না হতেই শুরু হল ভোজ।

প্রচুর পরিমাণে মাংস খেয়ে, এল্ আর মীড (mead) পান করে খুশি হয়ে উঠল সবাই। কিন্তু ওসপাকার খুশি নয়। সে লক্ষ্য করেছে, গাদরাদার চোখ সারাক্ষণ এরিকের ওপর। নিজের অজান্তেই তরবারির অর্ধেক টেনে বের করল সে, হলের স্বল্প আলোতেও ঝিকমিকিয়ে উঠল হোয়াইটফায়ার।

'তরবারিটা অপূর্ব, ওসপাকার!' বলল আসমুণ্ড 'তবে এটা তরবারি বের করার জায়গা নয়। কোথায় পেয়েছ ওটা? আজকাল তো আর অমন তরবারি তৈরি করা হয় না।'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে এমন তরবারি আর একটাও নেই। এটা তৈরি করেছে বামনেরা। এটা যার হাতে থাকবে, তার জয় সুনিশ্চিত। তরবারিটা রাজা ওডিনের, নাম হোয়াইটফায়ার। নরওয়ের রাজা এরিকের স্মৃতিস্তম্ভ থেকে এটা উদ্ধার করে র‍্যাল্‌ফ দ্য রেড, তাকে হত্যা করে এটা লাভ করেন বাবা। হোয়াইটফায়ার যে কত সেনাপতির জীবন নিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। জিনিসটা ভাল করে দেখ, আসমুণ্ড।'

ওসপাকার তরবারিটা মাথার ওপর তুলে ধরতে অবাক হয়ে গেল সবাই। হাতলটা সোনার, তাতে খচিত করা আছে মূল্যবান নীল পাথর। তরবারিটা বিরাট লম্বা, চওড়া ফলাটা এতই উজ্জ্বল যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। তরবারিটার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়েই রূনিক ভাষায় কি কি যেন সব লেখা।

'দারুণ অস্ত্র!' বলল আসমুণ্ড। 'রূনিকে কি লেখা আছে?'

'জানি না, বোধ হয় কেউই জানে না—ভাষাটা প্রাচীন।'

'আমি একটু দেখি,' বলল গ্রোয়া। 'রূনিক ভাষা আমার খুব ভালভাবে জানা আছে।' লেখাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ভ্রূ কোঁচকাল গ্রোয়া। 'সত্যিই বড় অদ্ভুত!'

'কি লেখা আছে?' জানতে চাইল আসমুণ্ড।

'লেখা আছে, অবশ্য পড়তে যদি আমার ভুল না হয়ঃ

আমার নাম হোয়াইট ফায়ার—বামনেরা আমাকে তৈরি করেছে—আমি ছিলাম ওডিনের তরবারি—আমি ছিলাম এরিকের তরবারি—এরিকের তরবারি হব আমি আবার—যেখানেই আমি যাব সে যাবে আমার পিছু পিছু।'

অবাক চোখ তুলে গাদরাদা তাকাল এরিকের দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভীষণ রেগে গেল ওসপাকার।

'ওভাবে তাকিয়ে লাভ নেই, কুমারী,' বলল সে। 'হোয়াইটফায়ার পাবার সৌভাগ্য এই এরিকের হবে না, তবে হোয়াইটফায়ারের ধার হয়ত সে অনুভব করতে পারবে।'

ঠোঁট কামড়াতে লাগল গাদরাদা। রাগে চোখমুখ লাল করে এরিক বললঃ 'মেয়েলি উপহাস করা আপনার সাজে না। আপনি সাহসী এবং শক্তিশালী ঠিকই, তবে জেনে রাখুন, আমিও কোনও কিছুতে ভয় পাই না।'

'ধীরে, বালক, ধীরে! জলপ্রপাত অতিক্রম করা আর আমার সাথে লড়ার মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। বল, কি খেলা খেলতে চাও তুমি ওসপাকারের সাথে?'

'কুঠার বা তরবারি নিয়ে খেলতে পারি, ইচ্ছে করলে কুস্তিও লড়া যায়। যে জয়লাভ করবে, হোয়াইটফায়ার হবে তার।'

'আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত মিদালহফে কোনও রক্তপাত হতে দেব না,' বলল আসমুণ্ড। 'মুষ্টিযুদ্ধ কর বা কুস্তি, কিন্তু কোনরকম অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না।'

ক্রোধে উন্মত্ত ওসপাকার মুখ ভ্যাংচাল কুকুরের মত।

'এই অঞ্চল জুড়ে কোনও মানুষ যাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না, তার সাথে কুস্তি লড়বে তুমি? বেশ! পবিত্র এই বেদীর সামনে আমি কথা দিচ্ছি, জিতলে হোয়াইটফায়ার পাবে তুমি; কিন্তু মাহামূল্যবান ওই তরবারির

বিপক্ষে তুমি কি বাজি ধরবে? বাড়ি, জমিজমা বিক্রি করেও তো ওটার হাতলের মূল্য হবে না।'

'আমি বাজি ধরছি আমার জীবন,' বলল এরিক। 'হোয়াইটফায়ার যদি না পাই, হোয়াইটফায়ারই যেন আমার প্রাণসংহার করে।'

'না, এরকম বাজি আমি অনুমোদন করব না,' বলল আসমুণ্ড। 'অন্য কিছু বাজির কথা ভাব, ওসপাকার, নয়তো বাদ দাও লড়াই।'

বড় কালো দাঁতটা দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ চিন্তা করল ওসপাকার। তারপর হেসে উঠে বললঃ

'হোয়াইটফায়ারের বিপক্ষে এরিক ব্রাইটিজ বাজি ধরুক তার ডান চোখ। যদি আমি জিতি, উপড়ে নেব চোখটা। এবার বল, বালক, লড়বে আমার সাথে? যদি সাহস না পাও, বাদ দাও লড়াই; কিন্তু আর কোনও বাজিতে আমি রাজি নই।'

'চোখ আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দরিদ্র্যের সম্পদ,' বলল এরিক। 'বেশ, আমার ডান চোখই বাজি ধরছি। লড়াই হবে আগামীকাল।'

'আর আগামীকাল থেকে লোকে তোমাকে ডাকবে একচোখো এরিক নামে,' বলল ওসপাকার।

তার কয়েকজন ক্রীতদাস এ-কথায় হেসে উঠলেও আর কেউই হাসল না। বিদ্রূপটা কারোই ভাল লাগেনি।

এবারে আসমুণ্ডের দেয়া পবিত্র মদ্যপানের সাথেসাথে শুরু হল দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা। সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করা হল ওডিনের কাছে, প্রাচুর্যের জন্যে ফ্রের কাছে, শক্তির জন্যে থরের কাছে, ভালবাসার জন্যে দেবী ফ্রেয়ার কাছে, সর্বশেষ প্রার্থনা আনন্দের দেবতা ব্র্যাগির উদ্দেশ্যে। নিজের পাত্র শেষ করে প্রথানুসারে আসমুণ্ড জানতে চাইল, কারও কোনও শপথ করার আছে কিনা।

বেশ কিছুক্ষণ কোনও জবাব দিল না কেউ। অবশেষে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এরিক ব্রাইটিজ।

'আমি একটা শপথ করতে চাই।'

'কর,' বলল আসমুণ্ড।

'হেকলার ওপাশে, মোসফেল পাহাড়ে বাস করে অত্যাচারী একজন বেয়ারসার্ক। তার নাম স্কালাগ্রিম। অনেক লোককে হত্যা করেছে সে,

লুটতরাজ করেছে ধনসম্পদ। দক্ষিণের সবাই তার ভয়ে থরথর করে কাঁপে। তবু আমি শপথ করছি, বাঁচি বা মরি, লড়াই ওর সাথে করবই করব।'

'হলুদ-চুলো কুকুর, বেয়ারসার্কের দু'চোখের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাহলে এক চোখ নিয়ে,' বলল ওসপাকার।

কেউই কান দিল না তার কথায়। বছরের পর বছর সবাই সয়ে এসেছে স্কালাগ্রিমের অত্যাচার, কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। বেদীর সামনে গিয়ে এরিক আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ করার সাথেসাথে চারপাশ থেকে ভেসে এল উল্লসিত চিৎকার।

আবার শুরু হল ভোজ। একসময় দেখা গেল, এরিক আর আসমুণ্ড ছাড়া মাতাল হয়ে গেছে সবাই।

বিছানায় যাবার আগে হাত-পায়ে সীলের চর্বি ডলল এরিক। গভীর একটা ঘুম দিয়ে উঠল খুব ভোরে। ঝরনা থেকে গোসল সেরে ফেরার সময়ে দেখা হল তার গাদরাদার সাথে। এখনও কেউ ওঠেনি, পাগলের মত তাই চুমু খেতে লাগল এরিক।

'চোখটা দেখছি তুমি সত্যিই হারাবে,' একপর্যায়ে বাধা দিয়ে বলে উঠল গাদরাদা। 'কারণ, ওসপাকার সত্যিই একটা দৈত্য। অবশ্য শক্তিতে তুমিও কম যাও না। আর, চোখ একটা কমে গেলেও আমার ভালবাসা কমবে না। ওহ্! এরিক, তুমি যখন ঝাঁপিয়ে পড়লে উল্‌ফ্‌স্ ফ্যাং থেকে, দম আমার প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'নিরাপদেই আমি উঠে এসেছি জলপ্রপাত থেকে। এমন একটা কাজের জন্যে চুমু আমার নিশ্চয় প্রাপ্য। আর ওসপাকার যতই শক্তিশালী হোক, একবার দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে পারলেই অবস্থা ওর খারাপ করে দেব। তরবারিটা আমাকে পেতেই হবে।'

এরিকের বুকে মাথা রেখে সোয়ানহিল্ডের সমস্ত কথা খুলে বলল গাদরাদা।

'সোয়ানহিল্ড আমার জন্যে নয়, গাদরাদা, আমাকে মানায় শুধু তোমার সঙ্গে।'

'সত্যি বলছ? সোয়ানহিল্ড কিন্তু সুন্দরী আর জ্ঞানী।'

'এবং শয়তানী বুদ্ধিতে পাকা। সোয়ানহিল্ডকে ভালবাসতে রাজি আছি, যদি তুমি ভালবাস ওসপাকারকে।'

'ভাল শর্ত দিয়েছ,' গাদরাদা হাসল। 'কুস্তির সময় সৌভাগ্য তোমার সহায় হোক,' দ্রুত একটা চুমু দিয়ে চলে গেল সে।

এরিক হলে ফিরে এসে বসে পড়ল ফায়ারপ্লেসের পাশে। এখনও সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চুপিচুপি এল সোয়ানহিল্ড।

'তুমি কৃতিত্বলোভী মানুষ, এরিক,' বলল সে। 'গতকাল এমন এক পথ ধরে এলে তুমি, যে-পথে কখনও কোনও মানুষ চলাচল করেনি। আজ তুমি কুস্তি লড়বে চোখ বাজি রেখে। তাতেও শান্তি হবে না তোমার, লড়তে যাবে স্কালাগ্রিমের বিপক্ষে!'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল এরিক।

'এমন একজন মেয়ের জন্যে এসব ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি, যে অন্য মানুষের বাগ্‌দত্তা।'

'এসবই আমি করছি খ্যাতির জন্যে, সোয়ানহিল্ড। তাছাড়া গাদরাদা কারও বাগ্‌দত্তাও নয়।'

'আরেকটা ইউল ভোজ আসার আগেই গাদরাদা হবে ওসপাকার ব্ল্যাকটুথের স্ত্রী।'

'সে দেখা যাবে।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সোয়ানহিল্ড বলল, 'সত্যিই তুমি বোকা, এরিক। যে উন্মাদনা তোমাকে পেয়ে বসেছে, তা শেষপর্যন্ত তোমাকে কিছুই দেবে না। তার চেয়ে হাতের কাছে যা পাচ্ছ, তাই তুলে নাও না কেন,' মোহিনী একটা হাসি দিল সে।

'সবাই তোমাকে বলে পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ড,' জবাব দিল এরিক। 'কিন্তু আমার মনে হয়, প্রতারণার দেবতা লকি তোমার বাবা। কারণ, শয়তানী বুদ্ধিতে তোমার কোনও জুড়ি নেই। তোমার কার্যকলাপ জানতেও আমার আর বাকি নেই। একটা কথা জেনে রাখ, তোমার চক্রান্তে আমার আর গাদরাদার যদি মৃত্যুও হয়, অশুভ বুদ্ধি একদিন ডেকে আনবে তোমারই সর্বনাশ।'

সোয়ানাহিল্ড হাসল। 'এখন যত ঘৃণাই কর, আমাকেই একসময় তোমার প্রিয় মনে হবে—হ্যাঁ, শপথ করছি এ-ব্যাপারে। শপথ আরেকটা করছিঃ গাদরাদার সঙ্গে বিয়ে তোমার কখনোই হবে না।'

পাছে বেফাঁস কিছু বেরিয়ে যায় মুখ থেকে, সেজন্যে এরিক কোনও

জবাবই দিল না।

নাস্তা করতে বসে সবাই শুরু করে দিল কুস্তির আলোচনা। খুব খারাপ হয়ে আছে ওসপাকারের মেজাজ। হোয়াইটফায়ার তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস, অথচ ওটাই বাজি ধরে বসে আছে সে। এজন্যেই লোকে বলে, বেশি এল্ পেটে পড়লে মানুষ আর মানুষ থাকে না। অবশ্য পরাজিত হবার ভয় তার নেই, আইসল্যাণ্ডে সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, তবু বাজি ধরাটা মোটেই উচিত হয়নি। এই জয় তার জন্যে কি বয়ে আনবে? গাদরাদার ঘৃণা। একটা চোখ নষ্ট হলে অসুন্দর হবে এরিক, কিন্তু তাতে তার লাভ কি? না, বাজি ধরাটা সত্যিই ভুল হয়েছে। এরিককে চোখে পড়তেই গলা চড়াল ওসপাকারঃ

'এরিক, শুনে যাও।'

'দু'টো কানই খোলা,' বলল এরিক। কথার ধরনে হো হো করে হেসে উঠল উপস্থিত সবাই।

'কথা কিভাবে বলতে হয়, তাও জান না দেখছি,' গজগজ করতে লাগল ওসপাকার। 'যাই হোক, শোন, গত রাতে ঝোঁকের মাথায় আমি বাজি রেখেছি আমার বিখ্যাত তরবারি, তুমি তোমার চোখ। এখন যে-ই পরাজিত হই, ব্যাপারটা তার জন্যে সুবিধের হবে না। তাই বলছিলাম, লড়াইটা বাদ দিলে কেমন হয়?'

'খুব যদি ভয় পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে লড়াই বাদ দিতে পারি। তবে তরবারিটা আগে হস্তান্তর করুন।'

মাথায় আগুন ধরে গেল ওসপাকারের। চিৎকার করে সে বলল, 'কুস্তিতে জেতার আশা করছিস বুঝি? আগে মেরুদণ্ডটা ভেঙে ফেলব তোর, তারপর উপড়ে নেব চোখটা!'

'হয়ত নেবেন,' জবাব দিল এরিক। 'কিন্তু বড় বড় কথা বললেই বড় কাজ করা যায় না।'

ক্রীতদাসেরা কোদাল নিয়ে এসে দুই রড (১ রড=৫$\frac{১}{২}$গজ) মাপের একটা বৃত্তের বরফ পরিষ্কার করে, তার ওপর ছিটিয়ে দিল শুকনো বালি, যাতে প্রতিযোগীদের কেউ পা পিছলে পড়ে না যায়।

গ্রোয়া এসে ওসপাকারকে ডেকে নিয়ে গেল এক পাশে।

'শুনুন, প্রভু,' বলল সে। 'লড়াইটার কথা শোনার পর থেকেই মন

আমার কু ডাকছে। যত শক্তিশালীই আপনি হন, এরিকের বিরুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা আপনার আছে বলে মনে হয় না।'

'বড় কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপক্ষে যে আজ পর্যন্ত লড়েনি, তার কাছে পরাজিত হলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে,' বলল ওসপাকার। 'আর তার চেয়েও খারাপ হবে তরবারিটা হারানো। কোনও মূল্যেই আর পাওয়া যাবে না অমন একটা তরবারি।'

'জয়ের ব্যবস্থা যদি নিশ্চিত করি, প্রভু, কী দেবেন আমাকে তার বিনিময়ে?'

'দুইশত রৌপ্যমুদ্রা।'

'কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন না, জয় হবে আপনার।'

এরিক কোথায় যেন গেছে দেখে গ্রোয়া ডাকল কোলকে।

'শোন্,' বলল সে। 'ওই দেয়ালের পাশে আছে এরিক ব্রাইটিজের জুতো। তাড়াতাড়ি খানিকটা চর্বি এনে লাগিয়ে দে ওটার তলায়। তারপর আগুনের ওপর কিছুক্ষণ ধরে রাখ, যাতে ভালভাবে সেঁটে যায় চর্বিগুলো। জলদি, গোপনে করবি কাজটা, বিশ পেন্স পাবি তাহলে।'

দাঁত বের করল কোল। দ্রুত কাজ সেরে জুতো রেখে দিল যথাস্থানে। প্রায় তখন তখনই এল এরিক, প্রস্তুত হল জুতো পায়ে দিয়ে।

সবাই ভিড় করে দাঁড়াল রিংয়ের চারপাশে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এরিক আর ওসপাকার। পশমী জারকিন তাদের পরনে, পায়ে হোজসুদ্ধ ভেড়ার চামড়ার জুতো।

সর্বসম্মতিক্রমে আসমুণ্ড সাব্যস্ত হল লড়াইয়ের বিচারক। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীরই তাকে সম্পূর্ণ মেনে চলতে হবে। এরিক দাবি করল, হোয়াইটফায়ার আসমুণ্ডের কাছে জমা দিতে হবে। ওসপাকার বলল, জমা দিতে সে রাজি আছে, কিন্তু এরিককেও তাহলে তার চোখ জমা দিতে হবে। সব শুনে আসমুণ্ড বলল, 'এরিক যদি চোখ জমা দেয়, জয়লাভ করলেও তার চোখ আমি আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু ওসপাকার জয়লাভ করলে তরবারি আমি সহজেই ফিরিয়ে দিতে পারব।'

দর্শকেরা বলল, উত্তম বিচার হয়েছে।

এবারে নির্দিষ্ট করা হল কুস্তির আইন-কানুন। তিন রাউণ্ড লড়বে এরিক আর ওসপাকার। প্রত্যেক রাউণ্ডের মাঝে থাকবে এক হাজার সেকেণ্ডের

বিরতি। কেউ কাউকে আঘাত করতে পারবে না হাত, মাথা, কনুই, পা কিংবা হাঁটু দিয়ে। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী মাথা আর বুক দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে না পড়া পর্যন্ত সেটা 'পতন' বিবেচিত হবে না। আর, যে দু'বার পতিত হবে, তাকে পরাজিত বলে ধরে নেয়া হবে।

গলা চড়িয়ে সবাইকে আইনগুলো শুনিয়ে দিল আসমুণ্ড। এরিক আর ওসপাকার বলল, তারা এসব আইন মেনে চলবে। ছোট্ট একটা ছুরি বের করে গিজারকে দিল ওসপাকার।

'চোখের ভেতরে ছুরি ঢুকলে কেমন লাগে, শিগগিরই তা জানতে পারবে হে, ছোকরা,' বলল সে।

'শিগগির আমরা অনেককিছুই জানতে পারব,' জবাব দিল এরিক।

রিংয়ে প্রবেশ করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খুলে ফেলল জারকিন। ওসপাকার সত্যিই একটা দৈত্য, প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তার অস্বাভাবিক মোটা। হাত দু'টো ঢাকা ছাগলের মত লোমে, বাহুমূল মেয়েদের উরুর মত মোটা। দৃষ্টি ওসপাকারের বেয়ারসার্কদের মতই হিংস্র, কিন্তু নড়াচড়াটা বেশ ধীর।

এবার সবাই তাকাল এরিকের দিকে।

'ওই দেখ! ব্যান্ডার আর দৈত্য!' বলল সোয়ানহিল্ড। উপস্থিত সবাই হেসে উঠল এ-কথায়, কারণ, দেবতাকূলে ব্যান্ডার সৌন্দর্যশ্রেষ্ঠ, তার পাশে একটা দৈত্য যেমন কুৎসিত, এরিকের পাশে ওসপাকার যেন ঠিক তাই। এরিক ওসপাকারের চেয়ে আধ হাত লম্বা, বুকও বেশি চওড়া, তবু ওসপাকারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনায় সে যেন একটা বালক।

আসমুণ্ড লড়াই শুরু করার সঙ্কেত দেয়া মাত্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্ত রচনা করতে লাগল দু'জনের চারপাশে। হঠাৎ ছুটে গিয়ে এরিকের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে শূন্যে তোলার চেষ্টা করল ওসপাকার, কিন্তু পারল না। নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে সামান্য সরে যেতেই হড়কে গেল এরিকের পা। আবার সরল সে, আবার হড়কালো। তৃতীয় বার পা হড়কাতেই ওসপাকার ঠেসে ধরল তাকে মাটির ওপর। প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করল ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ।

মনটা খারাপ হয়ে গেল গাদরাদার। দর্শকেরা বলাবলি করছে, লড়াইয়ের ফলাফল পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে।

'বলেছিলাম না,' মাথা ঝাঁকাল সোয়ানহিল্ড। 'ওসপাকারের সাথে

জয়লাভের সম্ভাবনা এরিকের নেই?'

'লড়াই এখনও শেষ হয়নি,' জবাব দিল গাদরাদা। 'এরিকের পা কিন্তু বড় অদ্ভুত ভাবে পিছলে গেল।'

এরিক ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে বসে আছে বরফের ওপর। পাশে গিয়ে ফিসফিস করে গাদরাদা বলল, অত চিন্তিত হবার কিছু নেই, লড়াইয়ের এখনও দু'রাউণ্ড বাকি।

'মনে হয়, কেউ আমাকে জাদু করেছে,' এরিকের স্বর বিষণ্ণ। 'মাটির ওপর পা থাকতেই চাইছে না।'

চোখ বন্ধ করে সামান্য ভাবল গাদরাদা। তারপর বলল, 'প্রতারণার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। জুতো দু'টো একবার পরীক্ষা কর তো।'

ফিতে খুলে জুতোর তলাটা একনজর দেখেই চিৎকার দিয়ে উঠল এরিক, 'আমি ভেবেছিলাম, এখানকার সবাই সম্মানের পাত্র। তাই তো বলি, অত পা পিছলায় কেন! এই দেখ! জুতোর তলায় চর্বি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। থরের নামে শপথ করে বলছি, এই কাজ যে করেছে, তার গলাটা দু'ফাঁক করে দেব।'

জুতো পরীক্ষা করে আসমুণ্ড বলল, 'ব্রাইটিজ মিথ্যে বলেনি, আমাদের মধ্যে একটা প্রতারক আছে। ওসপাকার, শয়তানী না করে থাকতে পার না তুমি?'

'পবিত্র বেদীর নামে শপথ করছি,' বলল ওসপাকার। 'আমি এসবের কিছুই জানি না। আমার লোকের মধ্যে যদি এ-কাজ কেউ করে থাকে, মৃত্যু হবে তার দণ্ড।'

'আমরাও শপথ করছি,' চিৎকার ছাড়ল গিজার আর মোর্ড।

'কাজটা মেয়েলী,' গাদরাদা তাকাল সোয়ানহিল্ডের দিকে।

'এর পেছনে আমার কোনও হাত নেই,' বলল সোয়ানহিল্ড।

'তাহলে নিশ্চয় তোমার মায়ের হাত আছে।'

উপস্থিত সমস্ত দর্শক জানাল, এ বড় লজ্জার কথা, লড়াই আবার নতুন করে শুরু হোক। দু'শো রৌপ্যমুদ্রার কথা ঘুরছে ওসপাকারের মাথায়। চারপাশে চোখ বুলিয়ে গ্রোয়াকে কোথাও দেখতে পেল না সে, তবু প্রতিবাদ জানাল দর্শকদের প্রস্তাবের।

রাগের মাথায় চিৎকার করে এরিক বলল, নতুনভাবে শুরুর প্রয়োজন

নেই, লড়াই যেমন চলছে তেমনি চলুক। সবাই ভাবল, এই পাগলামির কোনও মানে হয় না। কিন্তু আসমুণ্ড বলল, এরিকের কথামতই কাজ হবে। তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, পরাজিত হলেও ছেলেটার চোখ সে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করবে।

এবার ওসপাকারের মুখোমুখি হল এরিক খালি পায়ে।

কোমর জড়িয়ে ধরার জন্যে ছুটে এল ওসপাকার, চট করে এরিক সরে গেল একপাশে। তারপর দু'জন দু'জনকে জাপটে ধরে ঘুরতে লাগল রিংয়ের মাঝখানে। হঠাৎ ইচ্ছে করে পড়ে গেল এরিক, তৎক্ষণাৎ তাকে পিষে ফেলার জন্যে পা তুলে এগিয়ে এল ওসপাকার। পা-টা ধরে একটা মোচড় দিতেই ওসপাকার লুটিয়ে পড়ল সশব্দে, এক মুহূর্ত নষ্ট না করে বুকের ওপর চেপে বসল এরিক।

চেঁচিয়ে উঠল দর্শকেরা। সমতা এল লড়াইয়ে।

একটা ক্লোক গাদরাদা ছুঁড়ে দিল এরিকের কাধের ওপর।

'চমৎকার লড়েছ,' বলল সে।

'লড়াই এখনও শেষ হয়নি,' বলল এরিক। 'আমি ওসপাকারকে কৌশলে ধরাশায়ী করেছি, এবার লড়াই হবে শক্তির।'

বিরতির পর শুরু হল তৃতীয় রাউণ্ড। তিন বার ছুটে গেল ওসপাকার, তিন বারই পাশ কাটাল এরিক। কিন্তু চতুর্থ প্রচেষ্টায় তাকে ধরে ফেলল ওসপাকার।

'এবার এরিকের শেষ,' বলল সোয়ানহিল্ড।

'তীর এখনও ছোঁড়া হয়নি,' জবাব দিল গাদরাদা।

এরিককে মাটিতে ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল ওসপাকার, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ক্রোধে অন্ধ হয়ে শেষমেষ লাথি চালাল সে, ফেটে গেল এরিকের পায়ের পাতা।

'জঘন্য কাজ! জঘন্য কাজ!' চিৎকার ছাড়ল দর্শকেরা। বেদনায় নীল হয়ে গেল এরিকের মুখ।

আবার তাকে পেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল ওসপাকার, কিন্তু গাছের গায়ে লটকে থাকা লতার মতই ঝুলে রইল এরিক।

'জয়ের কোনও সম্ভাবনা এরিকের নেই,' বলল আসমুণ্ড।

জয়োল্লাস শুরু করে দিয়েছে ওসপাকারের লোকেরা, কিন্তু চিৎকার করে

গাদরাদা বললঃ

'লাফিয়ে একপাশে সরে যাও, এরিক।'

কথাটা কানে যেতেই তীব্র একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এরিক সরে গেল খানিকটা। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার তাকে জাপটে ধরল ওসপাকার। এবারেও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে যখন ফেলতে পারল না এরিককে, কালো, লম্বা দাঁতটা বসিয়ে দিল তার কাঁধে।

রক্ত দেখার সাথেসাথে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার ছাড়ল এরিক, একশো হাতির শক্তি যেন ভর করল তার ওপর। একটা হাত উরু, আরেকটা পিঠের নিচে দিয়ে তোলার চেষ্টা করল সে ওসপাকারকে। প্রথমবারে পারল না, দ্বিতীয় বারেও নয়, কিন্তু তৃতীয় বারের চেষ্টায় বিশাল দেহটা উঠে গেল তার মাথার ওপর। সর্বশক্তি একত্র করে দেহটা এরিক ছুঁড়ে দিল শূন্যে। উড়ে গিয়ে সশব্দে পড়ল ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ, হাঁটু পর্যন্ত গেঁথে গেল বরফের গভীরে।

ছয়

মুহূর্তের জন্যে নেমে এল গভীর স্তব্ধতা, ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে গেছে সবাই। পরক্ষণেই জয়ধ্বনি ভেসে এল চারপাশ থেকে। সামান্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এরিক। আচ্ছন্নতা কাটতেই দেখল, মোর্ড ছুটে আসছে কুঠার উঁচিয়ে। বাবার অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। দ্রুত সরে গিয়েই কানের পাশে একটা ঘুসি লাগাল এরিক, হাত থেকে কুঠার ছুটে গেল, জ্ঞান হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মোর্ড।

এরিককে রক্ষার জন্য চোখের পলকে তাকে ঘিরে দাঁড়াল মিদালহফের জনগণ, ওসপাকারের লোকেরাও দাঁত খিঁচোতে লাগল।

'থাম, থাম সবাই,' চেঁচিয়ে উঠল আসমুণ্ড।

শান্ত হল দু'পক্ষের লোক। এই সময় উঠে বসল ওসপাকার। প্রচণ্ড ক্রোধে তার রক্তাক্ত মুখটা হয়ে উঠেছে ভূতের মত।

এরিকের দিকে তাকিয়ে গাদরাদার কানে কানে সোয়ানহিল্ড বললঃ

'এই মানুষ আমাদের দু'জনেরই ভালবাসা পাবার উপযুক্ত।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল গাদরাদা। 'সম্পূর্ণ উপযুক্ত।'

সর্বসমক্ষে এরিককে চুমু খেল আসমুণ্ড।

'প্রকৃতপক্ষে,' বলল সে। 'তুমি দক্ষিণের গর্ব। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছিঃ এমন সব কাজ তুমি করবে, যেগুলো আইসল্যাণ্ডের কেউ কখনও করেনি। কাপুরুষের মত পায়ে লাথি মেরে, নেকড়ের মত কাঁধে কামড় দিয়েও ওসপাকার তোমাকে পরাজিত করতে পারেনি। এই নাও তরবারি, হোয়াইটফায়ার পাবার তুমিই যোগ্য।'

বরফ দিয়ে ভ্রূর রক্ত মুছে ফেলল এরিক। তারপর হোয়াইটফায়ার কোষমুক্ত করে মাথার ওপর তিন পাক ঘুরিয়ে গান ধরল একটা। গানের মাঝেই গাদরাদার পাণিপ্রার্থনা করল সে।

গান শেষে আসমুণ্ডের জবাব শোনার জন্যে সবাই ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে।

'এরিক,' বলল আসমুণ্ড। 'কথা দিচ্ছি, যেমন আচরণ তুমি এখন করছ, তেমনটাই যদি বজায় থাকে, গাদরাদার বিয়ে আমি আর অন্য কারও সঙ্গেই দেব না।'

'খুশি হলাম শুনে,' বলল এরিক।

'এক বছর পর তোমার প্রস্তাবের পুরো জবাব পাবে, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি না তোমার আচরণে পরিবর্তন হয়।'

সুখ ঝিকিয়ে উঠল গাদরাদার কালো দু'চোখে। এবার তার দিকে ফিরে এরিক বললঃ

'তোমার বাবার কথা শুনলে, গাদরাদা? এবার উপস্থিত সবাইকে জানিয়ে দাও, স্বামী হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতে রাজি আছ কিনা।'

এরিকের দিকে চাইল গাদরাদা, ধ্বনিত হল তার সুমিষ্ট কণ্ঠঃ

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যদি তুমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাক, আর বাবারও যদি এমনটাই ইচ্ছে, তোমাকে ছাড়া আর

কাউকেই গ্রহণ করব না।'

'বেশ,' বলল এরিক। 'এবার যে তরবারিটা আমি এইমাত্র জয় করলাম, সেটা নিয়ে প্রতিজ্ঞা কর।'

হেসে হোয়াইটফায়ার হাতে তুলে নিল গাদরাদা, কথাগুলো আবার বলে চুমু খেল ওটার চওড়া ফলায়।

তরবারিটা ফিরিয়ে নিয়ে এরিক বলল, 'আমিও কথা দিচ্ছি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসব না কখনও। যদি কথা না রাখি, বিয়ে করতে পার তোমার যাকে খুশি।'

লজ্জায় মাথা নিচু করে বসেছিল ওসপাকার, এবার লাফিয়ে উঠল প্রচণ্ড ক্রোধে।

'আমি এখানে এসেছিলাম, আসমুণ্ড,' বলল সে। 'তোমার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে। অথচ এই ছেলেটার জাদুতে কুস্তিতে পরাজিত হয়েছি, ভুলে গেছি প্রস্তাব দিতেও। এখন তারই বাগ্‌দান সামনে বসে শুনতে হচ্ছে আমাকে।'

'ঠিকই শুনেছ, ওসপাকার,' বলল অসমুণ্ড। 'নিজের দেশে ফিরে গিয়ে একটা বিয়ে কর, তাহলেই আপসোস মিটে যাবে। এত চমৎকার একটি মেয়ের পক্ষে তুমি একেবারেই অযোগ্য। আমরা, দক্ষিণের লোকেরা, ঐশ্বর্য কিংবা প্রতিপত্তিকে খুব একটা বড় চোখে দেখি না, আমাদের কাছে মানুষই বড়। সবচেয়ে ঘৃণা করি আমরা তাকে, যে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জয়লাভ করতে চায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি, লাথি মেরেছ তুমি এরিকের খালি পায়ে, নেকড়ের মত কালো দাঁত বসিয়ে দিয়েছ ওর কাঁধে। আর জুতোর তলায় চর্বি দেয়ার ব্যাপারে কার হাত আছে, সেটাও তুমিই ভাল বলতে পারবে।'

'এর পেছনে আমার কোনও হাত নেই। যা কিছু করার, করেছে তোমার শয্যাসঙ্গিনী ডাইনী গ্রোয়া। শোন, আসমুণ্ড, আজ থেকে আমি তোমার শত্রু হয়ে গেলাম চিরদিনের জন্যে। তাছাড়া, তোমার মেয়েকেই বিয়ে করব আমি। এরিক, তোর সাথে খেলা এখনও শেষ হয়নি আমার। আবার যখন দেখা হবে আমাদের, বুঝবি পুরুষের খেলা কাকে বলে। তোর কাছ থেকে অবশ্যই আমি ছিনিয়ে নেব গাদরাদাকে। আর, হোয়াইটফায়ার দিয়ে কেটে নেব তোর মুণ্ড!'

'কাজের চেয়ে তোমার কথা বেশি,' বলল এরিক। 'কোন্ প্রতিযোগিতায়

আমার সাথে নামতে চাও তুমি?'

'এ-মুহূর্তে নয়, কারণ, উপযুক্ত অস্ত্র আমার কাছে নেই। তবে চিন্তা করিস না, শিগগিরই আমার দেখা পাবি তুই।'

'খুব শিগগির বলে মনে হয় না,' ঘুরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এরিক চলল হল অভিমুখে। পুরুষদের প্রবেশদ্বারের বাইরে দেখা হল গ্রোয়ার সাথে।

'চর্বি দিয়েছ তুমি আমার জুতোয়,' বলল সে।

'কথাটা মিথ্যে, ব্রাইটিজ।'

'মিথ্যে বলছ তুমি। যে কাজ করেছ, তার ফল আমি তোমাকে টের পাইয়ে দেব। আসমুণ্ডের স্ত্রী তুমি নও, হবেও না কোনও দিন, মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

অদ্ভুত চোখে তাকাল গ্রোয়া। 'বুদ্ধি শুধু তোমারই নেই। জেনে রাখ, আসমুণ্ডের স্ত্রীর মর্যাদা পাবার আশা আমি এখনও ছাড়িনি।'

'এবার বুঝলাম, কে দিয়েছে চর্বি—ডাইনীর উপযুক্ত কাজ! সত্যিই তুমি ডাইনী, মৃত্যুও হবে ডাইনীর মত। আর তোমার মেয়ের ভাগ্যে কি আছে, তা আমি বলতে চাই না,' এরিক ঢুকে পড়ল হলঘরে।

একটু পরেই আসমুণ্ড এসে এরিককে বুঝিয়ে বলল যে, তার এখন চলে যাওয়া দরকার। ওসপাকারের ঘোড়াগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সুতরাং মিদালহফ থেকে সে এখন যেতে পারছে না। তারা দু'জন একত্রে থাকলে রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে।

এরিক স্বীকার করল, ঠিকই বলেছে আসমুণ্ড। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বাড়ির পথ ধরল সে।

চোখে পড়ামাত্র ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল সেভুনা। অভিযানের পুরো বর্ণনা শুনে দুঃখ করল থরগ্রিমার আজ বেঁচে নেই বলে। কিছুক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকার পর এরিক বললঃ

'মা, গ্রীনফেলের চাচা থরোড তো মারা গেছে। তার মেয়ে উন্নার থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। মেয়েটি সুন্দরী, আর নানা কাজ জানে। ওকে আমাদের কাছে এনে রাখি না কেন।'

'উন্নাকে এনে রাখবি কেন?' বলল সেভুনা। 'আমার ধারণা, গাদরাদার সাথে বাগ্‌দান হয়ে গেছে তোর।'

'রাখব এই জন্যে,' জবাব দিল এরিক। 'হাবভাবে মনে হল, আসমুণ্ড

ভীষণ বিরক্ত ডাইনী গ্রোয়ার ওপরে, আরেকটা বিয়ে করতে চায়। আমি ভাবছি, বন্ধন দৃঢ়তর করার জন্যে আসমুণ্ডের সাথে উন্নার বিয়ে দিলে কেমন হয়?'

'গ্রোয়া এটা সহজে মেনে নেবে না,' বলল সেভুনা।

'মেনে নিক বা না নিক, আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা এখনকার চেয়ে খারাপ হওয়া অসম্ভব।'

'তুই যা ভাল বুঝিস, বাবা। আগামীকাল লোক পাঠাব উন্নার কাছে, দেখি যদি আসে।'

আরও তিন দিন ওসপাকার থাকল মিদালহফে। দু'চারটে কথা হল আসমুণ্ডের সাথে, গাদরাদার সাথে একেবারেই নয়। গাদরাদাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল ওসপাকার, আর সে-পাগলামিতে ইন্ধন জোগাল সোয়ানহিল্ড আর বিয়র্ন।

ওদিকে সোয়ানহিল্ডের মিথ্যে প্রলোভনে পাগল হয়ে উঠেছে গিজার, কিন্তু আসমুণ্ডের ভাবসাব দেখে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সাহস পায়নি। তিন দিন পর ওসপাকার রওনা দিল সোয়াইনফেলের উদ্দেশে।

সেভুনার সাথে থাকার জন্যে উন্না এল কোল্ডব্যাকে। মেয়েটি সুন্দরী, হাসিখুশি। দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছিল তার, কিন্তু বিয়ের একমাস যেতে না যেতেই সাগরে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় স্বামী। প্রথমে উন্নাকে ঈর্ষা করতে লাগল গাদরাদা, কিন্তু এরিকের মুখে সব শুনে নেচে উঠল তার মন। সে-ও রেহাই পেতে চায় ঘৃণিত গ্রোয়ার হাত থেকে।

এরিকের জুতোয় চর্বি দেয়ার পর থেকে গ্রোয়াকে খুবই ঘৃণা করতে লাগল আসমুণ্ড। মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রীকে দেয়া কথা আংশিক ভঙ্গ করেছে বলে ভীষণ অনুতপ্ত হল সে। গ্রোয়াকে সে আর বিন্দুমাত্রও পছন্দ করে না, অথচ তার হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই। তাছাড়া নানা দুষ্কর্ম করা সত্ত্বেও সোয়ানহিল্ডকে সে এখনও ভালবাসে। ওদিকে বিদ্বেষ আর রোষে আরও কৃশ হয়ে গেল গ্রোয়া। বড় বড় কালো চোখজোড়ায় আগুন জ্বেলে ঘুরে বেড়ায় সে, ক্রমেই বাড়িয়ে তোলে সবার ঘৃণা।

অল্প দিনের মধ্যেই আসমুণ্ড গেল কোল্ডব্যাকে। উন্নাকে দেখে এত পছন্দ হল, বিয়ের প্রস্তাব দিল সে এরিকের কাছে। মনে মনে খুশি হলেও এরিক বলল, উন্নার মতামতটা নেয়া দরকার। উন্না অমত করল না।

আসমুণ্ডের বয়েস হয়েছে সত্যি, কিন্তু অর্থবল, লোকবল, ভূ-সম্পত্তি, কোনটাতেই সে খাটো নয়। সুতরাং বাগ্‌দান সম্পন্ন হল। বিবাহোত্তর ভোজ হবে শরৎকালে, ফসল কাটার পর। মিদালহফে ফেরার পথে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল আসমুণ্ড। কথাটা তো গ্রোয়াকে জানাতেই হবে, তার ডাকিনীবিদ্যাকে খুব ভয় পায় সে। হলঘরে ঢুকতেই দেখা হল গ্রোয়ার সাথে।

'কোথায় গিয়েছিলে, প্রভু?' জানতে চাইল সে।

'কোল্ডব্যাকে,' জবাব দিল আসমুণ্ড।

'সম্ভবত এরিকের চাচাত বোন উন্নাকে দেখতে?'

'হ্যাঁ।'

'উন্না এখন তাহলে তোমার কে, প্রভু?'

'অনেক কিছু। ফসল কাটার পরে সে হবে আমার স্ত্রী। সংবাদটা তোমার জন্যে শুভ নয়, গ্রোয়া।'

'কথাটা শোনার সাথে সাথে ধকধক করে উঠল গ্রোয়ার দু'চোখ, ক্ষীণ দু'টো হাত কী যেন ধরার চেষ্টা করতে লাগল শূন্যে, ফেনা গড়াল ঠোঁটের কোণ বেয়ে।' সভয়ে পিছিয়ে এসে আসমুণ্ড বললঃ 'আজ দেখতে পেলাম তোমার আসল রূপ। এত দিন ভুলেছিলাম তোমার মায়ায়, আজ তা কেটে গেল।'

'হয়ত দেখতে পেয়েছ, আসমুণ্ড আসমুণ্ডসন, কিন্তু এর চেয়েও আমার খারাপ রূপ তুমি দেখবে উন্নার সঙ্গে বিয়ের আগে। বছরের পর বছর তোমার শয্যাসঙ্গিনী থেকে, নানা লোকের নানা কথা শুনে, এখন আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আমি সহ্য করব ভেবেছ? যতক্ষণ জাদুর শক্তি আছে, সহ্য আমি করব না। সর্বনাশ করব আমি তোমার আর এরিক ব্রাইটিজের! মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করবে!' বিড়বিড় করে রুনিক ভাষায় কি সব আওড়াতে লাগল সে।

ভীষণ ক্রোধে চোখমুখ শাদা হয়ে গেল আসমুণ্ডের। 'এখনই বন্ধ কর তোমার অশুভ কথাবার্তা, নইলে ফেলে দেব গোল্ডফসে।'

'গোল্ডফস? হ্যাঁ, খরস্রোতা সেই জলাশয়ই হয়ত হবে আমার শেষ আশ্রয়—কিন্তু সে-দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য তোমার হবে না। আমার আগেই চোখ বুজবে তুমি আর উন্না!' তীক্ষ্ণ তিনটে চিৎকার ছাড়ল গ্রোয়া, হাত দু'টো আবার ছুঁড়ে দিল শূন্যে, পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে দড়াম করে লুটিয়ে

পড়ল মেঝেতে।

'ডাইনী কোথাকার!' লোকজন ডাকার পর বলল আসমুণ্ড। 'অশুভ ওই চেহারা জীবনে কখনও না দেখলেই ছিল ভাল।'

পুরো দশ দিন গ্রোয়ার কাটল অচেতন অবস্থায়। সোয়ানহিল্ড তার শুশ্রূষা করল। দশ দিন পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে আসমুণ্ডের কাছে গিয়ে গ্রোয়া বললঃ

'মনে হল, স্বপ্নের মধ্যে আমি যেন দেখলাম, থরোডের কন্যা উন্নার সাথে বাগ্‌দান সম্পন্ন করছ বলে অসুস্থতার আগে আমি তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি, প্রভু।'

'হ্যাঁ।'

'দুর্ব্যবহারের জন্যে আমাকে ক্ষমা কর, প্রভু। যা কিছু বলেছি, মুছে ফেল তোমার মন থেকে। বিক্ষত হৃদয় তিক্ত কথার জন্ম দেয়। তবে এটা তুমি ভাল করেই জান, দোষ আমার যতই থাক, ভাল সবসময় আমি তোমাকেই বেসেছি, আমার যাবতীয় পরিশ্রম তোমারই জন্যে, এমনকি তোমার অর্থ-সম্পদও আমার জ্ঞানের কাছে অনেকখানি ঋণী। তাই যখন শুনলাম, অন্য এক মেয়ে আসছে আমার স্থান দখল করতে, মাথা আর ঠিক রাখতে পারিনি। জানি, যে রূপ দেখে তুমি একদিন মুগ্ধ হয়েছিলে, তার কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবু সেদিনের সেই সম্পর্কের জোরেই বলছি, জীবনের শেষ ক'টা দিন তোমার সেবা করেই কাটাতে দাও আমাকে। এরপরেও যদি তাড়িয়ে দিতে চাও, মরে পড়ে রইব তোমার দরজার সামনে। বয়েস আরও বাড়লে এই অনুতাপ জর্জরিত করবে তোমাকে।'

কথা বলতে বলতে অঝোরে কাঁদতে লাগল গ্রোয়া। নরম হয়ে এল আসমুণ্ডের মন। সন্দেহ পুরোপুরি না ঘুচলেও ভেবেচিন্তে শেষমেষ গ্রোয়ার ইচ্ছে পূরণ করল সে।

সুতরাং গ্রোয়া থেকে গেল মিদালহফেই, আচরণে দেখা গেল বিনয়।

সাত

এবার কাহিনীতে প্রবেশ করছে আতলি দ্য গুড– অর্কনির আর্ল।

তার মা হেলগা আইসল্যাণ্ডের অধিবাসী। মায়ের ভূ-সম্পত্তির যে অংশ আতলি পেয়েছে, সেগুলোর দেখাশোনা করার জন্যে শরৎকালে সে এসেছিল আইসল্যাণ্ডে। বসন্তের শুরুতেই দেশের উদ্দেশে জাহাজ ছাড়ল সে, কিন্তু দক্ষিণ-পুব থেকে ধেয়ে আসা কুয়াশা আর বৃষ্টির ফলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল ওয়েস্টম্যান আইসল্যাণ্ডে।

এ-অঞ্চলে কারা বাস করে জিজ্ঞেস করে সে জানতে পারল আসমুণ্ড আসমুণ্ডসনের নাম। খুব খুশি হল আতলি। যৌবনে একসঙ্গে তারা গেছে অনেক ভাইকিং অভিযানে।

'জাহাজটা এখানেই রেখে মিদালহফে যাব আমরা,' বলল সে।

দু'জন সঙ্গীসহ আর্ল আতলি গেল মিদালহফে।

শাসক হিসেবে আতলি ছিল আর্লদের সেরা। এমনই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল সে, অর্কনির অধিবাসীরা তার নাম দিয়েছিল আতলি দ্য গুড। বিপত্নীক আর্লের বয়েস এখন ষাট, কিন্তু পাকা দাড়ি ছাড়া বয়েসের আর কোনও চিহ্ন তার মধ্যে নেই। দুঃখ আতলির একটাই, সে নিঃসন্তান।

দীর্ঘ তিরিশ বছর পর দেখা হওয়া সত্ত্বেও একনজরেই আতলিকে চিনতে পারল আসমুণ্ড। সাদরে পাশে বসিয়ে সমস্ত ঘটনা শুনে আবহাওয়া ভাল না হওয়া পর্যন্ত তাকে থেকে যেতে বলল মিদালহফে।

আসমুণ্ডের সাথে গল্প করতে করতেই সোয়ানহিল্ডকে চোখে পড়ল আতলির। মেয়েটির গভীর নীল চোখ, বাঁকানো রক্তলাল ঠোঁট, টোল পড়া গাল আর মুক্তোর মত দাঁত মুগ্ধ করল তাকে।

'সুন্দরী এই মেয়েটি কি তোমার?' জানতে চাইল আতলি।

'ওর নাম পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ড,' মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে জবাব দিল আসমুণ্ড।

'বেশ, এখন থেকে কেউই আর ওকে "পিতৃহীনা" বলবে না,' আতলি হাসল। 'খুব কম মানুষেরই এমন মেয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, সত্যিই ও সুন্দরী,' বলল আসমুণ্ড। 'কিন্তু ওর মেজাজটা বড় ভয়ঙ্কর।'

'প্রত্যেক তরবারিতেই কিছু না কিছু খুঁত থাকে,' জবাব দিল আতলি। 'কিন্তু একজন বুড়ো মানুষের কুমারীদের সৌন্দর্যের সাথে কি সম্পর্ক আছে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

এ-বিষয়ে আর কোনও কথা তাদের মধ্যে হল না।

এদিকে দু'জনের কথোপকথন গেল সোয়ানহিল্ডের কানে। বুড়োকে খানিকটা খেলালে বেশ মজা হয়, ভাবল সে। ঘুরঘুর করতে লাগল বুড়োর আশপাশে। তার মিষ্টি কণ্ঠ, জ্ঞানের কথাবার্তা শুনে বুড়োর মনে হল, এমন মেয়ে পৃথিবীতে আগে কখনও আসেনি। আবহাওয়া পরিষ্কার হল একদিন। সোয়ানহিল্ডকে আতলি জানাল, আজ তাকে রওনা দিতে হবে অর্কনি দ্বীপের উদ্দেশে।

আতলির হাতে একটা হাত রেখে, চোখে চোখে চেয়ে সোয়ানহিল্ড বলল, 'যাবেন না! আমার বিশেষ অনুরোধ, যাবেন না!' ছুটে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

অবাক হল আতলি। আপন মনে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার! সুন্দরী এক মেয়ে বুড়োর প্রেমে পড়েছে,' ভূতে হাত বুলোতে বুলোতে ডুবে গেল সে গভীর চিন্তায়।

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে হেসে কুটিকুটি হল সোয়ানহিল্ড। মাছ টোপ গিলেছে, এবার খেলাবার পালা।

সমস্ত লক্ষ্য করে অবাক হল গাদরাদা। সে এতই সৎ যে, ভাবতেও পারে না, কোনও মেয়ে এমন ছলনা করে কিভাবে।

আতলি ভাবে, সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে কোনও কথা আসমুণ্ডকে বলা যাবে না। যুদ্ধ আর বীরত্বের গল্প শোনায় সে সোয়ানহিল্ডকে। হাত জড়িয়ে ধরে সোয়ানহিল্ড বলেঃ

'ওডিন ছাড়া আপনার মত বীর কি আর কেউ ছিল?' কাণ্ড দেখে ঠোঁট টিপে হাসে পরিচারিকারা।

ফসল বোনা শেষ। এরিকের মনে পড়ল শপথের কথা। স্কালাগ্রিমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে যেতে হবে তাকে মোসফেলে। তার জানা মতে স্কালাগ্রিমের চেয়ে শক্তিধর মানুষ এ-অঞ্চলে আর কেউ নেই। বিয়ের আগেই না বিধবা হয়ে যায় গাদরাদা, দীর্ঘশ্বাস পড়ল এরিকের বুক চিরে।

স্কালাগ্রিমের কানেও গেছে এরিকের শপথ। তাই এক রাতে কোল্ডব্যাকে এল সে, এরিকের খোঁয়াড় থেকে একটা ভেড়া নিয়ে কুঠার দিয়ে টোকা দিল তার দরজায়। তারপর খানিকটা এগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তাড়াহুড়ো করে স্বল্প পোশাকে বেরিয়ে এল এরিক, এক হাতে ডাল, আরেক হাতে হোয়াইটফায়ার। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দেখল, ঘোড়ার পিঠে বসে আছে কালো দাড়িঅলা এক বিশালদেহী লোক। এক হাতে তার বিরাট এক কুঠার, কোলে একটা ভেড়া।

'কে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল এরিক।

'আমার নাম স্কালাগ্রিম,' জবাব দিল লোকটা। 'অনেকে আমাকে মাত্র একবারই দেখেছে, দ্বিতীয়বার দেখার সাধ কারোই হয় না, কারও কারও আবার দেখার সুযোগই শেষ হয়ে গেছে এ-জীবনের জন্যে। শুনলাম, তুমি নাকি শপথ নিয়েছ, মোসফেলে গিয়ে লড়বে বেয়ারসার্ক স্কালাগ্রিমের বিরুদ্ধে। এস, আমি তোমাকে স্বাগত জানাব। আর এই,' কুঠার দিয়ে খচ করে কেটে ফেলল সে ভেড়ার ল্যাজটা। 'তোমার এই ভেড়ার স্যুপ খাব আমি, চামড়া দিয়ে তৈরি করব ফতুয়া। এটা নিয়ে দেখা কর আমার সাথে মোসফেল পাহাড়ে,' ল্যাজটা ছুঁড়ে দিল স্কালাগ্রিম।

'নিশ্চয় যাব,' বলল এরিক।

'যেয়ো, যেয়ো, পাহাড়ী বাতাস বালকদের জন্যে ভাল,' হাসতে হাসতে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল স্কালাগ্রিম।

দেখতে দেখতে টিলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা, ভীষণ রেগে যাওয়া সত্ত্বেও হেসে উঠল এরিক।

যথাসময়ে মা আর উন্নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এরিক। মাথায় পরিধান করল বাবা থরগ্রিমারের শিরস্ত্রাণ, কোমরে ঝোলাল

হোয়াইটফায়ার, হাতে ধরা বলদের চামড়ার শক্ত বর্ম।

একটা রাত সে যাত্রাবিরতি করল মিদালহফে। অনেক কথা হল গাদরাদা আর আর্ল আতলির সাথে। এরিককে খুব পছন্দ করে ফেলল আতলি। আহা! এমন একটা পুত্র যদি তার থাকত, ভেবে পড়ল আর্লের গোপন দীর্ঘশ্বাস।

'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ব্রাইটিজ,' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'যে বেয়ারসার্কের বিরুদ্ধে তুমি লড়তে যাচ্ছ, দুর্ভোগ আছে তার। তবে সবসময় খেয়াল রেখ, মাথায় যেন আঘাত না লাগে, আর শত্রুর অগ্রগতি রুখে দেয়ার চেষ্টা কর ঢালের সাহায্যে।'

উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্রাম নিতে গেল এরিক। পরদিন সূর্যোদয়ের অনেক আগেই উঠে পড়ল সে। চুপিচুপি গাদরাদা এসে বেঁধে দিল তার শিরস্ত্রাণ।

'কাজটা আমার জন্যে মোটেই আনন্দের নয়, এরিক!' বলল গাদরাদা, 'কে জানে, এই শিরস্ত্রাণ বেয়ারসার্কটা খুলে নেবে কিনা।'

'নিতে পারে,' বলল এরিক। 'কিন্তু আমি বেয়াসার্ক বা অন্য কাউকেই ভয় পাই না। সোয়ানহিল্ডের খবর কি?'

'বুড়ো আর্লের সাথে বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছে। আর্লও এখন পুরোপুরি মুগ্ধ।'

'বুড়ো সোয়ানহিল্ডকে বিয়ে করলে কিন্তু মন্দ হয় না। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি।'

'ঘটনা যদি সেরকমই ঘটে, বুড়োর কপালে দুঃখ আছে। তবে বিয়ে করার ইচ্ছে সোয়ানহিল্ডের আছে বলে মনে হয় না।'

গাদরাদাকে চুমু খেয়ে বিদায় নিল এরিক।

সে চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখল গাদরাদা, তারপর কাঁদল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে।

ক্রীতদাস জোনকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যাস্তের দু'ঘন্টা আগে এরিক পৌঁছুল মোসফেলের পাদদেশে। ডান পাশে হেকলা। শৈবালে ধূসর পাহাড়টা ভয়ঙ্করদর্শন। তবে দু'পাহাড়ের মাঝখানে রয়েছে চমৎকার তৃণভূমি।

ঢাল বেয়ে খানিকটা ওঠার পর সমতল একটা জায়গা। কালো পাথরের

মাঝখান দিয়ে নেমে যাচ্ছে পানি। এখানেই হাত-মুখ ধুয়ে খাবার খেল দু'জনে। তারপর ঘোড়া দু'টোকে দেখার ভার জোনের ওপর দিয়ে ঢাল বেয়ে আবার উঠতে লাগল এরিক। একাই তাকে হতে হবে স্কালাগ্রিমের মুখোমুখি।

অবশেষে সে এসে পৌঁছুল সরু একটা পথে। দু'পাশ থেকেই খাড়া নেমে গেছে পাহাড়। জোন আর ঘোড়া দু'টোকে এরিক দেখতে পেল একশো ফ্যাদমেরও নিচে। স্কালাগ্রিম থাকে কোথায় ভেবে খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল এরিক। হঠাৎ শৈলশিরার একেবারে শেষে বেঁকে যাওয়া আরেকটা সরু পথ চোখে পড়ল তার।

পথটার ওপাশে একটা গুহামুখ। সেখানে ধিকিধিকি জ্বলছে একটা আগুন, ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ভেড়ার কিছু হাড়।

'নেকড়ে তাহলে বাড়িতেই আছে,' গুহামুখে উঁকি দিল এরিক। কাউকে চোখে পড়ল না, কিন্তু কানে যেন ভেসে এল একটা নাক ডাকার শব্দ।

সন্তর্পণে সে ঢুকে পড়ল গুহায়। মৃদু একটা আগুন আভা ছড়াচ্ছে ভেতরে। গুহার প্রান্তে ভেড়ার চামড়ার ওপর শুয়ে ঘুমে বিভোর দাড়িঅলা এক বিশালদেহী লোক, পাশে রাখা একটা কুঠার।

'ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে এই গুহাবাসীকে আমি খতম করে দিতে পারি,' ভাবল এরিক। 'কিন্তু এ-ধরনের কাজ আমি কখনোই করব না। একজন বেয়ারসার্ককেও ঘুমন্ত অবস্থায় মারা সম্ভব নয়।' পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়াল সে স্কালাগ্রিমের পাশে। হোয়াইটফায়ারের ডগা দিয়ে কেবল তাকে একটা খোঁচা দিতে যাবে, এমন সময় স্কালাগ্রিমের পেছন থেকে উঠে বসল আরেকজন লোক।

'উঁহুঁ, দু'জনের সাথে আমি লড়তে চাই না,' ছুটে বেরিয়ে গেল এরিক গুহা থেকে।

তরবারি উঁচিয়ে বাচ্চা হারানো মাদি ভালুকের মত ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ছুটে এল অন্য বেয়ারসার্কটা, কাছাকাছি আসতেই কোপ মারল। ঢালে সে-আঘাত প্রতিহত করল এরিক, তরবারি চালাল একইসাথে। হোয়াইটফায়ারের নিখুঁত কোপে মাথা নেমে গেল বেয়ারসার্কটার, মাটিতে কয়েকটা গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু ছোটার গতিতেই মুণ্ডহীন শরীরটা এগিয়ে গেল সামনে, শৈলশিরা টপকে সোজা আছড়ে পড়ল একশো

ফ্যাদম নিচের পানিতে। এই প্রথম মানুষ নিহত হল এরিক ব্রাইটিজের হাতে।

হঠাৎ ঘটল অত্যন্ত অদ্ভুত এক ঘটনা। চোখ মেলে কথা বলে উঠল কাটা মুণ্ডটাঃ

'আমার দেহটা যেখানে গিয়ে পড়ল, ঠিক সেখানেই গিয়ে পড়বে তোমার দেহটাও।'

সামান্য ভয় পেল এরিক। কাটা মুণ্ডের কথা বলাটা খুবই আশ্চর্যজনক ঠেকল তার কাছে।

'ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে দানবদের বিরুদ্ধেও লড়তে হতে পারে,' বলল সে। 'তবে কথা যতই বলুক মাথাটা, ও আর তরবারি চালাতে পারবে না।'

দ্রুত কমে আসছে দিনের আলো, যা করার করতে হবে এখনই। মুণ্ডটা গুহার ভেতরে গড়িয়ে দিল এরিক, 'এতই যখন কথা বলতে পারিস, তোর সাথীকে গিয়ে বল, এরিক ব্রাইটিজ এসেছে।'

দেখতে দেখতে গুহামুখে এসে দাঁড়াল স্কালাগ্রিম, ডান হাতে কুঠার, বাম হাতে কাটা মুণ্ড। পরনে তার একটা শার্ট, বুকের ওপর বাঁধা এরিকের সেই ভেড়ার চামড়া।

'আমার সাথী কোথায়?' বলল সে। পরমুহূর্তেই তার চোখ পড়ল এরিকের ওপর। হোয়াইটফায়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরিক, বেলা শেষের আলোয় ঝলমল করছে শিরস্ত্রাণ।

'তোমার সাথীর শরীরের একটা অংশ তুমি নিজের হাতেই ধরে রয়েছ, স্কালাগ্রিম, বাদবাকি অংশ পেতে হলে নামতে হবে নিচে।'

'তুমি কে?' গর্জে উঠল স্কালাগ্রিম।

'এটা দেখলে হয়ত চিনতে পারবে,' ভেড়ার ল্যাজটা স্কালাগ্রিমের দিকে ছুঁড়ে দিল এরিক।

চিনতে স্কালাগ্রিমের এবার আর বাকি রইল না। দেখতে দেখতে বেয়ারসার্কদের উন্মাদনা ভর করল তার ওপর। চোখ পাকিয়ে, কুঠার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে এল সে। কিন্তু এরিক তার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষিপ্র।

চোখের পলকে হাঁটু গেড়েই সে তরবারি চালাল ওপরদিকে। কুঠার

দিয়ে আঘাতটা স্কালাগ্রিম প্রতিহত করল ঠিকই, কিন্তু তীক্ষ্ণধার হোয়াইট-ফায়ার তার কুঠারটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। ইচ্ছে করলেই এখন খতম করে দেয়া যায় বেয়ারসার্কটাকে, কিন্তু নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যার গ্লানি এরিক বহন করতে চায় না। তাছাড়া উন্মাদনার সময় বেয়ারসার্কদের শরীরে কেমন শক্তি ভর করে, সেটা পরীক্ষা করারও একটা ইচ্ছে জাগল মনে। হোয়াইট-ফায়ার ছুঁড়ে ফেলে এরিক বলল, 'এস, লড়াই করি খালি হাতে।'

মুহূর্তে ছুটে এসে তাকে জাপটে ধরল স্কালাগ্রিম। শক্তি ওসপাকারেরও ছিল ভীষণ, কিন্তু বেয়ারসার্কের শক্তির ধরনই যেন আলাদা, তরবারি ছুঁড়ে ফেলার জন্যে আপসোস হতে লাগল এরিকের। সে বুঝতে পারল, জয়ের চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই এখন। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা তাকে করতেই হবে, যতক্ষণ না উন্মাদনা কেটে গিয়ে স্কালাগ্রিম আবার স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হয়। গড়াতে গড়াতে দু'জনে গিয়ে পৌঁছুল পাহাড়ের একেবারে কিনারে। জোর আরেকটা গড়ান দিলেই দু'জনে নেমে যাবে সোজা একশো ফ্যাদম নিচে।

নিজেকে ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করল এরিক, কিন্তু পারল না। চকিতে মনে পড়ল তার গাদরাদার কথা, নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে প্রস্তুত হল সে। সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়ল স্কালাগ্রিমের মুখে। মুহূর্তে ঘটে গেল অদ্ভুত এক পরিবর্তন। ভয়ঙ্কর বেয়ারসার্কটা যেন পরিণত হল এক বালকে।

'থাম! আমি শান্তি চাই,' বজ্রকঠিন মুষ্টি শিথিল করে চিৎকার ছাড়ল স্কালাগ্রিম।

'লড়াইয়ের সাধ মিটে গেল?' হোয়াইটফায়ার কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল এরিক।

'আমার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে,' বলল স্কালাগ্রিম। 'ইচ্ছে করলে আমার মুণ্ডটা কেটে নিতে পার।'

'না, তা আমি করব না,' জবাব দিল এরিক। 'তুমি শত্রু হলেও তোমার বীরত্বের তুলনা হয় না।'

'প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'তোমার হাতটা দাও তো।'

অবাক এরিক বাড়িয়ে দিল তার বাম হাত, ডান হাত বাড়াল না প্রতারণার সম্ভাবনায়।

'প্রভু,' আবার বলল স্কালাগ্রিম। 'তোমার চেয়ে শক্তিশালী মানুষ আমি

জীবনে কখনও দেখিনি। উন্মাদনা ভর করলে পাঁচজন মানুষ আমার সাথে পাত্তা পায় না, অথচ তুমি আমাকে খালি হাতে হার মানালে। আমাকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছ তুমি, আর তাই আজ থেকে এই জীবন তোমারই। এখন ইচ্ছে করলে আমাকে তুমি হত্যা করতে পার, কিংবা নিতে পার আমার সাহায্য। সাহায্য নেয়াটাই উত্তম হবে।'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল এরিক। 'তবে আউট-ল কিংবা গুহাবাসীদের আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না। কে জানে, ঘুমের মধ্যে তুমি আমাকে খুন করবে কিনা।'

'তোমার বাহু থেকে কি গড়িয়ে পড়ছে?' জানতে চাইল স্কালাগ্রিম।

'রক্ত,' বলল এরিক।

'বাহুটা বাড়িয়ে দাও, প্রভু।'

হাত বাড়িয়ে দিল এরিক, যে ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছিল সেখানে মুখ লাগিয়ে স্কালাগ্রিম বললঃ

'প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে যে কোনও বিপদে আমি রক্ষা করব তোমাকে, তোমার সম্মানই আমার সম্মান, তোমার বাড়ি আমার উপাসনালয়, আজ থেকে আমি তোমার ক্রীতদাস, আজীবন তা-ই থাকব, আজ থেকে আমরা দু'জন এক প্রাণ এক আত্মা—বাঁচব একসাথে, মরবও একইসাথে। প্রতিজ্ঞার এক বিন্দুও যদি ভঙ্গ করি স্বর্গের পরিবর্তে অনন্ত নরকবাস হোক আমার; শত্রুরা আমাকে তাড়া করে ফিরুক পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে; ধরে খণ্ড বিখণ্ড করুক আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিংবা পাথর দিয়ে গুঁড়ো করুক সমস্ত হাড়; প্রেতাত্মারা আতঙ্কিত করুক; তান্ত্রিকেরা খেলুক অশুভ খেলা।'

'মনে হচ্ছে শত্রুর সাথে লড়াই করতে এসে একটা বন্ধু পেয়ে গেলাম,' বলল এরিক। 'আর এটা ঠিক যে একজন বন্ধুর আমার বড়ই প্রয়োজন। স্কালাগ্রিম, বেয়ারসার্ক হলেও বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। আজ থেকে তুমি আমার অধীনে থাকবে, কিন্তু তাই বলে তুমি আমার ক্রীতদাস নও। সবসময় আমরা দু'জন পাশাপাশি থাকব। আজ থেকে কিছুটা বাড়িয়ে তোমার নাম দিলাম আমি—স্কালাগ্রিম ল্যাম্বস্টেইল। এখন তাড়াতাড়ি খাবার আর পানীয় আন তো, তোমার পেষণে মাথা আমার ঘুরছে, বুড়ো ভালুক কোথাকার!'

আট

এরিককে গুহায় নিয়ে গেল স্কালাগ্রিম। খেতে দিল মাংস, পান করার জন্যে এল্। খিদে নিবারণ করার পর ভালভাবে এরিক তাকাল স্কালাগ্রিমের দিকে। কাঁচা-পাকা চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখজোড়ায় বাজপাখির তীক্ষ্নতা। শরীরটা সামান্য কুঁজো, কিন্তু গড়ন অত্যন্ত শক্তসমর্থ।

'তোমার মত মানুষকে পরাজিত করা স্মরণীয় ঘটনা বটে,' বলল এরিক। 'তা এমন কী ঘটনা ঘটেছিল তোমার জীবনে যে পরিণত হতে হয়েছিল বেয়ারসার্কে?'

'সে এক লজ্জার কাহিনী, প্রভু। আমার দেশ উত্তরে। দশ বছর আগে আমি ছিলাম একজন ছোটখাটো কৃষক। খুব সুন্দরী এক বৌ ছিল আমার, নাম—থোরানা। খুব ভালবাসতাম ওকে, কিন্তু আমাদের কোনও সন্তান ছিল না। আমার দেশ থেকে সামান্য দূরেই ছিল আরেকটা দেশ, নাম তার সোয়াইনফেল। সেখানে বাস করে ওসপাকার ব্লাকটুথ; লোকটা যেমন শয়তান তেমনি শক্তিশালী—'

মুখ খুলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল এরিক।

'থোরানাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গোপনে তাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয় ওসপাকার, কিন্তু থোরানা সে-প্রস্তাবে রাজি হয় না। পরে টাকা-পয়সা আর ভাল ভাল জিনিস দিতে চায় ওসপাকার, থোরানা জড়িয়ে পড়ে সেই প্রলোভনে। তবে লোকলজ্জার ভয়ে সরাসরি যেতে চায় না সে, একটা ষড়যন্ত্র করে ওসপাকারের সাথে। একরাতে এল্ খেয়ে পাঁড় হয়ে শুয়ে আছি আমি, হঠাৎ আটজন সশস্ত্র লোকসহ বাড়িতে ঢুকে আমাকে বেঁধে ফেলল

ওসপাকার। তারপর থোরানাকে বলল যাবার জন্যে তৈরি হতে। প্রথমে খানিকটা মায়াকান্না কাঁদল থোরানা, তারপর পোশাক পরে তৈরি হল ঝটপট। লক্ষ্য করলাম, ওর মেখলার পাশে গোঁজা রয়েছে একটা ছুরি।

"আত্মহত্যা কর," বললাম আমি। "এই লজ্জার তুলনায় মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।"

"কথাটা ঠিক নয়," জবাব দিল সে। "আমি তোমাকে ভালবাসি, তবে এ-পরিস্থিতিতেও একজন মেয়ে নতুন ভালবাসার সন্ধান পেতে পারে," কানে ভেসে এল তার বিদ্রূপাত্মক হাসি। থোরানাকে নিয়ে চলে গেল ওসপাকার। তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আমার সামনে হল্লা করতে লাগল আমারই এল্ খেতে খেতে। তাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হল ষড়যন্ত্রের রূপ। লজ্জায়, অপমানে মরে যাবার ইচ্ছে হল। হঠাৎ কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেল আমার ভেতরে। কখন পট পট করে ছিঁড়ে ফেলেছি বাঁধনগুলো, কখন টেনে নিয়েছি কুঠারটা, কিছুই জানি না। উন্মাদনা যখন কাটল, সারা ঘরে তখন শুধু রক্ত আর রক্ত।

'আটটা মৃতদেহ আমি জড়ো করলাম এক জায়গায়, সেগুলোর ওপর চাপালাম টেবিল, বেঞ্চ, শুকনো ঘাস এবং বাড়ির যাবতীয় দাহ্য পদার্থ, তারপর সেই স্তূপের ওপর কড়ের তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দিলাম আগুন, যাতে সবাই মনে করে, আট মাতালের সাথে আমিও পুড়ে ছাই হয়ে গেছি।

'সেদিন থেকে স্কালাগ্রিম নাম নিলাম আমি, শপথ নিলাম সব পুরুষ আর মহিলার বিরুদ্ধে। জঙ্গলে কিছু দিন থাকলাম বুনোদের সাথে, তারপর চলে এলাম মোসফেলে। এই গুহায় আছি আমি গত পাঁচ বছর। অপেক্ষা করছি সেই দিনটির, যেদিন দেখা পাব ওসপাকার আর দুশ্চরিত্রা থোরানার। মানুষের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি, আমার মুখোমুখি হয়ে প্রায় কেউই নিস্তার পায়নি। তোমার কাছেই আমি পরাজিত হলাম এই প্রথম।'

'সত্যিই বড় অদ্ভুত কাহিনী,' বলল এরিক। 'তবে মনে হচ্ছে, আমাদের দু'জনকে একত্র করার পেছনে নিয়তির হাত আছে,' গাদরাদার কথা খুলে বলল সে। বর্ণনা করল কুস্তির, দেখাল ওসপাকারের কাছ থেকে জয় করা হোয়াইটফায়ার।

সব শুনে হেসে উঠল স্কালাগ্রিম। 'হ্যাঁ, নিয়তিই আমাদের একত্র করেছে। ওসপাকার আমাদের দু'জনেরই শত্রু, আমরা দু'জন মিলেই খতম

করব ওকে,' দাঁত খিঁচিয়ে সে লাফিয়ে উঠল শূন্যে।

'শান্ত হও,' বলল এরিক। 'ওসপাকার এখানে নেই।'

'আমার হাতে ওর মরার আর খুব দেরি নেই, প্রভু।'

'ভাল কথা।'

'হ্যাঁ, প্রভু, চালাকি বা ষড়যন্ত্র না করলে যে কোনও ছ'জন লোকের মহড়া আমরা দু'জনেই নিতে পারি। কিন্তু তোমার গল্পটা আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি, বড় বেশি মেয়েদের চরিত্র তোমার গল্পে। ওরা পিঠের পেছনে ছুরি মারতে ওস্তাদ। তোমার জুতোর তলায় চর্বি দিয়েছিল কে? একটি মেয়েই তো? পুরুষেরা তরবারি উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করে না, কিন্তু প্রতারণা, মিথ্যাচার, ডাকিনীবিদ্যার বিরুদ্ধে তারা অসহায়।'

'মেয়েরাও যা, পুরুষেরাও তা,' বলল এরিক। 'কেউ কেউ ভাল, কেউ কেউ খারাপ।'

'তা ঠিক, প্রভু, তবু মেয়েদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।'

'তোমার কথাগুলো বোকার মত,' বলল এরিক। 'পাখি যেমন বাতাসের কাছে যায়, সাগর যেমন তীরের কাছে, তেমনি পুরুষ মেয়েদের কাছে যাবেই যাবে।'

'ভাল বলেছ, প্রভু,' মাথা ঝাঁকাল স্কালাগ্রিম। দেখতে দেখতে দু'জনেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গভীর ঘুমে।

পর দিন ঘুম ভাঙল তাদের অনেকটা বেলায়।'

গুহামুখেই রয়েছে খুদে একটা জলাশয়। সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে নিল এরিক। তারপর স্কালাগ্রিম তাকে গুহাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। নানা লোকের কাছ থেকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করেছে সে।

'তোমার মত লোকের পক্ষে জায়গাটা চমৎকার,' বলল এরিক। 'এটা খুঁজে পেলে কিভাবে?'

'আগে যে এখানে ছিল, তাকে অনুসরণ করে। তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম—আপস বা লড়াই—কোন্‌টা তার পছন্দ। লড়াইই পছন্দ করল সে এবং মারা গেল।'

'তাহলে মাথা কাটলাম কার?' জানতে চাইল এরিক।

'ও একটা গুহাবাসী, প্রভু। শীতে একা থাকতে ভাল লাগছিল না বলে

ডেকে এনেছিলাম ব্যাটাকে। আস্ত শয়তান একটা। মাঝে মাঝে বেয়ারসার্ক হয়ে ওঠা ভাল, কিন্তু মেজাজ সবসময় বেয়ারসার্কদের মত হলে বড়ই মুশকিলের কথা। একটা কাজের কাজ করেছ ওর মুণ্ড কেটে। এবার এটা যাক তার ধড়টাকে খুঁজতে,' কাটা মুণ্ডটা পাহাড়ের ধার থেকে গড়িয়ে দিল স্কালাগ্রিম।

'অবাক কাণ্ড কি জান, কাটা পড়া সত্ত্বেও মুণ্ডটা কথা বলেছে আমার সাথে। বলেছে, ওর ধড় যেখানে গিয়ে পড়েছে, আমার শরীরটাও ঠিক সেখানেই পড়বে।'

'তাহলে তো বড়ই ভয়ের কথা, প্রভু। ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা ছিল লোকটার। গত পরশু রাতে ও বলছিল, সূর্য আরেক বার অস্ত যাবার আগেই তার মাথা ছেড়ে যাবে তার দেহ।'

'কে জানে, ওর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতেও পারে,' বলল এরিক। 'আমাকে এখন যেতে হবে পাহাড়ের নিচে আমার ক্রীতদাসটার কাছে। নইলে ও ভাববে, লড়াইয়ে আমি পরাজিত হয়েছি।'

শৈলশিলার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল স্কালাগ্রিম, তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল নিচের সমভূমি।

'তাড়াহুড়োর কোনও প্রয়োজন নেই, প্রভু,' বলল সে। 'ওই চলে যাচ্ছে তোমার ক্রীতদাস, তোমার ঘোড়াসহ। ও ধরে নিয়েছে, ফেরার সম্ভাবনা তোমার আর নেই।'

'ওটা একটা আস্ত গর্দভ!' রাগতস্বরে বলল এরিক। 'মিদালহফে গিয়ে আমার মৃত্যু সংবাদ দেবে ও, অযথা দুঃখ পাবে কেউ কেউ।'

'এক কাজ করি,' বলল স্কালাগ্রিম। 'গোপন এক গিরিখাতে ঘোড়া বেঁধে রেখেছি, চল দু'জনেই যাই মিদালহফে।'

'বেশ,' বলল এরিক। 'অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হও। তবে মনে রেখ, আমার সাথে থাকতে হলে লড়াইয়ের সময় ছাড়া আর কখনোই বেয়ারসার্কের মেজাজ চলবে না।'

'তোমার কথা আমি মেনে চলব,' বলে গুহায় ঢুকল স্কালাগ্রিম। মাথায় আঁটল কালো ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ, বুকে শেকলের বর্ম। তারপর পাহাড় থেকে নামতে লাগল দু'জনে।

'জঘন্য পথ,' বলল এরিক।

'তবু এ-পথে তুমি ঠিকই এসেছিলে।'

'এ-জীবনে এখানে আসার ইচ্ছে আর নেই। অথচ তোমার সঙ্গীটি বলেছে, এখানেই নাকি আমার মৃত্যু হবে.' কিছুক্ষণ বুকটা ভারী হয়ে রইল এরিকের।

স্কালাগ্রিম তাকে নিয়ে গেল গোপন সেই গিরিখাতে। চমৎকার ঘাস খাচ্ছিল তিনটে ঘোড়া। ঝটপট দু'টো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে উঠে পড়ল দু'জনে।

চার ঘন্টা ঘোড়া হাঁকিয়ে তারা পৌঁছুল হর্স-হেড হাইট্স্-এ. পথে কোনও লোকের সাথে দেখা হল না। কিন্তু পাহাড়টা পেরোতেই চোখে পড়ল, ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছে ক'জন সশস্ত্র লোক।

'এতক্ষণে মানুষের দেখা পেলাম,' স্কালাগ্রিম বলল।

'হ্যাঁ, তবে খারাপ মানুষের,' জবাব দিল এরিক। 'দেখতে পাচ্ছি আমি ওসপাকার ব্ল্যাকটুথকে, সাথে তার দুই ছেলে গিজার আর মোর্ড। ঘোড়া থেকে নেমে প্রস্তুত হও, আমাদের সঙ্গে ওরা মোটেই ভাল ব্যবহার করবে না।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে দু'জনেই লাফিয়ে নামল মাটিতে। লোকগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তাদের দিকে।

'এবার দেখব তোমার দৌড়,' বলল এরিক।

'ভয় পেয় না, প্রভু,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'বড় শুভ ক্ষণে মিলিত হয়েছি আমরা।'

'শুভ কি অশুভ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা যাবে। যাই হোক, উন্মাদনায় পেয়ে বসলেও আমার পেছনদিকটা যেন অরক্ষিত রেখ না।'

'তাই হবে, প্রভু।'

লোকগুলো একেবারে কাছে এসে গেল, কিন্তু শিরস্ত্রাণ থাকায় এরিককে চিনতে পারল না।

'তুমি কে?' জানতে চাইল ওসপাকার।

'আমাকে তোমার চেনা উচিত, ব্ল্যাকটুথ,' জবাব দিল এরিক। 'আর আমাকে না চিনলেও অন্তত এটা চেনা উচিত,' একটানে সে বের করল হোয়াইটফায়ার।

'আমাকেও হয়ত তুমি চিনতে পারবে, ওসপাকার,' চেঁচিয়ে উঠল

বেয়াবসার্ক। 'লোকে আমাকে স্কালাগ্রিম নামে ডাকে, এরিক ব্রাইটিজ ডাকে ল্যাম্বস্‌টেইল বলে, কিন্তু তুমি একসময় ডাকতে আউনুন্দ নামে। এবার বল, কেমন আছে থোরানা?'

'এক শত্রুর সন্ধানে বেরিয়ে দু'টো শত্রু পেয়ে গেলাম,' ওসপাকার হাসল। 'এরিক, বল্‌, স্মৃতি সংরক্ষণের জন্যে তোর মুণ্ডটা নিয়ে গিয়ে কি উপহার দেব গাদরাদাকে? আর, আউনুন্দ, আমি ভেবেছিলাম, তুই মারা গেছিস। তোর জন্যে থোরানা পাঠিয়েছে এটা,' সর্বশক্তি দিয়ে একটা বর্শা ছুঁড়ে মারল সে।

কিন্তু মাঝপথেই বর্শাটা ধরে পাল্টা ছুঁড়লা স্কালাগ্রিম। ঢাল ফুটো করে বর্শা আঘাত হানল ওসপাকারের কাঁধে। যুগপৎ যন্ত্রণা আর ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল ওসপাকার।

'যা, থোরানাকে গিয়ে বলিস কাঁটাটা খুলে দিতে, আর ক্ষতটা যেন সারিয়ে দেয় চুমু খেয়ে খেয়ে।'

লড়াইয়ের পক্ষে অযোগ্য হয়ে পড়ায় ওসপাকার তার লোকগুলোকে আদেশ দিল শত্রু দু'জনকে খতম করতে। শুরু হল লড়াই।

একজন কুঠার চালাল এরিকের দিকে ছুটে গিয়ে, ঢালের একটা পাশ ছাঁটাই হয়ে গেল। সামান্য নিচু হয়ে হোয়াইটফায়ার চালাল এরিক। হাঁটুর নিচ থেকে দু'টো পা-ই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল লোকটা।

ছুটে এল আরেকজন। কিন্তু আঘাত হানার আগেই হোয়াইটফায়ারের আঘাতে চিরে গেল তার ঢাল। পালাল সে রণে ভঙ্গ দিয়ে।

একজন মারা গেল স্কালাগ্রিমের হাতে, আরেকজন মারাত্মকভাবে আহত। মুখে কাটার দাগঅলা লম্বা এক লোক ছুটে এসে তরবারি চালাল এরিকের পা লক্ষ্য করে। লাফিয়ে উঠল এরিক শূন্যে, পা আবার মাটি স্পর্শ করার আগেই নেমে এল হোয়াইটফায়ার। ফাঁক হয়ে গেল লোকটার কাঁধ থেকে বুক।

এবারে একসাথে দু'জন ছুটে এল দু'পাশ থেকে। ডান পাশের লোকটার তরবারির খোঁচায় ফুটো হয়ে গেল এরিকের ঢাল। কিন্তু ওই অবস্থাতেই ঢাল ধরে এমন একটা মোচড় দিল সে, তরবারি ছুটে গেল লোকটার হাত থেকে। এসময় মাথার ওপর তরবারি তুলল বাম পাশের লোকটা। ব্যাপারটা দেখে

ফেলল স্কালাগ্রিম, নইলে এরিকের মৃত্যু আর কেউ ঠেকাতে পারত না। স্কালাগ্রিম দেখল, ঘুরে দাঁড়াবারও আর কোনও উপায় নেই। সুতরাং কুঠারের উল্টো পিঠ দিয়ে আঘাত হানল সে। 'থ্যাচ' করে বিদঘুটে একটা শব্দ হল, বেরিয়ে গেল লোকটার মগজ। মুহূর্ত পরেই এরিকের তরবারি ভেদ করল অন্য লোকটার বুক।

আরেকটা শত্রু মারা পড়ল স্কালাগ্রিমের হাতে, একটু পরেই উন্মাদনা ভর করল তার ওপর।

পিছু হটল পুরো দলটা।

ঘোড়ার পিঠে বসেই চিৎকার করে উঠল ওসপাকার, 'এগিয়ে যা, কাপুরুষের দল! খতম করে দে দু'জনকেই!' কিন্তু কেউই এগোল না।

'বিশজনের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার নতুন ধরনের কোনও লড়াইয়ের সাধ আছে?' এরিকের কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস।

কথাটা যেন আগুন ধরিয়ে দিল মোর্ডের গায়ে, ঢাল উঁচিয়ে ছুটে এল সে। কিন্তু গিজার এল না, কারণ, সে একটা কাপুরুষ।

মোর্ডের মুখোমুখি হবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল স্কালাগ্রিম, কিন্তু এরিক তাকে বাধা দিল।

'এই শিকারটা আমার,' বলে পা বাড়াল সে।

মোর্ড শক্তিশালী মানুষ। তাছাড়া এতক্ষণ চুপচাপ ছিল বলে সে লড়তে লাগল পূর্ণ শক্তি দিয়ে। এক পর্যায়ে তার প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এরিকের ঢাল। একটু পরেই আরেক আঘাতে জখম হল কাঁধের কাছটা।

অকেজো ঢালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে তরবারি ধরল এরিক। ক্রোধে উন্মত্ত মোর্ড ছুটে গেল আঘাত হানার জন্যে। লাফিয়ে সরে গেল এরিক, তরবারি চালাল একইসাথে। তলপেটে ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল হোয়াইটফায়ার।

মোর্ডের মৃত্যুতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল ওরা যে যেদিকে পারে। পিছু পিছু ছুটল স্কালাগ্রিম। যে লোকটা তার হাতে আহত হয়েছিল, পিছে পড়ে গিয়েছিল সে। স্কালাগ্রিমের বিশাল কুঠার উঠে গেল ওপরে, পরমুহূর্তেই নেমে এল ভয়ঙ্কর বেগে। মানুষ আর ঘোড়া মারা পড়ল একই সাথে। উন্মাদনা কেটে গেল স্কালাগ্রিমের।

হোয়াইটফায়ারে ভর দিয়ে এরিক বলল, 'চলে যাও স্কালাগ্রিম! তোমাকে

আমার প্রয়োজন নেই!'

'যেমন তোমার ইচ্ছে, প্রভু,' জবাব দিল বেয়ারসার্ক। 'কিন্তু তোমার কোনও ক্ষতি আমার হাতে হবার সম্ভাবনা ছিল না।'

'এমন কোনও লোককে সাথে রাখতে চাই না আমি, যে কথা শোনে না। কি বলেছিলাম? বেয়ারসার্কদের মেজাজ দেখানো চলবে না। অথচ এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ সে-কথা! চলে যাও তুমি!'

'ঠিকই বলেছ, প্রভু,' ঘোড়ার দিকে রওনা দিল স্কালাগ্রিম।

'থাম,' বলল এরিক। 'ক্ষমা করলাম এবারকার মত, কারণ, সত্যিই তুমি বীর। কিন্তু আর কখনও কথা অমান্য করবে না। সাতজন লোক মারা পড়েছে, ওসপাকারও আহত, চরম অপমানিত হয়েছে ওরা। কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় আমাদের জন্যে খুব একটা ভাল হবে না। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওসপাকারের, আমাদের বিরুদ্ধে অলথিং-এ* নালিশ করবে সে।'

'বর্শাটা যদি আরেকটু গভীরে যেত!' বলল স্কালাগ্রিম।

'ওসপাকারের সময় এখনও আসেনি,' জবাব দিল এরিক। 'তবে আমাদের কথা ও সহজে ভুলবে না।'

নয়

সারা রাতেও যখন এরিক ফিরল না, জোন ভাবল, এরিক মারা পড়েছে স্কালাগ্রিমের হাতে। সুতরাং পরদিন বেলা উঠলে রওনা দিল সে মিদালহফের উদ্দেশে।

এরিকের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল গাদরাদা। হঠাৎ একটা ঝিলিক চোখে পড়ল তার।

* তৎকালীন আইসল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত।

'ওই দেখ,' সোয়ানহিল্ড বলল পাশ থেকে। 'এরিক আসছে।'

'এরিক নয়, ওর ক্রীতদাস,' জবাব দিল গাদরাদা। 'এরিকের জয়ের সংবাদ নিয়ে আসছে।'

নিঃশব্দে দু'জনেই অপেক্ষা করতে লাগল জোনের।

'ব্রাইটিজের সংবাদ কি?' চেঁচিয়ে উঠল সোয়ানহিল্ড।

'জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই,' বলল গাদরাদা। 'ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

সমস্ত ঘটনা খুলে বলল জোন।

হলঘরে এল গাদরাদা, মুখ মড়ার মত শাদা। আসমুণ্ড জানতে চাইল, তাকে এমন দেখাচ্ছে কেন।

জবাবে একটা গান ধরল গাদরাদা, গানের মধ্যেই বর্ণিত হল এরিকের মৃত্যুর কাহিনী। গান শেষ হবার সাথেসাথে কোনও দিকে না তাকিয়ে হলঘর ত্যাগ করল গাদরাদা।

'আহা! যাক, যাক,' বলল আর্ল আতলি। 'শোকের পক্ষে নির্জনতাই উত্তম। খুব খারাপ লাগছে এরিকের কথা ভেবে। আমার সাথে দেখা হলে মজা বুঝত বেয়ারসার্কটা।'

'আগামী গ্রীষ্মেই ওর সাথে লড়তে যাব আমি,' এরিকের মৃত্যু সংবাদে বুকটা ভেঙে যেতে চাইল আসমুণ্ডের।

কিছুক্ষণ একা থাকার জন্যে গাদরাদা এল গোল্ডেন ফল-এর পাশে, কিন্তু তাকে অনুসরণ করল সোয়ানহিল্ড।

'এখানে তোমার কি প্রয়োজন, সোয়ানহিল্ড?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাকে বিদ্রূপ করতে এসেছ?'

'না, তোমাকে করলে সে-বিদ্রূপ যে আমার গায়েও লাগবে। আমরা দু'জনেই এরিককে ভালবাসতাম, তাই এসেছি একত্রে দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলতে। এস, আজ থেকে সমস্ত ঘৃণা ভুলে যাই আমরা।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল গাদরাদা।

'দূর হও এখান থেকে! তোমার সাথে একত্রে কাঁদার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল সোয়ানহিল্ড। 'বেশ, শান্তির প্রস্তাব তোমাকে আমি আর দেব না। ঘৃণা আমার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে, যা শেষমেষ ডেকে

আনবে তোমার মৃত্যু।'

'ব্রাইটিজ মারা গেছে, নিজের চিন্তা আমি আর করি না।'

সোয়ানহিল্ড চলে গেল, তবে খুব বেশি দূরে নয়। ঘাসের একটা ঝোপের আড়ালে উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে শোক করতে লাগল সে। চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানিও বেরোল না, প্রধানত ভাবল সে নিজের নিষ্ফল অতীত আর শূন্য ভবিষ্যতের কথা।

কিন্তু গাদরাদার শোক বড় গভীর। সে অনুভব করল, তার ক্ষতিটি আর পূরণ হবার নয়।

কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল শ্রান্ত গাদরাদা। স্বপ্ন দেখল একটা। স্বপ্নের ভেতরে সে খুঁজে ফিরতে লাগল এরিককে। ঝলমলে পোশাক পরিহিত স্বয়ং ওডিন এসে দাঁড়াল তার সামনে।

'কাকে খুঁজছ, কুমারী গাদরাদা?'

'এরিক ব্রাইটিজকে।'

'এরিক ব্রাইটিজ, থরগ্রিমারের পুত্র? ওর পিছু তুমি ছেড়ে দাও।'

কাঁদতে কাঁদতে গাদরাদা প্রার্থনা করল, যেন কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তাকে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয় এরিকের সাথে।

'দেখা হলে কি মূল্য দেবে?' বলল ওডিন।

'আমার জীবন,' জবাব দিল গাদরাদা।

'বেশ, একরাতের জন্যে তুমি এরিককে পাবে। তারপর মারা যাবে, এবং তোমার মৃত্যুই হবে তার মৃত্যুর কারণ।'

স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু কানে তখনও যেন ভেসে আসছে ওডিনের কণ্ঠ। চোখ মেলল গাদরাদা। অবাক হয়ে দেখল, তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত এরিক।

'একি সত্যিই তুমি, নাকি এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি?'

'না, স্বপ্ন নয়। কিন্তু ওভাবে তাকিয়ে রয়েছ কেন, গাদরাদা?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গাদরাদা। 'আমি ভেবেছিলাম, মারা পড়েছ তুমি হালাগ্রিমের হাতে।' চিৎকার দিয়ে এরিকের বুকে লুটিয়ে পড়ে ফোঁপাতে লাগল সে।

সমস্তকিছু খুলে বলার পর এরিক জানাল, সন্ধ্যার আগেই তাকে পৌঁছুতে হবে মিদালহফে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার অবস্থা কাহিল। ওদিকে অপেক্ষা করতে

করতে অস্থির হয়ে পড়েছে স্কালাগ্রিম।

'যাও,' বলল গাদরাদা। 'আমি এখনই যাচ্ছি।'

চুমু খেয়ে বিদায় নিল এরিক। সবই লক্ষ্য করল সোয়ানহিল্ড।

'প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'চুমু খেয়ে শখ মিটল?'

'পুরোপুরি নয়।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ এগোল দু'জনে।

'মেয়েটিকে খুব সুন্দরী মনে হল,' বলল স্কালাগ্রিম।

'অমন সুন্দরী আর কেউ নেই।'

'বড় মাছ ধরতে হলে দামী টোপের প্রয়োজন। ওই মেয়ে আমাদের উভয়েরই সর্বনাশ ডেকে আনবে।'

'ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই,' বলল এরিক। 'একটি মেয়ে যদি তোমার ভয়ের কারণ হয়, তার হাত থেকে রেহাই পাবার সুব্যবস্থা আছে। আমাদের সঙ্গ ত্যাগ কর।'

'অন্য মেয়েটি কে?' জানতে চাইল বেয়ারসার্ক—'লুকিয়ে শুনছিল তোমাদের কথা, পোষা কুকুরের মত পাশে বসেছিল ধূসর একটা নেকড়ে।'

'নেকড়ে বসেছিল পাশে?' বলল এরিক। 'তাহলে নিশ্চয় সোয়ানহিল্ড। মা গ্রোয়ার মত ও-ও ডাকিনীবিদ্যা জানে। গাদরাদার কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি, আমি না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা কর, ল্যাম্বস্টেইল!' দ্রুত ঘোড়া ছোটাল সে জলপ্রপাতের উদ্দেশে।

আনন্দের বান ডাকছিল গাদরাদার মনে। শুধু আইসল্যাণ্ডে নয়, এরিকের মত বীর বুঝি পৃথিবীতেই নেই। স্কালাগ্রিমকে সে শুধু পরাজিতই নয়, পারণত করেছে তার ক্রীতদাসে। তারপর দু'জন মিলে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে ওসপাকার আর তার দলকে। হাসতে হাসতে ফিসফিস করে ডাকল সেঃ

'এরিক! এরিক!'

কিন্তু পেছনে লুকিয়ে থাকা সোয়ানহিল্ড হাসল না। মনে তার জ্বলে উঠল ঈর্ষার আগুন। সামনের ওই মেয়েটি তার সমস্ত সুখ শান্তি কেড়ে নেবে। কেন? কী যোগ্যতা আছে ওর?

জলপ্রপাতের একেবারে তীরে বসে রয়েছে গাদরাদা। ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়। কে দেখতে আসবে

এখানে? এরিকও তো চলে গেছে। দেবতারা দেখবে! দেবতারা আসলে কে? স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও কি অস্তিত্ব আছে তাদের? দেবতা রয়েছে মাত্র একটা—অশুভের দেবতা। হ্যাঁ, এই দেবতাটিকে সে অনুভব করে।

শেয়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল সোয়ানহিল্ড।

অত্যন্ত ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে এল গাদরাদার কানে, কিন্তু গুরুত্ব না দিয়ে সে বলতে লাগল পানির পানে চেয়েঃ

'এরিক! এরিক! আর কিসের আলো তোমার চোখের চেয়ে উজ্জ্বল, আর কিসে আনন্দ তোমার চুমুর চেয়ে বেশি?'

কথাগুলো শোনামাত্র মমতার শেষ বিন্দুটুকুও উধাও হয়ে গেল সোয়ানহিল্ডের মন থেকে।

'আরও আনন্দ তাহলে গোল্ডেন ফল-এ খুঁজে নাও,' সর্বশক্তি দিয়ে গাদরাদাকে ধাক্কা মারল সে।

এক ফ্যাদম কি তার কিছু বেশি নেমে আসার পর সঙ্কীর্ণ একটা শৈলশিরা ধরে ঝুলতে লাগল গাদরাদা। নিচে ফুঁসছে খরস্রোতা পানি, ওপর থেকে ঝুঁকে আছে নির্মম সোয়ানহিল্ড।

'হাত ছেড়ে দাও!' চিৎকার করে বলল সে। 'কেউ আসবে না সাহায্য করতে। সময় নষ্ট না করে হাত ছেড়ে দাও, জলপ্রপাত রচনা করুক তোমার বাসর-শয্যা!'

পাথরটা আরও আঁকড়ে ধরল গাদরাদা।

'মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত বেশি বাঁচার লোভ সামলাতে পারছ না?' বলল সোয়ানহিল্ড; 'দাঁড়াও, আমি এই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি তোমাকে!' দৌড়ে গিয়ে বিরাট একখণ্ড পাথর নিয়ে এল সে।

এরিক যে সেখানে পৌঁছে গেছে, বুঝতে পারেনি সোয়ানহিল্ড, পানির গর্জনে হারিয়ে গেছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। লাফিয়ে নামল সে ঘোড়ার পিঠ থেকে, পাথরটা ছোঁড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সোয়ানহিল্ডের ঘাঘরা খামচে ধরে হুঁড়ে দিল তাকে পেছনদিকে।

তীরে এসে নিচে উঁকি দিতেই গাদরাদার ফ্যাকাসে মুখ দেখতে পেল এরিক। তৎক্ষণাৎ নামল সে পাথরের একটা খাঁজে।

চিৎকার দিয়ে বলল, 'শক্ত করে ধরে রাখ! আমি আসছি!'

'আর পারছি না,' ফসকে গেল গাদরাদার একটা হাত।

দ্রুত অন্য হাতটার কনুই চেপে ধরল এরিক, জ্ঞান হারিয়ে গাদরাদা ঝুলতে লাগল শূন্যে।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে টান মারল এরিক, গাদরাদা এসে পড়ল তার পাশের পাথরের ওপর।

অতি সাবধানে তার কোমরের কাছটা চেপে ধরল এরিক, শরীরটা বুকের কাছে তুলে দম নিল সামান্য, তারপর আবার শক্তি জড়ো করে গাদরাদাকে ছুঁড়ে দিল ওপরদিকে।

তীরে উঠে এল এরিক। গাদরাদার জ্ঞান তখনও ফেরেনি। চার পাশে তাকাল সে—কিন্তু সোয়ানহিল্ড নেই।

গাদরাদাকে তুলে নিয়ে এগোতে এগোতে স্কালাগ্রিমের নাম ধরে ডাক দিল সে। জবাব দিল বেয়ারসার্কটা, একটু পরেই আবছা আলোয় দেখা গেল তার বিশাল দেহ।

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল এরিক তাকে।

'অশুভ কাজে মেয়েরা অভ্যস্ত, জানি,' বলল স্কালাগ্রিম। 'কিন্তু এত নিচে নামতে আর কাউকে দেখিনি। ডাইনীটাকে জলপ্রপাতে ফেলে দেয়াই ছিল ভাল।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল এরিক। 'কিন্তু ওর সময় এখনও আসেনি।'

পালাক্রমে দু'জন বয়ে নিয়ে চলল গাদরাদাকে। শরীর যখন প্রায় অবসন্ন, চোখে পড়ল মিদালহফের আলো।

দশ

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, যাত্রা করার জন্যে জাহাজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কিন্তু আতলির যাবার নাম নেই। সোয়ানহিল্ডের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে বুড়ো।

নিজেকে শান্ত করার অনেক চেষ্টা করেছে। পারেনি। ভালবাসা যখন উদ্ভাসিত হয় সূর্যের তেজ নিয়ে, জ্ঞান উবে যায় কুয়াশার মত। এরিক যেদিন ফিরে এল, সেদিনই আসমুণ্ডের কাছে গিয়ে সোয়ানহিল্ডের পাণি প্রার্থনা করল আর্ল আতলি। খুশি হল আসমুণ্ড। বর্তমানে গাদরাদা আর সোয়ানহিল্ডের যে সম্পর্ক, দু'জনের মধ্যে ব্যবধান রচিত হওয়াই ভাল। তবু সোয়ানহিল্ডের ব্যাপারে আর্লকে সাবধান করে দেয়া উচিত।

'প্রস্তাবটা দিয়ে আমার পালিতা কন্যা এবং আমার বংশকে সম্মানিত করেছ তুমি,' বলল আসমুণ্ড। 'কিন্তু এ-ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করাটা ঠিক হবে না। সোয়ানহিল্ড সুন্দরী সত্যি, কিন্তু ওর চালচলন বড় অদ্ভুত, মেজাজ আগুনের মত। তোমার বয়স হয়েছে, ওকে বশে রাখা কঠিন হবে। আর বশে রাখতে না পারলে ও যে কারও জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।'

'এসব আমি ভেবেছি, বারবার ভেবেছি,' পাকা দাড়ি নাড়তে নাড়তে বলল আর্ল। 'কিন্তু নতুন-পুরাতন সব জাহাজকেই ঝড়ের মুখে পড়তে হয়।'

'হ্যাঁ, আতলি, তবে নতুন জাহাজ টিকে থাকতে পারে, পুরানো যায় তলিয়ে!'

'যা-ই হোক, এ-ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। তবে কথা দিচ্ছি, সোয়ানহিল্ড যদি অমত করে, আমি আর পীড়াপীড়ি করব না।'

আর্লের কথায় সায় দিয়ে উঠে পড়ল আসমুণ্ড।

'কোথায় গিয়েছিলে?' দেখা হতেই আসমুণ্ড জানতে চাইল সোয়ানহিল্ডের কাছে।

'এরিকের জন্যে শোক করতে,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড।

'সেটা গাদরাদার ব্যাপার, শোক ওর ফরা সাজে, কিন্তু এরিকের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'সামান্য, বেশি, কিংবা পুরোপুরি—ভেবে নাও একটা কিছু। অনেকে খুবই কাঁদে, বাবা, কিন্তু সামান্য সম্পর্কও থাকে না, আবার পুরোপুরি সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কাঁদে না অনেকে।'

'তোমার কথার প্যাঁচ আমি বুঝতে পারি না,' বলল আসমুণ্ড। 'গাদরাদা এখন কোথায়?'

'ওপরে বা নিচে, ঘুমিয়ে আছে হয়ত, জেগে থাকাও বিচিত্র নয়,' হেসে উঠল সে হো হো করে।

'এসব হেঁয়ালি কথা বন্ধ কর,' বলল আসমুণ্ড। 'তোমার একটা সুসংবাদ আছে।'

'তাই নাকি? বল, কি সুসংবাদ?'

'আর্ল আতলি তোমাকে বিয়ে করতে চায়।'

'আতলিকে বিয়ে করব আমি? কক্ষণো না! ভীমরতিগ্রস্ত ওই বুড়োকে বিয়ে করার চেয়ে কুমারী অবস্থায় মরাও ভাল।'

রেগে গেল আসমুণ্ড, মেয়েদের উচিত নয় ওভাবে কথা বলা।

'আমার খেয়ে, আমারই পরে, যা খুশি তাই বলতে পারবে না। সাফ কথা, হয় আতলিকে বিয়ে করবে, নয়ত চলে যাবে আমার বাড়ি ছেড়ে। তোমাকে ভালবাসতাম বলে তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়, সোয়ানহিল্ড।'

'ভয় পেয় না, বাবা, অনেক দূরে চলে যাব আমি। এত দূরে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না,' আবার হেসে উঠে সোয়ানহিল্ড হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'সত্যি,' একাকী দাঁড়িয়ে আপন মনে বলল আসমুণ্ড। 'অশুভ কাজ হচ্ছে এমন এক তীর, যে ছোঁড়ে তাকেই বিদ্ধ করে। নিজের হাতে যে বীজ বুনেছি, সে-ফসল আমাকে গ্রহণ করতেই হবে।'

হঠাৎ আসমুণ্ড লক্ষ্য করল, ঘোড়াসহ মানুষ এগিয়ে আসছে এদিকেই। একজন আবার কি যেন একটা বয়ে আনছে কাঁধে করে।

'কে?' জানতে চাইল সে।

'এরিক ব্রাইটিজ, স্কালাগ্রিম ল্যাম্বস্‌টেইল আর গাদরাদা,' জবাব এল। 'তুমি কে?'

আনন্দে নেচে উঠল পুরোহিতের হৃদয়, এ-জীবনে এরিকের দেখা পাবার আশা সে ত্যাগই করেছিল।

'এস, এস, এরিক,' সাদর আমন্ত্রণ জানাল সে। 'আমরা তো তোমাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছিলাম।'

'প্রায় ঠিকই ভেবেছিলেন আপনারা,' আসমুণ্ডের কণ্ঠ চিনতে পেরেছে এরিক। 'মরতে মরতে কোনমতে বেঁচে এসেছি।'

'কী ব্যাপার বল তো?' জিজ্ঞেস করল আসমুণ্ড। 'গাদরাদাকে ওভাবে নিয়ে আছ কেন? ও কি মারা গেছে?'

'না. অজ্ঞান হয়ে গেছে। এই বুঝি জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে,' বলতে বলতেই চোখ মেলল গাদরাদা, ফুঁপিয়ে উঠে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল এরিকের গলা।

তাকে নামিয়ে দিয়ে এরিক ফিরল আসমুণ্ডের দিকেঃ

'তিনটে ঘটনা ঘটেছে। এক. একটা বেয়ারসার্ককে হত্যা করেছি, আরেকটা আনুগত্য স্বীকার করেছে. আমার অনুরোধ, তার কোনও ক্ষতি করবেন না। দুই. আমি আর সেই বিয়ারসার্ক মুখোমুখি হয়েছিলাম ওসপাকার ব্ল্যাকটুথের, ওসপাকার আহত হয়েছে, তার পুত্র মোর্ডসহ আরও ছয়জন নিহত।'

'সংবাদটা একাধারে ভাল এবং মন্দ,' বলল আসমুণ্ড।'প্রচুর অয়ারগিল্ড* দাবি করবে ওসপাকার। আদালত তোমাকে আউট-ল ঘোষণা করবে, এরিক।'

'হয়ত করবে, সে-বিষয়ে ভাবার যথেষ্ট সময় আছে, কিন্তু তৃতীয় ঘটনার কথা এখনও বলিনি। গোল্ডেন ফল-এর কিনারে বসে কাঁদছিল গাদরাদা। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে আসি আমি। কিন্তু একটু পর ফিরে গিয়ে দেখি, এক ফ্যাদম নিচে একটা শৈলশিরা আঁকড়ে ধরে গাদরাদা ঝুলছে, আর মাথার ওপর বিরাট একখণ্ড পাথর তুলে ওকে পিষে মারার জন্যে সোয়ানহিল্ড সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

'সেজন্যেই বুঝি মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না,' বলল আসমুণ্ড। 'ঘটনা সত্য, গাদরাদা?'

'হ্যাঁ, বাবা,' বলল গাদরাদা কাঁপতে কাঁপতে। 'পেছন থেকে সোয়ানহিল্ড ধাক্কা দিয়েছে আমাকে। কোনমতে ঝুলছি. হঠাৎ দেখতে পেলাম এরিককে, তারপর আর মনে নেই।'

মাথায় আগুন ধরে গেল আসমুণ্ডের, মাটিতে পা ঠুকল সে। 'ওর মেরুদণ্ড আমি গুঁড়ো করব পাথরের ওপর শুইয়ে, তারপর মৃতদেহটা ছুঁড়ে ফেলব জলপ্রপাতে। সারা পৃথিবী রক্ষা পাবে ডাইনীর হাত থেকে!'

পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে গাদরাদা হাসলঃ 'এত বড় শাস্তি দিও না, বাবা। ব্যাপারটা তোমার, এমনকি আমাদের বংশের গায়েও চুনকালি মাখাবে। যেভাবেই হোক, রক্ষা তো আমি পেয়েছি। এক কাজ করঃ ওকে

---

* মানুষ হত্যার ক্ষতিপূরণ।

এমন দূরে [illegible] পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাদের ক্ষতি করার কোনও সুযোগই আর না থাকে।'

'তাহলে তো ওকে কবরে পাঠাতে হবে,' চিন্তায় ডুবে গেল আসমুণ্ড। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ওই লোকটাকে যেতে বল তো, তোমাদের দু'জনের সাথে কথা আছে আমার,' গজগজ করতে করতে চলে গেল স্কালাগ্রিম।

'শোন, ঘন্টাখানেক আগে আর্ল আতলি সোয়ানহিল্ডকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে; কিন্তু মেয়েটির একেবারেই মত নেই। আমি স্পষ্ট বলে দেব, হয় বিয়ে করতে হবে, নয়ত প্রস্তুত হতে হবে মৃত্যুবরণ করার জন্যে।'

'সেটা ঠিক হবে না,' বলল এরিক।

'এবার তোমাদের বলব আমার এক পাপের কথা, আজ পর্যন্ত যা গোপন করে রেখেছি। সোয়ানহিল্ড আমার কন্যা, তাই ওর এত জঘন্য ব্যবহার সহ্য করি আমি। সোয়ানহিল্ড তোমার সৎ-বোন, গাদরাদা। এবার বুঝতে পারছ আমার যন্ত্রণা? এক কন্যার জন্যে শাস্তি দিতে হবে আরেক কন্যাকে।'

'নিয়র্ন এ-কথা জানে?' এরিকের প্রশ্ন।

'গ্রোয়া ছাড়া আর কেউই জানত না, এইমাত্র জানলে তুমি আর গাদরাদা।'

'এই সন্দেহ আমি অনেক আগেই করেছিলাম, বাবা,' বলল গাদরাদা। 'যদিও সোয়ানহিল্ডের শত্রুতা দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে, ও আমার বোন। এখন ওই দু'টো জিনিসের যে কোনও একটা ওকে বেছে নিতে বলা ছাড়া উপায় নেই।'

'হ্যাঁ, বৃহৎ প্রয়োজনের স্বার্থে সম্মানকে বলি দিতে হয়,' বলল আসমুণ্ড। 'কিন্তু আগে বেয়ারসার্কটাকে শপথ করিয়ে নেয়া প্রয়োজন, ব্যাটা যেন কোনও কথা প্রকাশ না করে।'

স্কালাগ্রিমকে ডেকে এরিক সাবধান করে দিল, সে যেন সোয়ানহিল্ডের গাদরাদাকে ধাক্কা মারা কিংবা সেই নেকড়ের কথা ভুলেও ফাঁস করে না দেয়।

'ভেব না,' বলল স্কালাগ্রিম। 'এক মেয়ে আরেক মেয়ের সর্বনাশের চেষ্টা করছে—এতে আমার দুঃখ পাবার কিছু নেই। যে মরে মরুক, কমে যাক অশুভের ঝাড়।'

'থাম!' ধমকে উঠল এরিক; 'একটা কথাও ফাঁস হলে সোজা বিদায়

করে দেব।'

'চিরে দেব তোর নেকড়ের মত মাথাটা,' বলল আসমুণ্ড। 'কিন্তু মুখ বন্ধ রাখলে কোনও ক্ষতি করব না।'

বেয়ারসার্ক হাসল। 'তোমার মত দশজন লোকের বিরুদ্ধে মাথা রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আছে, পুরোহিত। সৎ লড়াইয়ে মাত্র একজনই আমাকে পরাজিত করতে পারে—এরিক ব্রাইটিজ। নিজের চেয়ে শক্তিধর কাউকে হুমকি দেয়া সাজে না,' ঘুরে আবার ঘোড়ার দিকে রওনা দিল স্কালাগ্রিম।

'লোকটা শক্তিশালী কিন্তু ব্যবহার বড় রুক্ষ,' বলল আসমুণ্ড। 'ওর চাহনি আমার পছন্দ হল না।'

'লড়াইয়ে ওর জুড়ি নেই,' বলল এরিক। 'ছ'ঘন্টা আগে ও পাশে না থাকলে এতক্ষণে আমার চোখ খুবলে খেত দাঁড়কাকের দল। সুতরাং অন্তত আমার খাতিরে ওর দোষ-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করবেন।'

রাজি হল আসমুণ্ড।

কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কালাগ্রিমকে নিয়ে এরিক এল হলঘরে। এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তার বীরত্বের কথা।

হৈ হৈ করে সবাই স্বাগতম জানাল। চুপচাপ বিয়র্ন শুধু আঙুল কামড়াতে লাগল।

হল্লা স্তিমিত হয়ে এলে এরিক বললঃ

'বন্ধুগণ, এমন উল্লেখযোগ্য কোনও বীরত্ব আমি দেখাইনি। মোসফেলের বেয়ারসার্ক দু'টোকে আমি পরাজিত করেছি। একজন মারা গেছে, আরেকজন এই যে,' ফিরল সে স্কালাগ্রিমের দিকে। 'অবশ্য এখন আমরা দু'জন সঙ্গী। ওকে তোমরা ক্ষমা করে দাও। জানি, ও তোমাদের অনেকের ক্ষতি করেছে, কিন্তু ও পাশে না থাকলে ওসপাকারের দলের হাত থেকে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতাম না। তাই আমার খাতিরে ওকে তোমরা ক্ষমা কর। এছাড়া, মানুষ হত্যার জন্যে হয়ত আমাদের দু'জনের বিরুদ্ধে নালিশ করা হবে অলথিং-এ। সেখানেও আমরা তোমাদের সহযোগিতা কামনা করি।'

এসব কথা শুনে আবার হৈ হৈ করে উঠল সবাই। কিন্তু আসন ছেড়ে নেমে এল আর্ল আতলি। চুমো খেল এরিককে, তারপর নিজের গলা থেকে সোনার একটা মালা খুলে নিয়ে তাকে পরিয়ে দিতে দিতে চিৎকার করে

বললঃ

'এরিক ব্রাইটিজ, সত্যিই তোমার তুলনা হয় না। আমার সাথে চল, মূল্যবান সব উপহার দেব, আমার মৃত্যুর পর তুমিই হবে অর্কনির আর্ল।'

'এই প্রস্তাব দিয়ে আমাকে অনেক সম্মানিত করলেন আপনি,' জবাব দিল এরিক। 'কিন্তু ফারের চারা যেখানে লাগানো হয়, সেখানেই সে বাড়ে, সেখানেই তার পতন হয়। আইসল্যাণ্ডকে আমি ভালবাসি, এখানকার জনগণের মাঝেই আমি থাকতে চাই।'

'বেশ,' বলল আতলি। 'তবে মনে রেখ, ওসপাকার কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না।'

'ভাগ্যে যা আছে, তা হবেই,' খেতে বসল এরিক। স্কালাগ্রিমও বসল পাশের একটা বেঞ্চে।

ফ্যাকাসে মুখে হলঘরে প্রবেশ করল গাদরাদা।

খাবার পর গাদরাদাকে এরিক বসাল তার হাঁটুর ওপর। ওদিকে আতলির দু'চোখ খুঁজে ফিরতে লাগল সোয়ানহিল্ডকে।

প্রচুর পরিমাণে এল্ পান করে মাতাল হয়ে পড়ল স্কালাগ্রিম। তার সামনে বসেছিল আসমুণ্ডের দুই ক্রীতদাস। তারাও মাতাল হয়ে উপহাস শুরু করল। বলল, গত বছর বেয়ারসার্ক আসমুণ্ডের যে ভেড়িগুলো চুরি করেছে, সেজন্যে সে কত ক্ষতিপূরণ দেবে।

প্রথমটায় সহ্য করল স্কালাগ্রিম, তারপর হঠাৎ উঠে গলা টিপে ধরল একজনের।

এরিক ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিল দু'জনকে। 'এসব কি হচ্ছে? তুমি তো মাতাল হয়ে গেছ!' বলল সে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'এল্ অনেক মানুষের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।'

'দেখ, আমার বা তোমার নিজের সর্বনাশ আবার ডেকে এনো না যেন কখনও। যাও, ঘুমোও; আবার যদি এ-কাণ্ড কর, তোমার মুখ আমি আর দেখব না।'

এই ঘটনার পর কেউ আর স্কালাগ্রিমকে ঘাঁটায়নি।

এগারো

নৈশভোজের পুরো সময়টা গভীর চিন্তায় ডুবে রইল আসমুণ্ড। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর চর্বির একটা মোমবাতি নিয়ে সে গিয়ে ঢুকল সোয়ানহিল্ডের ঘরে। জেগে আছে সোয়ানহিল্ড, মাথার চুলে অর্ধেক ঢাকা পড়েছে তীক্ষ্ণধার একটা ছুরি।

'কি ব্যাপার, বাবা?' উঠে বসল সে। পর্দা টেনে দিয়ে নিচু গলায় আসমুণ্ড বললঃ

'এত সুন্দরী তুমি, সোয়ানহিল্ড, অথচ এত অশুভ—ভাবা যায় না। এখন তোমাকে দেখলে কেউ স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবে না, মায়াভরা ওই চোখজোড়ায় লুকিয়ে আছে হত্যার নেশা, শুভ্র ওই পেলব বাহুতে রয়েছে পাপ করার শক্তি।'

হাত দু'টোর দিকে তাকিয়ে সোয়ানহিল্ড হাসল। 'না, যথেষ্ট শক্তি নেই, থাকলে কাজ সে অসম্পূর্ণ রাখত না। এবার বল, কি ভাগ্য নির্দিষ্ট করলে আমার জন্যে? মৃত্যুদণ্ড? ফেলে দেবে জলপ্রপাতে? গাদরাদা নিশ্চয় হাসবে তখন, কিন্তু সে-হাসি শোনার জন্যে আমি বেঁচে থাকব না। এই দেখ,' ছুরিটা মুঠো করে ধরল সে। 'এর তীক্ষ্ণধারে রয়েছে শান্তি আর মুক্তির পথ, সত্যিকার প্রয়োজনে এটা ব্যবহার করতে আমি দ্বিধা করব না।'

'চুপ কর,' বলল আসমুণ্ড। 'এই গাদরাদা তোমার বোন। তুমি তাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলে, অথচ এখন সে-ই তোমার প্রাণভিক্ষা চাইছে।'

'ওর করুণা আমি চাই না,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড। 'আর ধিক্ তোমাকে! আপন কন্যাকে স্বীকার করে নেয়ার মত সৎসাহসও তোমার নেই।'

'মনে মনে তোমাকে যদি স্বীকারই না করতাম, অনেক আগেই বাড়ি থেকে সোজা বের করে দিতাম। তুমি ভেব না, চোখ আমার অন্ধ। এ-বাড়ির কোথায় কে কি করছে, সবই আমি জানি। শয়তানি তোমার এতদূর বেড়েছে যে, সমস্ত স্নেহ উবে গেছে আমার। শোন, যারা দেখেছে তারা ছাড়া তোমার কুকীর্তির কথা আর কেউ জানে না। এখন ভেবে দেখ, আতলিকে বিয়ে করে তার সাথে চলে যাবে, নাকি বরণ করে নেবে মৃত্যুকে।'

'তোমাকে তো জানিয়েছি, ওই ভীমরতিগ্রস্ত বুড়োকে আমি বিয়ে করব না। আইসল্যাণ্ডের মানুষের মত আমি সহজেই সবকিছু মেনে নিই না। আমার শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে অন্য জাতের রক্ত। মাদি ঘোড়া পাওনি যে ইচ্ছেমত বেচাকেনা করবে। আমার আর কিছু বলার নেই।'

'মূর্খ! ভাল করে ভেবে দেখ, আমি আর বলতে আসব না।'

হঠাৎ এক কাণ্ড করল সোয়ানহিল্ড। পালঙ্ক থেকে নেমেই জড়িয়ে ধরল আসমুণ্ডের হাঁটু, পানি গড়াতে লাগল দু'চোখ বেয়েঃ

'আমি পাপ করেছি,' ফুঁপিয়ে উঠল সে—'বিরাট পাপ করেছি আমি। এরিকের ভালবাসায় অন্ধ হয়ে মাথা আমার ঠিক ছিল না। পারলে গাদরাদা যেন ক্ষমা করে আমাকে। আজ থেকেই ভুলে যাব এরিকের কথা। আতলিকে বিয়ে করে চলে যাব তার সঙ্গে।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে স্নেহ আবার উথলে উঠল আসমুণ্ডের হৃদয়ে। 'এতক্ষণে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে,' বলল সে। 'এমন মনোভাব যদি বজায় রাখ, কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। গাদরাদার মত মেয়ে এ-অঞ্চলে নেই, ও নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা করবে। আগামীকাল সংবাদটা দেব আতলিকে। শিগগির বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, রওনা দেয়ার জন্যে ওর জাহাজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

চলে গেল আসমুণ্ড। মাটি থেকে উঠে পালঙ্কের এক কোণে বসল সোয়ানহিল্ড। কিছুক্ষণ পর পর কেঁপে উঠল তার শরীর।

'আর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি স্ত্রী হব তার,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'সম্ভবত বিধবাও হব শিগগির। আতলি, আমাকে বিয়ে করে নিজের দুর্ভাগ্য তুমি নিজেই ডেকে আনবে! তবে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে অবশ্য বুড়োর স্ত্রী হওয়াও ভাল। দুর্বল বাহু, কাজ তোমরা সম্পূর্ণ করতে পারনি। তোমাদের ওপর আর ভরসা করা চলে না! অন্ধকারের শক্তি, কী সাহায্য করলে তোমরা

আমাকে? এজন্যেই কি তোমাদের পূজো দিয়েছি অত?'

পরদিন ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই আসমুণ্ড গেল আতলির সঙ্গে দেখা করতে।

'কি খবর, আসমুণ্ড?' জানতে চাইল আতলি। 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, খুব একটা ভাল নয়।'

'পুরোপুরি খারাপ নয়। সোয়ানহিল্ড রাজি হয়েছে।'

'আপন ইচ্ছেয়, আসমুণ্ড?'

'হ্যাঁ, আপন ইচ্ছেয়। কিন্তু ওর মেজাজ থেকে সাবধান।'

'কুমারীদের অমন একটু মেজাজ হয়েই থাকে, বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। সকালবেলাই খুশির সংবাদ শোনালে, আজ সত্যিই আমি খুশি। মনে হচ্ছে, যেন নবজীবন পেলাম। কিন্তু তোমার মুখখানা অত শুকনো কেন?'

'সোয়ানহিল্ড সম্বন্ধে আরও কিছু তোমাকে জানাবার আছে, আতলি। সবাই ওকে "পিতৃহীনা" বলে, কিন্তু আসলে ও আমার কন্যা, ওর মায়ের সঙ্গে বৈবাহিক কোনও সম্পর্ক আমার ছিল না।'

হেসে উঠল আতলি গলা ছেড়ে। 'ও তোমার মত নামী লোকের কন্যা, এতেই আমি খুশি।'

'একটা বদঅভ্যাস আছে ওর। সোয়ানহিল্ড ডাকিনীবিদ্যা চর্চা করে।'

'অন্ধকারের শক্তির প্রতি খুব একটা বিশ্বাস আমার নেই। সত্যিই যদি ও এসব চর্চা করে, ছাড়িয়ে দেব।'

এরপর দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ হল সোয়ানহিল্ডের যৌতুক সম্বন্ধে। তারপর এরিক আর গাদরাদাকে সমস্ত খুলে বলল আসমুণ্ড। খুশি হল দু'জনেই, কিন্তু আর্লের কথা ভেবে আপসোস করল তারা। গাদরাদার সাথে দেখা হতে ক্ষমা চাইল সোয়ানহিল্ড, কিন্তু এরিককে সে কিছুই বলল না।

দু'দিনের মধ্যেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে, অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে আতলির লোকেরা। খুশি আর ধরে না বুড়ো আর্লের। ওদিকে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে সোয়ানহিল্ডের। মাথা নিচু করে চলে, কথা বলে নম্র সুরে। সবাই আনন্দিত হলেও স্কালাগ্রিমের চোখে এই পরিবর্তন ভাল ঠেকল না।

'ঘটনা সুবিধের মনে হচ্ছে না,' কোল্ডব্যাকের পথে এগোতে এগোতে এরিককে বলল সে। 'ওই মহিলার মেজাজ ঘন ঘন বদল হয়। শান্ত

আবহাওয়ার পরেই আসে ঝড়। ওসপাকারের সঙ্গে পালাবার আগে আগে থোরানাও এমন শান্ত থাকত।'

কোল্ডব্যাকে পৌঁছুতে হৈ হৈ করে উঠল সেভুনা আর উন্না, তাদের কানেও গেছে এরিকের বীরত্বের কথা। স্কালাগ্রিমকে দেখে একটু সন্দিগ্ধ হল দু'জনে, কিন্তু এরিকের মুখে সব শুনে স্বাগত জানাল তাকেও।

কোল্ডব্যাকে দু'রাত বিশ্রাম নিল এরিক। দ্বিতীয় দিন সকালে সোয়ানহিল্ডের বিবাহ-ভোজে যোগদানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন ভৃত্যসহ মিদালহফ অভিমুখে রওনা দিল সেভুনা আর উন্না। এরিক যাবে পর দিন। একজন মেষপালকের সঙ্গে জরুরী কথা আছে তার।

পর দিন সূর্য ওঠার আগেই ঘোড়া ছোটাল এরিক। স্কালাগ্রিমকে সাথে নিল না, পাছে মাতাল হয়ে সে রক্তপাত ঘটায়।

বিয়ের আগের রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না সোয়ানহিল্ড। ঊষার আলো ফুটতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, কিছু কথা এরিককে বলতে চায় সে। ওদিকে এরিককে স্বাগত জানাতে ওই একই পথে রওনা দিল গাদরাদা।

বাড়ি থেকে তিন ফার্লং দূরে রয়েছে কলাইয়ের একটা স্তূপ,তার পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সোয়ানহিল্ড। একটু পর ভেসে এল গানের সুর, সেইসাথে ঘোড়ার খুরের শব্দ। তার বিয়ের দিনে এরিক কিনা এত আনন্দিত, তিক্ততায় ছেয়ে গেল সোয়ানহিল্ডের মন।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সোয়ানহিল্ড।

'এরিক,' মাথা নিচু করে বলল সে। 'গাদরাদা এখন ঘুমোচ্ছে। আমার কিছু কথা শোনার সময় হবে তোমার?'

ভ্রূকুটি করল এরিকঃ 'আমার মনে হয়, সোয়ানহিল্ড, কথা বলার ইচ্ছে হলে তোমার স্বামীর সাথে বলাই ভাল।'

'বেশ, যাও।'

সোয়ানহিল্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে করুণা হল এরিকের। 'বল, কি বলবে,' লাফিয়ে নামল সে ঘোড়া থেকে।

'বলতে চাই যে, এ-যাবৎ যত দুর্ব্যবহার করেছি, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা কর। আর তো সহজে দেখা হবে না।'

'এ-প্রসঙ্গ থাক, সোয়ানহিল্ড। আগামীতে তোমার শুভ কর্মের নিচে চাপা

পড়ুক সব অশুভ।'

অদ্ভুত চোখ তুলে তাকাল সোয়ানহিল্ড, ব্যথায় সারা মুখ সাদা হয়ে গেছে।

'মন বলে কিছু আমার আর নেই, এরিক। ফুলের সুগন্ধ নাকে আসে না, মুখে নেই খাবারের স্বাদ, উবে গেছে আনন্দের অনুভব, সঙ্গীত আমার কাছে উন্মাদনার নামান্তর। মাত্র দু'টো জিনিস এখন রয়ে গেছে আমার। সময়ে সময়ে দেখা কিছু দুঃস্বপ্ন, আর তোমার ঘৃণ্য এই মূল্যহীন শরীর।'

'এভাবে বোলো না,' সোয়ানহিল্ডের একটা হাত জড়িয়ে ধরল এরিক। যুবকদের ধর্মই এই—অপছন্দের তরুণীও যদি সুন্দরী হয়, তার দুঃখ সইতে পারে না।

'হ্যাঁ, এরিক, আজ আমি তোমাকে খুলে দেখাব আমার মন। পাপ আমি করেছি সত্যি, কিন্তু সে-পাপ তোমারই ভালবাসার উন্মাদনার কারণে। তোমার ভালবাসা পেলে আমার জীবনও হতে পারত পবিত্র। অথচ এমনই দুর্ভাগ্য আমার, যেদিন আমি চলে যাচ্ছি অথর্ব এক বুড়োর সাথে, সেদিন তুমি এলে মনের সুখে গান গাইতে গাইতে।'

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গলা বুজে এল সোয়ানহিল্ডের। সামান্য দম নিয়ে আবার বলতে লাগল সেঃ

'এবার বিদায়; আমার বকবকানিতে নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে গেছ, তাছাড়া—গাদরাদা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। না, আমার চোখের পানি দেখে বিচলিত হয়ো না, মেয়েদের এটা উত্তরাধিকার। তবে যত দূরেই আমি থাকি না কেন, প্রত্যেকদিন মনে করব তোমার কথা। কারণ, অন্তরে আমি তোমারই স্ত্রী। এবার বিদায়। চুমু দিয়ে শুষে নাও আমার চোখের পানি, তারপর তা বইতে থাকুক সারাজীবন ধরে। হ্যাঁ, এরিক! এভাবে! এভাবে! এভাবেই আজ বিদায় নেব আমি।'

সোয়ানহিল্ডের শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না এরিক। ঠোঁট নামিয়ে এনেছে সে, সোয়ানহিল্ডের একটা হাত পেঁচিয়ে ধরেছে তার গলা, ঠিক এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল গাদরাদা। দৃশ্যটা চোখে পড়তে এক মুহূর্ত দেরি না করে ফিরে এল সে বাড়িতে, সারা শরীর কাঁপতে লাগল প্রচণ্ড রাগে।

সোয়ানহিল্ড ফিরে আসতেই দেখা হল গাদরাদার সাথে।

'কোথায় গিয়েছিলে, সোয়ানহিল্ড?' জানতে চাইল সে।

'ব্রাইটিজের কাছে বিদায় নিতে, গাদরাদা।'

'সে নিশ্চয় তোমাকে পাত্তা দেয়নি।'

'দিয়েছে। শোন, তোমাকে আমি বোন বলেছি। বিরক্ত হয়ো না। আমি আমার পথে যাই, তুমি তোমার পথে চল। সুন্দরী বলে তুমি জয় করে নিয়েছ এরিককে। কিন্তু সুন্দরী আমিও কম নই, সুযোগ পেলে আমিও ক্ষমতা দেখাতে পারি। প্রার্থনা কর, সেরকম সুযোগ যেন আমি কখনও না পাই। আজ এরিক তোমার। একদিন আমারও হতে পারে। কি হবে, তা ভবিতব্যই জানে।'

'আতলির কনের পক্ষে উপযুক্ত কথা,' গাদরাদার কণ্ঠে বিদ্রূপ।

'হ্যাঁ, আতলির কনে, প্রিয়তমা নয়,' চলে গেল সোয়ানহিল্ড।

ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে এল এরিক। যথেষ্ট বিরক্ত সে নিজের ওপর, লজ্জিতও, সোয়ানহিল্ডের কথায় ওভাবে গলে যাওয়াটা উচিত হয়নি মোটেই। তবে গাদরাদাকে চোখে পড়তেই ধুয়ে-মুছে গেল সমস্ত ভাবনা, লাফিয়ে নামল সে ঘোড়া থেকে। কিন্তু গাদরাদার মুখ পাথরের মত কঠিন, কালো চোখ দু'টো যেন আগুনের মত জ্বলছে।

এরিক এগোতে যেতেই হাত তুলে বাধা দিল গাদরাদা।

'কি ব্যাপার, গাদরাদা?' তোতলাতে লাগল সে।

'কি ব্যাপার?' নিষ্কম্প গাদরাদার কণ্ঠ স্বর। 'সোয়ানহিল্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ও গিয়েছিল বিদায় নিতে। তাতে কি হয়েছে?'

'তাতে কি হয়েছে? যেভাবে বিদায় জানালে তুমি, ওটাই বুঝি বিদায় জানাবার ধরন? ঠোঁটে ঠোঁট, হাতে হাত? যে আমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল, তোমার চুমু তার মিষ্টিই লাগল, তাই না, ব্রাইটিজ?'

'কেমনভাবে তুমি দেখে ফেলেছ, আমি জানি না। তবে যা দেখেছ, ঠিকই দেখেছ, গাদরাদা। ওই বিষয়ে মনে কোনও বাজে চিন্তা এন না, আর অযথা কথা বলে বিদ্ধ কর না আমাকে। ওর দুঃখে মনটা আমার গলে গিয়েছিল।'

'এসব কথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। যে আমাকে ঠেলে দিয়েছিল মৃত্যুর মুখে, তার দুঃখে গলে গেলে! এই মুহূর্তে এখান থেকে

বিদায় হও, তোমার মুখও আমি আর দেখতে চাই না। মেয়েদের সামান্য প্রলোভনও যে জয় করতে পারে না, এমন তরল মনের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনও রকম ইচ্ছে আমার নেই।'

'তুমি যা বলছ, তা ফেলে দেবার নয়, গাদরাদা। তবে এটাও ঠিক যে আমার জায়গায় থাকলে তুমিও সোয়ানহিল্ডকে চুমু খেতে। ওই সময় সে পরিণত হয়েছিল মহীয়সী এক নারীতে।'

'না, এরিক, মন আমার অত দুর্বল নয় যে সহজে বিপথে নিয়ে যাওয়া যাবে। সোয়ানহিল্ড হল মহীয়সী নারী, তাই না? ডাকিনীও সে বটে; কিন্তু তুমি তখন কিসে পরিণত হয়েছিলে, এরিক? পরিণত হয়েছিলে একজন নীচু শ্রেণীর মানুষে। যে আমাকে ঘৃণা করে, জড়িয়ে পড়েছিলে তার প্রলোভনে। এত সহজে তুমি হারিয়ে ফেল নিজেকে, এর চেয়ে বড় প্রলোভন এলে তখন কি করবে?'

'প্রলোভন আমি জয় করব, গাদরাদা, কারণ, ভাল আমি শুধু তোমাকেই বাসি। সে-কথা তুমিও জান।'

'হ্যাঁ, জানি আমি। কিন্তু সে-মানুষের ভালবাসায় কী লাভ, যার মনের কোনও শক্তিই নেই? তোমাকে আমার সন্দেহ হয়, এরিক, চাতুরীও তুমি বোঝ না।'

'আর অবিশ্বাস কর না, গাদরাদা। আমার মনে তোমার ছাড়া আর কারও স্থান নেই। অন্তর আমার সায় দেয়নি, তবু কী যেন হয়ে গেল ওর কথায়, অজান্তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। আমার আর কিছু বলার নেই।'

দীর্ঘক্ষণ অপলক তার দিকে তাকিয়ে রইল গাদরাদা। তারপর বলল, 'তোমার দুর্দশা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে, এরিক। বেশ, এবারের মত ক্ষমা করলাম তোমাকে। তোমার ওপর সন্দেহ জাগে, এমন কাজ যেন আর কোরো না কখনও। আজ যেভাবে সোয়ানহিল্ডকে তুমি বিদায় জানালে, তা কিন্তু আমি কখনও ভুলব না।'

'না, অমন কাজ আর কোনদিন করব না আমি,' জবাব দিয়েই কয়েক ধাপ এগিয়ে এল এরিক, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার কোনও সুযোগ গাদরাদা তাকে দিল না। রাগ পুরোপুরি দূর হয়নি তখনও। তবে এরিকের চেয়েও বেশি রেগেছে সে সোয়ানহিল্ডের ওপর। হত্যার চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও সোয়ানহিল্ডকে সে ক্ষমা করতে পারে, কারণ, সেক্ষেত্রে সোয়ানহিল্ড ব্যর্থ

হয়েছিল; কিন্তু এরিকের চুমু পাবার জন্যে সোয়ানহিল্ডকে গাদরাদা কখনও ক্ষমা করবে না, কারণ, আজ সোয়ানহিল্ড জয়ী হয়েছে।

বারো

সমারোহের সঙ্গে চলছে সোয়ানহিল্ডের বিবাহোত্তর ভোজ। স্বর্ণখচিত শাদা ধপ্‌ধপে পোশাক পরে আতলির পাশে উচ্চাসনে বসে আছে সোয়ানহিল্ড। আনন্দে আটখানা আর্ল নিজের দিকে আকর্ষণ করল নববধুকে, ঠাণ্ডা চোখে চাইল সোয়ানহিল্ড। ভোজশেষে সবাই এল সমুদ্রের তীরে। আসমুণ্ডকে চুমু খেল সোয়ানহিল্ড, কিছুক্ষণ কথা বলল গ্রোয়ার সাথে, তারপর এরিক আর গাদরাদা ছাড়া বিদায় নিল সবার কাছে।

'ওই দু'জনকে কিছু বললে না কেন?' জানতে চাইল আতলি।

'বললাম না এজন্যে যে,' জবাব দিল সে। 'ওই দু'জনের সাথে ভবিষ্যতে দেখা হবে আমার। কিন্তু বাবা-মার দেখা আর পাব না।'

'এ তো বড় অশুভ কথা,' বলল আতলি। 'তুমি তোমার বাবা-মার সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করছ?'

'সম্ভবত। আমি তোমার সর্বনাশেরও ভবিষ্যদ্বাণী করছি। অবশ্য এত শিগগির সে-ঘটনা ঘটবে না, তবে ঘটবে।'

আতলি বুঝতে পারল, তার নববিবাহিত বধূটি ঠিক আর দশজনের মত নয়।

নোঙর তুলল আতলির জাহাজ। বিশ দিনের যাত্রার পর পৌঁছুল অর্কনি দ্বীপে।

বছর ঘুরে আইসল্যাণ্ডে আবার এল অলথিং-এ উপস্থিত হবার সময়। নানা অভিযোগ সম্বলিত সমন এল এরিকের কাছে। তবে স্কালাগ্রিমের নামে

কোনও সমন এল না, যেহেতু ইতিমধ্যেই সে আউট-ল। অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ বলে বিচার পরিচালনার ভার পড়ল আসমুণ্ডের ওপর। গ্রীষ্মকালের তেরো সপ্তাহ অতিক্রান্ত হবার পর লোকজনসহ এরিক আর আসমুণ্ড রওনা দিল অলথিং-এর উদ্দেশে।

ক্ষত পুরোপুরি না সারা সত্ত্বেও উপস্থিত হল ওসপাকার। বেশ কিছুদিন তর্কবিতর্ক চলার পর এরিককে আউট-ল ঘোষণা করা হল তিন বছরের জন্যে। তবে মোর্ড এবং আর ক'জনের মৃত্যুর জন্যে তাকে কোনও অয়ারগিল্ড দিতে হবে না।

খুব একটা খুশি হল না ওসপাকার। এরিকও নয়। গাদরাদাকে একা রেখে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে দূর সমুদ্রে।

লোকজন নিয়ে আলোচনায় বসল ওসপাকার। শেষমেষ সাব্যস্ত হল, তাদের একশো তেত্রিশজন লোক অস্ত্রশস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়বে এরিকদের ওপর। পরিস্থিতি দেখে এরিকও তার একশো পাঁচজন লোককে আদেশ দিল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হতে।

'এখন স্কালাগ্রিম যদি আমার পাশে থাকত!' আপসোস করল এরিক, 'খুব বেশি শত্রুকে জীবন নিয়ে ফিরতে দিতাম না।' ওসপাকারের লোকের হাতে প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে এরিকের পরামর্শেই এ-মুহূর্তে গা ঢাকা দিয়ে আছে স্কালাগ্রিম।

'খুবই দুঃখজনক ঘটনা,' বলল আসমুণ্ড। 'মৃত কিছু মানুষের জন্যে মারা যাবে আরও অনেক মানুষ।'

'সত্যিই দুঃখজনক,' বলল এরিক। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। একা ওসপাকারের লোকজনের কাছে গিয়ে সে বললঃ

'অযথা লোকক্ষয়ের কোনও মানে হয় না। তরবারি নিয়ে তোমাদের যে কোনও দু'জনের বিরুদ্ধে আমি একা লড়তে রাজি আছি। এক্ষেত্রে দু'জন, বড় জোর তিনজনের প্রাণ যাবে, অসংখ্য দেহ ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে না। তোমাদের কি মত?'

কথাটা মনে ধরল সবার, কিন্তু ওসপাকার বললঃ

'আহত না হলে আমি একাই ছিলাম তোকে ঠাণ্ডা করার পক্ষে যথেষ্ট, গলাবাজ কোথাকার!'

'গলাবাজ কে, আমি না তুমি? দু' দু'বার আমার হাতে নাজেহাল হওয়া

সত্ত্বেও শক্তির বড়াই করছ? বাড়ি ফিরে যাও, ওসপাকার। তোমার প্রণয়িনী থোরানাকে গিয়ে বল, অবশিষ্ট ক্ষতটুকু সারিয়ে দিক। কিন্তু যাবার আগে আমার বিপক্ষে যে দু'জন লড়বে, তাদের নাম দিয়ে যাও। এখনই উপস্থিত হোক তারা অক্সারার পাশে।'

এরিকের বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে হেসে উঠল সবাই। দাঁতে দাঁত ঘষল ওসপাকার, তবে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বাচন করল সে। লড়াইয়ের ইচ্ছে তাদের মোটেই নেই, কিন্তু ওসপাকারের ভয়ে আর জনগণের উপহাসের কথা ভেবে রাজি হল তারা।

অক্সারার দু'তীরে সমবেত হল সবাই।

মাথার ওপরে হোয়াইটফায়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেল এরিক, চোখদু'টো জ্বলছে ধকধক করে। সাহস উবে গেল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা অক্সারার পানিতে, সাঁতরে অপর তীরে উঠে সোজা ভোঁ দৌড়।

হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল সমস্ত দর্শক। এরিকও থেমে হাসতে হাসতে গিয়ে দাঁড়াল আসমুণ্ডের পাশে।

বলল, 'এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার ফলে আমার কোনও সম্মানবৃদ্ধি হবে না।'

'নিশ্চয় হবে,' জবাব দিল আসমুণ্ড। 'যাবতীয় সম্মান তোমার প্রাপ্য, আর লজ্জা ওসপাকারের।'

কাণ্ড দেখে রেগে আগুন হয়ে গেল ব্ল্যাকটুথ, কিন্তু এরিকের বিরুদ্ধে লড়ার সাহস তার হল না। লোকজনসহ ফিরে গেল সে সোয়াইনফেলে, প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জনকে তাড়িয়ে দিল আইসল্যাণ্ড থেকে।

পরদিন এরিকেরা ফিরে গেল মিদালহফে। এরিককে আউট-ল ঘোষণা করা হয়েছে শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল গাদরাদা।

'দিন কিভাবে কাটবে, এরিক?' অবশেষে বলল সে। 'তুমি কোথায় আছ, কি করছ, বেঁচে আছ না মরে গেছ, কোনও সংবাদই তো পৌঁছুবে না আমার কাছে।'

'দিন তো আমারও কাটতে চাইবে না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিক।

'তিন বছর,' বলল গাদরাদা। 'দীর্ঘ তিন বছর ছেড়ে থাকতে হবে তোমাকে। এই বিচ্ছেদের চেয়ে যে মৃত্যুও ভাল।

'আমার মনে হয়, বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল,' এরিকের স্বর

বিষণ্ণ। 'তবে সবচেয়ে ভাল জন্মগ্রহণই না করা। ক্ষুদ্র এই জীবনে কত হিংসা, কত ঈর্ষা, মিথ্যের কত বেসাতি! চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলার আগেই এসে কড়া নাড়ে মৃত্যু—যার ওপারে কোন্ জীবন, পরিষ্কার আমরা কেউই জানি না।'

'অন্তত একটা ভাল জিনিস মানুষ তার জীবনে অর্জন করতে পারে—খ্যাতি।'

'খ্যাতি অর্জনেই বা কী লাভ, গাদরাদা? স্রেফ শত্রুর সংখ্যা বাড়ানো, পেছন থেকে ছুরি মারতেও যারা দ্বিধা বোধ করে না। খ্যাতির অর্থই হল ক্রমাগত ওপরে উঠে যাওয়া, তারপর একসময় নিজেকেই ছুঁড়ে ফেলা অতল খাদে। সুতরাং ওই বস্তুটি থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকাই মঙ্গল।'

'তবু একটা জিনিস রয়েছে—ভালবাসা। পৃথিবীর কাছে সূর্য যেমন প্রয়োজনীয়, মানুষের জীবনে তেমনি ভালবাসা। মৃত্যুতে ভালবাসা অস্ত যায় বটে, কিন্তু তারপরেও তা আবার উদিত হতে পারে। আমরা দু'জন সৌভাগ্যবান, ভালবাসা পেয়েছি। সারাজীবনে অনেকে ওটার দেখাই পায় না।'

এমনি আরও অনেক কথা হল তাদের মধ্যে।

'তুমি কি চাও,' অবশেষে বলল এরিক। 'অভিযানে না গিয়ে আমি এখানেই থেকে যাই? তাহলে আবার বিচার হবে আমার, লোকজন হন্যে হয়ে খুঁজবে খুন করার জন্যে।'

'না, এটা আমি সইতে পারব না, এরিক। চল, বাবার কাছে যাই, বাবা তোমাকে তার যুদ্ধ-জাহাজটা দিয়ে দেবে। চমৎকার জাহাজ। মাল্লা জোগাড় করে বেরিয়ে পড়, তোমার সাথে যেতে অনেকেই খুশিমনে রাজি হবে। যত শিগগির যাবে, তত শিগগিরই ফুরোবে ওই তিনটে বছর। আহ্, একসাথে যদি আমি যেতে পারতাম!'

গাদরাদা আর এরিক গেল আসমুণ্ডের কাছে।

'আমার ইচ্ছে ছিল, এরিক,' সব শুনে বলল আসমুণ্ড। 'তুমি যাবে ফসল কাটার পর। ভেবেছিলাম, উন্নাকে তুমিই তুলে দেবে আমার হাতে।'

'না, বাবা, ওকে আর বাধা দিয়ো না,' বলল গাদরাদা। 'তিনটে বছর যখন নির্বাসনে কাটাতেই হবে, তাকে আর দীর্ঘতর না করাই ভাল। তাছাড়া বেশি দিন দেরি করলে ওকে যেতে দিতে মন চাইবে না, আমিও যাব ওর

সাথে।'

'সেটা সম্ভব নয়,' বলল আসমুণ্ড। 'ভাইকিং অভিযানের ঝামেলা তোমার সহ্য হবে না। শোন, এরিক, জাহাজটা তোমাকে দিলাম, এখন শক্ত সমর্থ মাল্লা জোগাড় করতে হবে।'

এরপর তারা গেল সমুদ্রের তীরে। জাহাজটা সত্যিই সুন্দর। ওক কাঠে তৈরি, খিলগুলো লোহার, আগায় চমৎকার ভাবে খোদাই করা হয়েছে ড্রাগনের একটা মূর্তি।

জাহাজটা দেখতে দেখতে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এরিকের।

'ভাইকিং-এর পক্ষে উপযুক্ত,' বলল সে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল আসমুণ্ড। 'আমার যাবতীয় জিনিসের মধ্যে এই জাহাজটাই সবচেয়ে সুন্দর। আশা করি অনেক কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সেরে এতে তুমি ফিরে আসবে নিরাপদে।'

'আমি আপনার এই উপহারের একটা নতুন নামকরণ করতে চাই,' বলল এরিক। 'এই অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে গাদরাদা সবচেয়ে সুন্দরী, যুদ্ধ-জাহাজের মধ্যে এটা, সুতরাং আজ থেকে আমি এটার নাম দিলাম—গাদরাদা।'

'বেশ,' সায় দিল আসমুণ্ড।

মাল্লা জোগাড়ে লেগে পড়ল এরিক। খুব একটা দেরিও হল না সে-কাজে। এরিকের নাম শুনেই রওনা দেয়ার জন্যে তৈরি হল অনেকে। মেট হিসেবে নির্বাচিত হল বিয়র্নের বন্ধু হল। নাবিকবিদ্যার যাবতীয় তার নখদর্পণে।

কিন্তু গাদরাদা লোকটাকে মোটেই পছন্দ করল না। তাকে সাথে নিতে সে নিষেধ করল এরিককে।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' বলল এরিক। 'নাবিক হিসেবে হল খুবই দক্ষ। ভেব না, কড়া নজর রাখব ওর ওপর।'

'ওই লোক তোমার দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে,' মন্তব্য করল গাদরাদা।

স্কালাগ্রিমের হলকে খুব একটা পছন্দ হল না, হলও ভ্রূ কোঁচকালো স্কালাগ্রিমকে দেখে।

অবশেষে সবসুদ্ধ জড়ো হল পঞ্চাশজন লোক।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তোলা হল জাহাজে। আবহাওয়া পরিষ্কার

থাকলে আগামীকালই যাত্রা।

এরিকের বিদায় উপলক্ষে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করল আসমুণ্ড। হলঘরে এরিককে একেবারে পাশে বসাল সে। তাদের কাছাকাছি বসল বিয়র্ন, গাদরাদা, উন্না আর সেভুনা। আসমুণ্ডের সাথে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে এরিকের—সেভুনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তাই এরিকের অবর্তমানে উন্নাকে নিয়ে মিদালহফেই থাকবে সে। জমিজমা দেখাশোনার ভার দেয়া হয়েছে নির্ভরযোগ্য এক মানুষের ওপর।

ভোজ শেষে এরিক আসমুণ্ডকে বলল, 'একটা কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি। আমি যাবার পর ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে ওসপাকার। চাবুক খেলেও কামড়ে দিতে কুকুরের অসুবিধে হয় না। সাবধানে থাকবেন। গাদরাদাকে ও এখনও ভুলতে পারেনি মনে হয়।'

চুপচাপ বসে আছে বিয়র্ন। চিন্তা যা করছে, মদ খাচ্ছে তার দ্বিগুণ। আসলে এরিককে এত লোক, এমনকি বাবাও সম্মান করছে দেখে তার গায়ে জ্বালা ধরে গেছে।

'ওসপাকার যে তোমাকে ঘৃণা করে,' হঠাৎ বলল সে। 'তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

'তোমার বোন আমার বাগ্‌দত্তা,' বলল এরিক। 'শত্রুর পক্ষ নিয়ে আমাকে উপহাস করার চেয়ে তোমার বরং উচিত গাদরাদার সম্মান রক্ষার দিকে নজর দেয়া।'

আরও রেগে গেল বিয়র্ন। 'বক্‌বক্ কোরো না। নিজেকে খ্যাতিমান ভাবতে শুরু করেছ তুমি, কিন্তু ঠুনকো এই খ্যাতি কুয়াশার মতই উবে যাবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আমার ওপর থাকলে গাদরাদাকে বিয়ে দিতাম ওসপাকারের সাথে। সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, তোমার মত চাষাভুষো লোক নয়, মানুষ হত্যার দায়ে যাকে আউট-ল ঘোষণা করা হয়েছে।'

এক লাফে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এরিক, হাত চলে গেছে হোয়াইটফায়ারের হাতলে। হলঘর জুড়ে গুঞ্জন উঠল, বিয়র্নের কথা কারোই পছন্দ হয়নি।

'তোমার সাথে বন্ধুত্বের চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই,' বলল এরিক। 'গাদরাদার ভাই যদি না হতে, উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম এখনই। তবে আমার অনুপস্থিতিতে যদি ওসপাকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কর, তোমাকে আমি ছাড়ব

না। তোমার মত ধূর্ত আর লোভী লোককে আমার ভাল করেই চেনা আছে। জীবনের যদি মায়া থাকে, আমার আর গাদরাদার কোনও ক্ষতির চেষ্টা কোরো না।'

প্রচণ্ড ক্রোধে মুখ শাদা হয়ে গেল বিয়র্নের. তরবারি কোষমুক্ত করে লাফিয়ে নামল সে আসন থেকে। কিন্তু আসমুণ্ড চিৎকার করে উঠল, 'থাম! থাম সবাই!'

'শান্ত হও!' এক মুহূর্ত দম নিয়ে বলল সে আবার। 'বস, এরিক, কান দিয়ো না ওই গর্দভের কথায়। আর, বিয়র্ন, গাদরাদার বাবা কি তুই না আমি? যেখানে খুশি বিয়ে দেব আমার মেয়েকে। ষড়যন্ত্র যদি করিস, তোর কর্মফল তুই-ই ভোগ করবি। অনুপস্থিত লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা অন্যায়ের চূড়ান্ত।'

এরিক বসল। গজগজ করতে করতে হলঘর ত্যাগ করল বিয়র্ন, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল দক্ষিণদিকে।

এবার এরিক গেল গাদরাদার কাছে।

'মন খারাপ করে থেক না,' বলল সে। 'বিয়র্ন আসলে রেগেছে ওর বাবা জাহাজটা আমাকে দিয়েছে বলে।'

'তোমার চুল খুব বড় হয়ে গেছে,' বলল গাদরাদা। 'এত বড় চুল রাখা ঠিক নয়। সমুদ্রে গেলে লবণ আটকে যাবে। কেটে দেব?'

'দাও।'

সোনালি চুলের গুচ্ছ ছেঁটে দিল গাদরাদা।

'একটা শপথ কর,' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'ফিরে না আসা পর্যন্ত এই চুল আর কেউ ছাঁটবে না।'

'শপথ করলাম, গাদরাদা।'

খুব ধীরে বললেও গ্রোয়ার ক্রীতদাস কোল শুনে ফেলল কথাটা।

পর দিন সকালে সবাই উপস্থিত হল সমুদ্রের তীরে।

জোয়ারের সময় প্রচুর উল্লাসধ্বনির সাথে সবাই ধরাধরি করে জাহাজটা নামাল পানিতে।

বিদায় নিতে নিতে অবশেষে এরিক একসময় এসে দাঁড়াল গাদরাদা আর সেভুনার কাছে।

'বিদায়, বাবা,' বলল সেভুনা। 'মনে হয় না, তোর সাথে দেখা হবে

আবার। তবে সন্তান জন্ম দিতে মায়ের যে যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণার ঋণ তুই শোধ করেছিস। তোর মত সন্তানের জন্ম খুব কম মা-ই দিয়েছে। মাঝেমাঝে আমার কথা মনে করিস, বাবা, কারণ, আমি ছাড়া তোর অস্তিত্বই অর্থহীন। মেয়েদের জন্যে বিপথগামী হবি না, তাদেরও বিপথে চালিত করবি না। শক্তির বড়াইয়ে ঝগড়া বাঁধাবি না যার-তার সাথে, সবচেয়ে শক্তিশালীর চেয়েও একজন শক্তিমান আছে। পতিত শত্রুকে রেহাই দিবি, লুট করবি না দরিদ্রের মালামাল আর সাহসীর তরবারি। এসব মেনে চললে খ্যাতি পাবি তুই, অবশেষে শান্তি– খ্যাতির চেয়েও যা মূল্যবান।'

উপদেশের জন্যে মা'কে ধন্যবাদ জানিয়ে এরিক ঘুরে দাঁড়াল গাদরাদার দিকে।

'তোমাকে কি বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করল এরিক।

'কিছু না বলে চুপিচুপি চলে যাও,' জবাব দিল গাদরাদা। 'চলে যাও আমি কাঁদার আগেই।'

'কেঁদো না, গাদরাদা, তুমি কাঁদলে আমি দুর্বল হয়ে যাব। বল, আমার কথা মনে করবে?'

'করব, এরিক। দিনে, রাতে, সর্বক্ষণ।'

'সৎ থাকবে আমার প্রতি?'

'হ্যাঁ, যত দিন জীবন আছে। তোমার সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করার চেয়ে আমি বরং মৃত্যুকে বরণ করব। কিন্তু তোমার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। অভিযানে গিয়ে যদি দেখা হয় সোয়ানহিল্ডের সাথে, অস্থির হয়ে উঠবে না তো চুমু খাবার জন্যে?'

'আমাকে রাগিও না, গাদরাদা। তুমি ভালভাবেই জান, মেয়েদের মধ্যে সোয়ানহিল্ডকে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি। আবার যদি ওকে চুমু খাই, বিয়ে কর তুমি ওসপাকারকে।'

'আজেবাজে কথা বল না,' চোখ পাকাল গাদরাদা।

'এভাবে যদি দেরি কর, প্রভু,' এগিয়ে এল স্কালাগ্রিম। 'জোয়ারের সুবিধেটুকু কিন্তু পাব না আমরা।'

'যাচ্ছি,' বলল এরিক। 'বিদায়, গাদরাদা।'

আলতো একটা চুমু দিয়ে এরিকের গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইল গাদরাদা, জবাব দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে।

তেরো

বসে পড়ল গাদরাদা মাটিতে, পা দু'টো যেন আর তার দেহের ভার বহন করতে রাজি নয়। কষ্ট প্রাণপণে গোপন করে, মুখে হাসি ফুটিয়ে এরিক গেল আসমুণ্ডের কাছে। জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেল পুরোহিত।

'আবার তোমার সাথে দেখা হবে কিনা জানি না,' বলল সে। 'যদি না হয়, গাদরাদাকে দেখ।'

'ভাববেন না,' বলল এরিক। 'আমি যদি আর ফিরে না আসি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না গাদরাদাকে। বিয়র্নের ওপর খুব একটা ভরসা করবেন না, বিশ্বস্ততা ওর ধাতেই নেই। আর গ্রোয়া থেকে সাবধান, নিজের জায়গায় উন্নাকে সে কল্পনাও করতে পারে না। এবার ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাকে, অনেক বার অনেক ভাল ভাল জিনিস দিয়েছেন আমাকে। বিদায়।'

'বিদায়, পুত্র,' বলল আসমুণ্ড। 'এই মুহূর্তে তোমাকে আমার পুত্রই মনে হচ্ছে।'

ধীরে ধীরে এরিক গিয়ে জাহাজে উঠল। নোঙর তুলে নেয়া হল, দাঁড় পড়তে লাগল ঝপাঝপ, জাহাজ এগিয়ে চলল ওয়েস্টম্যান দ্বীপপুঞ্জের দিকে। যতক্ষণ চোখ যায়, চেয়ে চেয়ে দেখল গাদরাদা, জাহাজটা দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়ে যেতে অন্ধকার হয়ে এল যেন তার পৃথিবী।

ওদিকে এরিকের ভাইকিং অভিযানের সময় শুনে পুত্র গিজারের সাথে পরামর্শ করতে বসল ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ। পরামর্শ শেষে বড় বড় দু'টো যুদ্ধ-জাহাজ প্রস্তুত করল ওসপাকার। একেকটায় উঠল ষাটজন করে যোদ্ধা,

তারপর রওনা দিল এরিকের মুখোমুখি হতে।

সন্ধ্যার দিকে একটা প্রণালীতে ঢুকে পড়ল এরিকের জাহাজ। যথা শিগগির সম্ভব আবার মুক্ত সাগরে পড়ার জন্যে মাল্লাদের তাড়া দিল এরিক। হঠাৎ সে দেখতে পেল, পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু' দু'টো যুদ্ধ-জাহাজ।

'ওই দেখ আরও ভাইকিং,' এরিক বলল স্কালাগ্রিমকে।

'জাহাজ দু'টো ওসপাকার ব্ল্যাকটুথের,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'দাঁড়কাক মার্কা ওই নিশান আমি ভাল করেই চিনি।'

মাল্লাদের উদ্দেশ্য করে এরিক বললঃ

'দু'টো যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে এসেছে ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ। সুতরাং আমাদের সামনে এখন দু'টো পথ খোলা আছেঃ হয় জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে পালাবার চেষ্টা করা, নয়ত লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। সঙ্গীগণ, তোমাদের কি মত?'

মেট হল বলল, 'মরার ইচ্ছে না থাকলে পালাবার চেষ্টা করাই ভাল। লড়াইয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে, এরিক।'

কিন্তু মাল্লাদের একজন চিৎকার করে উঠল, 'এরিক, তোমার হোয়াইটফায়ারের ঝলকানিতেই পালিয়েছিল ওসপাকারের দু'জন লোক, এবার আমাদের দেখে পালাবে ওর দুই জাহাজ।'

এবার চেঁচিয়ে উঠল অন্য মাল্লারাও, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওসপাকার এ-কথা যেন বলতে না পারে যে, তার ভয়ে আমরা পালিয়েছি—মেয়েদের মত কথা বলা বন্ধ কর, হল।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, হল ছাড়া আমরা সবাই একমত,' বলল এরিক। 'এগিয়ে দেখি, ওসপাকার আমাদের কি করতে পারে।'

'চল, চল,' সমস্বরে ধ্বনিত হল।

এরিক আর স্কালাগ্রিম গিয়ে দাঁড়াল জাহাজের অগ্রভাগে। এরিক লক্ষ্য করল, ওসপাকারের জাহাজ দু'টো মোটা একটা শেকল দিয়ে বাঁধা। কালো শিরস্ত্রাণ পরে একটা জাহাজের একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশালদেহী এক লোক।

'কে তুমি, আমাদের পথরোধ করে আছ?'

'আমার নাম ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ।'

'কি চাও?'

'এমন কিছু নয়—তোমাদের জীবন!'

'তিন বার আমরা মুখোমুখি হয়েছি, ওসপাকার,' বলল এরিক। 'কিন্তু তেমন কিছু গৌরব তোমার বাড়েনি। দেখা যাক, এবার ভাগ্য তোমাকে সহায়তা করে কিনা।'

'ক্ষতটা সেরেছে, জনাব?' ফোড়ন কাটল স্কালাগ্রিম।

জবাবে ওসপাকার একটা বর্শা ছুঁড়ে মারল এরিকের উদ্দেশ্যে। মাঝপথে বর্শাটা ধরেই ফিরিয়ে দিল এরিক, ওসপাকারের পেছনে দাঁড়ানো একটা লোক ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

'উপহারের পরিবর্তে উপহার!' এরিক হাসল।

দ্রুত এগিয়ে গেল তার জাহাজ, কিন্তু থমকে দাঁড়াল শেকলে বাধা পেয়ে। এক হাতে ড্রাগনের মাথা আঁকড়ে ঝুঁকে পড়ল এরিক, হোয়াইটফায়ারের কয়েক কোপে দু'টুকরো হয়ে গেল শেকল।

'চমৎকার,' চেঁচিয়ে উঠল স্কালাগ্রিম।

'গাদরাদা' গিয়ে দাঁড়াল দুই জাহাজের মাঝখানে। শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। আহত আর মুমূর্ষুর আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। এরিক আর স্কালাগ্রিম নেমে পড়ল 'র‍্যাভেন'-এ—ওসপাকার আছে এই জাহাজেই। ঝলসে উঠল হোয়াইটফায়ার, বিদ্যুদ্‌বেগে নেমে এল কুঠার—ঢলে পড়ল কেউ মৃত্যুর কোলে, কেউ পঙ্গু হয়ে গেল সারা জীবনের জন্যে। হঠাৎ দেখা গেল, বিরাট একটা ফুটোর সৃষ্টি হয়েছে র‍্যাভেন-এর গায়ে, পানি ঢুকছে সেদিক দিয়ে হুড়হুড় করে।

'গাদরাদায় ফিরে যাও সবাই,' চেঁচাল এরিক।

লাফিয়ে এরিকের লোকেরা আবার উঠে পড়ল গাদরাদায়। দেখতে দেখতে বেশ কিছু যোদ্ধাসহ সলিলসমাধি ঘটল র‍্যাভেন-এর। তবে কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গসহ ওসপাকার ইতিমধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছে প্রণালীর এক পাশের দেয়ালের ওপর।

'গাদরাদায় উঠবে নাকি, ওসপাকার?' এরিকের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

ওসপাকার চুপ করে রইল, কিন্তু অভিশাপ দিল গিজার।

এরিকের খুব ইচ্ছে হল ওসপাকারদের পিছু নেয়ার, কিন্তু আরেকটা যুদ্ধ-জাহাজের কথা ভেবে আপাতত সে-চিন্তা বাদ দিল।

আর তখনই ঘটল এক মজার ঘটনা। যে জাহাজটার জন্যে তারা ইতস্তত করছিল, গাদরাদা খানিকটা সরে গেছে দেখে ঝপাঝপ দাঁড় ফেলে রওনা দিল সেটা দূর সমুদ্রের উদ্দেশে।

'আমাদের হাত থেকে ওরা এত সহজে পালাতে পারবে না,' বলল এরিক। 'সঙ্গীগণ, পিছু নাও।'

কিন্তু লড়াইয়ের ফলে জাহাজের প্রায় সবাই এখন ক্লান্ত, দেখতে দেখতে তারা ছয় ফার্লং পেছনে পড়ে গেল।

'এবার আমরা পাল তুলব,' ঘোষণা করল এরিক।

পাল তোলার পর মৃতদেহগুলো এরিক ডেক থেকে নিয়ে যেতে আর আহতদের শুশ্রূষা করতে বলল। তাদের পক্ষের সাতজন নিহত হয়েছে, তিনজন আহত, তাদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

'লড়াই আমরা ভালই করেছি,' এরিক বলল স্কালাগ্রিমকে।

'আরও ভাল করব,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'সত্যি কথা বলতে কি, দলের সমস্ত লোকের পরিবর্তে ওসপাকারের মাথাটা কাটতে পারলে আমি খুশি হব বেশি। নতুনভাবে অনেক লোক জোগাড় করতে পারবে সে, কিন্তু নতুন আরেকটা মুণ্ড জোগাড় করতে পারবে না!'

মাঝরাতের দিকে জোর বাতাস বইতে শুরু করল। হল এসে এরিককে বললঃ

'জাহাজ ডুবে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। পাল খাটো করে দেব?'

'না,' জবাব দিল এরিক। 'জাহাজ পূর্ণ গতিতেই চলতে থাকুক। সামনেরটার পিছু আমরা ছাড়ব না।'

মাঝরাতের পর নামল বৃষ্টি, রাশি রাশি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল নিশীথ-সূর্য। পলায়মান জাহাজটাকেও আর দেখা গেল না। পানি জমল গাদরাদায়।

অসন্তোষ প্রকাশ পেল মাল্লাদের মধ্যে, সবেচেয়ে বেশি অসন্তোষ ধ্বনিত হল মেটের কণ্ঠে, কিন্তু এরিক কারও কথায় কর্ণপাত করল না। সামনের জাহাজটার দূরত্ব আর দুই ফার্লংও হবে না।

'জোরে, সঙ্গীগণ, জোরে,' উৎসাহ দিল এরিক। 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে লড়াই।'

এরকম বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় লড়াইয়ে নামা মোটেই ভাল কথা নয়,' বলল হল।

'ভাল হোক বা খারাপ,' গর্জে উঠল স্কালাগ্রিম। 'প্রভু যা করতে বলছে তা ই কর, কুঠারটা সামান্য তুলে ধরল সে।

মেট আর কিছু বলল না।

দেখতে দেখতে জাহাজটাকে প্রায় ধরে ফেলল গাদরাদা, দূরত্ব এখন আর বড় জোর এক ফ্যাদম। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হল সবাই।

'গ্রাপনেল নিয়ে প্রস্তুত হও!' গলা চড়াল এরিক।

তৎক্ষণাৎ ছোট্ট নোঙরটা নিয়ে স্কালাগ্রিম গিয়ে দাঁড়াল গাদরাদার সামনে। দু'এক মিনিট অপেক্ষা করল সে, তারপরেই জাহাজটা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল গ্রাপনেল।

ঠক করে একটা শব্দ হল, নোঙরটা উড়ে গিয়ে আটকাল যথাস্থানে। এখন আর জাহাজটা পালাতে পারবে না।

ঝাঁকে ঝাঁকে বর্শা ছুঁড়ে মারল এরিকের লোকেরা, কিন্তু ঢেউয়ে জাহাজ দুলতে থাকায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল প্রায় সবই। কোনও প্রত্যুত্তর দিল না ওসপাকারের লোকেরা, আতঙ্কে তারা জড়োসড়ো।

'এখন আমাদের কি করা উচিত?' বলল এরিক আপনমনে, আর ঠিক তখনই বড় একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল গাদরাদার গায়ে।

'খতম করে দাও ওদের, ওই জাহাজে নেমে,' বলল স্কালাগ্রিম।

'জাহাজ যেভাবে দুলছে, কাজটা সহজ নয়,' বলল এরিক। 'তবু চেষ্টা আমরা করব। এভাবে চুপ করে থাকা কঠিন, ওদের ছেড়ে দেয়াও সম্ভব নয়।'

এরিক চিৎকার করে লোকজনকে বলল তাকে অনুসরণ করতে।

'তুমি পাগল হয়ে গেছ, এরিক,' বলল হল। 'গ্রাপনেল কেটে দাও, নইলে দু'টো জাহাজই ডুবে যাবে।'

এরিক সে-কথায় কর্ণপাত না করে লাফিয়ে নামল শত্রুর জাহাজে, পেছনে পেছনে স্কালাগ্রিম। আবার বিরাট একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল জাহাজের গায়ে। ডুবে যাবার আতঙ্কে অস্থির হয়ে গ্রাপনেল কেটে দিল হল। ভারমুক্ত হয়ে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে সামনে ছুটে গেল গাদরাদা।

এরিক আর স্কালাগ্রিম আটকা পড়ল শত্রুর জাহাজে।

'ঘটনা খুবই অশুভ,' বলল এরিক। 'গ্রাপনেল ছুটে গেছে!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'কেটে দিয়েছে ওই বেজন্মা হল। আমি নিজচোখে ওকে কুঠার চালাতে দেখেছি।'

চোদ্দ

এরিক আর স্কালাগ্রিমের এ-দুর্দশা দেখে তাদের খতম করতে উদ্যত হল ওসপাকারের লোকেরা। কিন্তু তরতর করে দু'জনে উঠে পড়ল মাস্তুলের ওপর, পতনের হাত থেকে রেহাই পেতে দ্রুত বেঁধে ফেলল নিজেদের।

শত্রুর দল ছুটে এল হৈ হৈ করে, তবে কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। জাহাজের দুলুনিতে ভালভাবে দাঁড়াতেই পারল না তারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল নিক্ষিপ্ত তীর। দুঃসাহসী কিছু ক্রীতদাস মাস্তুলে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনজন মারা পড়ল হোয়াইটফায়ারের আঘাতে, একজনের মাথা নেমে গেল কুঠারের কোপে। ওপরে ওঠার চেষ্টা বাদ দিতে হল, শুরু হল বর্শা ছোঁড়া। সেগুলোও লক্ষ্যভেদ করতে পারল না জাহাজের দোলায়। একটা বর্শা এসে বিদ্ধ হল মাস্তুলের গায়ে। বর্শাটা খুলে নিয়ে সামান্য অপেক্ষা করল স্কালাগ্রিম, তারপর ছুঁড়ে মারল জটলার মাঝখানে। মৃত্যু ঘটল একজন ক্রীতদাসের, বন্ধ হল বর্শা ছোঁড়া।

মরিয়া হয়েও আর কয়েকজন উঠে পড়ল মাস্তুলে, আলিঙ্গন করল নিশ্চিত মৃত্যুকে।

তীক্ষ্ণ ভাষায় শত্রুদের বিদ্রূপ করতে লাগল স্কালাগ্রিম। উত্তেজিত হয়ে ভারী একটা পাথর ছুঁড়ে মারল একজন। পাথরের আঘাতে অবশ হয়ে গেল স্কালাগ্রিমের কাঁধ।

—'লড়াই করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, প্রভু,' বলল সে। 'ডান হাত সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে।'

'খুব খারাপ সংবাদ,' বলল এরিক। 'আমার শক্তিও নিঃশেষ হয়ে আসছে। তবে দুঃখের কিছু নেই এতে। অনেক লড়াই করা হল, এবার বিশ্রাম নেয়ার পালা।'

'আমার বাম হাত এখনও ঠিক আছে, প্রভু। আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে যেতে পারব। চল, এই বাঁধন কেটে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি নেকড়েগুলোর ওপর।'

'মন্দ হয় না,' বলল এরিক। 'যে পরিণতি বরণ করতেই হবে, তাকে বিলম্বিত করে লাভ নেই। তবে একটু অপেক্ষা কর।'

ওদিকে পরামর্শ চলছে ওসপাকারের লোকেদের মধ্যে।

'যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের,' বলল মেট। 'যে উনিশজন অবশিষ্ট আছে, জাহাজ চালাতে তাদের দরকার হবে। তাছাড়া স্কালাগ্রিম আর এরিকের বিপক্ষে লড়াইয়ে এঁটে ওঠা যাবে না. ওদের পরাজিত করতে হবে চাতুরীর সাহায্যে।'

কথাগুলো মনে ধরল নাবিকদের, মারাত্মক ওই দুই শত্রুর সাথে লড়াইয়ের সাহস আর তাদের ছিল না।

'এবার শোন আমার কথা,' বলল মেট। 'প্রথমে ওদের কাছে গিয়ে বলবে যে, আমাদের দ্বারা ওদের কোনও ক্ষতি হবে না। নিরাপত্তার খাতিরে বেঁধে রাখলেও নামিয়ে দেব আইসল্যাণ্ডের কোনও উপকূলে। কিন্তু রাতে সবাই মিলে ওদের ছুঁড়ে ফেলব সাগরে। পরে প্রচার করে দেব, ওরা মারা গেছে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে।'

'এটা চরম কাপুরুষতা!' বলল একজন।

'তাহলে ওদের সাথে লড়াই করে বীরত্ব ফলাও গিয়ে,' জবাব দিল মেট। 'ওদের যদি না মারি, আইসল্যাণ্ডের সবাই গায়ে থুতু দেবে। বলবে, পুরো এক জাহাজ লোক দু'জনের কাছে পরাজিত হয়েছে। সে-অপমানের চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।'

লোকটা আর কোনও কথা বলল না। ধীরে ধীরে মেট উঠতে লাগল মাস্তুলের ওপর।

'কি চাও?' চেঁচিয়ে উঠল এরিক।

'তোমাদের বিরুদ্ধে আর লড়ার সাহস আমাদের নেই,' বলল মেট। 'তাই শান্তি স্থাপন করতে এসেছি। নেমে এলে বেঁধে রাখব তোমাদের, তারপর ছেড়ে দেব কোনও উপকূলে।'

'বেঁধে রাখবে কেন?' জানতে চাইল এরিক।

'নিরাপত্তার খাতিরে। শান্তির প্রস্তাব দিলাম। এখন পছন্দ হলে নেমে এস, নইলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে খতম করে দেব তোমাদের।'

'কি করব, স্কালাগ্রিম?' চাপা স্বরে বলল এরিক।

'ওই ব্যাটার কথা আমার বিশ্বাস হয় না,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'কিন্তু আমি আর বেশিক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারব না, তুমিও ক্লান্ত হয়ে গেছ, তাছাড়া স্বেচ্ছায় শান্তির প্রস্তাব দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ওরা করবে বলে মনে হয় না।'

'আমি অতখানি নিশ্চিত নই, তবে ভিক্ষুকদের হাড় বাছলে চলে না। খানিকটা সম্মান বিসর্জন দিতেই হবে,' বলল এরিক। একটু থেমে গলা চড়াল মেটের উদ্দেশে, 'তোমাদের প্রস্তাব আমরা মেনে নিলাম। আমাদের ক্ষতির কোনও চেষ্টা কোরো না।'

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল মেট। 'আমাদের কথার দাম আছে।'

'সে দেখা যাবে,' বলল এরিক।

নেমে আসতে দু'জনকেই বেঁধে ফেলা হল। এরিক তাকাল খোলা সাগরের দিকে। বিশ ফার্লং এগিয়ে গেছে তাদের জাহাজ।

'খুব ভাল করেছে ওরা,' বলল স্কালাগ্রিম। 'আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেরা নিরাপদে আছে।'

'না, অত দোষ দেয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না,' বলল এরিক। 'ওরা নিশ্চয় ভেবেছে, আমরা মারা গেছি। তবে হলের মখোমুখি যদি আর কখনও হই, ভদ্র ব্যবহার করা সম্ভব হবে না।'

'আমার পক্ষে একেবারেই না,' গর্জে উঠল স্কালাগ্রিম।

ডেকের পেছনদিকে এনে এরিক আর স্কালাগ্রিমকে বাঁধল ওরা শক্ত করে, তারপর খেতে দিল সুস্বাদু খাবার।

খাবার পর ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনেই।

ঘুমের মাঝে এরিক দেখল অদ্ভুত এক স্বপ্ন। দেখল, একটা ইঁদুর এসে কী সব মন্ত্র আওড়াল তার কানের কাছে। আর ঠিক তখনই সাগরের

ঢেউয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগল সোয়ানহিল্ড। কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে সে বললঃ

'জাগো, এরিক ব্রাইটিজ! জাগো! জাগো!'

এরিকের মনে হল, জেগে উঠে সে যেন জানতে চাইল, 'কি সংবাদ, সোয়ানহিল্ড?' জবাব এলঃ 'খুব খারাপ সংবাদ, এরিক। তাই সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে এলাম। গাদরাদা কি তোমার জন্যে এত কষ্ট করত?'

'গাদরাদা তো ডাইনী নয়,' বলল এরিক।

'হ্যাঁ, গাদরাদা ডাইনী নয়, ডাইনী হলাম আমি। তবে ভাগ্য তোমার খুব ভাল এরিক, আমি ডাইনী। যাক, যা বলতে এসেছি, শোন এখন। এ লোকগুলো তোমাদের দু'জনকেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে সাগরে।'

'ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই,' বলল এরিক।

'না, ঘটবে না। সর্বশক্তি দিয়ে ছিঁড়ে ফেল তোমার বাঁধন, তারপর স্কালাগ্রিমের বাঁধন কেটে দাও। দু'জন মিলে অপেক্ষা কর, হত্যাকারীরা এলে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড় একযোগে। এ-কথাটা বলতেই আতলির পাশ থেকে উঠে সাগর পাড়ি দিয়েছি আমি। গাদরাদা কি তোমার জন্যে এত কথা ভাবত?'

সোয়ানহিল্ড চুমু খেল তার কপালে, তারপর ইঁদুরটাকে বুকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেগে গেল এরিক, ঘুমের লেশমাত্র আর তার চোখে নেই। রাত এখন গভীর। জাহাজ মৃদু মৃদু দুলছে। খানিকটা সরে কানাকানি করছে কয়েকজন নাবিক। পাশে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে স্কালাগ্রিম।

'ওঠ!' বলল এরিক। 'উঠে শোন!'

হাই তুলে উঠে বসল স্কালাগ্রিম, 'কি ব্যাপার, প্রভু?'

স্বপ্নের কথা খুলে বলল এরিক।

'এ-স্বপ্নের অর্থ আছে, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'সোয়ানহিল্ডের কথামতই কাজ করতে হবে।'

'বলছ বটে, কিন্তু কাজটা করা অত সহজ নয়।'

'তা ঠিক, তবে অসম্ভবও নয়।'

বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল দু'জনে। হাত কেটে গেল, তবু ছাড়ল না। অনেকক্ষণ পর, না ছিঁড়লেও ঢিলে হয়ে এল বাঁধন। একটা

হাত মুক্ত করে হোয়াইটফায়ার দিয়ে প্রথমে নিজের তারপর স্কালাগ্রিমের বাঁধন কেটে দিল এরিক।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

'কি, প্রভু?' আগ্রহী হয়ে উঠল স্কালাগ্রিম।

'ওরা না আসা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকব আমরা, যেন ছাড়া পাইনি, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ব একসঙ্গে।'

শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিতে না নিতেই নাবিকদের নিয়ে এসে উপস্থিত হল মেট।

'কি সংবাদ,বন্ধুগণ?' বলল এরিক।

'তোমাদের জন্যে দুঃসংবাদ,' বলল মেট। 'তোমাদের বাঁধন খুলে দেব আমরা।'

'এটা তো সুসংবাদ,' হাসল এরিক। 'বাঁধা থাকতে থাকতে হাত পা অসাড় হয়ে গেছে। তীর দেখা যাচ্ছে?'

'না, তীর দেখার সৌভাগ্য আর তোমার হবে না, এরিক।'

'সেকি কথা, বন্ধু, নিজে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে নিশ্চয় হাত বাঁধা মানুষের ক্ষতি করতে চাও না?'

'তোমার আর তোমার সঙ্গীর কোনও ক্ষতি করব না বলেছিলাম, সে-কথা আমি রাখব। তোমাদের শুধু ফেলে দেব পানিতে, তারপর কি ঘটবে ভাগ্যে সেটা বুঝবে দেবী র‍্যান।'

'আরেকবার ভেবে দেখ,' বলল এরিক। 'কাজটা অমানুষিক এবং ভীষণ নিষ্ঠুর। আমরা তোমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম। সে-বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাও?'

'লড়াইয়ে বিশ্বাসের কোনও মূল্য নেই।'

'দয়া করুন, অনুগ্রহ করুন, এত অল্প বয়সে মরতে চাই না। সুন্দরী একটি মেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে আইসল্যাণ্ডে,' মুখ ঢাকল এরিক। হাসি চাপল স্কালাগ্রিম অতি কষ্টে।

'এই সেই বীর এরিক,' বিদ্রূপ করল নাবিকেরা। 'কেমন মেয়েদের মত কাঁদছে দেখ! চল, ওকে ফেলে দিই সাগরে!'

হঠাৎ চিৎকার দিয়ে চাদরটা ছুঁড়ে ফেলল এরিক। শাবক হারানো মাদি ভালুকের মত ছুটে গেল দু'জনে। ঝলসে উঠল হোয়াইটফায়ার, নেমে এল

কুঠার, তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল দু'জন শত্রু।

'দানব!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'এরা দু'জনেই দানব!' দৌড় দিল সে। কিন্তু আবার দেখা গেল হোয়াইটফায়ারের ঝলকানি, লোকটা আর পালাতে পারল না। কিছুক্ষণ পর চারপাশে ছড়িয়ে রইল শুধু রাশি রাশি মৃতদেহ।

'সোয়ানহিল্ড ডাইনী হলেও বুদ্ধিমতী,' বলল এরিক। 'আমার যত ক্ষতিই করুক সে, আজকের কথা চিরদিন মনে রাখব।'

'ডাকিনীবিদ্যা খুব সুবিধের জিনিস নয়,' ভ্রূর ঘাম মুছল স্কালাগ্রিম। 'আজ কাজে লাগলেও একদিন হয়ত এটাই কাজ করবে আমাদের বিরুদ্ধে।'

'হাল ধর,' বলল এরিক। 'জাহাজ কাত হয়ে গেছে।'

একটু পরেই বেড়ে গেল বাতাসের বেগ, তিন দিন তিন রাত তার কোনও পরিবর্তন হল না। পালাক্রমে হাল ধরে রইল দু'জনে, পাল খাটাল। খুব অল্পই সময় পেল খাওয়ার জন্যে, ঘুমোবার একেবারেই নয়। চতুর্থ রাতে বিরাট এক ঢেউয়ের ধাক্কায় কেঁপে উঠল পুরো জাহাজ।

'পানি ঢোকার শব্দ পাচ্ছি,' বলল স্কালাগ্রিম।

সামান্য পরীক্ষা করতেই একটা ফুটো দেখতে পেল এরিক জাহাজের তলায়। মৃত লোকগুলোর পোশাক আর পাথর জায়গাটাতে গুঁজে দিল সে।

'আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে,' হতাশা ঝরল এরিকের কণ্ঠে।

'ভালই হয়েছে, এ-ধকল আর সহ্য হয় না। কিন্তু—ওটা কোন দ্বীপ, প্রভু?' হাত বাড়াল স্কালাগ্রিম সামনের দিকে।

'নিশ্চয় ফারেজ। আর তিন ঘন্টা টিকে থাকতে পারলে আমরা তীরে গিয়ে মরতে পারব।'

'এ-জাহাজ আর টিকবে না, তবে এখনও আমরা রক্ষা পেতে পারি, যদি নৌকোটা আস্ত থাকে।'

জাহাজটার হাফ-ডেকে অক্ষতই পাওয়া গেল নৌকোটাকে। ধরাধরি করে দু'জনে সেটা নামিয়ে দিল পানিতে।

'একটু দেরি কর, প্রভু,' এরিক নৌকোয় নামার পর ওপর থেকে বলল স্কালাগ্রিম। 'কিছু জিনিস সঙ্গে নিই।'

'তাড়াতাড়ি এস, গর্দভ কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক। 'ডুবে যাচ্ছে জাহাজ!'

তার কথা শেষ হতে না হতেই কেবিন থেকে বেরিয়ে এল স্কালাগ্রিম, দু'হাত তরবারি, ঢাল আর মৃতদের সোনার আংটিতে ভর্তি।

'সব ফেলে দিয়ে এখনই নেমে এস,' বলল এরিক।

'তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, প্রভু,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। জিনিসগুলো একে একে নামিয়ে দেয়ার পর নৌকোয় উঠল সে।

সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় টানতে লাগল এরিক। পাঁচ ফ্যাদম মত সরে যেতেই বিরাট একটা আলোড়ন তুলে ডুবে গেল জাহাজটা।

পানির ধাক্কায় বনবন করে ঘুরতে লাগল নৌকোটা। এক মুহূর্তের জন্যে এরিক বুঝতে পারল না, প্লানির ওপরেই আছে তারা নাকি তলিয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে মাথা তুলল ছোট্ট নৌকোটা।

'লোভ অনেকের ধ্বংসের কারণ হয়েছে, স্কালাগ্রিম,' বলল সে। 'আজ বড় বেঁচে গেলাম আমরা।'

অত সুন্দর জিনিসগুলো ছাড়তে মন চাইছিল না, প্রভু,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'এখন দেখ, সবসুদ্ধ কেমন নিরাপদ আমরা।'

খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে নৌকো চালাল তারা। তীরের কাছাকাছি আসতে দেখল, নোঙর করা রয়েছে বড় একটা যুদ্ধ-জাহাজ। আরও খানিকটা দাঁড় বেয়ে মুখ খুলল এরিক।

'জাহাজটা দেখে কি মনে হচ্ছে, ল্যাম্বস্টেইল?'

'মনে হচ্ছে, প্রভু, জাহাজটা যেন অনেকটা আমাদের গাদরাদার মত দেখতে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। যদি তাই হয় আমাদের জন্যে সেটা খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে।'

আরেকটু এগোতে পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিল প্রথম সূর্যের আলো। আর কোনও সন্দেহ নেই, ওটা তাদেরই যুদ্ধ-জাহাজ।

'অদ্ভুত ঘটনা,' বলল এরিক।

'হ্যাঁ, প্রভু, অদ্ভুত এবং আনন্দের, দেখা হবে হলের সাথে,' ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল বেয়ারসার্কের মুখে।

'হলের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না,' বলল এরিক। 'কাজ করতে হবে আমার কথামত।'

'বেশ,' বলল স্কালাগ্রিম। 'কিন্তু আমার ইচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হলকে

মাস্তুলে ঝুলিয়ে রাখা, যতক্ষণ না ওর কঙ্কালে এসে বাসা বাঁধে সামুদ্রিক পাখিরা।'

নৌকো এসে ভিড়ল জাহাজের গায়ে। স্কালাগ্রিম চেঁচাতে যেতেই বাধা দিল এরিক।

'হয় ওরা সবাই মারা গেছে, তোমার ডাক আর ওদের জাগাতে পারবে না, নয়ত ঘুমিয়ে আছে, জাগবে আপনাআপনি। নৌকোটা বেঁধে তার চেয়ে বরং ওপরে গিয়ে নিজের চোখেই দেখি।'

যথাসম্ভব নিঃশব্দে উঠে এল তারা ডেকের ওপর। নাবিকদের সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। এক জায়গায় একটা আগুন জ্বলছে, পাশে কিছু খাবার। চেটেপুটে খাবারটুকু খেয়ে নিল দু'জনে, তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে বসল আগুন পোহাতে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল এক নাবিকের। এ-দৃশ্য দেখে চিৎকার করে সে সঙ্গীদের জানিয়ে দিল, দু'টো দানব বসে আছে আগুনের পাশে। ছুটে এল সমস্ত নাবিক, মাঝখানে হল।

চাদর ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠল এরিক আর স্কালাগ্রিম। অনাহারে কৃশ দেহ আর কোটরে বসা চোখে ওদের লাগছে দানবের মতই।

একটা গান ধরল এরিক। শত্রুর জাহাজে ওঠার পর থেকে এ-যাবৎ সমস্ত কাহিনীর বর্ণনা আছে সে-গানে, এমনকি হলের শেকল কেটে দেয়ার কথাও বাদ গেল না।

পনেরো

এবার বুঝতে আর কারও বাকি রইল না যে, এরা দু'জন আসলেই এরিক ব্রাইটিজ আর স্কালাগ্রিম ল্যাম্বস্‌টেইল।

'আসলেই শেকল কেটেছে হল?' জানতে চাইল একজন নাবিক।

'মিথ্যে কথা!' সাহস সঞ্চয় করে বলল হল। 'শেকল ছিঁড়ে গেছে দু'জাহাজের টানে, সাগরে ভীষণ ঢেউ থাকায় পরে আর সে-শিকল জোড়া লাগানো যায়নি।'

'মিথ্যে তুই বলছিস!' গর্জে উঠল স্কালাগ্রিম। 'আমি নিজের চোখে তোকে শেকল কাটতে দেখেছি। যদি আমার ওপরে থাকত বিচারের ভার, ওই শেকল দিয়েই তোকে ঝুলিয়ে রাখতাম মাস্তুলে, গাংচিলের দল খুবলে খেত তোর কাপুরুষ-হৃৎপিণ্ড!'

আতঙ্কে হলের হাঁটু এবার কাঁপতে লাগল থরথর করে। 'হ্যাঁ, শেকল কেটেছি আমি,' স্বীকার করল সে। 'কিন্তু না কাটলে ডুবে যেত জাহাজ, সেইসঙ্গে আমরা সবাই।'

'কথা ছিল, হল,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল এরিক। 'বাঁচলে আমরা একসাথে বাঁচব, মরলেও একসাথে। দয়া দেখাতে তো বলা হয়নি তোমাকে। বন্ধুগণ, এই দয়ার জন্যে ওর কি প্রাপ্য?'

'মৃত্যু!' ধ্বনিত হল সমস্বরে।

'শুনলে, হল?' বলল এরিক। 'তবু করুণা করতে চাই তোমাকে। দূর হয়ে যাও এখান থেকে, ঘৃণ্য ওই মুখ আর দেখিও না কখনও। চলে যাও, বিদায় হও আমি সিদ্ধান্ত বদলাবার আগেই!'

সুড়সুড় করে নৌকোটা নিয়ে কেটে পড়ল হল।

'ওই বেজিটাকে ছেড়ে দেয়া ভাল হল না, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'সুযোগ পেলে ও কিন্তু তোমাকে কামড় দিতে ছাড়বে না।'

'ভাল হোক বা মন্দ, চলে গেছে সে,' বলল এরিক। 'এখন আমার প্রয়োজন ঘুম—শুধু ঘুম।'

তিন দিন তিন রাত পড়ে পড়ে ঘুমোল এরিক আর স্কালাগ্রিম। তারপর উঠল ঝরঝরে শরীর নিয়ে।

এরিককে স্বাগত জানাল দ্বীপের আর্ল, বিরাট একটা ভোজের আয়োজন করল তার সম্মানে। স্কালাগ্রিম মাতাল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। চিৎকার করে গালাগালি দিল হল-এর নাম ধরে।

ভীষণ রেগে গেল এরিক, তার সাথে কথা বলল না বেশ কিছু দিন। কিন্তু ছায়ার মত পিছে পিছে ঘুরতে লাগল স্কালাগ্রিম, উপায়ান্তর না দেখে

ক্ষমা চাইল শেষমেষ।

'তোমার বীরত্বের জন্যে ক্ষমা করলাম এ-যাত্রা,' বলল এরিক। 'কিন্তু তোমার এই ভুল একদিন আমার এবং আরও অনেকেরই মৃত্যুর কারণ হবে।'

'তোমার আগে মৃত্যু হবে আমার,' বলল স্কালাগ্রিম।

ওসপাকারের দলের বিপক্ষে লড়াই করতে গিয়ে বারো জন লোক মারা গিয়েছিল। দ্বীপ থেকে লোক নিয়ে সে-অভাব পূরণ করল এরিক, তার পর বেরিয়ে পড়ল আবার নতুন অভিযানে।

এরিকের সমস্ত অভিযানের বর্ণনা দিতে গেলে একটা ইতিহাস হয়ে যাবে। সে-যুগে ওটাই ছিল শ্রেষ্ঠ ভাইকিং। একের পর এক লড়াইয়ে জয়লাভ করেছে সে, কিন্তু তাই বলে অত্যাচার চালায়নি পরাজিত শত্রুর ওপর। যা কিছু লাভ করেছে অভিযানে, সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছে আপন লোকজনের মধ্যে। নাবিকদের প্রতি তার ছিল অফুরন্ত ভালবাসা, আর তাই নাবিকরাও ছিল তার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত।

এরিকের আউট-ল জীবনের প্রথম গ্রীষ্ম কাটল আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে উপকূলে। শীতে সে এল ডাবলিনে, কিছু দিন কাজ করল রাজার দেহরক্ষী হিসেবে। পরের গ্রীষ্মে সে এল ইংল্যাণ্ডের উপকূলে। তুমুল লড়াই হল দু'টো ভাইকিং দলের সাথে। এই লড়াইয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে এরিককে রক্ষা করল স্কালাগ্রিম। এক শত্রু কুঠার চালিয়েছিল এরিকের মাথা লক্ষ্য করে, কিন্তু সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে-আঘাত নিজের পিঠে গ্রহণ করল স্কালাগ্রিম। অন্য লোক হলে গুরুতর এই আঘাত সহ্য করতে পারত না, কিন্তু স্কালাগ্রিম অন্য ধাতুতে গড়া। সেরে উঠল সে ধীরে ধীরে। এই ঘটনার পর দু'জন দু'জনকে ভালবাসতে লাগল যমজ ভাইয়ের মত।

ভাইকিং জাহাজ দু'টো নিয়ে টেম্‌স্ নদী ধরে এরিক এল লণ্ডনে, জাহাজের ক্যাপ্টেনদ্বয়কে তুলে দিল রাজা এডমণ্ডের হাতে। কালবিলম্ব না করে দু'জনকেই ফাঁসি দিল রাজা।

এরিক আর স্কালাগ্রিমকে দেখে খুব খুশি হল রাজা এডমণ্ড দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট। বলল, 'তোমাদের বীরত্বের কথা অনেক শুনেছি। বল, কী চাও তুমি আমার কাছে?'

'সেবা করতে চাই আপনার,' বলল এরিক। 'আমার দলের সমস্ত

লোকজনসহ।'

'এটা তো খুশির কথা,' জবাব দিল রাজা। 'আজ থেকে তুমি হবে আমার দেহরক্ষী। যুদ্ধের সময় এখন থেকে আমার পাশে পাশে থাকবে তুমি আর স্কালাগ্রিম।'

সায় দিল এরিক। কিছু দিন পরেই তাকে যুদ্ধে যেতে হল ডেন্‌স্ অভ মার্সিয়ার বিরুদ্ধে।

রাজার সভায় ছিল লেডি এলফ্রিডা নামের এক মহিলা। ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্যে পুরো লণ্ডনে তার কোনও জুড়ি ছিল না। এরিককে দেখার সাথেসাথে তাকে ভালবেসে ফেলল এলফ্রিডা। কিন্তু এরিক তাতে সাড়া দিল না। তার হৃদয় জুড়ে রয়েছে গাদরাদা।

একবার যুদ্ধ শেষে রাজার সঙ্গে লণ্ডনের রাস্তা ধরে ফিরে আসছে সে, জানালায় বসে এলফ্রিডা হঠাৎ ছুঁড়ে দিল ফুলের একটা মালা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রাজা হাসল।

সে-রাতে প্রাসাদে ভোজনের পর এরিকের গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে দিল এলফ্রিডা, স্বাগত জানাল মিষ্টি সুরে।

ধন্যবাদ দিল এরিক। তারপর স্কালাগ্রিমকে ডেকে জানতে চাইল, রওনা দেয়া যাবে কবে।

'দশ দিনের মধ্যেই, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'কিন্তু শীতটা এখানে কাটানোই কি ভাল নয়? জাহাজ নিয়ে সাগরে বেরিয়ে পড়ার পক্ষে দেরি হয়ে গেছে।'

'না,' বলল এরিক। 'শীত কাটাব এবার ফারেজে। আইসল্যাণ্ড থেকে ওই দ্বীপটাই সবচেয়ে কাছে। আগামী বছর গ্রীষ্মে আমার শাস্তির তিন বছর পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরতে চাই।'

'রওনা দেয়ার পক্ষে সত্যিই বড় দেরি হয়ে গেছে। বসন্তকালে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি আইসল্যাণ্ডের উদ্দেশে।'

'আমি এখনই রওনা দেব—ব্যস।'

'বুঝতে পারছি, একটা মেয়ের জন্যে তুমি চলে যেতে চাইছ এখান থেকে,' বলল স্কালাগ্রিম। 'ফারেজে পৌঁছুতে হলে যেতে হবে অর্কনির পাশ দিয়ে, আর সেখানে যে-মেয়েটি বাস করে, লেডি এলফ্রিডা তার তুলনায় নিতান্তই নিরীহ।'

'যা হয় হবে, আমি চলব আমার ইচ্ছেমত,' জেদী কণ্ঠে বলল এরিক।

'বেশ, তোমার আর রাজার যা ইচ্ছে,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম।

পর দিন সকালে এরিক গেল রাজার কাছে।

'কী চাও, ব্রাইটিজ?' জানতে চাইল রাজা। 'তোমাকে না দেয়ার মত কিছুই নেই আমার।'

'এমন কিছু চাই না,' বলল এরিক। 'এবার বিদায় দিন আমাকে, বাড়ি যেতে চাই।'

'এরিক, আমি কি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি?'

'এমন ব্যবহার আমার সঙ্গে আর কেউই করেনি।'

'তাহলে যেতে চাচ্ছ কেন? আমি তো অনেক সম্মানে ভূষিত করতে চাই তোমাকে। সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী একটি মেয়ে আছে আমার সভায়। অনেক ধনসম্পদ আছে তার, ভবিষ্যতে আরও হবে। তুমি কি সেসব গ্রহণ করে ইংল্যাণ্ডকেই নিজের দেশ ভাবতে পার না?'

'আইসল্যাণ্ড ছাড়া আর কোনটাকেই আমি নিজের দেশ ভাবি না,' বলল এরিক।

এবারে রেগে গিয়ে তাকে বিদায় হতে বলল রাজা। অভিবাদন জানিয়ে চলে এল এরকি।

দু'দিন পর প্রাসাদ সংলগ্ন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দেখা হয়ে গেল এরিকের লেডি এলফ্রিডার সাথে। একগুচ্ছ শাদা ফুল তার হাতে, সুন্দর মুখটি সেই ফুলের মতই বিষণ্ন।

শুভেচ্ছা জানাল এরিক। নরম স্বরে এলফ্রিডা জানতে চাইল, 'শুনলাম, ইংল্যাণ্ড থেকে চলে যাচ্ছ তুমি?'

'ঠিকই শুনেছ,' জবাব দিল এরিক।

তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াল এলফ্রিডার। 'কেন যাবে?' ফুঁপিয়ে উঠল সে—'তুষার আর বরফে ভরা ঘৃণিত সেই দেশে? ইংল্যাণ্ড কি তোমার ভাল লাগছে না?'

'আইসল্যাণ্ড ছাড়া আর কোনও দেশই যে আপন মনে হয় না, তাছাড়া আমার মা অপেক্ষা করছে সেখানে।'

'মা অপেক্ষা করছে, তাই না, এরিক? গাদরাদা দ্য ফেয়ারও কি অপেক্ষা করছে না তোমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, আইসল্যাণ্ডে ওই নামে একটি মেয়ে আছে বটে।'

'জানি—সব জানি আমি,' চোখের পানি মুছল এলফ্রিডা। 'এরিক, গাদরাদার প্রতি তুমি বিশ্বস্ত থাকতে চাইছ। কিন্তু ও তোমার জন্যে কোনও সৌভাগ্য বয়ে আনবে না। যে-সৌভাগ্য তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ইংল্যাণ্ডে, তাকে অবহেলা কোরো না।'

'জীবনে সবকিছু মানুষের ইচ্ছেমত ঘটে না,' জবাব দিল এরিক। 'এই জীবনই কি খুব বড়? সুতরাং স্বল্পমেয়াদী এই জীবনে অপরিচিতের চেয়ে পরিচিতের পাশে থাকাই ভাল।'

'তোমার বোকামির মধ্যেও বোধ হয় কিছু জ্ঞানের ব্যাপার আছে,' বলল লেডি এলফ্রিডা। 'তবু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আইসল্যাণ্ড তোমার জন্যে শুধু দুর্ভাগ্যই বয়ে আনবে।'

'হয়ত,' বলল এরিক। 'জীবনটাই ঝোড়ো আমার। কিন্তু ঝড় দেখে ভয় পেলে তো চলবে না। তার চেয়ে ডুবে যাওয়াই ভাল, কারণ, কাপুরুষ হোক বা বীর, ডুবতে হবেই শেষমেষ।'

'কিন্তু, এরিক, যাকে চাচ্ছ তাকে যদি না পাও?'

'সে যদি মারা যায়, পথ চলব একা একা।'

'আর যদি সে বেছে নেয় অন্য কাউকে?'

'ফিরে আসব তাহলে তোমার কাছে।'

অপলক তাকিয়ে রইল লেডি এলফ্রিডা। 'বিদায়, এরিক!' বলল সে। 'হয়ত তোমার সাথে আবার কথা হবে এই বাগানে, হয়ত হবে না, তাই—বিদায়! দিন আসে দিন যায়। শীতে দেশান্তরী হয় সোয়ালো পাখি, বসন্তে কিচিরমিচির করে জানালার ধারে। বিশাল এই পৃথিবীতে অনেক ঘর আছে সোয়ালোর, কিন্তু পরিত্যক্তের বুঝি কোনও জায়গা নেই—তার জন্যে রয়েছে শুধুই যন্ত্রণা!' ফিরে চলে গেল এলফ্রিডা।

শোনা যায়, পরে লেডি এলফ্রিডা হয়েছিল প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারিণী। এরিকের নামানুসারে তৈরি করেছিল বিরাট এক গির্জা। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে দিয়েছিল বিয়ের প্রস্তাব, সে রাজি হয়নি।

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটবর্তী বুকস্টল অথবা হকারের কাছ থেকে আজই সংগ্রহ করবেন। লেখক অথবা প্রকাশনা সংস্থার কোন ক্ষতি হোক, তা আমরা চাই না।

বাংলাপিডিএফ.নেট

WWW.BANGLAPDF.NET

ষোলো

যাত্রার আগে এরিক গেল রাজার কাছে। কিন্তু এমনই রেগে গিয়েছিল এডমণ্ড যে দেখাই করল না তার সাথে। বিষণ্ণ মনে এরিক ফিরে এল জাহাজে। মাল্লারা দাঁড় বাওয়া শুরু করবে, এমন সময় মূল্যবান সব উপহারসহ উপস্থিত হল রাজা।

'রেগে আমি গিয়েছিলাম সত্যি,' বলল এডমণ্ড। 'কিন্তু তোমাকে বিদায় জানাতে না এসে পারলাম না। যদি আইসল্যাণ্ডে কোনও অসুবিধে হয়, চলে এস আমার কাছে।'

'আসব—কথা দিলাম,' বলল এরিক।

উপহারগুলো তার হাতে তুলে দিল রাজা, স্কালাগ্রিমকেও দান করল কালো রঙের চমৎকার একটা শিরস্ত্রাণ।

রাজার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করল এরিক।

ভালভাবেই কাটল পাঁচটা দিন। কিন্তু পঞ্চম রাতে আকাশে উঠল রক্তবর্ণ চাঁদ, সাগর হয়ে পড়ল সম্পূর্ণ শান্ত।

'ওই দেখ, প্রভু, ঝড়ের প্রদীপ,' আঙুল তুলল স্কালাগ্রিম চাঁদের দিকে। 'ঝড় আসছে।'

'আসুকই আগে,' বিরক্ত হল এরিক। 'দাঁড়কাকের মত বড় বেশি কা কা কর তুমি।'

'দাঁড়কাক কিন্তু চেঁচায়, প্রভু, খারাপ আবহাওয়া দেখলে,' স্কালাগ্রিমের কথা শেষ হতে না হতেই দক্ষিণ-পুব থেকে ধেয়ে এল একটা ঝড়। সারা রাত এবং সারা দিন ধরে বাতাস বইল একই তালে, নাবিকদের দুর্দশার সীমা রইল না।

ঝড়ের চতুর্থ রাত। হাল ধরে আছে এরিক, পাশে স্কালাগ্রিম। অনাহারে, অনিদ্রায় আর শ্রান্তিতে তাদের দেখাচ্ছে ঠিক ভূতের মত। নাবিকদের সবাই শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর। জাহাজের অর্ধেক পানিতে বোঝাই, কিন্তু সেচে ফেলার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই কারও।

'জাহাজ খুব দুলছে, প্রভু,' চিৎকার করে বলল স্কালাগ্রিম। 'পানি জমছে দ্রুত।'

'সেচতে পারবে না কেউ?' জানতে চাইল এরিক।

'না, সবাই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।'

'আর বেশিক্ষণ করতে হবে না। আমার সম্বন্ধে কি বলছে ওরা?'

'কিছুই না।'

'আমার জেদই সবকিছুর মূলে,' গুঙিয়ে উঠল এরিক। 'নিজের প্রতি অবহেলা রয়েছে আমার, কিন্তু সে-অবহেলা এতগুলো মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে না!'

'দুঃখ কোরো না, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'এটাই জগতের নিয়ম, তাছাড়া ডুবে মরার চেয়েও অনেক খারাপ জিনিস আছে এখানে। শোন! কানে যেন আসছে ব্রেকারের শব্দ,' হাত তুলল সে বাম দিকে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয় ওগুলো ব্রেকার,' বলল এরিক। 'অন্তিম ক্ষণ নিকটবর্তী হচ্ছে। কিন্তু ডানে ওটা কি দ্বীপ, নাকি মেঘ?'

'দ্বীপ। শক্ত করে হাল ধরে রাখ, জাহাজ এখনও রক্ষা পেতে পারে। বাতাস পড়তে শুরু করেছে, ঢেউও কমে যাচ্ছে।'

'ওই দেখ, এসে গেছে কুয়াশা আর বৃষ্টি,' হাত বাড়াল এরিক সামনের দিকে। ঘন মেঘ ঢেকে ফেলেছে চাঁদের মুখ।

কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে স্কালাগ্রিম বলল, 'মনে হচ্ছে এর পেছনে যেন জাদু আছে, প্রভু। কুয়াশাকে কখনও যেতে দেখেছ বাতাসের প্রতিকূলে?'

'না, কখনও দেখিনি,' বলল এরিক, আর প্রায় সাথেসাথেই নিবে গেল চাঁদের বাতি।

মাঝরাত। আপন কক্ষে বসে সোয়ানহিল্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সাগরের দিকে।

গাঢ় অন্ধকার পুরো কক্ষে। ধীরে ধীরে পেছন ফিরে ফিসফিস করে উঠল

সোয়ানহিল্ড।

'এসেছিস? মন্ত্র পড়ে তিন তিন বার আমি ডেকেছি তোকে। এসেছিস, ব্যাঙ?'

'এসেছি, পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ড! ডাইনী-মার ডাইনী-সন্তান! এই তো আমি। বল, কি চাও,' ভেসে এল অদ্ভুত একটি কণ্ঠ, যার অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে মুমূর্ষু শিশুর সঙ্গে।

সামান্য কেঁপে উঠল সোয়ানহিল্ড, চোখজোড়া জ্বলতে লাগল শিকারী বিড়ালের মত।

'আগে দেখা দে,' বলল সে।

'দেখে যেন বিদ্রূপ কর না,' আবার ভেসে এল অদ্ভুত সেই কণ্ঠ। 'কারণ, আমি গড়ে উঠেছি তোমার কল্পনা অনুসারে। যে শুভ, তার কাছে আমি দিনের মতই সুন্দর; আর অশুভের কাছে কুৎসিত—তার হৃদয়ের মতই। আমাকে ডেকেছ 'ব্যাঙ' বলে। দেখ, এসেছি আমি ব্যাঙ হয়েই!'

অন্ধকারে জ্বলে উঠল আলোর একটা বৃত্ত। সোয়ানহিল্ড দেখল, মাঝখানে বসে রয়েছে ফুটকিঅলা এক প্রকাণ্ড ব্যাঙ। পিঠের ওপর বসানো কুৎসিত একটা বৃদ্ধার মুখ, শাদা চুল ঝুলছে দু'পাশে, কালও কুচকুচে দাঁত, চোখজোড়া রক্ত-লাল চোখ, চামড়া মৃতের মত ফ্যাকাসে। ভয়াবহ এক হাসি হাসল জিনিসটা। বললঃ 'গাদরাদাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার আগে তুমি আমাকে ডেকেছিলে 'ধূসর নেকড়ে' বলে, নেকড়ে হয়েই দেখা দিয়েছিলাম আমি। ব্রাইটিজকে ওসপাকারের লোকের হাত থেকে রক্ষা করার সময় ডেকেছিলে 'ইঁদুর' বলে, ইঁদুর হয়েই দেখা দিয়েছিলাম। আর এবার ডাকলে 'ব্যাঙ' বলে, সেভাবেই দেখা দিলাম। যাক, যা চাওয়ার তাড়াতাড়ি চাও, তারপর আমি চাইব আমার মূল্য। বল, আরও সুন্দরী মেয়েরা আছে আমার অপেক্ষায়।'

'বীভৎস তোর চেহারা!' চোখে হাত চাপা দিল সোয়ানহিল্ড।

'ওভাবে বোলো না, মেয়ে, ওভাবে বোলো না। চেয়ে দেখ আমার মুখের দিকে। চিনতে পারছ? এ-মুখ আমি ঋণ নিয়েছি তোমার মৃত মা গ্রোয়ার কাছ থেকে। একদিন আমি তোমার চেয়েও সুন্দরী ছিলাম, সোয়ানহিল্ড, এখন হয়েছি বীভৎস, ঠিক তেমনই এখন সুন্দরী থাকলেও আমার চেয়েও একসময় বীভৎস হবে তুমি।'

চিৎকার করার জন্যে মুখটা হাঁ হয়ে গেল সোয়ানহিল্ডের, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না।

'দানব,' ফিসফিস করে বলল সে কিছুক্ষণ পর। 'মিথ্যে বিদ্রূপ করিস না আমাকে। বল্, এরিক এখন কোথায়?'

'সামনে তাকাও, সব দেখতে পাবে।'

সোয়ানহিল্ড তাকাতেই যেন সরে গেল রাতের অন্ধকার। সে দেখল, জাহাজের হাল ধরে আছে এরিক, পাশে স্কালাগ্রিম।

'দেখলে তোমার প্রিয়তমকে?' জানতে চাইল জিনিসটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড। 'ঝড় ওকে পরিশ্রান্ত করে ফেলেছে, কিন্তু তাতে যেন আগের চেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে ওকে। এবার বল্, তুই আমাকে সাহায্য না করলে কি ঘটবে?'

'নিরাপদে সে পৌঁছে যাবে গাদরাদার কাছে।'

'আর সাহায্য করলে?'

'সে আসবে তোমার কাছে।'

'কী মূল্য চাস এ-কাজের জন্যে?'

'চাই তোমাকেই,' খনখনে গলায় আবার হেসে উঠল জিনিসটা। 'মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে নিজেকে তুমি তুলে দেবে আমার হাতে। অনন্তকাল ধরে রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াব আমরা, সাহায্য করব অন্যান্যদের অশুভ কাজে।'

ভাবতে লাগল সোয়ানহিল্ড। মুখ ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হল, উঠে দাঁড়াল শেষমেষ।

'নিরাপদে পৌঁছে যাবে সে গাদরাদার কাছে—হি! হি! এখনও সময় আছে—ভেবে দেখ, মেয়ে, রাজি আছ আমার শর্তে?'

'রাজি,' কাঁপতে লাগল সোয়ানহিল্ড বার্চ পাতার মত।

'হি! হি! হি! সাহসী মেয়ে! তিনটে কাজ করব আমি তোমার জন্যে। অবশ্য সাহায্য আমি করব, বাদবাকি নির্ভর করবে তোমার জ্ঞানের ওপর। আগামীকাল ব্রাইটিজকে দেখতে পাবে তুমি আতলির হলে; আগামী বসন্তে সে তোমাকে ভালবাসবে; আর আগামী শরতে গাদরাদার বিয়ে হবে ও-সপাকারের সাথে। এবার এস কাছে, চুক্তি হয়ে যাক আমাদের।'

সোয়ানহিল্ড এগিয়ে একটা হাত রাখল ব্যাঙটার গায়ে। তৎক্ষণাৎ

শিরায় শিরায় যেন ছুটে গেল আগুনের প্রবাহ, শিখা বেরোল চোখ দিয়ে। সোয়ানহিল্ড দেখল, তারই মত একটা ছায়া সামনে দিয়ে চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে।

'চুক্তি হয়ে গেছে, এবার তোমার কপাল রাখ আমার কপালে। রূপান্তর হোক আমাদের।'

সোয়ানহিল্ড বুঝতে পারল, তার সৌন্দর্য ভর করেছে ব্যাঙটার ওপর, আর সে রূপান্তরিত হয়েছে কুৎসিত ব্যাঙে।

'চল, কাজে চল এবার,' বলল তার রূপ ধারণ করা সোয়ানহিল্ডের সেই শরীর, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাঙের চোখে পিটপিট করে সামনে তাকাল সোয়ানহিল্ড, দেখল অদ্ভুত সব দৃশ্য। দেখল—মরে পড়ে আছে আতলি; ঘুমন্ত এক মহিলার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে একটা তরবারি; মিদালহফের বড় হলঘরটা লাল হয়ে আছে রক্তে; একটা উপসাগর জেগেছে পাহাড়ের মাঝখানে, জ্বলন্ত একটা যুদ্ধ-জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেল সেখানে।

ওদিকে সোয়ানহিল্ডের মন্ত্র-শরীর একটা দ্বীপে দাঁড়িয়ে হাত তুলল উত্তর অভিমুখে।

'আয়, কুয়াশা! আয়, শিলাবৃষ্টি! চাঁদ আড়াল হয়ে যাক এরিকের সামনে থেকে!' চিৎকার করে বলতে লাগল সে।

দেখতে দেখতে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল কুয়াশা।

'এগিয়ে যাক কুয়াশা! ঝরুক বৃষ্টি,' বলল সে আবার।

জীবনে এই প্রথম একটু ভয়-ভয় করল এরিকের। 'এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি,' ফিসফিস করে বলল সে স্কালাগ্রিমের কানে।

'এটা জাদুর কাজ, প্রভু,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'বুদ্ধি এখন কোনও সাহায্যে আসবে না। শক্ত করে ধরে রাখ হালটা।'

হাল ধরে রইল এরিক। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে শুধু ঢেউয়ের শব্দ। আকাশ কালো হতে হতে এমন আকার ধারণ করল যে একে অপরকে দেখতে পেল না।

'ঢেউগুলো যেন গজরাচ্ছে জাহাজের সামনেই,' বলল এরিক।

'চল, প্রভু, একটু এগিয়ে দেখি। যদি সত্যিকারের ঢেউ হয়, অবশ্যই

ফেনা চোখে পড়বে।'

দু'জন এসে দাঁড়াল জাহাজের একেবারে সামনে।

'প্রভু,' ফিসফিস করে বলল স্কালাগ্রিম। 'পানির ওপরে ওটা কি? দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' বলল এরিক। 'মেয়ের মত একটা মূর্তি যেন হেঁটে আসছে পানির ওপর দিয়ে।'

'ঠিক বলেছ, প্রভু!'

'কাছে আসছে মূর্তিটা!' ঢোক গিলল এরিক। 'কী দ্রুত আসছে দেখ! আরে, এটা যে সোয়ানহিল্ডের মত!'

'হ্যাঁ, সোয়ানহিল্ডই,' বলল স্কালাগ্রিম। 'ভীষণ জাদুর খপ্পরে পড়ে গিয়েছি আমরা।' আবার ফিরে এল তারা হালের কাছে।

'দেখ, স্কালাগ্রিম, মূর্তিটা ডানদিক নির্দেশ করছে! কী করব এখন? হাল ডানে ঘোরাব?'

'না, প্রভু, ডাইনীকে বিশ্বাস নেই।'

বিরাট একটা ঢেউ এসে আঘাত হানল জাহাজের গায়ে, আবার ডানদিকে নির্দেশ করল মূর্তিটা।

'সোয়ানহিল্ড একবার আমাদের রক্ষা করতে এসেছিল, এবারেও নিশ্চয় সেজন্যেই এসেছে। ওই দেখ, আবার হাত ঘোরাচ্ছে ডানে। কী করব এখন?' হাল শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল এরিক।

'যা খুশি কর, প্রভু। আমি কিন্তু ডাইনীদের বিশ্বাস করি না।'

সর্বশক্তি দিয়ে হালে মোচড় দিল এরিক, জাহাজ ঘুরে গেল ডানে। এবার বিভিন্ন দিক নির্দেশ করতে লাগল মূর্তিটা, এরিক অনুসরণ করে চলল তাকে।

হঠাৎ ওপর দিকে হাত তুলে উধাও হয়ে গেল মূর্তিটা, একটা অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা সাগরে।

'এবার ধ্বংস হবার পালা,' বলল স্কালাগ্রিম।

কথা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড আঘাত হানল ঢেউ জাহাজের গায়ে, ককিয়ে উঠল সমস্ত নাবিক। ওরাও বুঝতে পেরেছে, মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই। চোখের পলকে পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ।

ঢেউয়ের আরেকটা আঘাতে ভয়ানক কেঁপে উঠল জাহাজ।

শূন্যে উঠে গেল এরিক আর স্কালাগ্রিমের দেহ, তারপর আর তাদের কিছু মনে নেই।

সোয়ানহিল্ড ব্যাঙের দেহ ধরে উপুড় হয়ে আছে তখনও। হঠাৎ একটা নারীমূর্তি এসে উপস্থিত হল তার সামনে।

'কাজ হয়ে গেছে,' বলল মূর্তিটা। 'এখন আবার আপন রূপে ফিরে যাব আমরা। আতলিকে জাগিয়ে সাগরের তীরে গিয়ে দেখ, কী ঘটেছে। এবারের খেলা এখানেই শেষ। আবার দেখা হবে আমাদের, তখন শুরু হবে নতুন খেলা।'

সোয়ানহিল্ড ফিরে পেল তার নিজের রূপ।

'যাই এবার,' বলল ব্যাঙ। 'একবার নেকড়ে, একবার ইঁদুর আর এবার ব্যাঙ বলে ডেকেছ আমাকে। দেখা যাক, এরপর কি নামে ডাক। তার আগ পর্যন্ত—বিদায়!'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বিভৎস সেই জিনিসটা, সাথে সাথে নেমে এল গাঢ় নৈঃশব্দ।

সতেরো

ব্রাইটিজ জাহাজ নিয়ে রওনা দেয়ার পর খুব মনমরা হয়ে কিছুদিন ঘুরে বেড়াল গাদরাদা। তারপর আসতে লাগল খবর। ওস্পাকারের দু'টো যুদ্ধ-জাহাজের বিরুদ্ধে তার লড়াই, একটার ডুবে যাওয়া—এসব খবর কানে এল গাদরাদার, কিন্তু এরিকের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারল না। সবাই বলাবলি করতে লাগল, এরিক মারা গেছে।

কিন্তু গাদরাদা সে-কথা বিশ্বাস করল না। আসমুণ্ড জানতে চাইল তার অবিশ্বাসের কারণ। গাদরাদা জবাব দিল, এরিকের মৃত্যু হলে অবশ্যই টের পেত সে।

ফসল কাটা শেষ হয়ে গেল। উন্নাকে বিয়ের জোগাড়যন্ত্র করতে লাগল পুরোহিত আসমুণ্ড। স্থির হল, বিবাহোত্তর ভোজ মিদালহফেই অনুষ্ঠিত হবে।

বিয়ের যখন আর মাত্র একদিন বাকি, আসমুণ্ডের কথা হল গ্রোয়ার সঙ্গে। শেষবারের মত সব দেখাশোনা করার জন্যে হলে ঢুকল আসমুণ্ড, পেছন থেকে এসে কাঁধে হাত রাখল গ্রোয়া।

'কিছু ভাবছ, প্রভু?'

'হ্যাঁ, গ্রোয়া,' জবাব দিল আসমুণ্ড। 'তবে ভয় হয়, আমার চেয়েও বুঝি বেশি ভাবছ তুমি।'

'ভয় পেও না, প্রভু, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।'

'গ্রোয়া, সত্যি করে বল তো, উন্না আমার স্ত্রী হয়ে আসার পরেও কি তুমি মিদালহফে থাকতে চাও?'

'যদি উন্নার আপত্তি না থাকে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার সেবা করে যেতে চাই, প্রভু।'

'ওর আপত্তি নেই,' চলে গেল আসমুণ্ড।

গ্রোয়া কিন্তু গেল না। ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠল অত্যন্ত কুটিল একটা হাসি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'যতক্ষণ মাথায় বুদ্ধি আছে, আর জাদুর আছে শক্তি, আসমুণ্ডের পাশে শোয়ার ভাগ্য উন্নার হবে না!'

মাঝরাতে, সবাই ঘুমিয়ে গেলে কালো রোব পরে একটা ঝুড়ি হাতে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল গ্রোয়া। কুয়াশাচ্ছন্ন জলাশয়ে গিয়ে তুলতে লাগল ক্ষতিকর সব গাছগাছড়া। ঝুড়ি ভর্তি হয়ে যাবার পর এসে উপস্থিত হল একটা গিরিখাতে। সেখানে একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে লোহার একটা পাত্র হাতে অপেক্ষা করছিল কোল।

'সব তৈরি?' জানতে চাইল গ্রোয়া।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু কাজটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। এসব দিয়ে তুমি কী তৈরি করবে?'

'আসমুণ্ডের জন্যে একটা ভালবাসা-বৃদ্ধির-আরক। সে নিজেই আমাকে তৈরি করতে বলেছে।'

'তোমার জন্যে অনেক খারাপ কাজ আমি করেছি, কিন্তু এবারকারটা মনে হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ।'

'আমিও তোমার জন্যে অনেক করেছি, কোল। বাঁচিয়েছি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। একটা লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করার জন্যে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল তোমার, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে অনেক উপহারও দিয়েছি, তাই না?'

'তা দিয়েছেন।'

'তাহলে শোন। আর একটা কাজ কর, শেষ একটা উপহার পাবে—মুক্ত করে দেব তোমাকে, সেইসাথে দু'শো রৌপ্যমুদ্রা।'

চকচক করে উঠল কোলের চোখ। 'কী করতে হবে?'

'আজরাতে বর-কনেকে পান করানোর ভার পড়বে তোমার ওপর। যে পাত্রে বর-কনে চুমুক দেবে, সে-পাত্রটা আসমুণ্ডের হাতে তুলে দেয়ার আগে যেন ভুল হয়েছে এমন ভান করে এক মুহূর্তের জন্যে দেবে আমাকে। সামান্য এই কাজটা পারবে না?'

'নিশ্চয় পারব,' বলল কোল। 'কিন্তু কাজটা আমার পছন্দ নয়। যদি না করি?'

'শীত আসার আগেই কাকে ঠুকরে খাবে তোমার চোখ,' বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল গ্রোয়া।

'না, না, অভিশাপ দিয়ো না,' আঁতকে উঠল কোল। 'তোমার কথামতই কাজ হবে। রৌপ্যমুদ্রাগুলো কখন পাব?'

'অর্ধেক ভোজের আগে, বাকিটা কাজ শেষ হলে। যা করার সাবধানে করবে। ব্যর্থ হয়ো না।'

'ব্যর্থ কি হয়েছি কখনও?' চলে গেল কোল।

এবার লোহার পাত্রটাতে গাছগাছড়াগুলো রেখে, খানিকটা পানিসহ সেটা চাপিয়ে দিল গ্রোয়া আগুনের ওপর। পানি ফুটতে শুরু করলে একটা কাঠি দিয়ে সেগুলো নাড়তে নাড়তে মন্ত্র আওড়ে চলল সে। অনেকক্ষণ পর তৈরি হল মন্ত্রপূত আরক।

পাত্রটা নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকল গ্রোয়া, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে একটা শিশিতে সেগুলো ভরে তুলে ধরল ওপরে। জিনিসটা দুধের মত শাদা, তবে

দেখতে দেখতেই পরিষ্কার হয়ে এল।

'হ্যাঁ, একটা আরক তৈরি করেছি রানীর জন্যে!' গ্রোয়ার মুখ ছেয়ে গেল ক্রূর একটা হাসিতে।

আগুন নিবিয়ে, পাত্রটা পানিতে ফেলে দিয়ে, শিশি নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল সে। সবাই তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন।

পর দিন যথাসময়ে শুরু হল বিবাহোত্তর ভোজ। পাশাপাশি উচ্চাসনে বসে আছে আসমুণ্ড আর উন্না। পাত্রের পর পাত্র ওয়াইন পান করে চলেছে আসমুণ্ড, কিন্তু বিষণ্নতা দূর হচ্ছে না। কেন যেন বারবার আজ তার মনে পড়ছে গাদরাদা দ্য জেন্টলের কথা। সে বলেছিল, গ্রোয়ার সাথে সম্পর্ক রাখলে ওই ডাইনীই হবে তার মৃত্যুর কারণ। গ্রোয়ার দিকে চাইল আসমুণ্ড, অতিথি-আপ্যায়নে ব্যস্ত। শীতল হয়ে এল তার বুকের ভেতরটা। 'না, না, ওই ডাইনীকে এখানে থাকতে দেয়া চলবে না, তাড়াতে হবে ওকে—আগামীকালই,' বলে উঠল সে মনে মনে।

অদূরেই বসেছিল বিয়র্ন। গাদরাদা এসে একটা পানপাত্র দিতে সে বলল, 'বাবাকে খুব বিষণ্ন মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার?'

'জানি না,' গাদরাদা তাকাল আসমুণ্ডের দিকে।

'গ্রোয়ার এখানে থাকা উচিত নয়,' বলল বিয়র্ন।

'হ্যাঁ,' চলে গেল গাদরাদা।

বর-কনেকে পান করানোর জন্যে বড় একটা সোনার পাত্র ভরল কোল। কিন্তু আসমুণ্ডকে না দিয়ে পাত্রটা তুলে দিল গ্রোয়ার হাতে। অভ্যাগতের ভিড়ে ব্যাপারটা লক্ষ্যই করল না কেউ।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পাত্রটা ফিরিয়ে দিল গ্রোয়া।

আকণ্ঠ পান করল আসমুণ্ড, তারপর পাত্রটা ধরিয়ে দিল উন্নার হাতে। পাত্র মুখে তুলল উন্না। হঠাৎ গ্রোয়ার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল আসমুণ্ড। কুৎসিত আকার ধারণ করেছে মুখটা, চোখজোড়া জ্বলছে ধকধক করে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল আসমুণ্ডের চেহারা। মাথায় হাত দিল সে, চিৎকার করে উঠল পরমুহূর্তেইঃ

'পান কর না, উন্না! ওতে বিষ আছে!' যথাসাধ্য জোরে পাত্রটায় ঝাপটা মারল আসমুণ্ড।

পাত্রটা উড়ে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে ততক্ষণে, দীর্ঘ চুমুকে পাত্র শূন্য করে দিয়েছে উন্না।

'ওতে বিষ আছে!' আবার বলল আসমুণ্ড। হাত নির্দেশ করল গ্রোয়ার দিকে।

'ওতে বিষ আছে!' তৃতীয় বারের মত বলল আসমুণ্ড, 'বিষ মিশিয়েছে ওই ডাইনী!' খামচে ধরল সে বুকটা।

গ্রোয়ার তীক্ষ্ণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা হলে।

'হ্যাঁ, প্রভু,' চেঁচিয়ে বলল গ্রোয়া। 'ঠিকই বুঝেছ তুমি, ওতে বিষ আছে! বোঝা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, তুমি যে বুদ্ধিমান! হ্যাঁ, এই ডাইনীই ওতে বিষ মিশিয়েছে! বুক খামচাতে খামচাতে এবার বের করে ফেল হৃৎপিণ্ডটা! আর, উন্না, ধীরে ধীরে শাদা হয়ে যাও তুমি কাগজের মত! আমার আরকের যদি গুণ থাকে, এসব তাহলে ঘটতেই হবে! শোন সবাই, অনেক দিন একটা কথা লুকিয়ে রেখেছি বুকের মাঝে, কিন্তু আজ আর লুকাব না। ওই আসমুণ্ড, তোমাদের সম্মানিত পুরোহিতটিই সোয়ানহিল্ডের বাবা! বছরের পর বছর আমি ছিলাম ওই শয়তানের শয্যাসঙ্গিনী! বলেছিলাম না, প্রভু, উন্নাকে বিয়ে করলে সর্বনাশ হবে তোমার! বিয়র্ন, গাদরাদা আর এরিকের ওপরেও পড়বে আমার অভিশাপ! বুক খামচাতে থাক, আসমুণ্ড! আমি চললাম!'

পুরো ব্যাপারটা কেউ বুঝে ওঠার আগেই ছুটে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল গ্রোয়া।

হঠাৎ বুক থেকে হাত সরিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল আসমুণ্ড, ভারী গলায় বললঃ

'পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে! গাদরাদা দ্য জেন্টল সাবধান করে দিয়েছিল, আমিই কথা শুনিনি! বিদায়, উন্না!'

সটান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল আসমুণ্ড।

বিস্ফারিত চোখে ঘটনাটা লক্ষ্য করল উন্না, তারপর চিৎকার ছেড়ে দৌড় দিল আসন থেকে উঠে। কিন্তু দরজার কাছে যেতেই পড়ে গেল সে, ত্যাগ করল শেষ নিঃশ্বাস।

কয়েক মুহূর্ত হলঘর জুড়ে বিরাজ করল স্তব্ধতা, তারপর শোনা গেল বিয়র্নের চিৎকারঃ

'ডাইনী! ডাইনীটা কোথায় গেল?'

চকিতে যেন সংবিৎ ফিরে পেল সবাই, ছুটল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। অনেক দূরে, পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো একটা অবয়ব। দৌড় দিল সবাই পাহাড় অভিমুখে।

ওরা যখন উঠল পাহাড়ের চূড়োয়, গ্রোয়া তখন পৌঁছে গেছে শীপস্যাডলে। ওখান থেকেই দাঁত খিঁচিয়ে অভিশাপ দিতে লাগল সে।

ধনুকে একটা তীর জুড়ল বিয়র্ন। পরমুহূর্তেই শব্দ তুলে ছুটে গেল তীর। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গ্রোয়ার কণ্ঠ চিরে।

দু'হাত ওপরে ছুড়ে দিল সে, তারপর খরস্রোতা পানিতে পড়ে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

আসমুণ্ডের মৃত্যুর পর বিয়র্ন হল মিদালহফের শাসনকর্তা। খতম করার জন্যে কোলকে অনেক খুঁজল, কিন্তু কয়েক মাস আত্মগোপন করে থাকার পর সে পালিয়ে গেল স্কটল্যাণ্ডে।

বিয়র্ন ছিল খুব নিষ্ঠুর আর লোভী। ওসপাকারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে সে চাপ দিতে লাগল গাদরাদাকে, কিন্তু রাজি করাতে পারল না। পরবর্তী গ্রীষ্মে এরিকের সুস্থ থাকার খবর পেল গাদরাদা।

ওই গ্রীষ্মেই অলথিং-এ ওসপাকারের দেখা পেয়ে গোপনীয় অনেক কথা আলাপ করল বিয়র্ন।

আঠারো

একটা মোমবাতি হাতে আর্ল আতলির বিছানার পাশে এসে চিৎকার করে উঠল সোয়ানহিল্ড, 'জাগো!'

'কি হয়েছে?' বাহুতে ভর দিয়ে পাশ ফিরল আতলি। 'রাতে এমন

একাকী তুমি [illegible] বেড়াও কেন, সোয়ানহিল্ড? এসব জাদুর কারবার আমার ভাল লাগে না। এক অশুভ ক্ষণে বিয়ে করেছি তোমাকে, স্ত্রী হয়েও তুমি যেন ঠিক স্ত্রী নও।'

'হ্যাঁ, আমাদের উভয়ের পক্ষেই অশুভ ছিল ক্ষণটা,' সোয়ানহিল্ড হাসল। 'তুমিই তো বল, যৌবন আর বার্ধক্য এক পথে হাঁটে না। যাকগে, ওঠ এবার। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'তাহলে ভোরে বোলো,' বিরক্ত সুর বাজল আতলির কণ্ঠে। 'তোমার অশুভ স্বপ্নের কথা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত।'

'না, প্রভু, আমার স্বপ্ন গুরুত্বহীন নয়। দেখলাম, পথভ্রষ্ট হয়ে এক যুদ্ধ-জাহাজ এসেছে আমাদের দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে। মৃত্যুপথযাত্রী নাবিকদের কী চিৎকার! তবে সামান্য ক'জন তীরে এসে অজ্ঞান হয়ে গেছে, ঠাণ্ডায় মারা যাবে। লোকজন নিয়ে এখনই যাও সেখানে।'

'সকালে যাব,' বালিশে আবার মাথা রাখল আতলি। 'এসব স্বপ্নের কোনও মূল্য নেই।'

'ওঠ, বলছি,' জেদ প্রকাশ পেল সোয়ানহিল্ডের গলায়। 'নইলে কিন্তু আমি নিজেই যাব।'

গজগজ করতে করতে উঠে বসল আতলি। মোটা একটা রোব গায়ে দিয়ে এল হলঘরে। নিবু নিবু হয়ে এসেছে আগুন, ইতস্তত শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে সবাই। আতলি প্রথমে ডাকল হলকে। আইসল্যাণ্ড ফিরে যাবার সাহস না পেয়ে হল আশ্রয় নিয়েছে এখানে। আতলিকে বুঝিয়েছে, ওসপাকার আর এরিকের মধ্যে লড়াইয়ে সে আহত হবার পর তাকে ফেলেই চলে গেছে দলের সবাই।

পাশ ফিরে আবার নাক ডাকাতে লাগল হল। এই রাতের বেলায় আরামের ঘুম ছেড়ে মানুষ উদ্ধার করতে যাবার কোনও ইচ্ছে নেই তার। অবশ্য ডাক শুনে ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছে কয়েকজন। চলল তারা আতলির পিছুপিছু, চাঁদের আলোয় পথ চিনে এসে পৌঁছল দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

'ওটা কি?' দূরের একটা কালো বস্তুর প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আতলি।

এগিয়ে গেল একটা লোক, চিৎকার করে বলল, 'সদ্য ভাঙা একটা জাহাজের মাস্তুল, প্রভু।'

'সোয়ানহিল্ডের স্বপ্ন তাহলে সত্যি,' বিড়বিড় করে বলল আতলি। 'কিন্তু কেউ বেঁচে নেই নিশ্চয়।'

'এখানে দু'জন লোক পড়ে আছে,' আবার শোনা গেল চিৎকার।

তড়িঘড়ি সবাই গিয়ে পৌঁছুল সেখানে। সত্যিই দু'জন মানুষ পড়ে আছে। চিৎ হয়ে আছে যে দেহটা, তার মুখ লম্বা সোনালি চুলে ঢাকা।

চুলগুলো সরিয়ে দিল আতলি, তারপর চাঁদের আলোয় সে-মুখ দেখে পিছিয়ে এল কয়েক ধাপ।

'এটা যে এরিক ব্রাইটিজ! মরে পড়ে আছে!' চোখ বেয়ে পানি গড়াল আতলির, এরিককে সে সত্যিই ভালবাসে।

'এত উতলা হবেন না, আর্ল,' বলল একজন। 'ওরা বেঁচেও থাকতে পারে। আমি যেন একটু নড়তে দেখলাম।'

'এরিকের পাশে যে লোকটা পড়ে আছে, ওর নাম স্কালাগ্রিম ল্যাম্বস্-টেইল। ওই দেখ একটা তক্তা, ওতে করে বয়ে নিয়ে চল দু'জনকে। যদি এরিক বেঁচে থাকে, তোমাদের প্রত্যেককে বিশটা করে রৌপ্যমুদ্রা দেব আমি।'

আটজন লোক ধরাধরি করে নিয়ে এল এরিক আর স্কালাগ্রিমকে।

'স্বপ্ন তুমি ঠিকই দেখেছ, সোয়ানহিল্ড,' বলল আতলি। 'দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমেই পাওয়া গেছে এরিক আর স্কালাগ্রিমকে, কিন্তু ওরা বেঁচে আছে কিনা জানি না।'

ক'দিন পর। আতলির যত্নে সুস্থ হয়ে উঠল এরিক আর স্কালাগ্রিম। কয়েকটা সংবাদ পেল এরিক সোয়ানহিল্ডের কাছে। গ্রোয়া মারা গেছে। ওসপাকারের সাথে বাগ্‌দান হয়ে গেছে গাদরাদার, আগামী বসন্তে বিয়ে।

তরবারির হাতল ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল এরিক, তারপর আবার বসে পড়ে মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'দুঃখ কর না,' নরম সুরে বলল সোয়ানহিল্ড। 'এসব গুজবও হতে পারে। বিনা কারণে গাদরাদা তোমাকে ত্যাগ করবে কেন?'

'ঘটনা সত্যি হলে কপালে খারাবি আছে ওসপাকারের,' হেসে উঠল এরিক ভয়ঙ্করভাবে।

'যেচে বিপদে জড়িয়ে পড় না, এরিক। আইসল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে দেখ,

গাদরাদা হয়ত তোমারই অপেক্ষা করছে। আরেকটা সংবাদ জান? তোমার মেট-হল দু'মাস ধরে আছে এখানে। আজ সকালেই চলে গেছে, আর নাকি ফিরবে না।'

'না ফেরাই ভাল,' বলল এরিক, তারপর সবিস্তারে বর্ণনা করল হলের গ্রাপনেল কাটার কাহিনী।

'আতলি এ-কথা জানলে হলের আর রেহাই ছিল না। এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, এরিক। তোমার চুল এত লম্বা কেন? মেয়েদের চুলও তো এতখানি লম্বা হয় না।'

গাদরাদাকে কথা দিয়েছিলাম, তার হাতে ছাড়া এ চুল আর কারও কাছে কাটব না। এখন চলাফেরা করতেও অসুবিধে হয়। তবে, চুল পা পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেলেও কথা আমি রাখব,' হাসল এরিক।

সোয়ানহিল্ডও হেসে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু এরিকের চোখের আড়াল হতেই মুছে গেল তার হাসি।

'যদি বেঁচে থাকি,' আপন মনে বলল সোয়ানহিল্ড। 'বসন্তের আগেই তোমার এ-শপথ আমি ভাঙব, এরিক। উপহার হিসেবে তোমার কাটা চুলের একটা গুচ্ছ পাঠিয়ে দেব গাদরাদার কাছে।'

সোয়ানহিল্ড চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে রইল এরিক। অশুভ যে-বীজ সোয়ানহিল্ড বপন করে দিয়েছে তার মনে, ইতিমধ্যেই তা শাখা প্রশাখা ছড়িয়েছে বহুদূর। যদি গল্পটা সত্যি হয়? যদি সত্যিই গাদরাদার বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকে ওসপাকারের সঙ্গে? বেশ, সেক্ষেত্রে দ্রুত বিধবা হবে গাদরাদা।

উনিশ

হলঘরে পায়চারি করছিল এরিক ব্রাইটিজ, এমন সময় আর্ল আতলি এসে উপস্থিত হল সেখানে।

'জীবনে আমি অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, এরিক, কিন্তু রাতের বেলা তোমাকে এই দ্বীপে খুঁজে পাবার মত আশ্চর্য বুঝি আর কিছুই নেই। সোয়ানহিল্ড সত্যিই ভবিষ্যতদ্রষ্টা।'

'হ্যাঁ, আগে থেকেই অনেককিছু টের পায় সোয়ানহিল্ড,' বলল এরিক। 'কিন্তু, আর্ল, এত কষ্ট করে যে উদ্ধার করলেন আমাকে, তার বিনিময়ে দেয়ার মত মাত্র একটা জিনিসই আমার কাছে আছে,' দৃষ্টি বোলাল সে হোয়াইটফায়ারের ওপর।

'কে বলল কিছু নেই, এখনও দু'একটা সোনার আংটি আর তাগা রয়েছে তোমার,' আতলি হাসল। 'কিন্তু, এরিক, তুমি নিশ্চয় শিগগির চলে যাবে না এখান থেকে?'

'জানি না, আর্ল। শোনেন, আপনাকে খোলাখুলি বলাই ভাল। বিয়েতে সোয়ানহিল্ডের তেমন মত ছিল না, শুনেছেন নিশ্চয়?'

'শুনেছি। তবে তুমি তো অসৎ নও, এরিক।'

'মেয়েদের ছলনার কাছে পুরুষ হার মানে, আর্ল। যাক, এ-বিষয়ে আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না।'

'শীতটা এখানে কাটিয়ে যাও, এরিক। বয়স হয়েছে তো, ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে শত্রুরা। তাছাড়া দিনও ফুরিয়ে এসেছে আমার, ভবিষ্যতবাণী করেছে সোয়ানহিল্ড। তাই তো থাকতে বলছি, তুমি থাকলে একটু সান্ত্বনা পাব।'

'বেশ,' বলল এরিক।

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল। সোয়ানহিল্ড কাছে কাছেই রইল, নানারকম গল্প করল, কিন্তু ভালবাসার লোভ দেখাল না। স্বস্তি পেল এরিক। এরপর সে গেল এক সামন্তের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, যে গত এক বছর থেকে বেশকিছু জমি দখল করে রেখেছে আতলির। তুমুল লড়াই হল। শেষমেষ সামন্ত মারা পড়ল স্কালাগ্রিমের হাতে, কিন্তু একটা বর্শা ফুটো করে দিল এরিকের পা।

শুশ্রূষা করতে লাগল সোয়ানহিল্ড। ক্ষত যখন প্রায় সেরে এসেছে, খাজনা আদায়ের জন্যে একটা দ্বীপে গেল আতলি। বেশি হাঁটলে পাছে ক্ষতমুখ আবার খুলে যায়, সেই ভয়ে এরিক আর আর্লের সঙ্গে গেল না।

আতলি রওনা দেয়ার তিন দিন পর এরিক সাগরে গেল মাছ ধরতে। একা একা বসেছিল সোয়ানহিল্ড, এমন সময় দ্রুত এসে সংবাদ দিল, আইসল্যাণ্ডের একটা লোক দেখা করতে চায় তার সাথে। লোকটাকে নিয়ে আসতে বলল সোয়ানহিল্ড।

আসতে দেখা গেল, লোকটা আর কেউ নয়—কোল। পরনে তার ওসপাকারের দেয়া আলখাল্লা। তবে সে-আলখাল্লা এখন জীর্ণ, চেহারাটাও তার কেমন যেন বুভুক্ষু।

'কখন এলে, কোল?' জানতে চাইল সোয়ানহিল্ড, 'কি সংবাদ?'

'সংবাদ ভাল নয়। তোমার বাবা আসমুণ্ড আর তাঁর স্ত্রী উন্না মারা গেছে, গ্রোয়া বিষ দিয়েছিল বিয়ের রাতে। গ্রোয়াও মারা গেছে বিয়র্নের তীরের আঘাতে।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল সোয়ানহিল্ড। হাত যখন নামাল, মুখ শাদা হয়ে গেছে কাগজের মত। 'সত্যি বলছ? মিথ্যে বললে কিন্তু তোমার জিভটা উপড়ে নেব আমি।'

'একটা বর্ণও মিথ্যে বলিনি,' জবাব দিল কোল। যদিও বিষ দেয়ার ব্যাপারে তার ভূমিকাটা চেপে গেছে সে।

'গাদরাদার কি সংবাদ? বিয়ে হয়েছে?'

'না। লোকজন তাকে আর ওসপাকারকে নিয়ে একটু-আধটু কানাঘুষা করে—এই যা।'

'শোন, কোল,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'এত দুঃসংবাদই দিলে যখন, তার

সাথে আরেকটা যোগ করলে বোধহয় এমন কিছু ক্ষতি হবে না। এরিক বর্তমানে এখানেই আছে। তাকে শপথ করে বলবে যে, তুমি এখানে আসার আগে ওসপাকারের সাথে বাগ্‌দান হয়ে গেছে গাদরাদার, বিয়ে হবার কথা গত ইউল-ভোজের সময়। তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি, কোল, সময় তোমার খুব একটা ভাল যাচ্ছে না। এবার ভেবে দেখ, কাজটা করবে নাকি এখান থেকে এই মুহূর্তে বিদায় হবে খালি হাতে?'

আঁতকে উঠল কোল। এখান থেকে যাবার কোনও ইচ্ছে তার নেই, কারণ, স্কটল্যাণ্ডে তাকে খোঁজা হচ্ছে চুরির দায়ে।

'কাজটা অবশ্যই করব,' ধূর্তের মত হাসল কোল।

এরপর দীর্ঘক্ষণ গোপন কথা হল দু'জনের।

মাছ ধরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল এরিকের। মনটা এখন তার খুব হালকা, নতুন কোনও সংবাদ আসেনি আইসল্যাণ্ড থেকে, তাছাড়া ক্রমেই এগিয়ে আসছে যাবার দিন।

সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রাসাদে প্রবেশ করল এরিক, মুখে গুন্‌গুন্ গান।

নিজের ঘরে যেতে না যেতেই এক বাঁদী এসে জানাল, সোয়ানহিল্ড তাকে ডাকছে।

একটা সোফায় বসে কাঁদছিল সোয়ানহিল্ড।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল এরিক।

'খুব খারাপ সংবাদ নিয়ে এসেছে কোল,' ছলোছলো চোখ তুলে চাইল সোয়ানহিল্ড। 'আসমুণ্ড, উন্না আর মা গ্রোয়া মারা গেছে। এতদিন এই সংবাদগুলোকে গুজব ভেবেছি। কিন্তু এখন দেখছি, তা নয়।'

'সত্যিই খারাপ সংবাদ,' বলল এরিক। 'গাদরাদার সংবাদ কি? সেও কি মারা গেছে?'

'না। ওর বিয়ে হয়েছে ওসপাকারের সাথে।'

চক্কর দিয়ে উঠল এরিকের চারপাশ। 'কোল কোথায়? ওকে ডেকে পাঠাও। এখনই।'

কোল এল। নানারকম প্রশ্ন করল এরিক। কিন্তু মিথ্যে বলায় কোল ওস্তাদ। একের পর এক মিথ্যে বলে গেল সে, অস্বস্তি বোধ করা তো দূরের কথা, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপল না।

'তুই মিথ্যে বলছিস। বাগদান আর বিয়ে কোনটাই তুই নিজের চোখে দেখিসনি,' বলল এরিক শেষমেষ।

'মিথ্যে আমি বলিনি, এরিক,' জবাব দিল কোল। 'আইসল্যাণ্ড থেকে রওনা দেয়ার দু'দিন আগে গাদরাদার সাথে দেখা হয়েছিল আমার। সে জানতে চাইল, আমি কোথায় যাব। লণ্ডনে যেতে পারি শুনে বলল, "শুনেছি, এরিক বর্তমানে ওখানেই আছে। যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, একটা সংবাদ দিয়ো ওকে। বল, বাবা মারা যাওয়ায় বিয়র্ন এখন মিদালহফের শাসনকর্তা। ওসপাকারকে বিয়ে করার জন্যে বরাবরই চাপ দিয়ে এসেছে সে, এবং নিরুপায় হয়ে অবশেষে মত দিয়েছি আমি। ওর সাথে হয়ত আর কখনোই দেখা হবে না, কিন্তু ওর স্মৃতি কোনদিন মুছে যাবে না আমার মন থেকে"।'

'উঁহুঁ, গাদরাদা এভাবে কথা বলে না,' বলল এরিক। 'আমার মনে হয়, মিথ্যে বলছিস তুই। যদি প্রমাণ হয় যে মিথ্যে বলেছিস, মাথা নামিয়ে দেব এক কোপে!'

'না, এরিক, মিথ্যে আমি বলিনি,' মাথা ঝাঁকাল কোল। 'আর মিথ্যে বলবই বা কেন? যাই হোক, গল্পের পুরোটা শোননি এখনও তুমি। কথা শেষে একটা জিনিস বের করল গাদরাদা তার কাপড়ের ভেতর থেকে। বার বার বলল, অবশ্যই যেন সে জিনিসটা দিই তোমাকে। এই যে–'

'দেখি,' হাত বাড়াল এরিক।

শৈশবে সৈকতে একটা স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে পেয়েছিল এরিক। তার অর্ধেকটা সে দিয়েছিল গাদরাদাকে, অর্ধেক রেখেছিল নিজের কাছে। গাদরাদার টুকরোটা চুরি করেছিল সোয়ানহিল্ড, কিন্তু হারিয়ে গেছে ভেবে গাদরাদা আর সে-কথা এরিককে জানায়নি।

সেই টুকরোটা কোল দিল এরিকের হাতে। পকেট থেকে তাড়াহুড়ো করে নিজের টুকরোটা বের করে মিলিয়ে দেখল এরিক।

কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল তিক্ত একটা হাসি। 'সবকিছু ঘটার আগে,' চিৎকার দিয়ে উঠল সে। 'বান ডাকবে রক্তের। এই নে তোর পারিশ্রমিক,' দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত টুকরোটা ছুঁড়ে দিল সে কোলের দিকে। 'জীবনের অন্তত একবার সত্যি বললি তুই।'

ভাঙা স্বর্ণমুদ্রাটা তুলে নিয়ে প্রস্থান করল কোল।

মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল এরিক। পাশে গিয়ে তার হাতদু'টো

নিজের মুঠোয় তুলে নিল সোয়ানহিল্ড।

'আমাদের উভয়ের জন্যে সত্যিই এসব বড় দুঃসংবাদ, এরিক। এমন এক মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছি আমি, যে হত্যা করেছে বাবাকে। উন্নাকে। আর তুমি ভালবেসেছ এক বিশ্বাসঘাতিনীকে। শোকে আমরা উভয়ে কাতর, এস, শোক করি একত্রে।'

'সে-ই ভাল,' জবাব দিল এরিক। 'না, না, শোকই বা করব কেন? তারচেয়ে বরং এস, হুটোপাটি করি খুশিতে। আশা নেই, ভরসাও নেই! তাই আনন্দ করব এখন। এমন কোনও সংবাদ আর নেই, যা ভয় দেখাতে পারে আমাদের।'

'হ্যাঁ, আনন্দ করব এখন,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'যাবতীয় দুঃখ ডুবে যাক খুশিতে। সত্যি, তোমার মত দুর্ভাগা বুঝি কেউ নেই,' এক বাঁদীকে ডেকে খাবার আর ওয়াইন দিতে বলল সে।

কিছুক্ষণ খাবার ভান করল এরিক, তবে ওয়াইন পান করল আকণ্ঠ। পাত্রের পর পাত্র পূর্ণ করে দিল সোয়ানহিল্ড। আজ রাতে তাকে যেন বড় বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। অদ্ভুত সব গল্প করল সোয়ানহিল্ড, গাইল অদ্ভুত সব গান। একের পর এক এরিক শোনাল তার বীরত্বের গল্প। ক্রমে ঘন হয়ে এল সোয়ানহিল্ড। এরিকের মনে হল, ঠিক যেন তারার মত ঝিক্‌মিক্ করছে তার চোখজোড়া। হৃদয় এরিকের বরফের মত ঠাণ্ডা, তবু দপ্ করে যেন একটা আগুন জ্বেলে দিল কেউ মগজের ভেতরে। হেসে উঠল এরিক গলা ছেড়ে, আরও ঝুঁকে এল সোয়ানহিল্ড।

হঠাৎ আতলির কথা মনে পড়ল এরিকের, মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল চোখের পলকে।

'না, এটা হয় না, সোয়ানহিল্ড,' বলল সে। 'তবে প্রথম থেকেই ভাল আমি তোমাকেই বেসেছি। কারণ, অনেক দোষ থাকলেও তুমি অন্তত গাদরাদার চেয়ে ভাল।'

'ভাগ্য আমাদের দু'জনেরই খারাপ,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'আমি পেয়েছি এক বুড়ো বর, যাকে ভালবাসার ইচ্ছে পর্যন্ত জাগে না, আর তুমি ভালবেসেছ এমন একজনকে, বিশ্বাসঘাতকতায় যে দ্বিধাবোধ করে না। হায়, এরিক! সত্য আর মিথ্যের পার্থক্যও তুমি বোঝোনি। যাকগে, এখনই তো চলে যাবে তুমি, যাবার আগে শেষ একটা পাত্র পান করে যাও।'

বশীকরণ-আরক মেশানো একটা পাত্র সোয়ানহিল্ড তুলে দিল এরিকের হাতে।

'একটা শপথ করব এবার,' বলল এরিক।

চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল সোয়ানহিল্ড।

'শপথ করছি,' বলল এরিক। 'এবার শীত আসার আগেই আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে ওসপাকারের মৃতদেহ, নয়ত নিজেই খতম হয়ে যাব ওর হাতে।'

'বেশ,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'তবে ওই পাপ মুখে তোলার আগে কথা দাও, ক্ষুদ্র একটা উপহার দেবে আমাকে। হয়ত আর কোনও দিন দেখাই হবে না তোমার সঙ্গে, তাই রেখে দিতে চাই সে-জিনিস স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।'

'কি চাও, সোয়ানহিল্ড? হোয়াইটফায়ার ছাড়া তো দেয়ার মত আর কিছুই নেই আমার।'

'হোয়াইটফায়ার তো চাইনি। তোমার সোনালি চুলের একটা গুচ্ছ দাও আমাকে।'

'একদিন শপথ করেছিলাম, গাদরাদা ছাড়া এই চুলের গুচ্ছ স্পর্শ করবে না কেউ।'

'শপথ তো ভেঙে গেছে, এরিক। গাদরাদা তো এখন কালো চুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত।'

'হ্যাঁ, ভেঙে গেছে সব শপথ,' গুঙিয়ে উঠল এরিক। 'বেশ, তোমার ইচ্ছেই তাহলে পূর্ণ হোক,' কোমর থেকে হোয়াইটফায়ার খুলে তুলে দিল সে সোয়ানহিল্ডের হাতে।

মৃদু হেসে হোয়াইটফায়ার দিয়ে এরিকের চুলের লম্বা একটা গুচ্ছ কেটে নিল সোয়ানহিল্ড।

তরবারিটা আবার কোষে ভরল এরিক।

'এবার পান কর,' চুলের গুচ্ছটা বুকের মাঝে লুকোতে লুকোতে বলল সোয়ানহিল্ড।

এক চুমুকে পাত্রটা শেষ করে ছুঁড়ে ফেলল এরিক। তৎক্ষণাৎ যেন রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে জ্বলে উঠল আগুন। ঝুঁকে পড়ল সোয়ানহিল্ড, ছুটে এল ফুলের সুবাস।

'শপথ ভেঙে গেছে, এরিক,' ফিসফিস করে বলল সোয়ানহিল্ড। 'এবার নতুন শপথ নেয়ার পালা!'

বিশ

স্বপ্ন দেখল এরিক। গাদরাদা এসে দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে, দৃষ্টিতে ভর করেছে রাজ্যের বিষণ্নতা। তার চুলের দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে যেন কথা বলে উঠল নরম স্বরে।

'কাজটা খুবই খারাপ করেছ, এরিক। আমাকে সন্দেহ করা তোমার উচিত হয়নি। আতলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার বোঝা তোমাকে এখন বয়ে বেড়াতে হবে সারাজীবন। সোয়ানহিল্ডকে দিয়ে চুল কাটিয়ে নিজের ভাগ্য তুমি সঁপে দিয়েছ সোয়ানহিল্ডের হাতে। পাপ করেছ তুমি, এরিক, অনেক মানুষকে এজন্যে আত্মাহুতি দিতে হবে।'

জেগে গেল এরিক। পাশেই স্খলিত বসনে শুয়ে আছে সোয়ানহিল্ড। চকিতে সব মনে পড়ে গেল তার। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল সে, নিশ্চয় ওই পাত্রে মেশানো ছিল কোনও আরক। আতলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ভাবতেই হাহাকার করে উঠল তার অন্তরটা, একই সাথে সোয়ানহিল্ডের ওপর ঘৃণায় রি রি করে উঠল সারা শরীর।

'ডাইনী!' চিৎকার ছাড়ল সে, 'এ কোন্ খেলা খেললে তুমি আমাকে নিয়ে? বল, কি মিশিয়েছিলে ওই পাত্রে, যার জন্যে এতখানি নিচে নামতে হল আমাকে?'

এরিকের এই মূর্তি দেখে খানিকটা পিছিয়ে গেল সোয়ানহিল্ড, তাকাল পিটপিট করে। কিছুক্ষণ পর সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'পুরুষ মানুষ মাত্রেই এরকম। প্রলোভনের ফাঁদে জড়িয়ে এখন কিনা আমাকেই দোষাচ্ছ? ছিঃ! এরিক, তুমি এভাবে আমার মাথাটা হেঁট করে দিলে?'

'সত্যি কথাটা তুমি ভাল করেই জান,' শান্ত কণ্ঠে বলল এরিক।

'শোন, এরিক,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আতলির বয়স হয়েছে, বেশি দিন আর বাঁচবে না ও। যেহেতু নিঃসন্তান, আমিই পাব ওর সমস্ত সম্পত্তি। তারপর তুমি হবে এখানকার নতুন আর্ল, চিরদিনের জন্যে আতলির স্ত্রী ধরা দেবে তোমার বাহুপাশে।'

'হ্যাঁ, স্বামীকে হত্যা করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়,' সব শোনার পর বলল এরিক। 'পৃথিবীর যাবতীয় অশুভ বাসা বেঁধেছে তোমার হৃদয়ে। এবার আমার কিছু কথা শুনে রাখঃ ভবিষ্যতে আর একবারও যদি এ-ঠোঁট স্পর্শ করে তোমার মুখ, অনন্ত নরকবাস হয় যেন আমার! আর একবারও যদি এ-চোখ তোমার সৌন্দর্য দেখে লোভী হয়ে ওঠে, অন্ধ হয়ে আমি যেন ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে! যদি কখনও এ-জিভ ফিসফিসিয়ে তোমার কানে কানে শোনায় ভালবাসার কথা, পচে ওটা যেন খসে পড়ে গোড়া থেকে!'

ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল সোয়ানহিল্ড, মাথাটা ধীরে ধীরে নেমে এল বুকের ওপর।

'বিদায়, সোয়ানহিল্ড,' বলল এরিক। 'জীবিত বা মৃত, কোনও অবস্থাতেই যেন আর দেখতে না হয় তোমার মুখ!'

এবারে মাথা তুলল সোয়ানহিল্ড। মুখ ফ্যাকাসে, চোখজোড়া ধকধক করছে জ্বলন্ত কয়লার মত।

'এত সহজে বিচ্ছেদ আমাদের হবে না, এরিক। ডাকিনীবিদ্যা আমি অযথা শিখিনি। জান তো, উপেক্ষিতা মেয়ের চেয়ে বড় শত্রু পৃথিবীতে নেই? গল্পের এই তো সবে শুরু, শেষটা লিখব রক্তের অক্ষরে।'

'লিখতে থাক। যে ক্ষতি করেছ আমার, তারচেয়ে বড় ক্ষতি আর করতে পারবে না,' চলে গেল এরিক।

কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল সোয়ানহিল্ড, তারপর দাঁড়িয়ে কেঁদে উঠল গলা ছেড়ে।

'এরিকের ঘৃণা পাবার জন্যে কি বিক্রি করে দিয়েছি আমার আত্মা? এজন্যেই কি ডাইনী সেজেছি? এজন্যেই কি গতরাতে এত নিচে নামলাম? এখন এরিক গিয়ে আতলিকে শোনাবে সেই গল্প। না, সে-সুযোগ ওকে দেয়া যাবে না, ওর আগেই অন্য গল্প শোনাব আমি আতলিকে। ভেতরে জ্বলে উঠেছে প্রতিহিংসার আগুন! এরিক, তোমাকে আর গাদরাদাকে মৃত

দেখতে চাই আমি! তারপর আসে আসুক আঁধারের আতঙ্ক! এখন কাজ করতে হবে শিগগির—খুব শিগগির!'

কিছু খেয়ে, শিরস্ত্রাণ আর বর্ম এঁটে, হোয়াইটফায়ার এবং বর্শা নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল এরিক। পুরুষদের প্রবেশদ্বারের নিকট রোদে মাছ শুকোতে দিচ্ছিল কয়েকজন মেয়ে। শুভেচ্ছা জানিয়ে এরিক তাদের বলল, সে যাচ্ছে দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে, ঠিক যেখানটায় জাহাজ ডুবেছিল। আতলি এলে যেন তারা এ-সংবাদটা দেয়, আর্লের সঙ্গে অনেক কথা আছে তার।

এরকম সশস্ত্র অবস্থায় এরিককে দেখে অবাক হল মেয়েরা, কিন্তু নিশ্চয় কোনও কাজ আছে ভেবে কিছু বলল না।

ধীরে ধীরে যথাস্থানে এসে বসে পড়ল এরিক, সারাটা দিন কাটিয়ে দিল সাগরের দিকে চেয়ে।

ওদিকে কোলকে ডেকে দু'জনে মিলে একটা ষড়যন্ত্র খাড়া করল সোয়ানহিল্ড। তারপর কোলকে পাঠিয়ে দিল সাগর তীরে, আতলি পৌঁছামাত্র নিয়ে আসবে তার কাছে।

এরপর যথাসম্ভব দ্রুত আসতে বলে হলের কাছে একটা লোক পাঠাল সোয়ানহিল্ড।

ধীরে ধীরে বিকেল গড়াল। সন্ধ্যার দিকে তীরে এসে ভিড়ল আতলির নৌকোর বহর। সামনে গিয়ে কুর্ণিশ করল কোল।

'কে তুমি? কি চাও?' জানতে চাইল আতলি।

'আমি আইসল্যাণ্ড থেকে এসেছি। প্রভু হয়ত মিদালহফে দেখে থাকবেন আমাকে। এখানে আমাকে পাঠিয়েছেন লেডি সোয়ানহিল্ড. এখনই তিনি কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।' হঠাৎ স্কালাগ্রিমের ওপর চোখ পড়ায় চুপিসারে সে-স্থান ত্যাগ করল কোল।

কথাটা শুনেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল আতলি. দ্রুত পায়ে রওনা দিল সে প্রাসাদ অভিমুখে।

আপন কক্ষে এলোচুলে বসেছিল সোয়ানহিল্ড, চোখ দু'টো কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে।

'কি বলতে চাও, সোয়ানহিল্ড?' জিজ্ঞেস করল আতলি। 'চেহারাটা অমন লাগছে কেন?'

'কেন এমন লাগছে, প্রভু?' ভারী গলায় বলল সোয়ানহিল্ড। 'এখন এমন

একটা গল্প বলতে হবে তোমাকে, যা বলার কোনও ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না,' থেমে গেল সে।

'বল, বল,' উদ্বেগ ফুটল আতলির কণ্ঠে। 'এরিকের কিছু হয়েছে?'

এবারে ফিসফিস করে মিথ্যে একটা গল্প শোনাল সোয়ানহিল্ড।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল আতলি, তারপর ফ্যাকাসে মুখে টলতে টলতে পিছিয়ে গেল কয়েক ধাপ।

'মিথ্যে কথা!' বলল আর্ল। 'এরিক ব্রাইটিজ কখনও এমন কাজ করতে পারে না।'

'আহ্, যদি আমিও তোমার মত ভাবতে পারতাম!' জবাব দিল সে। 'যদি ভাবতে পারতাম, এটা একটা অশুভ স্বপ্ন! কিন্তু হায়! এটা তো স্বপ্ন নয়। যা বলেছি, সবই সত্যি। এখনই আমি তা প্রমাণ করে দিচ্ছি। একটু অপেক্ষা কর, মার ক্রীতদাস কোলকে ডাকি। তুমি বোধ হয় এখনও জান না, মা মারা গেছে।'

'ডাক তোমার কোলকে,' আতলির স্বর কঠিন।

অতএব কোল এল এবং মিথ্যে গল্পটা বলল নিষ্কম্প কণ্ঠে।

'এবার আমি নিশ্চিত হলাম, সত্যিই বলেছ তুমি,' কোল চলে যেতে বলল আতলি। 'এই মুহূর্তে এরিকের সাথে দেখা করতে বেরোব আমি।'

ওদিকে প্রাসাদে ঢুকেই এরিকের কথা জিজ্ঞেস করল স্কালাগ্রিম। মেয়েরা জানাল, সকালেই সশস্ত্র অবস্থায় সাগরের তীরে গেছে এরিক, এখনও ফেরেনি।

'তাহলে নিশ্চয় লড়াইয়ের ব্যাপার, এ-সুযোগ আমি হারাতে চাই না,' মাথার ওপর কুঠার ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড় দিল স্কালাগ্রিম। একটা পাথরের ওপর বসে সাগরপানে তাকিয়ে আছে এরিক। ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে, ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

'কি খুঁজছ, প্রভু?' জানতে চাইল বেয়ারসার্ক।

'শান্তি,' বলল এরিক। 'কিন্তু পাচ্ছি না।'

'এই বেশে? সত্যিই অবাক করলে।'

'এর চেয়েও অবাক ব্যাপার আছে, স্কালাগ্রিম। শুনবে সে-গল্প?' ঘটনাটা খুলে বলল এরিক।

'বলেছিলাম না, লণ্ডনেই ভাল থাকব আমরা? ঘুঘুর হাত থেকে পালাতে

গিয়ে পড়ে গেছ বাজের কবলে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, বাজই বটে। আতলির সঙ্গে কিছু কথা সেরেই চলে যাব এখান থেকে।'

'এখনই এসে পড়বে আর্ল। হোয়াইটফায়ারের ধার ঠিক আছে তো, প্রভু?'

'যথেষ্ট ধার আছে চুল কাটার পক্ষে, কিন্তু আতলির বিরুদ্ধে এ-তরবারি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে।'

'সে দেখা যাবে,' বলল স্কালাগ্রিম। 'তবে তোমার ক্ষতি হলে বেহায়া মেয়েটিকে আমি ছাড়ব না।'

'চুপ কর,' বলল এরিক। প্রায় সাথেসাথেই বেশ কিছু লোকজনসহ এসে উপস্থিত হল আতলি।

উঠে দাঁড়াল এরিক, চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি। আতলি ছটফট করছে পিঞ্জরা-বদ্ধ নেকড়ের মত।

'ঘটনাটা আর্লের জানা মনে হচ্ছে,' বলল স্কালাগ্রিম।

'তাহলে বলার হাত থেকে বাঁচি,' জবাব দিল এরিক।

প্রচণ্ড রাগে প্রথমটায় কথা বলতে পারল না আতলি, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে পেল নিজেকে।

'ওই লোকটাকে দেখছ তোমরা?' তরবারি নির্দেশ করল সে এরিকের দিকে। 'গত কয়েক মাস ধরে ও আমার অতিথি। খাইয়েছি, পরিয়েছি, ভালবেসেছি আপন সন্তানের মত। আর সে-ঋণ ও কিভাবে শোধ করেছে জান? বর্ণনা দেয়ার ভাষা আমার নেই।'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা,' সায় দিল এরিক। গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে, তরবারির বাঁট চেপে ধরল কেউ কেউ।

'সত্যি, কিন্তু পুরো সত্যি নয়,' গর্জে উঠল স্কালাগ্রিম। 'মনে হয় আর্লের কানে গেছে বিকৃত একটা গল্প।'

'এ-সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না,' বলল এরিক।

'এখনই জানবে,' এরিকের চোখের সামনে তরবারি দোলাতে লাগল আতলি। 'লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হও!'

'না, আর্ল, আপনার বয়স হয়েছে, তাছাড়া অপরাধের এই বোঝা মাথায় নিয়ে আমি লড়াই করতে পারব না।'

'তুমি কি কাপুরুষও তাহলে?' বলল আতলি।

'কারও কারও ধারণা অবশ্য ভিন্ন,' জবাব দিল এরিক। 'তবে এ-কথা ঠিক যে শোক শক্তি ক্ষয় করে ফেলে। আপনার সঙ্গে দশজন লোক আছে। নিজে না এসে ওদের বরং পাঠিয়ে দেন। লড়াই করতে থাকুক ওরা, যতক্ষণ না আমি মারা পড়ি।'

'দশজনের বিপক্ষে একা!' বলল স্কালাগ্রিম। 'তার চেয়ে এস, পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনে মিলে খেলি খেলাটা।'

'না,' চিৎকার করে উঠল আতলি। 'এ আমার লজ্জা, মুছে দিতে হবে আমাকেই। সোয়ানহিল্ডকে কথা দিয়েছি, তোমার রক্ত দিয়ে শান্ত করব ওর অপমানের জ্বালা। তৈরি হও!'

হোয়াইটফায়ার কোষমুক্ত করে ঢাল তুলে ধরল এরিক। ছুটে গিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে একটা কোপ মারল আতলি। ঢালে সে-আঘাত প্রতিহত করল এরিক, কিন্তু পাল্টা আঘাত হানল না।

'কাপুরুষ! কাপুরুষের শেষ!' আবার চিৎকার ছাড়ল আতলি। 'দেখ সবাই, লড়াই করতে ভয় পাচ্ছে এরিক ব্রাইটিজ। পাল্টা আঘাত হানতেও যে ভয় পায়, তাকে হত্যা করার মত মানসিকতা আমার হয়নি এখনও। কাপুরুষটাকে ধরে নিয়ে যাও তোমরা, একটা নৌকোয় তুলে বিদায় করে দাও এই দ্বীপ থেকে।'

শরীরের সমস্ত রক্ত এসে জমল এরিকের মুখে, আঘাত লেগেছে তার পৌরুষে।

'তৈরি হন, আর্ল,' বলল সে। 'নিজের জীবন দিয়ে এই মন্তব্যের মাশুল গুনতে হবে আপনাকে। আজ পর্যন্ত এরিক ব্রাইটিজকে কাপুরুষ বলার সাধ্য কারও হয়নি।'

হেসে উঠল আর্ল। একটা ঢাল বাগিয়ে দ্রুত ছুটে এসে কোপ মারল আবার।

পাশ কাটাল এরিক, চোখের পলকে নেমে এল হোয়াইটফায়ার। ঢাল তুলল আতলি, কিন্তু ঢাল আর বর্ম ফুটো করে তরবারি বিদ্ধ হল এক পাশে।

পড়ে গেল বৃদ্ধ আর্ল, হোয়াইটফায়ারে ভর দিয়ে এরিক তাকিয়ে রইল সেদিকে।

'আর্ল,' বলল সে। 'মরা উচিত ছিল আমার, আর আপনার দাঁড়িয়ে থাকা

উচিত ছিল এইখানে। নিজের হাতে আমি যেন আমার বাবাকে খুন করলাম! আহ্, সবকিছুর মূলে রয়েছে সোয়ানহিল্ড!'

এরিকের বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উবে গেল আতলির সমস্ত রাগ।

'এরিক,' বলল সে। 'কাছে এস। সোয়ানহিল্ডের কথা আমার এখনও বিশ্বাস হয় না।'

'কী বলেছে আপনাকে সোয়ানহিল্ড?'

সব খুলে বলল আর্ল।

শোনার পর এরিকও সব খুলে বলল।

গুঙিয়ে উঠল আতলি। 'সমস্ত বুঝতে পারছি এখন। ওই ডাইনীই জাদুর সাহায্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে এই দ্বীপে, ওর জন্যেই আজ মরতে হচ্ছে আমাকে। সাবধান, এরিক! ওর হাত থেকে কিন্তু তুমি সহজে রেহাই পাবে না!'

সামান্য দম নিয়ে আবার বলতে লাগল আতলিঃ

'সাথীগণ, সময় ফুরিয়ে আসছে। এবার তিনটে শপথ কর আমার কাছে। এরিক আর স্কালাগ্রিমকে নিরাপদে যেতে দেবে এখান থেকে, কারণ, লড়াইয়ে আমিই বাধ্য করেছি এরিককে; সোয়ানহিল্ডকে জানাবে যে সে একটি খুনী, বেশ্যা, ডাইনী, আর মিথ্যুক—মরার আগে তার সম্বন্ধে এ-সবই আমার ধারণা; এবং হত্যা করবে গ্রোয়া ক্রীতদাস কোলকে। শপথ করেছ তোমরা?'

'শপথ করছি,' বলল সবাই সমস্বরে।

'তাহলে বিদায়! বিদায়, এরিক ব্রাইটিজ! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার হাতটা ধরে রাখ। নতুন একটা নামকরণ করব তোমার। আজ থেকে তুমি পরিচিত হবে "হতভাগ্য এরিক" নামে। বিদায়!'

আর্ল আতলির মাথাটা ঢলে পড়ল এক পাশে। তার মৃত্যুর সাথে সাথে আলোর শেষ রশ্মিটুকু মিশে গেল আকাশ থেকে।

একুশ

আতলি যেদিন মারা গেল, সেরাতেই হলকে নিজের ঘরে ডেকে সোয়ানহিল্ড বলল, পর দিন ভোরেই তাকে রওনা দিতে হবে আইসল্যাণ্ড অভিমুখে। সেখানে গিয়ে হলকে যা যা করতে হবে, সে-বিষয়ে নির্দেশ দিল সে।

'আইসল্যাণ্ডে পৌঁছে তুমি বলে বেড়াবে,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'অনেক দিন থেকেই এরিকের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক ছিল আমার। ঘটনাটা আতলির কানে যাবার পর রাগে-দুঃখে পাগল হয়ে এরিককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে সে, এবং মারা পড়ে। খুব শিগগিরই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব আমরা দু'জন, তারপর এরিকই হবে অর্কনির শাসনকর্তা। কথাগুলো লোকমুখে ফিরতে ফিরতে অবশ্যই একসময় গাদরাদার কানে যাবে। তৎক্ষণাৎ তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সে। গল্পটা গাদরাদাকে তখন আবার একবার শোনাবে। তারপর এই কাটা চুলের প্যাকেটটা তুলে দেবে তার হাতে। চুলে লেগে থাকা চিট্‌চিটে বস্তু সম্বন্ধে জানতে চাইলে বলবে, ওটা আতলির রক্ত। কাজে ব্যর্থ হলে তোমার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। যাও। কাজ কেমন করলে দেখার জন্যে আমিও শিগগির যাচ্ছি আইসল্যাণ্ডে।'

কথা শেষে জাহাজের ভাড়া আর কিছু উপহার দিয়ে হলকে বিদায় করল সোয়ানহিল্ড।

আতলির মৃতদেহ ধরাধরি করে হলঘরে নিয়ে এল এরিক। কিছুক্ষণ পরই চলে গেল সঙ্গে আসা লোকগুলো।

'এবার কোথায় যাবে, প্রভু?' বলল স্কালাগ্রিম।

'কোথায় যাওয়া উচিত মনে হয় তোমার?' বলল এরিক।

'চল, লণ্ডনে ফিরে গিয়ে সব খুলে বলি রাজাকে। এখান থেকে লণ্ডন অনেক দূর। অর্কনির এক আর্লের মৃত্যুকে গুরুত্ব দেয়ার মত সময় রাজার আছে বলে মনে হয় না।'

'একটা জায়গাতেই যাব আমি, আইসল্যাণ্ডে,' বলল এরিক। 'এজন্যে হয়ত বন্ধু হারাতে হবে, বধূও পাব না। তবে হ্যাঁ, দেখা হবে ওসপাকারের সাথে।'

'শোন, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'শীতটা কি লণ্ডনেই কাটাতে বলিনি আমি? শুনলে না সে-কথা। ফলে কি হল? জাহাজ ডুবল, সাথীদের হারালাম, নষ্ট হল তোমার সুনাম। তবে আশার আলো নিবে যায়নি এখনও। আমি বলি কি, প্রভু, কাজ নেই আইসল্যাণ্ডে গিয়ে, ওই দেশ তোমার জন্যে শুধু দুর্ভাগ্যই বয়ে আনবে। তার চেয়ে চল, দক্ষিণে যাই, যেখানে সোয়ানহিল্ড বা গাদরাদা নেই, নেই বিয়র্ন কিংবা ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ।'

'হয়ত শান্তি আছে দক্ষিণে,' বলল এরিক। 'তবু আমি আইসল্যাণ্ডেই যাব। দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হতেই হবে আমাকে—নাম যে আমার হতভাগ্য এরিক। বাঁচি বা মরি, কিছু যায় আসে না—আনন্দ আর অবশিষ্ট নেই জীবনে। পাহাড়-চূড়োর ফারের মতই আমি নিঃসঙ্গ, মুখ বুজে ঝড় আর শিলাবৃষ্টি সহ্য করাই যার নিয়তি। আমার মত লোকের সাথে নিজের ভাগ্য কেন জড়াবে, স্কালাগ্রিম? লণ্ডনে যেতে মন চাইছে তোমার, চলে যাও। তোমাকে দেখে রাজা খুশিই হবেন।'

'মৃত্যু ছাড়া আমাদের বন্ধন ছিন্ন হবে না, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'চল উত্তরেই যাই।'

দু'জনে এল সাগর তীরে, একটা নৌকো পেয়ে রওনা দিল চাঁদ ওঠার পর।

দু'দিন পর উইক থেকে ফারেজগামী একটা জাহাজে চাপল তারা।

ফারেজে আর্লের প্রাসাদে না গিয়ে তারা উঠল এক কৃষকের বাড়িতে। আতলির ঘটনা পৌঁছে গেছে এখানে, কিন্তু তা নিয়ে বিদ্রূপ করার সাহস পেল না কেউ। কারণ, দু'জন সে-চেষ্টা করে মারা যেতে বসেছিল স্কালাগ্রিমের হাতে।

মাসখানেক ফারেজে বসে বসে কাটাবার পর একদিন তারা রওনা দিল

আইসল্যাণ্ডের পথে।

আতলির মৃতদেহের সামনে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল সোয়ানহিল্ড। উপস্থিত লোকেরা জানাল, মৃত্যুর পূর্বে স্ত্রী সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করে গেছে আর্ল। সব শুনে সোয়ানহিল্ড বললঃ

'রক্তপাতের ফলে সেসময় মাথার ঠিক ছিল না তাঁর। যে গল্পটা তাঁকে শুনিয়েছি, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। এমন একজন ভাল মানুষকে হত্যা করে এরিক তার পাপের ষোলকলা পূর্ণ করেছে।'

এরপর কথার জাদুতে ধীরে ধীরে সবাইকে বশীভূত করে ফেলল সোয়ানহিল্ড। সন্দেহ পুরোপুরি না ঘুচলেও মন তাদের অনেকটা নরম হয়ে এল।

এবারে তারা খুঁজে বের করল কোলকে। তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারার সাথেসাথে চিৎকার ছেড়ে দৌড় দিল কোল। তাকে রক্ষার কোনও চেষ্টাই করল না সোয়ানহিল্ড। কোল মরলেই তার লার্ভ, অপকর্মের আর কোনও সাক্ষী থাকে না। তাড়া খেতে খেতে পাহাড়ে উঠল কোল, তবু পিছু ছাড়ল না আতলির লোকেরা। অবশেষে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিল সে, বরণ করল মর্মান্তিক মৃত্যু।

আতলির মৃত্যুর ছয় সপ্তাহ পর বিরাট একটা যুদ্ধ-জাহাজে করে আইসল্যাণ্ডের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল সোয়ানহিল্ড। জানিয়ে দিল, সে যাচ্ছে আর্লের হত্যার বিচার চাইতে।

যথাসময়ে আইসল্যাণ্ডে পৌঁছে প্রচার কার্য শুরু করে দিল হল। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই আনাচেকানাচে কানাঘুষা করতে দেখা গেল লোকজনকে। কথাগুলো একসময় বিয়র্নের কানে যেতে ডাক পড়ল হলের।

'চল,' সব শুনে মাথা ঝাঁকাল বিয়র্ন। 'গাদরাদার কাছে যাই। দেখি, ও কি বলে।'

গান গাইতে গাইতে হলঘরে পায়চারি করছিল গাদরাদা।

'কেমন আছ, গাদরাদা?' হাসল বিয়র্ন। 'কোনও সংবাদ পেয়েছ এরিক ব্রাইটিজের?'

'না,' জবাব দিল গাদরাদা।

'হল কিছু সংবাদ এনেছে।'

'সত্যি, হল?' সামনে এসে দাঁড়াল গাদরাদা। 'বল, বল, অনেকদিন আমি ওর কোনও সংবাদ পাইনি।'

'সংবাদ ভাল নয়।'

'এরিক কি মারা গেছে? এ-দুঃসংবাদ দেবে না নিশ্চয়?'

'মরার চেয়েও খারাপ, কলঙ্কিত হয়েছে সে।'

'মিথ্যে কথা, এরিক কখনও কলঙ্কিত হতে পারে না।'

'শুনলে আর সে-কথা বলবেন না। ঘটনাটা বলতেও মুখে বাধছে, হাজার হলেও একই জাহাজে ছিলাম আমরা।'

'বল,' কঠিন হয়ে উঠল গাদরাদার স্বর। 'কিন্তু সাবধান, একটা কথাও যদি মিথ্যে হয়, মৃত্যু তোমার অনিবার্য।'

ভয় পেল হল, চোখের সামনে ভেসে উঠল স্কালাগ্রিমের কুঠার। তাই বর্ণনা দিল সে গোড়া থেকে। লড়াই, জাহাজডুবি, সোয়ানহিল্ড কর্তৃক এরিক আর স্কালাগ্রিমের উদ্ধার—কিছুই বাদ গেল না।

'জাদুর কাজ মনে হচ্ছে,' বলল গাদরাদা।

এরপর হল বর্ণনা করল এরিকের প্রেমে পড়ার কাহিনী।

'এমনটা হতেই পারে, সোয়ানহিল্ডের কাজই মানুষকে প্রলুব্ধ করা,' বলল গাদরাদা। তবে ক্রোধ আর প্রচণ্ড ঈর্ষা আগুন জ্বালিয়ে দিল তার বুকে।

এরপর হল জানাল কিভাবে আতলি দ্য গুড নিহত হল এরিকের হাতে। তবে মরার আগে আতলি কি বলেছিল, সে-বিষয়টা হল চেপে গেল।

'এটা এরিকের অন্যায় হয়েছে,' বলল গাদরাদা। 'আর্ল ওকে খুব ভালবাসত। তবে এমনও হতে পারে, আত্মরক্ষার্থে কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে।'

এবারে হল বলল, শিগগিরই সোয়ানহিল্ডকে বিয়ে করে এরিক হতে চলেছে অর্কনির নতুন শাসনকর্তা।

গাদরাদা জানতে চাইল, তার গল্প শেষ হয়েছে কি না।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হল। 'গল্প আমার এখানেই শেষ। ওই ঘটনার পরপরই আইসল্যাণ্ডের পথে বেরিয়ে পড়ি আমি। এখন চলে যাব আমি, তবে যাওয়ার আগে সোয়ানহিল্ডের পাঠানো এই ক্ষুদ্র উপহার,' বুক পকেট থেকে লিনেনের একটা প্যাকেট বের করল সে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল গাদরাদা, খোলার সাহস পেল না। কিন্তু বিয়র্নের মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখে তুলে নিল একটা কাঁচি। প্যাকেটটা কাটতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল শুকনো রক্ত লেগে থাকা একগুচ্ছ সোনালি চুল।

'কার চুল এগুলো?' চিনতে পারা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল গাদরাদা।

'এরিকের,' বলল হল। 'কেটে দিয়েছে সোয়ানহিল্ড।'

'হ্যাঁ, এগুলো এরিকেরই চুল,' বলল গাদরাদা—'যা আর কাউকে দিয়ে কাটাবে না বলে শপথ করেছিল ও। এবার বল, চুলে লেগে থাকা এই রক্তটা কার?'

'আর্ল আতলির।'

ফায়ারপ্লেসের পাশে গিয়ে প্যাকেটটা আগুনে ফেলে দিল গাদরাদা। চুলগুলো পুড়ে ছাই হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর বুকফাটা এক আর্তনাদ ছেড়ে ছুটে পালাল হলঘর থেকে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বিয়র্ন আর হল।

'তোমার এখন চলে যাওয়াই ভাল,' বলল বিয়র্ন। 'সংবাদগুলো অবশ্য আমার উপকার করল, কিন্তু এর একটাও মিথ্যে হলে কপালে দুর্ভোগ আছে তোমার। এরিকের সাথে লড়াই করার চেয়ে নেকড়ের মুখোমুখি হওয়াও অনেক সোজা।'

হলের চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল স্কালাগ্রিমের কুঠার, কেটে পড়ল সে দ্রুত পায়ে।

ওইদিনই বিয়র্নকে ডাকতে এল গাদরাদার এক দূত। বিয়র্ন গিয়ে দেখল, বিছানায় বসে আছে গাদরাদা। মুখ ফ্যাকাসে, চোখ দু'টো জ্বলছে।

'এভাবে তোমাকে দুঃখ দেয়া উচিত হয়নি এরিকের,' বলল বিয়র্ন।

'ওর কথা আর বল না,' হাত তুলল গাদরাদা। 'যে অপকর্ম করেছে, তার প্রতিফল ও পাবে। এখন শোন, বিয়র্ন। তুমি এখনও চাও, ওসপাকারকে আমি বিয়ে করি?'

'নিশ্চয়। ওসপাকারের চেয়ে উপযুক্ত বর সারা আইসল্যাণ্ডে নেই। ওকে যদি তুমি বিয়ে কর, অনেক বন্ধু পাব আমি।'

'বেশ। তাহলে দূত পাঠাও সোয়াইনফেলে। এখনও যদি গাদরাদাকে

বিয়ে করার ইচ্ছে থাকে ওসপাকারের, আসুক সে মিদালহফে। উঁহুঁ, এরিক আর ওসপাকার সম্বন্ধে আর কিছু বল না। একজনের অনেক কিছু দেখলাম এবং শুনলাম, আগামী বছরগুলোতে আরেকজনের অনেক কিছু দেখতে এবং শুনতে হবে।'

বাইশ

এরিক আর স্কালাগ্রিম আইসল্যাণ্ডে আসার পঁয়ত্রিশ দিন আগে সেখানে এসে পৌঁছুল সোয়ানহিল্ড। প্রথম প্রথম তাকে এড়িয়ে চলল সবাই। কিন্তু মানুষের মন কিভাবে জয় করতে হয় সোয়ানহিল্ডের তা জানা আছে। আতলিকে সে যে গল্প শুনিয়েছিল, সেই একই গল্প শোনাতে লাগল সবাইকে। ফলে ধীরে ধীরে এরিকের ওপর বিষিয়ে উঠল মানুষের মন। সোয়ানহিল্ড ঠিক করল, অর্থাৎ গিয়ে আতলিকে হত্যার জন্যে সে নালিশ করবে এরিকের বিরুদ্ধে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাইবে তার সম্পত্তির অর্ধেক। এছাড়া চেষ্টা করবে যাতে শাস্তির মেয়াদও বৃদ্ধি হয়।

বিচার শুরুর দিন লোকজন আর পুত্র গিজারসহ উত্তর থেকে এসে উপস্থিত হল ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ। মন তার খুব খুশি, এখান থেকে মিদালহফে যাবে গাদরাদাকে বিয়ে করতে।

একটু পরেই এল সোয়ানহিল্ড। ওসপাকার তাকে চিনতে পারল না, কিন্তু ভুল হল না গিজারের।

'আরে! এ যে সোয়ানহিল্ড,' বলল সে হাসিমুখে।

এবারে তাকে অভিবাদন জানাল ওসপাকার।

'আপনার কাছে আমার অনুরোধ,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'আমার স্বামীকে হত্যার জন্যে এরিকের বিরুদ্ধে যে নালিশ করতে যাচ্ছি, সে-ব্যাপারে একটু

সাহায্য করবেন।'

'একেবারে ঠিক মানুষের কাছেই এসেছেন আপনি,' হেসে জবাব দিল ওসপাকার। 'এরিকের বিরুদ্ধে যদি আপনার একটা নালিশ থাকে, তাহলে আমার রয়েছে দশটা।'

'আরেকটা অনুরোধ,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'আমার হয়ে লড়তে হবে আপনার ছেলে গিজারকে। আমি জানি, পুরো আইসল্যাণ্ডে তার চেয়ে বড় আইনজ্ঞ আর কেউ নেই।'

'নিশ্চয় লড়ব,' সায় দিল গিজার।

'বিনা পারিশ্রমিকে লড়াব না,' গিজারের দিকে চেয়ে সোয়ানহিল্ডের চোখজোড়া নেচে উঠল অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে। আবার সেই মিথ্যে গল্পটা শুনিয়ে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরে এল সোয়ানহিল্ড। মন তার খুব খুশি। হল্ তাহলে ঠিকমতই কাজ চালিয়েছে, গাদরাদাকে বিয়ে করতে এসেছে ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ।

গিজার লড়ল সোয়ানহিল্ডের পক্ষ নিয়ে। শেষমেষ অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এরিকের অনুপস্থিতিতেই রায় দেয়া হল তার বিপক্ষে। বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল বিয়র্ন, এরিককে যে একেবারেই পছন্দ করে না। সে চায় না, ওসপাকারের সঙ্গে গাদরাদার বিয়ে হবার আগে এরিক আসুক আইসল্যাণ্ডে। কে জানে, গাদরাদার ঘৃণা আবার ভালবাসায় রূপান্তরিত হবে কি না। ফলে আবার আউট-ল ঘোষণা করা হল এরিককে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অর্ধেক দেয়া হল সোয়ানহিল্ডকে, অর্ধেক আত্মীয়স্বজনদের। এছাড়াও বলা হল, এরিক আইসল্যাণ্ডে পা দিলে যে কেউ তাকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে পারে।

বিচার শেষে ওসপাকার, বিয়র্ন আর গিজার রওনা দিল মিদালহফের পথে। কিন্তু সোয়ানহিল্ড গেল ওয়েস্টম্যানে। এরিকের অপেক্ষায় কিছুদিন কাটাতে চায় সে কোল্ডব্যাকে। তাছাড়া ওসপাকারের বিয়েতে যোগদানেরও একটা ইচ্ছে রয়েছে, যেহেতু নিমন্ত্রণ দিয়েছে বিয়র্ন।

মিদালহফে পৌঁছে ওসপাকার দেখল, গাদরাদা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অভিবাদন জানাল তাকে গাদরাদা, কিন্তু সে চুমু দিতে যেতেই পিছিয়ে গেল কয়েক পা। রি রি করে উঠল গাদরাদার সারা শরীর, জীবনে সে বুঝি আর কাউকে এত ঘৃণা করেনি।

রাতে ভোজের আয়োজন করা হল হলঘরে। এরিককে আবার আউট-ল

ঘোষণা করা হয়েছে শুনে গাদরাদা বললঃ

'কারও অনুপস্থিতিতে বিচার করা ভীষণ অন্যায়।'

'গাদরাদা,' কানে কানে বলল বিয়র্ন। 'তুমিও কি এরিকের বিচার ওর অনুপস্থিতিতেই করনি?'

এরিকের বিষয়ে গাদরাদা আর কিছু বলল না, কিন্তু বিয়র্নের কথাগুলো আঘাত হানল তীরের মত। সোয়ানহিল্ডের গল্পটা এখন তার মনে হল মস্ত এক ফাঁকি। চুলের গোছা পাঠিয়ে সোয়ানহিল্ড জানাল, অচিরেই বিয়ে হতে যাচ্ছে তার এরিকের সঙ্গে। অথচ সেই সোয়ানহিল্ডই আবার নালিশ করছে এরিকের বিরুদ্ধে। তাহলে—তাহলে কি পরে দেখা যাবে এরিকের কোনও দোষ নেই? শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ থেমে যেতে চাইল গাদরাদার। কিন্তু এরিক যদি নির্দোষও হয়, শোধরাবার আর সময় নেই। তাছাড়া, এরিক কি এখন আউট-ল নয়? অযথা কাউকে আউট-ল ঘোষণা করা হয় না। উঁহুঁ, এসব নিয়ে আর ভাববেই না সে, নিজেকে সঁপে দেবে ভাগ্যের হাতে।

পর দিন সকালে আপন কক্ষে একাকী বসে আছে গাদরাদা, এক বাঁদী এসে জানাল, এরিক ব্রাইটিজের মা সেভুনা তার সাথে দেখা করতে চায়।

প্রথমটায় নিষেধ করে দিতে চাইল গাদরাদা, পরে মনটা নরম হয়ে এলে আনতে বলল সে সেভুনাকে। একটু পরেই চারজন বেহারা সেভুনাকে নিয়ে এল একটা চেয়ারে করে। সেভুনার দু'চোখই এখন অন্ধ, তবে শরীরটা মোটামুটি ঋজুই আছে। গাদরাদা লক্ষ্য করল, মায়ের সঙ্গে পুত্রের রয়েছে চেহারার আশ্চর্য মিল। রাগলে এরিককে অবিকল সেভুনার মত দেখায়।

'আমি কি আসমুণ্ডের মেয়ের কাছে এসেছি?' জানতে চাইল সেভুনা। 'তার নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি মনে হয়।'

'এই তো আমি, মা,' বলল গাদরাদা। 'বলুন, কেন এসেছেন?'

'বেহারা,' বলল সেভুনা। 'এখানেই আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাও তোমরা। এই মেয়ের সাথে আমি একা কিছু কথা বলতে চাই।'

তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বেহারারা।

'গাদরাদা,' বলল সেভুনা। 'প্রায় মৃত্যু-শয্যা থেকে উঠে এসেছি আমি স্রেফ তোমাকে সাবধান করে দিতে। শুনলাম, শপথ করা সত্ত্বেও এরিককে ত্যাগ করে বিয়ে করতে যাচ্ছ তুমি ওসপাকার ব্ল্যাকটুথকে। আর সবকিছুর মূলে নাকি রয়েছে হলের একটা গল্প, জন্মের পর থেকে যে হল মিথ্যে ছাড়া

আর কিছু বলেনি। এছাড়াও শুনলাম, অর্কনি থেকে সোয়ানহিল্ড এসে নালিশ করেছে এরিকের বিপক্ষে, যার ফলে আবার আউট-ল ঘোষণা করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ওর সমস্ত জমি। বল, গাদরাদা, এসব কি সত্যি?'

'সব সত্যি, মা,' জবাব দিল গাদরাদা।

'তাহলে শোন, মেয়ে। এরিক আমারই পুত্র, আমার চেয়ে বেশি ওকে কেউ চেনে না। এমন জঘন্য একটা কাজ ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আর যদি করেও থাকে, তার পেছনে রয়েছে সোয়ানহিল্ডের চালাকি। ডাইনী মায়ের ডাইনী মেয়ে—সোয়ানহিল্ডকে তুমি চেন না? ওর মা গ্রোয়ার কথা এর মধ্যেই ভুলে গেছ? বল, গাদরাদা, বল, এসব জে নশুনেও কি তুমি এরিককে ত্যাগ করবে?'

'সন্দেহের আর অবকাশ নেই, মা,' বলল গাদরাদা। 'আমি প্রমাণ পেয়েছি যে এরিক আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

'এসবই তোমার কল্পনা, বাছা। বিরাট ভুল করতে যাচ্ছ তুমি। এরিক তোমাকে আগের মতই ভালবাসে, চিরদিনই ভালবাসবে।'

'আহ্, কথাটা যদি বিশ্বাস করতে পারতাম!' বলল গাদরাদা। 'যদি বিশ্বাস করতে পারতাম, এরিক এখনও ভালবাসে আমাকে, ওসপাকারকে বিয়ের চেয়ে বরং আত্মহত্যা করতাম!'

'ভীষণ বোকা তুমি, গাদরাদা, আর এই বোকামির জন্যে পরে তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে। ধীর পায়ে মৃত্যু এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ঘৃণা, ভালবাসা, আশা বা আতঙ্কের আর কোনও ভূমিকাই নেই জীবনে। তবে জীবনের প্রান্তে এসেও এ-কথা বলতে পারি যে, সেই মেয়ে হল পাগল, যে ভালবাসার পাত্রকে ত্যাগ করে ঘৃণিত কাউকে বিয়ে করে। জীবন জুড়ে তার রইবে শুধু বঞ্চনা আর হাহাকার!'

ডুকরে কেঁদে উঠল গাদরাদা। 'যা হবার হয়ে গেছে। পাত্র বসে আছে হলঘরে, কনে তার জন্যে অপেক্ষা করছে—না, না, ওসপাকারের হাত থেকে নিস্তার পাবার কোনও আশাই আর আমি করতে পারি না।'

'আশা এখনও আছে, তবে কিছুক্ষণ পর সত্যিই আর থাকবে না। বিদায়, গাদরাদা! কোনদিনই আর দেখা হবে না তোমার সাথে। নির্লজ্জ তুমি, বিশ্বাসঘাতিনী, মূর্খ ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে নিজেকে তুমি আজ ঘৃণিত লোকের বাহুবন্ধনে সঁপে দিতে প্রস্তুত! বেহারারা এস, এক মুহূর্তও আমি

আর এখানে থাকতে চাই না।'

বেহারারা এসে সেভুনাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল গাদরাদা, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কাঁদতে কাঁদতে ছুটল হলঘরের উদ্দেশে।

ওদিকে হলঘর পেরোতে গিয়ে সেভুনা মুখোমুখি হল ওসপাকার আর বিয়র্নের।

'থাম,' বেহারাদের উদ্দেশ করে বলল বিয়র্ন। 'এই বুড়ি এখানে কি করছে? গাদরাদাই বা কাঁদছে কেন?'

বেহারারা থামল। 'কার গলা শুনলাম?' বলল সেভুনা। 'ওটা কি বিয়র্ন, আসমুণ্ডের পুত্র?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ,' জবাব দিল বিয়র্ন। 'কেন এসেছ তুমি এখানে? আমার বোন গাদরাদা কাঁদছে কেন?'

'কাঁদার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই গাদরাদা কাঁদছে, বিয়র্ন। সে কাঁদছে এরিককে প্রতারণা করার জন্যে, কাঁদছে মেলায় বিকোনো মোষের মত ওসপাকারের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে বলে।'

এবার রেগে আগুন হয়ে গেল বিয়র্ন। মুখে যা এল তাই বলতে লাগল, ওসপাকার যোগ দিল তার সাথে। স্থির হয়ে চেয়ারে বসে রইল সেভুনা, তাদের গালিগালাজ শেষ হলে বললঃ

'তোমাদের দু'জনের চেয়ে বদ লোক খুব বেশি নেই পৃথিবীতে। এরিকের সম্বন্ধে তোমরা মিথ্যে কথা বলেছ; এক কুমারীর ঈর্ষাকে পুঁজি করে সর্বনাশ করতে যাচ্ছ তার। বিয়র্ন আর ওসপাকার, শুনে রাখ দু'জনেই! আমি অন্ধ, কিন্তু আজ যেন আমার দিব্য চক্ষু খুলে গেছে। ওই দেখ, পুরো মিদালহফ ভেসে যাচ্ছে রক্তে! সারা হলঘরে শুধু রক্ত আর রক্ত, রক্তের স্রোত আসছে তোমাদের গ্রাস করতে! ওই দেখ, এরিক আসছে—আমি দেখতে পাচ্ছি তার রাগত চোখ! বজ্রাঘাতে নুয়ে পড়া বার্চের মতই ওর সামনে নুয়ে পড়বে তোমরা! বিয়র্ন, তোমার দরজার কাছে নেকড়ে গজরাচ্ছে, মুখ মেলেছে নরকের কীট, ছুটোছুটি করছে দানবের দল! সাবধান, এরিক আসছে, সাবধান!' তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছেড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সেভুনা।

কেঁপে উঠল দুই শয়তানের বুকের ভেতরটা।

'সেভুনার কথাগুলো খুবই অদ্ভুত,' বলল বিয়র্ন।

'মুমূর্ষু এক বুড়ির কথায় আতঙ্কিত হওয়াটা কি উচিত হবে আমাদের?' সাহস সঞ্চয় করে বলল ওসপাকার। 'বেহারা, মড়াটা নিয়ে যাও তোমরা, নইলে ওটা ছুঁড়ে দেব কুকুরের পালকে।'

মৃতদেহটা চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে রওনা দিল বেহারারা। কিন্তু কোল্ডব্যাকে পৌঁছে দেখল, এক বাঁদী ছাড়া এরিকের সমস্ত লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়েছে সোয়ানহিল্ড।

মৃতদেহটা আউটহাউসে নামিয়ে দিয়ে, সংক্ষেপে গল্পটা সেই বাঁদীকে বলে পালিয়ে গেল বেহারারা।

রাত কেটে গেল, পরের দিনটাও; তার পর দিন এরিক আর স্কালাগ্রিম নামল ওয়েস্টম্যান দ্বীপে। ওই দিনই নির্ধারিত হয়েছে গাদরাদার বিয়ের দিন, কিন্তু এরিক সেসবের কিছুই জানে না।

'এবার কোন্‌দিকে, প্রভু?' জিজ্ঞেস করল স্কালাগ্রিম।

'প্রথমে কোল্ডব্যাকে যাব মা'র সঙ্গে দেখা করতে, গাদরাদারও খোঁজ নেব, তারপর ভেবে দেখব কি করা যায়।'

সৈকতের কাছেই এক কৃষকের বাড়িতে তারা গেল ঘোড়া ভাড়া নিতে। বাড়িতে কেউ নেই, সবাই গেছে গাদরাদার বিয়ের ভোজে যোগ দিতে। সামনের ঘেসো জমিতে চরে বেড়াচ্ছিল দু'টো ঘোড়া, সে দু'টোর পিঠেই উঠে পড়ল এরিক আর স্কালাগ্রিম। ঘন্টাখানেক পর তারা এসে পৌঁছুল একটা টিলার মাথায়।

রশি টেনে ঘোড়া থামাল এরিক। সামনেই বিস্তৃত কোল্ডব্যাকের জলাভূমি, এরিকের বুকটা ভরে উঠল জন্মভূমির দৃশ্যে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মানুষজনের লম্বা একটা সারি চলেছে মিদালহফের উদ্দেশে—মাঝখানে রক্তলাল পোশাক পরিহিতা এক মহিলা।

'এসবের মানে কি?' বলল এরিক।

'চল, আরও এগিয়ে যাই, তাহলেই সব মানে জানা যাবে,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম।

আবার এগোল ঘোড়া দু'টো। যতই এগোল, ততই কেন যেন একটা আতঙ্ক পেয়ে বসল এরিককে। একসময় সে এসে পৌঁছুল বাড়ির সামনে, কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ল না। হলঘরে ঢুকল সে। আগুন জ্বলছে

ফায়ারপ্লেসে, কিন্তু কেউ নেই সেখানেও। হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল একটা উল্‌ফ্‌-হাউণ্ড। এরিক তার নাম ধরে ডাকতেই প্রভুকে চিনতে পেরে ল্যাজ নাড়তে লাগল কুকুরটা। কিছুক্ষণ পর হলঘর থেকে বেরিয়ে এল কুকুরটা, এরিকও চলল পিছু পিছু। সোজা আউটহাউসে এল কুকুরটা, একটা দরজার সামনে থেমে কুঁই কুঁই করতে লাগল। দরজায় ধাক্কা দিতেই এরিক দেখল, একটা চেয়ারে বসে আছে মৃতা সেভুনা, পায়ের কাছে বসে সেই বাঁদী—যে ছিল এরিকের ধাত্রীমাতা।

মাথাটা বোঁ করে উঠল এরিকের, দরজার একটা পাল্লা ধরে পতন সামলাল কোনমতে।

তেইশ

তাকিয়ে রইল নির্বাক এরিক।

'কে তুমি?' অশ্রুতে ঝাপসা চোখ তুলে বলল ধাত্রী মা। 'তুমি কি সোয়ানহিল্ডের লোক, তাড়িয়ে দিতে এসেছ আমাকে? কিন্তু যেতে তো পারব না, হাঁটার শক্তি আর আমার নেই। যদি মন চায় মেরে ফেল আমাকে, কিন্তু তাড়িয়ে দিয়ো না,' আঙুল তুলল সে মৃতদেহের দিকে। 'ওর শেষকৃত্যের জন্যে সাহায্য করবে না আমাকে? একসময় যার সব ছিল, তার শেষকৃত্যও না করাটা কি উচিত হবে? এখনও একশো রৌপ্যমুদ্রা রয়েছে আমার, শেষকৃত্যে সাহায্য করলে সেগুলো দেব তোমাকে। এই বুড়ো হাতে আর কবর খোঁড়ার ক্ষমতা নেই, মৃতদেহটাকেও আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না। সাহায্য করবে না?—তাহলে তোমার মা'র মৃতদেহটিও যেন এরকম শেষকৃত্যবিহীন পড়ে থাকে। আহ, এসময় যদি এরিক থাকত বাড়িতে! সামনে কত কাজ, অথচ করার মত কেউ নেই।'

এবার ফুঁপিয়ে উঠল এরিক, 'ধাত্রী মা, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি এরিক ব্রাইটিজ।'

ডুকরে উঠে এরিকের হাঁটু চেপে ধরল ধাত্রী মা। 'সত্যি এসেছিস তুই? কিন্তু বড়ো দেরি করে এলি, বাছা!'

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল এরিক।

'কী হয়েছে? খারাপ কিছু আর বাকি নেই। তোকে আউট-ল ঘোষণা করা হয়েছে, তোর জমিজমা দখল করে কোল্ডব্যাকে আসন গেড়েছে সোয়ানহিল্ড, মিদালহফে গাদরাদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দু'দিন আগে মারা গেছে তোর মা।'

'গাদরাদার কি সংবাদ?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল এরিকের স্বর।

'আজ তার বিয়ে হচ্ছে ওসপাকার ব্ল্যাকটুথের সঙ্গে।'

'বিয়ের ভোজ হবে কখন?'

'দুপুরের এক ঘন্টা পর, এরিক। দলবলসহ সোয়ানহিল্ড ইতিমধ্যেই চলে গেছে সে-ভোজে যোগ দিতে।'

'তাহলে সেখানে যোগ দেবে আরও একজন,' হেসে উঠল এরিক কর্কশ স্বরে। 'বল, আর কত দুঃসংবাদ আছে? কোনও দুঃসংবাদই আর আমার ক্ষতি করতে পারবে না। স্কালাগ্রিম, এদিকে এস, দুঃসংবাদগুলো শুনতে তুমিই বা বাদ যাবে কেন!'

স্কালাগ্রিম ঘরে ঢুকে তাকাল মৃতা সেভুনার দিকে।

'আবার আমাকে আউট-ল ঘোষণা করা হয়েছে, ল্যাম্বস্‌টেইল। এখন জীবনটা আমার তোমার হাতে। ওই কুঠারের কোপে কেটে নাও আমার মাথা, নিয়ে গিয়ে উপহার দাও গাদরাদাকে— ধন্যবাদ পাবে।'

'ছেলেমানুষী কথা!' বলল স্কালাগ্রিম।

'ছেলেমানুষী কথা, তাই না? পুরোটা শোননি তুমি, স্কালাগ্রিম। আমার জমিজমা সব দখল করে সোয়ানহিল্ড আসন গেড়েছে কোল্ডব্যাকে। এখন আবার সে গেছে গাদরাদার বিয়ের ভোজে যোগ দিতে। বুঝতে পারছ কিছু? ঈগল গেছে রাজহাঁসের বাসায়! আরেকজন যাবে সেখানে,' আবার কর্কশ স্বরে হেসে উঠল এরিক।

'একজন নয়, যাবে দু'জন,' বলল স্কালাগ্রিম।

'বল, ধাত্রী মা, আর কি বলার আছে তোমার,' বলল এরিক।

এবার হল্ আইসল্যাণ্ডে আসার পর থেকে যা যা ঘটেছে সমস্ত খুলে বলল বৃদ্ধা।

'বলেছিলাম না, প্রভু,' বলে উঠল স্কালাগ্রিম। 'ওই বেজীটাকে ছেড়ে দেয়াটা উচিত হবে না তোমার?'

'খুব শিগগিরই ওর মুণ্ডটা কেটে নেব আমি,' দপ্ করে জ্বলে উঠল এরিকের চোখজোড়া।

'না, প্রভু, ও তোমার নয়। ওসপাকার তোমার, কিন্তু হল্ আমার!'

'যেমন তোমার ইচ্ছে, কাটার জন্যে অনেক মাথাই পাব আমরা।'

ঝুঁকে পড়ে মা'র কপালে চুমু খেল এরিক।

'তোমাকে এ-মুহূর্তে কবর দেয়ার মত সময় আমার হাতে নেই, মা,' বলল সে। 'কিন্তু ছ'ঘন্টা পর সম্ভবত আরেকটা কবর দিতে হবে তোমার কবরের পাশে।'

রশি কেটে মা'র মৃতদেহটিকে এরিক বয়ে নিয়ে গেল হলঘরে।

'এখন আমাদের কিছু খাবারের প্রয়োজন,' স্কালাগ্রিমের দিকে তাকাল সে। 'প্রচুর কাজ আছে মিদালহফে।'

পানাহার সেরে, লম্বা চুলগুলো আঁচড়িয়ে কোমরে হোয়াইটফায়ার ঝোলাল এরিক। স্কালাগ্রিমও শান দিয়ে নিল তার কুঠারে। অস্ত্রসজ্জা শেষে আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করল দু'জনে। ধাত্রী মার কা'ছে এসে এরিক বললঃ

'আমি যাবার পর কেউ এখানে এলে তাকে একটা কথা বলবে তুমি। বলবে, যদি এরিক ব্রাইটিজ এখনও বেঁচে থাকে, আগামীকাল দুপুরের আগেই সে পৌঁছুবে মোসফেলের পাদদেশে। পুরানো দিনের কথা তারা যদি একেবারে ভুলে গিয়ে না থাকে, যদি তারা সাহায্য করতে চায় একজন বান্ধবহীন মানুষকে, তাহলে তারা যেন যথাসময়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে খাবারদাবারসহ। বিদায়,' ক্রন্দনরতা ধাত্রী মাকে রেখে ঘোড়া ছোটাল এরিক আর স্কালাগ্রিম।

ঘন্টাখানেক পর এরিকের ক্রীতদাস জোন উঁকি দিতে এল সেখানে। এরিক এখনও বেঁচে আছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তখনই সে সংবাদটা ছড়িয়ে দিল সারা কোল্ডব্যাকে। দেখতে দেখতে খাবারদাবারসহ একদল মানুষ ঘোড়া ছোটাল মোসফেলের উদ্দেশে।

হলঘরে উচ্চাসনের পাশে বসে আছে পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত ওসপাকার। পাশে শুভ্রবসনা গাদরাদা। মাথায় তার কারুকার্যময় পোশাক, আঙুলে মহামূল্যবান আংটি, বাহুতে সোনার তাগা। এত সুন্দর গাদরাদাকে বুঝি আর কখনও দেখায়নি, কিন্তু মুখ তার কাগজের মত শাদা। মাঝেমাঝে ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে সে তাকাচ্ছে ওসপাকারের দিকে। কিন্তু ওসপাকারের দৃষ্টিতে মিশে আছে তৃষ্ণা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাদরাদাকে আপন করে পাবে ভেবে মাঝেমাঝেই ফেটে পড়ছে সে অট্টহাসিতে।

'আহ্, এখন এরিক যদি আসত এখানে—অবিশ্বাসী হোক আর যা-ই হোক, একবার যদি আসত সে!' ভাবল গাদরাদা। কিন্তু কোনও এরিক এল না তাকে উদ্ধার করতে। দ্রুত অতিথি সমাগম হতে লাগল, সোয়ানহিল্ড এল দলবলসহ। সামনে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল সে, মুখে বিদ্রূপের হাসি, ঘৃণা থই থই করছে নীল চোখজোড়ায়।

'কেমন আছ, প্রিয় বোন?' বলল সে। 'শেষ যেবার আমাদের দেখা হয়, তুমি বসেছিলে এরিকের হাত ধরে। আজ সে কোথায় আর তুমি কোথায়! এরিকের বদলে তোমার হাত ধরে বসে আছে ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ।'

মাথা তুলল গাদরাদা, কিন্তু কোনও জবাব দিল না।

'আমাকে বলার মত কিছুই নেই তোমার?' বলল সোয়ানহিল্ড। 'হায়রে, আমার জন্যেই তুমি বেঁচে গেলে এরিকের কবল থেকে, আমার জন্যেই তুমি লাভ করতে চলেছ ওসপাকারের মত বীরকে, অথচ মৌখিক একটা ধন্যবাদও দিতে চাও না? ছিঃ, গাদরাদা, ছিঃ!'

এবারে গাদরাদা বলল, 'তোমার আর এরিকের অনেক অদ্ভুত গল্পই শুনেছি আমি, সোয়ানহিল্ড। এরিকের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ, তোমার সঙ্গেও তাই। এখানে এসেছ আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, সম্ভব হলে তোমার মুখটিও দেখতে চাইতাম না।'

'তাহলে কি দেখতে চাও এরিকের মুখ? ওর মুখটি যে সুন্দর, সেকথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।'

হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল সোয়ানহিল্ড, কিন্তু গাদরাদা কোনও জবাব দিল না।

ভোজ শুরু হল, উপস্থিত সবাই মেতে উঠল আনন্দে। কিন্তু গাদরাদার

বারবার মনে পড়তে লাগল সেভুনার কথাগুলো, চোখের সামনে ভেসে উঠল এরিকের মুখ। যদি এমন হয় যে মন-প্রাণ দিয়ে এরিক এখনও শুধু তাকেই ভালবাসে? যদি পুরো ব্যাপারটার পেছনেই থাকে সোয়ানহিল্ডের চক্রান্ত? চক্রান্ত সে কি আগেও করেনি? কিন্তু নিজের চোখে যে সে এরিকের চুল দেখেছে, যা আর কারও কাটার কথা ছিল না! এমনটা কি হতে পারে না যে আরব খাইয়ে তার চুল কেটে নেয়া হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়? কিন্তু এখন আর চিন্তা করে কী লাভ? বড় দেরি হয়ে গেছে—পাশেই বসে আছে ওসপাকার, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হয়ে যাবে তার স্ত্রী। এখন, এই মুহূর্তে যদি মারা যেত কুৎসিত দানবটা! ঝোঁকের মাথায় কী কাজটাই না করে ফেলেছে সে, যেচে বিয়ে করতে চেয়েছে সবচেয়ে ঘৃণিত লোকটাকে। বুঝতে এখন আর তার বাকি নেই, পা দিয়েছে সে সোয়ানহিল্ডের ফাঁদে। আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস, সেই সোয়ানহিল্ডই আবার এসেছে আজ তাকে উপহাস করতে!

পাত্রের পর পাত্র পান করে চলল অতিথিরা। অবশেষে এল বর আর কনের পালা। ধমনী দু'শো বার স্পন্দিত হবার আগেই গাদরাদা হবে ওসপাকারের স্ত্রী।

পাত্র নিয়ে আকণ্ঠ পান করল ওসপাকার, তারপর চুমু খেতে ঝুঁকে পড়ল নববধূর দিকে। সভয়ে পিছিয়ে এল গাদরাদা, অবাক হল উপস্থিত সবাই। কিন্তু ওই পাত্রে চুমুক তাকে দিতেই হবে। পাত্রটা হাতে নিল গাদরাদা। হঠাৎ তার চোখ গেল সামনের দিকে, কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল চিৎকার, হাত থেকে সশব্দে পতিত হল পাত্র।

ঘুরে দাঁড়াল সমস্ত মানুষ। দেখল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুদেহী এক যুবক। বাম হাতে তার ঢাল, ডান হাতে বর্শা, কোমরে ঝোলানো প্রকাণ্ড এক তরবারি, আলোর আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে শিরস্ত্রাণ থেকে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেক বিশালদেহী মানুষ, এক হাতে তার কালো একটা ঢাল, অন্য হাতে কুঠার।

কথা সরল না কারও মুখে।

কিছুক্ষণ পর হলঘর গমগম করে উঠল ভারী একটা কণ্ঠেঃ

'আমি এরিক ব্রাইটিজ, আর এ হল স্কালাগ্রিম ল্যাম্বস্‌টেইল, আমরা এসেছি বিবাহ-অনুষ্ঠানের শোভা বাড়াতে।'

'উপস্থিত হয়েছে জঘন্যতম দুই অতিথি,' বিড়বিড় করে বলল বিয়র্ন।

লোকজনকে সে আদেশ দিতে চাইল তাদের দু'জনকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে, কিন্তু তার আগেই এরিক আর স্কালাগ্রিম এসে দাঁড়াল উচ্চাসনের ঠিক সামনে।

'অনেক পরিচিত মুখ দেখছি,' বলল এরিক। 'শুভেচ্ছা, সাথীগণ!'

'শুভেচ্ছা, ব্রাইটিজ!' ওসপাকারের কয়েকজন লোক ছাড়া ধ্বনিত হল আর সবার কণ্ঠে। মিদালহফের মানুষ এখনও এরিককে ভালবাসে।

'শুভেচ্ছা, বিয়র্ন!' বলল এরিক। 'ওসপাকার ব্ল্যাকটুথ, ডাইনী শোয়ানহিল্ড, মিথ্যেবাদী হল্, সুন্দরী গাদরাদা, শুভেচ্ছা—শুভেচ্ছা সবাইকে!'

'কোনও আউট-ল্ কিংবা ঘৃণিত লোকের শুভেচ্ছা আমি নিই না,' বলল বিয়র্ন। 'এখনই চলে যাও, এরিক ব্রাইটিজ। তোমার কুকুরটাকেও বিদায় কর, নইলে খতম হয়ে যাবে দু'জনেই।'

'বেশি কিচমিচ কর না, ইঁদুর কোথাকার!' ইঁদুরের মরণ কিন্তু কুকুরের হাতে,' বলল স্কালাগ্রিম।

হেসে উঠল এরিক হো হো করে—

'আমি এখান থেকে যাবার আগে অনেক রকম কথা হবে, বিয়র্ন, হয়ত লোকও মারা পড়বে অনেক।'

চব্বিশ

'শোন সবাই,' বলল এরিক।

'বের করে দাও ওকে!' চেঁচাল বিয়র্ন।

'খতম কর!' গলা মেলাল ওসপাকার, 'ও একটা আউট-ল।'

'আজ দিন ফুরোবার আগেই তোমার পাওনা কড়ায়গণ্ডায় মিটিয়ে দেয়া হবে, ব্ল্যাকটুথ,' বলল স্কালাগ্রিম।

'এরিককে ওর বক্তব্য পেশ করতে দাও,' মাথা তুলল গাদরাদা। 'বিচার করা হয়েছে ওর অবর্তমানে, তাই ওর বক্তব্য শুনতে চাই আমি।'

'এরিকের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?' দাঁত খিচাল ওসপাকার।

'আমি কিন্তু এখনও বধূ নই আপনার,' জবাব দিল গাদরাদা।

'তাহলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আপত্তি নেই আমার,' এরিক হাসল। 'এবার বল, আমার সাথে বাগ্‌দান হওয়া সত্ত্বেও তুমি ওসপাকারের পাশে বসে রয়েছ কেন?'

'ওই প্রশ্ন কর সোয়ানহিল্ডকে,' বলল গাদরাদা চাপা স্বরে। 'হল্‌কেও প্রশ্ন কর, ওই শয়তানই নিয়ে এসেছিল সোয়ানহিল্ডের উপহার।'

'অবশ্যই অনেক প্রশ্ন করব হল্‌কে,' বলল এরিক। 'ওকে সেগুলোর জবাবও দিতে হবে। তা কি গল্প শুনিয়েছিল হল্?'

'তুমি ভালবেসে ফেলেছ সোয়ানহিল্ডকে,' জবাব দিল গাদরাদা। 'ওর জন্যেই তুমি নৃশংসভাবে খুন করেছ আতলি দ্য গুডকে, আর শিগগিরই ওকে বিয়ে করে তুমি হতে যাচ্ছ অর্কনির আর্ল।'

'আবার আমাকে আউট-ল ঘোষণা করা হল কেন?'

'সোয়ানহিল্ডের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ আর তার স্বামীকে হত্যা করার জন্যে,' বলে উঠল বিয়র্ন।

'এই দু'টো গল্পের কোন্‌টা সত্যি?' চিৎকার ছাড়ল এরিক। 'দু'টোই সত্যি হতে পারে না। বল, সোয়ানহিল্ড!'

'শেষেরটা সত্যি,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড।

'তাহলে হল্ ওসব বাজে সংবাদ দিল কেন? তোমার কাছ থেকে চুল নিয়ে এসে ওই গল্পটাই বা সে ফাঁদল কেন?'

'আমি হল্‌কে কোনও সংবাদ দিতে বলিনি,' নিষ্কম্প স্বর সোয়ানহিল্ডের। 'কোনও চুলও পাঠাইনি ওর হাতে।'

'হল্, এদিকে আয়!' বলল এরিক। 'জানি তুই যেমন কাপুরুষ তেমনি মিথ্যেবাদী, কিন্তু অন্তত আজ মিথ্যে বলার চেষ্টা করিস না। দরজার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই, পা বাড়াবার আগেই খতম হয়ে যাবি।'

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল হল্। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে স্কালাগ্রিম, হাত বোলাচ্ছে কুঠারে।

'সোয়ানহিল্ডের সংবাদই আমি পৌঁছে দিয়েছি গাদরাদার কাছে। এক

গুচ্ছ চুলও দিয়েছে সে আমাকে।'

'টাকা নিয়েছিস এই কাজের জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'সংবাদগুলো যে মিথ্যে, সেটা জানা ছিল তোর?'

হল্ কোনও জবাব দিল না।

'জবাব দে!' গর্জে উঠল এরিক। 'সত্যি বলবি, নইলে আজ আর তোর রক্ষা নেই!'

'জানা ছিল, প্রভু।'

'মিথ্যে বলিস না, শেয়াল!' ধমকে উঠল সোয়ানহিল্ড, কিন্তু কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখল না।

'সত্যি ঘটনা জানতে চাও তোমরা?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল এরিক।

'হ্যাঁ!' ওসপাকারের লোকজন ছাড়া চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'বল, এরিক,' সুর মেলাল গাদরাদা।

'সবসময় আমার ভালবাসা চেয়েছে পিতৃহীনা সোয়ানহিল্ড, কিন্তু না পেয়ে ক্ষতি করতে চেয়েছে আমার আর গাদরাদার। যেদিন আমি ওসপাকার আর তার কয়েকজন সঙ্গীকে পরাজিত করি হর্স-হেড হাইট্স-এ, সেদিনই সোয়ানহিল্ড গাদরাদাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চেয়েছিল গোল্ডফসে। একটা শেকড় ধরে ঝুলছিল ও, অনেক কষ্টে উদ্ধার করি আমি। ঘটনাটা সত্যি, তাই না, গাদরাদা?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল গাদরাদা।

গুঞ্জন উঠল হলঘর জুড়ে, পিছু হটল সোয়ানহিল্ড।

'এজন্যেই,' বলল এরিক। 'ওর বাবা আসমুণ্ড বলেছিল, হয় আতলিকে বিয়ে করতে হবে, নয়তো বরণ করতে হবে মৃত্যুকে। আতলিকে বিয়ে করে সে চলে যায় অর্কনিতে। তারপর ডাকিনীবিদ্যার সাহায্যে সে হেঁটে আসে পানির ওপর দিয়ে, কৃত্রিম ঝড় সৃষ্টি করে ধ্বংস করে দেয় আমাদের জাহাজ। তাই না, স্কালাগ্রিম?'

'হ্যাঁ, প্রভু, আমি নিজের চোখে সাগরের উপর ওকে হাঁটতে দেখেছি।'

আবার গুঞ্জন উঠল হলঘর জুড়ে।

'শীতটা আমরা অর্কনিতেই কাটালাম,' আবার শুরু করল এরিক। 'তিনটে মাস ভালয় ভালয় কাটল। তারপর আসমুণ্ড আর উন্নার মৃত্যুসংবাদ

নিয়ে গ্রোয়ার ক্রীতদাস কোল এল আইসল্যাণ্ড থেকে। কিছু ঘুষ দিয়ে তাকে দিয়ে সোয়ানহিল্ড বলাল যে, তোমার বাগ্‌দান হয়ে গেছে ওসপাকারের সঙ্গে, ইউল-ভোজের সময় বিয়ে। তোমার পাঠানো একটা সংবাদও আমাকে দিল কোল, সত্যতার প্রমাণ হিসেবে হাজির করল সেই স্বর্ণমুদ্রার অর্ধেক, যেটা তোমাকে দিয়েছিলাম অনেক দিন আগে। মুদ্রাটা তুমি পাঠিয়েছিলে, গাদরাদা?'

'না, কক্ষণও না!' চিৎকার করে উঠল গাদরাদা। 'বহু দিন আগে হারিয়ে ফেলেছিলাম ওটা, ভয়ে তোমাকে বলিনি।'

'তাহলে সেই মুদ্রা নিশ্চয় খুঁজে পেয়েছিল ও,' বর্শা নির্দেশ করল এরিক সোয়ানহিল্ডের দিকে। 'এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। একত্রে শোক করলাম আমি আর সোয়ানহিল্ড। তারপর এক গুচ্ছ চুল চাইল সে। তুমি শপথ ভঙ্গ করেছ ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। কথায় কথায় একসময় এক পাত্র আরক দিল সে আমাকে। আরকের নেশায় হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। নেশা কাটল যখন, তোমার এবং আতলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে আছি। ভাবলাম, সব খুলে বলব আতলিকে। কিন্তু এবারেও আমাকে হার মানাল সোয়ানহিল্ড, আমার আগেই আতলিকে বানিয়ে বলল একটা গল্প। প্রত্যক্ষদর্শীর মিথ্যে সাক্ষ্য দিল কোল। প্রতারিত হয়ে আমাকে লড়াইয়ে আহ্বান করল আতলি। লড়াইয়ের ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু কাপুরুষ বলায় নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলাম না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অবশ্য ভুল ভাঙল আর্লের। উপস্থিত সবাইকে নির্দেশ দিয়ে গেল কোলকে খতম করার। এখানে যারা আতলির লোক আছ, বল, আমি এতক্ষণ যা বললাম তা সত্যি কিনা?'

'সম্পূর্ণ সত্যি,' একবাক্যে স্বীকার করল উপস্থিত আতলির লোকেরা। 'কথাগুলো আমরা নিজের কানে শুনেছি, কোলকেও খতম করা হয়েছে। পরে সোয়ানহিল্ড আমাদের বোঝায় যে তার কথাই ঠিক, অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে সেসময় আর্লের মাথা ঠিক ছিল না।'

আবার গুঞ্জন উঠল হলঘরে।

'গল্প আমার এখানেই শেষ,' বলল এরিক। 'এগুলো কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে, গাদরাদা?'

'বিশ্বাস হচ্ছে, এরিক।'

'এখনও কি তুমি ওসপাকারকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

গাদরাদা তাকাল ব্ল্যাকটুথের দিকে, কিন্তু কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়াল ওসপাকার।

'এভাবে গাদরাদার মন পাবি ভেবেছিস? তার আগে তোকে পরিণত করব কাকের খাদ্যে।'

'ভাল বলেছ,' এরিক হাসল। 'এ-যাবৎ তিন বার মুখোমুখি হয়েছি আমরা, একবারও তুমি সুবিধে করতে পারনি। এস, দেখা যাক এবার কে পারে। লড়াইয়ে যে জিতবে, সে-ই পাবে গাদরাদাকে।'

'আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত গাদরাদাকে তুমি পাবে না, এরিক,' বলল বিয়র্ন। 'ভূমিহীন, অকর্মণ্য লোকের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হতে পারে না। এখনই চলে যাও এখান থেকে!'

'গাদরাদার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কি হবে না, সময়ই তা বলে দেবে,' বলল এরিক। 'কিন্তু মুখে যা আসে, তা-ই বল না, মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। ওসপাকার, এস!'

ব্রাইটিজের দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে পড়ল ওসপাকার। যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও এরিকের শক্তির সাথে পরিচয় আছে তার।

'যার হারাবার কিছুই নেই, তার সঙ্গে আমি লড়াই করি না,' বলল সে শেষমেষ।

'তাহলে বুঝতে হবে তুমি একটা কাপুরুষ। ষড়যন্ত্র করাই তোমার পেশা, মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নেই। আজ থেকে তোমার নাম দিলাম—কাপুরুষ ওসপাকার। বন্ধুগণ, আজ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে যারা কাপুরুষ দেখনি, দেখে সাধ মিটিয়ে নাও!'

রাগে থমথমে হয়ে উঠল ওসপাকারের চেহারা। 'এস!' চেঁচাল সে নিজের লোকজনের উদ্দেশে, 'চাবুক মারতে মারতে এখনই বের করে দাও এই হারামজাদাকে!'

'এক ধাপও যদি এগোয় কেউ, আমার বর্শা ফুটো করে দেবে ওই কাপুরুষের হৃৎপিণ্ড,' বলল এরিক। 'গাদরাদা, তোমার কিছু বলার নেই?'

'কাপুরুষ বলা সত্ত্বেও যে লড়াই করতে চায় না, তাকে বিয়ে করার কোনরকম ইচ্ছে আমার নেই,' জানিয়ে দিল গাদরাদা।

'ভদ্র কোনও মেয়ে এভাবে কথা বলে না,' বলল বিয়র্ন।

'যা-ই বল তুমি, কাপুরুষের স্ত্রী আমি হতে পারব না। আগে ওই নাম মুছে ফেলুক সে, তারপর বিবেচনা করব বিয়ের কথা।'

'শুনেছ, কাপুরুষ ওসপাকার?' বর্শাটা স্কালাগ্রিমের হাতে দিয়ে হোয়াইটফায়ার কোষমুক্ত করল এরিক।

তরবারির ঝলকানি চোখে পড়তেই একযোগে সবাই বলে উঠল, 'কাপুরুষ ওসপাকার! হয় নিজের তরবারি আবার জিতে নাও, নয়তো চিরদিনের জন্যে পরিচিত হও এই নামেই!'

আর সহ্য হল না ওসপাকারের। তরবারি কোষমুক্ত করে ছুটে এল সে ভালুকের মত, দেহভারে থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি।

'অবশেষে, কাপুরুষ!' লাফ দিল এরিক সামনেব দিকে।

'পিছু হট, পিছু হট সবাই!' চেঁচিয়ে উঠল স্কালাগ্রিম।

স্ফুলিঙ্গ ছুটল তরবারির সঙ্গে তরবারির সংঘর্ষে। ওসপাকারের তরবারির এক কোপে কেটে গেল এরিকেব ঢালের একটা অংশ। এরপর হাঁটু গেড়ে তরবারি চালাল ওসপাকার পা লক্ষ্য করে, ওপরদিকে লাফ দিয়ে সে-আঘাত এড়াল এরিক।

দর্শকদের কেউ চেঁচাল ওসপাকার, কেউ এরিকের নাম ধরে। কারণ, কেউ বুঝতে পারছিল না, লড়াইয়ে কে জিতবে কে হারবে।

ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদল করতে লাগল গাদরাদার মুখ।

মনে-প্রাণে সোয়ানহিল্ড কামনা করছিল এরিকের মৃত্যু। কারণ, এরিক জয়লাভ করলে গাদরাদা নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে ওসপাকারের হাত থেকে। পাশে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে লড়াই দেখছিল গিজার আর বিয়র্ন, তাদেরও সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে এরিক জয়ী হলে।

সর্বশক্তি দিয়ে কোপ মারল এরিক। ঢাল ভেদ করে হোয়াইটফায়ার আঘাত হানল ওসপাকারের কাঁধে। বর্ম থাকায় এ-যাত্রা বেঁচে গেল ওসপাকার, কিন্তু আঘাতের প্রচণ্ডতায় ছিটকে পড়ল পেছনদিকে।

ওসপাকারের শেষ সময় উপস্থিত ভেবে হৈ হৈ করে উঠল সবাই। ছুটে এল এরিক। ঠিক এসময় বিয়র্নের কানে কানে একটা যুক্তি দিল সোয়ানহিল্ড। বিয়র্নের পায়ের কাছে পড়েছিল ওসপাকারের হাতে কাটা পড়া এরিকের ঢালের টুকরোটা। চোখের পলকে সেটা তুলেই সে ছুঁড়ে দিল সামনে। ঢালে হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল এরিক হুড়মুড়

করে, হাত থেকে ছিটকে গেল হোয়াইটফায়ার। নিজের তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হোয়াইটফায়ার তুলে নিল ওসপাকার।

এদিকে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। স্কালাগ্রিমের বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী থোরানা লড়াই দেখছিল একটা থামের আড়াল থেকে। ওসপাকারের ছুঁড়ে দেয়া তরবারিটা বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে বিদ্ধ হল তার বুকে। বিকট একটা চিৎকার ছেড়ে প্রাণত্যাগ করল থোরানা।

ওসপাকারের হাতে হোয়াইটফায়ার দেখে দর্শকরা ভাবল, নিজের তরবারি যখন ফিরে পেয়েছে ওসপাকার, এরিক এবার আর কোনমতেই রক্ষা পাবে না।

মাটি থেকে লাফিয়ে উঠল এরিক।

'পালাও, এরিক, এখন তুমি নিরস্ত্র,' বলল কেউ কেউ।

আতঙ্কে কাগজের মত শাদা হয়ে গেল গাদরাদার মুখ, সাহস হারিয়ে ফেলল এরিক মুহূর্তের জন্যে।

আর তখনই কানে এল স্কালাগ্রিমের চিৎকার, 'পালিয়ো না, প্রভু, ঢালের অর্ধেকটা এখনও তোমার কাছে আছে!'

ছুটে এসে তরবারি চালাল ওসপাকার। ঢালে সে-আঘাত প্রতিহত করেই একটা রণ-হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এরিক সামনে।

'পাগল হয়ে গেছে ছেলেটা!' বলে উঠল সবাই।

'দেখ এবার কী ঘটে!' বলল স্কালাগ্রিম।

আবার আঘাত হানল ওসপাকার, আবার প্রতিহত করল এরিক। তারপর ঢালের তীক্ষ্ণ পাশ দিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে খোঁচা মারল ওসপাকারের গলায়। ছিটকে চলে গেল শিরস্ত্রাণ, হাতদু'টো উঠে গেল ওপরে, ধপাস করে পড়ে স্থির হয়ে গেল ওসপাকারের দেহটা।

হোয়াইটফায়ার খুলে নিল এরিক তার শিথিল মুষ্টি থেকে।

পঁচিশ

পরম বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত কথা সরল না কারও মুখে, ইতিপূর্বে এমন লড়াই কেউ দেখেনি।

'তোমরা এমন চুপ মেরে গেলে কেন?' হাসল স্কালাগ্রিম। 'ওসপাকার মারা গেছে! এরিক ওকে খতম করে দিয়েছে!'

এবারে চিৎকারে কেঁপে উঠল পুরো হলঘর।

সংবাদটা শোনার সাথে সাথে আসন ছেড়ে দৌড়ে এসে এরিককে শুভেচ্ছা জানাল গাদরাদা।

এইদৃশ্য দেখে আগুন জ্বলে উঠল সোয়ানহিল্ডের মনে।

'বিয়র্ন,' চিৎকার করে বলল সে। 'একজন আউট-ল কি শেষ পর্যন্ত হবে গাদরাদার স্বামী?'

'আমি বেঁচে থাকতে নয়,' রাগে কাঁপতে লাগল বিয়র্ন। 'গাদরাদা, এরিকের সঙ্গে তুমি কোনও সম্পর্ক রাখতে পারবে না।'

'একটা কথার জবাব দাও দেখি, বিয়র্ন,' বলল গাদরাদা। 'আমি কি স্বপ্ন দেখলাম, নাকি সত্যিই ঢালের ভাঙা টুকরোটা তুমি ছুঁড়ে দিয়েছিলে এরিকের পায়ের সামনে?'

'স্বপ্ন নয়,' বলল স্কালাগ্রিম। 'এই নীচতা আমিও দেখেছি।'

গাদরাদার কথার জবাব না দিয়ে এরিক আর স্কালাগ্রিমকে খতম করার আদেশ দিল বিয়র্ন। আপন দলের লোকদের প্রতি একই আদেশ জারি করল গিজার আর সোয়ানহিল্ড।

চকিতে গাদরাদা আবার ফিরে এল আসনে।

চিৎকার করে এরিক বলল, 'তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে ভালবাস,

তারা আমার বিরুদ্ধাচরণ কর না।'

এরিককে অনেকে সত্যিই ভালবাসত। এ-কথা শোনার সাথে সাথে বিয়র্নের ক্রীতদাসদের অর্ধেক এবং সোয়ানহিল্ডের দলের প্রায় সবাই অস্ত্র সংবরণ করল, ছুটে এল শুধু ওসপাকারের লোকেরা।

এরিকের অমনোযোগের সুযোগে তরবারি চালাল বিয়র্ন, কিন্তু কুঠার দিয়ে সে-আঘাত স্কালাগ্রিম প্রতিহত করল মাঝপথে। আবার আঘাত হানার আগেই ঝলসে উঠল হোয়াইটফায়ার, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বিয়র্নের প্রাণহীন দেহ।

'বিয়র্নের ঢাল নিয়ে তৈরি হও, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'শত্রু আসছে।'

'ওই দেখ, পালাচ্ছে এক শত্রু,' বলল এরিক।

সবার অজান্তে চুপিচুপি কখন যেন হল্ পৌঁছে গেছে প্রায় দরজার কাছে। বর্শা ছুঁড়ল স্কালাগ্রিম চোখের পলকে, কপাটের গায়েই গেঁথে গেল মিথ্যেবাদী হল্।

'সাবধান, প্রভু!' বলল স্কালাগ্রিম।

শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। তরবারির ঝনঝনানি, আহতের চিৎকার, মুমূর্ষুর আর্তনাদে ভরে উঠল হলঘর। এরিক আর স্কালাগ্রিম পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

উচ্চাসনে বসে আতঙ্কিত চোখে সব লক্ষ্য করতে লাগল গাদরাদা। পাশে দাঁড়িয়ে দলের যেসব লোক এরিকের পক্ষ নিয়েছে, তাদের অভিশাপ দিয়ে চলল সোয়ানহিল্ড।

শত্রু নিধন করতে করতে এরিক গিয়ে উপস্থিত হল গিজারের সামনে। কিন্তু হোয়াইটফায়ার তুলতেই পালিয়ে গেল গিজার, বাবার ভাগ্য সে বরণ করতে চায় না।

'এখনই চল ঘোড়ার কাছে,' দরজার কাছে পৌঁছুতেই বলল স্কালাগ্রিম। 'দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরার আগেই এস এ-স্থান ত্যাগ করি আমরা।'

'দুর্ভাগ্য যা হবার হয়ে গেছে,' হতাশা ঝড়ে পড়ল এরিকের কণ্ঠে। 'বিয়র্নকে আমি হত্যা করেছি!'

ঘোড়ার কাছে ছুটে গেল এরিক আর স্কালাগ্রিম, রওনা দিল মোসফেলের উদ্দেশ্যে।

সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে পর দিন সকালে তারা এসে পৌঁছুল

মোসফেলের পাদদেশে। স্রোতস্বিনীতে হাত-মুখ ধুয়ে সতেজ হতেই স্কালাগ্রিম দেখল, কয়েকজন ঘোড়সওয়ার আসছে সমভূমির ওপর দিয়ে।

'শত্রু আসছে, প্রভু,' বলল সে।

'লড়াই করার মত শক্তি আর আমার নেই,' জবাব দিল এরিক।

'দু'চারজনের মহড়া আমি এখনও নিতে পারব,' বলল স্কালাগ্রিম। 'কিন্তু এরা তো শত্রু নয়, কোল্ডব্যাকের মানুষ।'

শুনে খুব খুশি হল এরিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছ'জন লোকসহ এসে পৌঁছুল জোন। বলল, 'র‍্যান নদীর তীরে এক ভিখারিনী জানিয়েছে, ওসপাকার মারা গেছে। কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি, জোন,' বলল এরিক। 'কিন্তু আগে আমাদের কিছু খাবার দাও, খেয়ে-দেয়ে সব বলব।'

মাংস আর কিছু শুকনো মাছ নিয়ে এসেছে জোন। সেগুলো খেয়ে আবার শক্তি ফিরে পেল এরিক আর স্কালাগ্রিম।

'বন্ধুগণ,' বলল এরিক। 'আমি একজন আউট-ল। ওসপাকার, আতলি, বিয়র্ন এবং আরও অনেকের রক্ত লেগে আছে আমার হাতে। ওসপাকারের পুত্র গিজার এখনও বেঁচে, সে আমাকে সহজে ছাড়বে না। সোয়ানহিল্ডও লোক সংগ্রহ করবে অর্থের বিনিময়ে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের মুখেই আমাকে মারা পড়তে হবে।'

'ঝুঁকি নেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই,' বলল স্কালাগ্রিম। 'প্রতিহিংসা আমাদের চরিতার্থ হয়েছে। চল, আবার লণ্ডন চলে যাই। ওখানে সম্ভবত আমরা সাদর অভ্যর্থনাই পাব।'

'কিন্তু আমি আইসল্যাণ্ড ত্যাগ করব না। করতে পারি, যদি গাদরাদা আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়।'

'এখানে থাকলে কোনও রক্ষা নেই, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম 'বরণ করে নিতে হবে নিশ্চিত মৃত্যুকে।'

'হয়ত,' জবাব দিল এরিক। 'মানুষ তার নিয়তিকে এড়াতে পারে না। শোন, বন্ধুগণ, আমি এখন আশ্রয় নেব মোসফেলের গুহায়। যতদিন না কেউ খুঁজে পায়, সেখানেই আমি থাকব। তোমরা চলে যাও, আমার নিয়তির বোঝা আমাকেই বইতে হবে। আমি একজন হতভাগ্য মানুষ, সবসময় বেছে নিই ভুল পথ।'

'আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না,' বলল স্কালাগ্রিম।

'আমরাও নয়,' বলল কোল্ডব্যাকের মানুষেরা। 'সোয়ানহিল্ড আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, সুতরাং তোমার সঙ্গেই থাকব আমরা। প্রয়োজনে গুহাবাসী হব, এমনকি আউট-ল। ভেব না, ধীরে ধীরে আরও অনেক বন্ধু জুটবে তোমার।'

'এতটা আমি আশা করিনি,' বলল এরিক। 'তবে ঝড় উঠলেই বোঝা যায়, নৌকো কতটা শক্ত। চল এবার গুহায় যাই।'

দুর্গম পথ ধরে তারা এসে পৌঁছুল স্কালাগ্রিমের সেই গুহায়। যেখানে যা রাখা ছিল, ঠিক তেমনি আছে। অর্থাৎ, বেয়ারসার্কের এই গুহা এখনও অন্য কেউ খুঁজে পায়নি।

সুতরাং এখানেই আশ্রয় নিল তারা। গিজার আর সোয়ানহিল্ডের লোক গুহা অবরোধ করতে পারে ভেবে একজন একজন করে লোক পাঠিয়ে অনেক খাবার মজুত করে রাখল এরিক।

এরিক আর স্কালাগ্রিম চলে আসার পরেও মিদালহফে লড়াই কিন্তু বন্ধ হল না। ভাই ভাইকে খুন করল, পুত্র পিতাকে। পালিয়ে গেল দাস-দাসী আর কিছু শান্তিপ্রিয় লোক।

কথা বলে চলল গাদরাদা যেন স্বপ্নের ঘোরেঃ

'সেভুনার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ সত্য। সে বলেছিল, মিদালহফ ভেসে যাবে রক্তে। তা-ই হল। সবকিছুর মূলে রয়েছ তুমি, সোয়ানহিল্ড। নিয়তির কথা একটু ভেবো। এই যে পড়ে আছে রাশি রাশি মৃতদেহ, এসব মৃত্যুর ভার তোমাকেই বহন করতে হবে!'

'মিদালহফ ভেসে যাচ্ছে রক্তে, তাই না?' হেসে উঠল সোয়ানহিল্ড গলা ছেড়ে। 'দৃশ্যটা তো ভালই লাগছে আমার। তবে আরও ভাল লাগত যদি ওসপাকার আর বিয়র্নের পাশাপাশি বইত তোমার আর এরিকের রক্ত। একদিন সে-ব্যবস্থাও করব। তবে আপাতত দেখব, এরিকের সঙ্গে যেন তোমার বিয়ে কিছুতেই না হয়। অবশ্য বিয়ে আর এমনিতেই হবে না, এরিকের হাত রঞ্জিত হয়েছে তোমার আপন ভাইয়ের রক্তে!'

কোনও জবাব না দিয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে রইল গাদরাদা। সোয়ানহিল্ড আবার বললঃ

'চল, গিজার, উত্তরে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করি, যাতে এরিককে খতম করে দেয়া যায়। গাদরাদা, এ-ব্যাপারে সাহায্য করবে না আমাদের? সে তোমার ভাইয়ের হত্যাকারী, সাহায্য কিন্তু করা উচিত।'

'নিঃসঙ্গ এক মানুষের পতনের জন্যে তোমরা দু'জনেই যথেষ্ট,' বলল গাদরাদা। 'চলে যাও তোমরা, আমার বেদনা আমারই থাক। তবে যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও, সোয়ানহিল্ড। তোমার মুখ আমি আর কখনও দেখতে চাই না। অশুভর মাঝে তোমার জন্ম, অশুভ পথেই তুমি চলবে। অপরাধের তোমার সীমা নেই, সে-অপরাধের ষোলো কলা হয়ত পূর্ণ করবে এরিককে হত্যার মাধ্যমে। কিন্তু মনে রেখ, কৃতকর্মের ফল একদিন ভোগ করতেই হবে। যে ডাকিনীবিদ্যা আজ তোমার এত প্রিয়, একদিন নিজেই আটকা পড়বে তার ফাঁদে। বছরের পর বছর তখন তাড়া করে ফিরবে অপরাধের বোঝা, ছায়া দেখলেও আঁতকে উঠবে। ঘুরে বেড়াবে হয়ত সাগরে সাগরে, ছুটে যাবে বাতাসের বেগে, কিন্তু কখনও পা রাখতে পারবে না শান্তির তীরে। বিশ্বাসঘাতিনী তুমি, ডাকিনী, লম্পট, চূড়ান্ত মিথ্যুক, এই মুহূর্তে দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে!'

মুখ তুলে চাইল সোয়ানহিল্ড। গাদরাদার চোখজোড়া যেন অগ্নিবর্ষণ করছে। জবাব দেয়ার জন্যে ঠোঁট ফাঁক হল সোয়ানহিল্ডের, কিন্তু কোনও কথা ফুটল না। গিজারকে সঙ্গে নিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল সে হলঘর থেকে।

একজন দু'জন করে আবার ফিরে এল ক্রিতদাসেরা। আহতদের নিয়ে গেল মন্দিরে। মৃতদেহ নিয়ে গেল শুধু ওসপাকারের, অন্যগুলো পড়ে রইল যেমন ছিল তেমনই।

সারারাত বসে রইল গাদরাদা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহের ওপর এসে পড়ল চাঁদের রূপালি আলো। একা বসে বসে গাদরাদা শুধু ভাবল, ভাবল আর ভাবল।

কীভাবে ঘটবে এসবের পরিসমাপ্তি? ভাইয়ের হত্যাকারীর সঙ্গে তার বিয়ে কীভাবে সম্ভব? সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে দুর্ভাগ্য। শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হয়ে কী লাভ, যদি তার

আশাই না পূরণ হয়? তবে, সে নিজেই রয়েছে সব নষ্টের মূলে। মিথ্যে ওই গল্প বিশ্বাস করতে গেল কেন? পাথর আলগা করে দিয়েছে সে, নিজেই এখন চাপা পড়তে চলেছে সেই পাথরের নিচে!

স্তব্ধ হয়ে উচ্চাসনে বসে রইল গাদরাদা। রাতকে হটিয়ে অবশেষে ফুটে উঠল দিনের আলো।

ছাব্বিশ

উত্তরে গেল গিজার, সঙ্গে সোয়ানহিল্ড। ওসপাকারের মৃত্যুতে গিজারই হল সোয়াইনফেলের শাসক। সোয়ানহিল্ডকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চায় সে, কিন্তু মুখে যা-ই বলুক এরিক ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করার ইচ্ছে সোয়ানহিল্ডের নেই। আতলি দ্য গুডকে যেমন করেছিল, ঠিক তেমনি প্রলোভনে পাগল করে তুলল সে গিজারকে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় একটা পাহাড় চুড়োয় বাবাকে সমাহিত করল গিজার। চারপাশ বেঁধে দিল মূল্যবান পাথরে, সামনে গড়ল মাটির একটা বিশাল স্তূপ। জনশ্রুতি আছে, ইউল-ভোজের রাতে ওখান থেকে নাকি বেরিয়ে আসে ওসপাকার, একটু পরেই ঘোড়া নিয়ে ছুটে আসে এরিক। অস্ত্রের ঝনঝনানি আর গোঙানিতে মুখর হয় রাতের আকাশ, অবশেষে ভাঙা একটা ঢাল হাতে বাতাসে গা ভাসিয়ে এরিক ব্রাইটিজ চলে যায় দক্ষিণে।

বাবাকে সমাহিত করে গিজার প্রতিজ্ঞা করল, এরিক আর স্কালাগ্রিমের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না। বিরাট একটা দল নিয়ে এরিককে খতম করার জন্যে রওনা দিল সে কোল্ডব্যাকের উদ্দেশে, সঙ্গে সোয়ানহিল্ড।

মিদালহফে বসে বসে ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল গাদরাদা। ওদিকে

মোসফেলে বসে বসে এরিক ভাবতে লাগল তার অতীতের কথা। আউট-ল ঘোষিত হলেও কোথাও সে হানা দিল না, কারণ, তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। এমনই ছড়িয়ে পড়ল তার বীরত্বের কাহিনী, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার এবং অন্যান্য সামগ্রী আসতে লাগল তার অনুরাগীদের কাছ থেকে। এমনকি প্রস্তাব এল যে, যদি সে চায়, বাইরে যাবার জন্যে বিশ্বস্ত মাল্লাসহ একটা যুদ্ধ-জাহাজ তৈরি করে দিতে তারা প্রস্তুত।

কিন্তু জোন মারফত ধন্যবাদসহ এরিক তাদের জানাল, সে জন্মেছে আইসল্যাণ্ডে, এখানেই মরতে চায়।

গুহায় দু'মাস কাটানোর পর এসে গেল শরৎকাল। এরিকের কানে এল, তাকে শেষ করার জন্যে একদল লোক নিয়ে গিজার আর সোয়ানহিল্ড আসছে কোল্ডব্যাকে। গাদরাদাও এরকম কোনও অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কিনা, খবর নিতে পাঠাল এরিক। খবর এল, সেরকম ইচ্ছে গাদরাদার নেই।

'চল, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'রাতের বেলা চুপিচুপি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি গিজারের দলের ওপব। এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি।'

'না, লড়াই আর করতে চাই না,' বলল এরিক। 'যদিও বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমিও। অনেক রক্তপাত হয়েছে আমার হাতে. আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনও কারণে আর রক্তপাত ঘটাতে চাই না। খুঁজতে খুঁজতে মোসফেলে এলে দেখা হবে গিজারের সাথে, আমি নিজে ওর মুখোমুখি হতে যাব না।'

'মনটা তোমার অন্যরকম হয়ে গেছে, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম। 'আগে তুমি কখনোই এভাবে কথা বলতে না।'

'হ্যাঁ, স্কালাগ্রিম, মনটা আমার অন্যরকম হয়ে গেছে। তবে আজ বেরোব মোসফেল থেকে।'

'কোথায় যাবে?'

'মিদালহফে, গাদরাদার সঙ্গে কথা বলতে।'

'তাহলে ওখান থেকে আর ফিরতে পারবে না।'

'হয়ত। তবু যাব। গাদরাদা আমাকে ঘৃণা করে, নাকি ভালবাসে এখনও, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত আমাকে হতেই হবে।'

'তাহলে আমিও যাব তোমার সাথে।'

'সে তোমার ইচ্ছে।'

দুপুরে রওনা দিল এরিক আর স্কালাগ্রিম। রওনা দেয়ার সময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আশপাশের পাহাড়ে আত্মগোপন করে থাকা গিজারের চরেরা তাদের দেখতে পেল না। সারা দিন গেল, সারা রাত গেল, পর দিন সকালে তারা এসে পৌঁছুল মিদালহফে। ঘোড়াগুলোর দেখাশোনার ভার স্কালাগ্রিমের ওপর ছেড়ে দিয়ে রওনা দিল এরিক পায়ে হেঁটে। মনে আশা, হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায় গাদরাদার সঙ্গে।

নদীর কাছে একটা উপত্যকায় লুকিয়ে রইল এরিক, যেখান থেকে গাদরাদাদের প্রাসাদটা দেখা যায়। একটু পরেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গাদরাদা, হাতে একটা তোয়ালে। এরিকের মনে পড়ল, খুব গরমের সময় সকালবেলা গোসল করা গাদরাদার অভ্যেস।

ঝোপঝাড়ে ঘেরা একটা জায়গায় গোসল করে গাদরাদা। সেখানকার একটা ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে রইল এরিক। খানিক পরেই সেখানে উপস্থিত হল গাদরাদা। সৌন্দর্য তার এতটুকু ম্লান হয়নি, কিন্তু চোখজোড়া বিষণ্ন। একটা পাথরে বসে জুতো খুলে পানিতে পা ডুবিয়ে দিল গাদরাদা, দীর্ঘশ্বাস ফেলল পানিতে আপন ছায়ার দিকে তাকিয়ে। বলার মত কোনও কথা খুঁজে পেল না এরিক।

হঠাৎ বেশ জোরে কথা বলে উঠল গাদরাদা। 'কী লাভ এই সৌন্দর্যে? এ শুধু মানুষের মৃত্যু আর দুঃখের কারণ হতে পারে।' তোয়ালেতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল সে। এরিকের মনে হল, কান্নার মাঝে একবার যেন তার নাম নিল গাদরাদা।

এ-দৃশ্য এরিকের আর সহ্য হল না, নিঃশব্দে সে গিয়ে দাঁড়াল সামনে। মুখ তুলতেই গাদরাদা দেখতে পেল এরিককে।

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল গাদরাদা। 'সোয়ানহিল্ডের জন্যে শপথ ভেঙে, আমার ভাইকে হত্যা করে, বাড়িটাকে কসাইখানাতে রূপান্তরিত করেও তোমার সাধ মেটেনি? এখন আবার এসেছ চোরের মত চুপিচুপি আমাকে দেখতে!'

'মনে হল কাঁদতে কাঁদতে তুমি আমার নাম ধরে ডাকলে, গাদরাদা,' খুব শান্ত স্বরে বলল এরিক।

'তাতে কি হয়েছে? কেন লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি শুনেছ আমার কথা? ভাই মারা গেছে আমার, তার জন্যে শোকও করতে পারব না? এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও, এরিক, নইলে আমার লোকজনকে ডাকব তোমাকে হত্যা করার জন্যে!'

'ডাক, গাদরাদা। এ-জীবন এখন আমার কাছে তুচ্ছ। জীবনের মায়া ত্যাগ করেই রওনা দিয়েছি মোসফেল থেকে। তুচ্ছ এই জীবন নিয়েই যদি তুমি সুখী হও, এখনই আমি সেটা তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। ডাক প্রহরীদের, নাকি আমিই ডাকব?'

'অত জোরে চেঁচিয়ো না, শুনে ফেলতে পারে কেউ তোমার কথা। ভাতৃহন্তার পাশে আমাকে দেখলে কতটা কলঙ্ক রটবে জান?'

'আমি তো ওসপাকারকেও হত্যা করেছি, গাদরাদা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যার স্ত্রী হতে তুমি। ওসপাকারের মৃত্যু নিশ্চয় তোমার কাছে বিয়র্নের মৃত্যুর চেয়েও বড়।'

'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ত্রী হতাম, কিন্তু হইনি, এরিক। ওসপাকারের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

'তাহলে কি চাও, আমি চলে যাই এখান থেকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই চলে যাও এখান থেকে! কখনও যেন তোমার মুখ আর না দেখতে হয়!'

কোনও কথা না বলে ঘুরে রওনা দিল এরিক।

কিন্তু তিন ধাপ না যেতেই ডাকল গাদরাদা। 'এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না, এরিক। গরু চরাতে বেরিয়ে পড়েছে রাখালেরা, তাদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তুমি এখানে লুকিয়ে থাক, আমি যাই। যদিও মৃত্যুই তোমার প্রাপ্য হওয়া উচিত, একসময়ের সুসম্পর্কের কারণে সে-মৃত্যু আমি চাই না।'

'তুমি গেলে আমিও যাব, এতে যা হবার হবে।'

'তোমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে আমাকে বাধ্য কর না।'

'কর যা তোমার খুশি,' বলল এরিক। কিন্তু কথাটা গাদরাদা খেয়াল করল বলে মনে হল না।

'এখানে যদি থাকতেই হয়,' বলল সে। 'তুমি যেখানে লুকিয়ে ছিলে, সেখানে যাওয়াই ভাল।' দু'জনে এসে ঢুকল সেই ঘাসঝোপের ভেতর।

'সরে বস,' বলল গাদরাদা। 'যে সোয়ানহিল্ডকে ভালবেসেছে আর হত্যা

করেছে বিয়র্নকে, তাকে আমি স্পর্শ করতে চাই না।'

'গাদরাদা, সোয়ানহিল্ডের কথা কি আমি সবার সামনেই খুলে বলিনি? তুমিও কি স্বীকার করনি, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তা স্বীকার করেছি,' বলল গাদরাদা।

'তাহলে সোয়ানহিল্ডের কথা তুলে আমাকে খোঁচা মারছ কেন? ওর চেয়ে ঘৃণা আমি আর কাউকে করি না। বল, ওর জন্যেই কি আজ আমাদের ভুগতে হচ্ছে না?'

কোনও জবাব দিল না গাদরাদা।

'বিয়র্নের মৃত্যুর ব্যাপারটাও ভেবে দেখ ঠাণ্ডা মাথায়। আমাকে কি সেজন্যে অপরাধী করা যাবে? বিয়র্ন কি ঢালের টুকরোটা ছুঁড়ে দেয়নি, যাতে আমি মারা পড়ি ওসপাকারের হাতে? পেছন থেকে বিয়র্ন কি অতর্কিতে তরবারি চালায়নি, যা স্কালাগ্রিম প্রতিহত না করলে লুটিয়ে পড়ত আমার প্রাণহীন দেহ? আত্মরক্ষার জন্যে তরবারি চালানোটাই কি আমার অপরাধ? বল, গাদরাদা, যেজন্যে আমি দোষী নই, তাকে আমাদের ভালবাসার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোটা কি উচিত হবে?'

'ভালবাসার কথা আর নয়, এরিক,' জবাব দিল গাদরাদা। 'বিয়র্নের রক্ত সব ভালবাসা শুষে নিয়েছে, সবসময় শুনতে পাচ্ছি তার প্রতিশোধের চিৎকার। শোন, অন্তত এক ঘন্টা তোমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে এখানে। চুপ করে তো থাকতে পারবে না, সুতরাং শোনাও তোমার সাগর অভিযানের কাহিনী। ওগুলো শুনতে চাইছি, কারণ, তখনকার এরিক আমারই ছিল, বিয়র্নকে সে হত্যা করেনি। কিন্তু এখনকার এরিক আমার কাছে মৃত।'

'খুব শক্ত তোমার কথা,' বলল এরিক। 'এসব কথা মৃত্যুর প্রতি আগ্রহ জন্মায়।'

'ওভাবে বোলো না,' মুখ তুলল গাদরাদা। 'ওভাবে কথা বলা পুরুষের সাজে না।'

অভিযানের কাহিনী বলতে লাগল এরিক। ওসপাকারের সঙ্গে সংঘর্ষ, লণ্ডন গমন, এডমণ্ডের দেহরক্ষী হওয়া—কিছুই বাদ গেল না। শুনতে শুনতে কাছে সরে এল গাদরাদা। সবশেষে এরিক বলল, রাজা তাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিল রাজকীয় রক্তের এক মহিলার সঙ্গে, কিন্তু সে লণ্ডনে থাকতে না চাওয়ায় রেগে গিয়েছিল খুব।

'সেই মহিলার কথা বল,' দ্রুত বলল গাদরাদা। 'মেয়েটি কি সুন্দরী? কি নাম তার?'

'যথেষ্ট সুন্দরী সে, নাম এলফ্রিডা,' বলল এরিক।

'তার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

'সামান্য।'

আবার সরে বসল গাদরাদা।

'কি বিষয়ে? সত্য বলবে, এরিক।'

'বলেছিলাম, আইসল্যাণ্ডে একজন আছে, যে আমার বাগ্‌দত্তা। সুতরাং আইসল্যাণ্ডে আমাকে ফিরতেই হবে।'

'শুনে সেই এলফ্রিডা কি বলল?'

'বলল, গাদরাদা দ্য ফেয়ার আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে আনবে না। আর, সে যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়, আমি যেন লণ্ডনে তার কাছে ফিরে যাই।'

এবারে গাদরাদা তাকাল বড় বড় চোখে। 'শত্রুর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলে আগামী বসন্তে কি তুমি লণ্ডন যাত্রা করবে?'

এরিক বুঝতে পারল, ঈর্ষা দেখা দিয়েছে গাদরাদার মনে। সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল সে।

'তোমার মনে যদি আমার কোনও স্থানই না থাকে, তাহলে লণ্ডন না গিয়ে আর উপায় কি?'

গাদরাদার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল এলফ্রিডা, হাসতে হাসতে সে যেন হেঁটে চলেছে এরিকের হাত ধরে। দেখতে দেখতে তার দু'চোখের কোল ভরে উঠল পানিতে।

আর সহ্য হল না এরিকের। হাত বাড়িয়ে গাদরাদাকে সে টেনে নিল বুকে, ঠোঁট নামিয়ে আনল গাদরাদার ঠোঁটে।

'এতে আমার কোনও অপরাধ হবে না,' ফিসফিস করে বলল গাদরাদা। 'কারণ, শক্তিতে আমি পারব না তোমার সঙ্গে। কিন্তু শক্তি খাটিয়ে আমাকে বুকে টেনে নেয়া—তোমার পক্ষে এটা নিদারুণ লজ্জার।'

'যথেষ্ট হয়েছে, গাদরাদা, আর বোলো না, তার চেয়ে বরং একটা চুমু দাও আমাকে।'

অনেক দিন পর এরিককে একটা চুমু খেল গাদরাদা। শেষ হল তার অভিমানের পালা।

'ছাড়, এরিক,' বলল সে। 'তোমার সাথে কিছু কথা আছে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহু আলগা করল এরিক।

'শোন,' বলল গাদরাদা। 'তোমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি। বিয়র্নকে হত্যা করা সত্ত্বেও তোমার কথা কখনোই ভুলতে পারি না। কিন্তু আইসল্যাণ্ডে বাস করে আমাদের বিয়ে হওয়া অসম্ভব। মানুষজনের বিদ্রূপ আমি সইতে পারব না। এক কাজ কর। মোসফেলে ফিরে গিয়ে শীতকাল পর্যন্ত কাটাও। বসন্ত আসতে আসতে আমি একটা জাহাজ তৈরি করে নেব। আমার কোনও জাহাজ নেই, তাছাড়া সমুদ্রযাত্রার পক্ষে সময়টা অনুকূল নয়। বসন্তকালে দু'জনে চলে যাব লণ্ডন। তারপর ভাগ্যে যা আছে হবে। তুমি কি বল?'

'খুব ভাল কথা,' জবাব দিল এরিক, 'এখন বসন্তটা ভালয় ভালয় এলে হয়।'

'ঠিকই বলেছ, বসন্তটা ভালয় ভালয় এলে হয়। যে ভাগ্য আমাদের! এবার যাও, শিগগিরই দাসীরা আসবে আমাকে খুঁজতে। সাবধানে থেক, এরিক- সোয়ানহিল্ডের থেকে সাবধান!'

আরেকটা চুমু খেয়ে চলে গেল এরিক। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ গাদরাদা বসে রইল সেখানে। ধীরে ধীরে শীতকালকে হটিয়ে তার মনে যেন আবার উঁকি দিল বসন্ত।

সাতাশ

খুব ধীরে হাঁটতে হাঁটতে এরিক এল স্কালাগ্রিমের কাছে।

'কি খবর, প্রভু?' জানতে চাইল স্কালাগ্রিম। 'এত দেরি করলে, বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম প্রায় তোমার খোঁজে। গাদরাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল এরিক। 'আইসল্যাণ্ড আর দুর্ভাগ্যকে বিদায় জানিয়ে

আগামী বসন্তে আমরা রওনা দিচ্ছি ইংল্যাণ্ডে।'

'বসন্ত এখন ভালয় ভালয় এলে হয়,' এরিকের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল স্কালাগ্রিম। 'এখনই রওনা দিলে ক্ষতিটা কি?'

'গাদরাদার কোনও জাহাজ নেই, তাছাড়া রওনা দেয়ার পক্ষে সময়টাও অনুকূল নয়।'

'আমি হলে শীতটা আইসল্যাণ্ডে না কাটিয়ে সাগর যাত্রারই ঝুঁকি নিতাম,' বলল স্কালাগ্রিম। 'বসন্তের এখনও অনেক দেরি।'

শেষরাতের দিকে তারা পৌঁছুল মোসফেলের পাদদেশে। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঘোড়ার পিঠেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'জনে, হঠাৎ চমকে জেগে গেল স্কালাগ্রিম। তরবারিতে প্রতিফলিত হয়ে ঝিক করে উঠেছে আলো।

'জাগো, প্রভু,' চিৎকার দিল সে। 'সামনে শত্রু।'

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গিজারের ছ'জন লোক। এরিক বাইরে গেছে শুনে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল তারা।

'এখন কি করা উচিত?' হোয়াইটফায়ার বের করল এরিক।

'এর আগেও আমরা লড়েছি ছ'জন কিংবা তার চেয়ে বেশি লোকের বিরুদ্ধে,' বলল স্কালাগ্রিম। 'আমার মনে হয়, এখন উচিত হবে সোজা ওদের দিকে ঘোড়া ছোটানো।'

'বেশ,' পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল এরিক। তীরবেগে ঘোড়া ছুটে আসতে দেখে আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শত্রুরা।

পথ পরিষ্কার হল, কিন্তু শত্রুদের বিদ্রূপ করার লোভ সামলাতে পারল না স্কালাগ্রিম। কিছুটা এগিয়ে পেছন ফিরে সে বললঃ

'বীর পাঠিয়েছে বটে গিজার। খুব অসুবিধে হলে বল্, একা লড়ি। কি রে, তবু পালাবি না তো?'

এ-ধরনের কথা শুনে রেগে আগুন হয়ে বর্শা ছুঁড়ল শত্রুরা। একটা বর্শা ধরে ফেলল স্কালাগ্রিম, কিন্তু আরেকটা তার ওপর দিয়ে গিয়ে আঘাত হানল এরিকের বাম কাঁধে। বর্শাটা খুলেই পাল্টা ছুঁড়ল এরিক। তৎক্ষণাৎ মারা গেল একজন শত্রু, বাকি সবাই পালাল।

ক্ষতস্থানে কাজ চালানোর মত একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল স্কালাগ্রিম। গুহায় পৌঁছুতে দেখা গেল, যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে। দশ দিনের মধ্যে অবশ্য মোটামুটি সেরে উঠল এরিক।

ক্ষত সারার কিছু দিন পরেই বরফ জমতে লাগল মোসফেলে। ছোট হয়ে এল দিন, দীর্ঘ হল রাত। মোসফেলের অতি দুর্গম চূড়োয় ওঠার আশা ত্যাগ করল শত্রুরা, কিন্তু তাই বলে নজর রাখতে ভুলল না।

সন্ধ্যার পরেই মোসফেলে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। প্রথম প্রথম এটাকে গুরুত্ব দিল না এরিক, কিন্তু ধীরে ধীরে সে-অন্ধকার চেপে বসল তার মনের ওপর। কোনও মোমবাতি নেই গুহায়, তাই অন্ধকার নামলে ভেড়ার একটা চামড়া গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে আসে এরিক। খাদের একেবারে পাশে বসে সে দৃষ্টি মেলে দেয় সামনে। কখনও তারার আলোয়, কখনও সুমেরু প্রভায় ঝিকমিক করে দূরের পাহাড়।

গুহার বাইরের সমতল জায়গায় পাথরের একটা কুঁড়েঘর তৈরির আদেশ দিল এরিক। দু'টো উদ্দেশ্যে এই আদেশ দিল সে। বসে থেকে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে লোকগুলোর—একটা কাজ পাবে তারা, আর কুঁড়েঘর তৈরি হলে সেটাকে ব্যবহার করা যাবে ভাঁড়ার হিসেবে। একদিন একটা বড় পাথরখণ্ড অনেক চেষ্টা করেও নড়াতে পারল না কেউ। স্কালাগ্রিমও ব্যর্থ হল। অবশেষে এল এরিক। প্রথমটায় সে-ও পারল না, কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে নড়ে উঠল পাথরটা।

'তোমরা সব ছেলেমানুষ,' পাথরখণ্ডটাকে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে হেসে উঠল এরিক।

'তোমার তুলনায় সত্যিই আমরা তাই,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'কিন্তু ওই দেখ, আবার রক্ত পড়ছে তোমার ক্ষত থেকে।'

'সত্যিই তো,' ক্ষতস্থান ধুয়ে আবার নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল এরিক। ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না।

রাতে যথারীতি সে গিয়ে বসল খাদের পাশে। মনটা খুব খারাপ হল গাদরাদার কথা ভেবে। সত্যিই কি কোনদিন বিয়ে হবে তাদের? ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই পিছলে সরে গেল ব্যাণ্ডেজ, আবার রক্ত ঝরতে লাগল। তার লম্বা চুলগুলো ধীরে ধীরে সেঁটে গেল রক্তে। ওই অবস্থাতেই এসে শুয়ে পড়ল এরিক। সকালে দেখা গেল, চুলগুলো গলার পাশে এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে, কাটা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এরিক তা কাউকে কাটতে দেবে না। গাদরাদা ছাড়া ওই চুল নাকি আর কারও কাটার অধিকার নেই। একবার অন্যে চুল কাটায় সে হয়েছে যাবতীয় দুর্ভাগ্যের

শিকার, সুতরাং তেমন ঝুঁকি আর নিতে চায় না। বরাবর ভাগ্য বঞ্চনা করে এসেছে এরিককে, ফলে মাথাটাই তার ইদানীং কেমন যেন হয়ে গেছে। মাঝেমাঝে বুঝে উঠতে পারে না, কোন্‌টা উচিত আর কোন্‌টা অনুচিত।

ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ল এরিক, তবু চুল স্পর্শ করতে দিল না কাউকে। ঘুমের মধ্যে একজন চেষ্টা করল চুল কাটার, কিন্তু এরিকের ঘুসি খেয়ে দম তার প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়।

'মনে হচ্ছে ব্রাইটিজ পাগল হয়ে গেছে,' বলল স্কালাগ্রিম। 'গাদরাদা ছাড়া আর কাউকে চুল ছুঁতে দেবে না সে। এভাবে থাকলে ধীরে ধীরে পচন ধরবে ক্ষতে। সুতরাং ওকে বাঁচাতে হলে গাদরাদাকে অবশ্যই আনতে হবে এখানে।'

'তা কি করে হবে?' বলল সবাই একসাথে। 'এখানে আসা কি গাদরাদার পক্ষে সম্ভব?'

'আসার মন থাকলে অবশ্যই সম্ভব,' বলল স্কালাগ্রিম। 'যদিও মেয়েদের মনের ওপর কোনও বিশ্বাসই নেই আমার। তবু যাব একবার মিদালহফে। জোন, তুমি যাবে আমার সঙ্গে। বাদবাকি সবাই দেখাশোনা করবে প্রভুর। উল্টোপাল্টা যদি কিছু কর, কপালে দুঃখ আছে। এমনকি পথের মধ্যে আমি যদি মরেও যাই, আমার প্রেতাত্মা তাকে ছাড়বে না।'

যাবার খুব একটা ইচ্ছে জোনের ছিল না। কিন্তু এরিকের প্রতি ভালবাসায় আর বেয়াবসার্কটার ভয়ে রওনা দিল সে। তিন দিন পর তারা এসে পৌঁছুল মিদালহফে।

তখন ভোজন সারছে সবাই হলঘরে। উচ্চাসনে একা একা বসে আছে গাদরাদা।

'কে ওখানে?' জানতে চাইল সে।

'আমি,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

'আরে এটা তো স্কালাগ্রিম,' বলল একজন। 'ও একটা আউট-ল। খতম কর ব্যাটাকে।'

'হ্যাঁ, আমি স্কালাগ্রিম,' বলল সে। 'এস কে খতম করবে আমাকে। তবে আসার আগে এটার কথা মনে রেখ,' কুঠারটা তুলে ধরল সে মাথার ওপর।

এগোবার সাহস আর কেউই পেল না।

'লড়াই করতে আমি এখানে আসিনি,' এবার বলল স্কালাগ্রিম গাদরাদার

উদ্দেশ্যে। 'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। কিন্তু তার আগে এক পাত্র মীড আর কিছু খাবার পেলে ভাল হয়। গত তিনটা দিন কাটিয়েছি তুষারপাতের মাঝে।'

খাবারের পর্ব শেষ হবার পর লোকজন বিদায় করে গাদরাদা শুনতে চাইল তার কথা।

'আমার প্রভু, এরিক, মরতে বসেছে মোসফেলে।'

কথাটা শোনার সাথেসাথে বরফের মত শাদা হয়ে গেল গাদরাদার চেহারা।

'মরতে বসেছে?—এরিক মরতে বসেছে?' বলল সে। 'তাহলে তুমি এখানে কেন?'

'ভাবলাম, তুমি তাকে বাঁচাতে পারবে।' এরপর পুরো ঘটনাটা খুলে বলল স্কালাগ্রিম।

গাদরাদা কিছুক্ষণ ভাবল।

'যাত্রাটা কঠিন, কিন্তু এরিকের এ-অবস্থায় তো আমি হাত গুটিয়ে থাকতে পারি না। কখন যেতে হবে?'

'আজ রাতে,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'লোকজন ঘুমোলে। এখন দিন আর রাতের খুব একটা পার্থক্য নেই। রাস্তা খুব খারাপ, এরিককে বাঁচাতে হলে যেতে হবে আজরাতেই।'

'বেশ, আজরাতেই যাব,' বলল গাদরাদা।

সবাই ঘুমোলে চুপিচুপি উঠে পড়ল সে। পরিচারিকাদের নির্দেশ দিল, তার অনুপস্থিতিতে কেউ খোঁজ করলে যেন জানানো হয় যে সে অসুস্থ। এরপর খাবার, ওষুধ আর ভেড়ার চর্বি দিয়ে তৈরি মোমবাতিসহ দু'টো ঘোড়া নিয়ে এল বিশ্বস্ত তিন ক্রীতদাস। যথাসম্ভব নিঃশব্দে ঘোড়া চালিয়ে গাদরাদা, স্কালাগ্রিম আর জোন এল স্টোনফেলে, ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে পেরিয়ে গেল হর্স-হেড হাইট্‌স। তিন দিন পর তারা মোসফেলে পৌঁছুল। বিষণ্ন মুখে কাছে এল এরিকের লোকেরা।

'ব্রাইটিজের খবর কি?' জানতে চাইল স্কালাগ্রিম। 'মারা গেছে?'

'না,' জবাব দিল তারা। 'তবে যাওয়ার বোধহয় আর খুব দেরি নেই। শুধু ভুল বকছে।'

'এখনই আমাকে নিয়ে চল ওর কাছে,' বলল গাদরাদা।

ধীরে ধীরে সবাই উঠল পাহাড় চুড়োয়। একটা মশাল জ্বলছে গুহামুখে। গাদরাদা দেখল, চামড়ার একটা শয্যায় শুয়ে আছে এরিক। মুখটা রক্তশূন্য, বুকের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, গলার একপাশে জঙ্গলের মত জট পাকিয়ে আছে চুল।

ভুল বকতে লাগল এরিক। 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমাকে। ভেবেছ আমি দুর্বল হয়ে গেছি? কাছে এস, শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক। গাদরাদা ছাড়া এই চুল আর কেউ কাটবে না, শপথ করেছি আমি। একবার ভেঙেছি শপথ, কিন্তু আর নয়। বরফ দাও! বরফ দাও! গলা আমার জ্বলে যাচ্ছে! কিছু বরফ ঠেসে ধর মাথায়। ধরবে না? ভেবেছ আমি দুর্বল হয়ে গেছি? নিয়ে এস হোয়াইটফায়ার। অনেক কাজ বাকি রয়েছে এখনও। কে ওখানে? সোয়ানহিল্ড, হেঁটে এসেছে পানির ওপর দিয়ে। দূর হও, ডাইনী কোথাকার! যথেষ্ট ক্ষতি করেছ, আর নয়। কিন্তু ওটা তো সোয়ানহিল্ড নয়, এলফ্রিডা। উঁহুঁ, লণ্ডনে আমি থাকব না। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!'

আর সহ্য হল না গাদরাদার, ছুটে এরিকের পাশে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল সে।

'চুপ কর, আর কোনও চিন্তা নেই। এই দেখ, তোমার গাদরাদা এসেছে তোমাকে দেখতে।'

অদ্ভুত চোখে তাকাল এরিক।

'না, না, তুমি গাদরাদা নও। এমন দুর্গম জায়গায় আসা কি তার পক্ষে সম্ভব! আর সত্যিই যদি তুমি গাদরাদা হও, প্রমাণ দাও একটা। এখানে তুমি এসেছই বা কেন, স্কালাগ্রিম কোথায়? একটা লড়াই করেছিল বটে সে! শত্রুরা পালাচ্ছে, পিছে পিছে ছুটছে স্কালাগ্রিম। হা! হা! হা! সোয়ানহিল্ড, এখনও যাওনি? তাহলে এস, শোক করি একসঙ্গে। পাত্রটা আমাকে দাও। একি, তোমার চারপাশ ঘিরে ওটা কিসের আভা? দেহ থেকে আসছে ফুলের সুবাস।'

'এরিক, এরিক,' চিৎকার করে উঠল গাদরাদা। 'আমি এসেছি তোমার চুল কাটতে।'

'এবার চিনতে পেরেছি, সত্যিই তুমি গাদরাদা,' বলল এরিক। 'চুল কাটবে? কাট। কিন্তু অন্য আর কেউ যেন হাত দেয় না, স্রেফ খুন করে ফেলব।'

আর কথা না বাড়িয়ে কাঁচি বের করে ব্রাইটিজের লম্বা চুলগুলো কেটে দিল গাদরাদা। তারপর ক্ষতস্থানটা গরম পানিতে ধুয়ে, মলম লাগিয়ে, বেঁধে দিল নতুন ব্যাণ্ডেজ।

এরপর গরম গরম স্যুপ তৈরি করল গাদরাদা। স্যুপ খেয়ে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ল এরিক।

একদিন একরাত পর চোখ মেলল সে। সবসময় মাথার কাছে বসে রইল গাদরাদা।

'অদ্ভুত!' বিড়বিড় করে উঠল এরিক। 'সত্যিই বড় অদ্ভুত! স্বপ্নে দেখলাম, গাদরাদা ঝুঁকে আছে আমার ওপর। তাহলে স্কালাগ্রিম গেল কোথায়? আমি বোধহয় মারা গেছি,' বাহুতে ভর দিয়ে উঠতে চাইল এরিক, কিন্তু পারল না। একটা হাত ধরে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে গাদরাদা বললঃ

'বেশিকথা বোলো না এরিক। স্বপ্ন তুমি দেখনি। সত্যিই আমি এখানে এসেছি। অসুখে তুমি প্রায় মরতে বসেছিলে। তবে এখন আর ভয় নেই, বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মোসফেলে এসেছ তুমি?' বিস্ময় ঝরে পড়ল এরিকের কণ্ঠে। 'আমি কি এখনও স্বপ্ন দেখছি?'

'না, এরিক, সত্যিই আমি এসেছি। ভাল করে দেখ।'

'এতটা দুর্গম পথ পেরিয়ে এসেছ আমার সেবা করতে? তাহলে আমাকে তুমি সত্যিই ভালবাস,' আর কিছু বলতে পারল না এরিক, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

গাদরাদার দু'চোখও ভরে উঠল পানিতে, মাথা রাখল সে এরিকের রোগতপ্ত কপালে।

আটাশ

গাদরাদার সেবা আর সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পেল এরিক। পাঁচ দিন পর গাদরাদা বললঃ

'এবার আমাকে মিদালহফে ফিরে যেতে হবে, এরিক। তুমি সেরে উঠেছ, আমার আর থাকার প্রয়োজন নেই।'

'না,' বলল এরিক। 'এখনই যেয়ো না।'

'যেতে আমাকে হবেই, এরিক। চাঁদ এখন উজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার, বাতাসেও নেই ঝড়ের আভাস। দেরি করলে আবার শুরু হতে পারে তুষারঝড়। শোন, যদি কোনও ঝামেলা দেখা না দেয়, বসন্তের দ্বিতীয় সপ্তাহে একজন দূত পাঠাব। তুমি মিদালহফে চলে যেও, ওখানেই বিয়ে হবে আমাদের। একটা সওদাগরী-জাহাজ তৈরি রাখব, বিয়ের পর দিন ভাগ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ব আমরা লণ্ডনের উদ্দেশে।'

'তুমি পাশে থাকলে সৌভাগ্য পিছু ছাড়বে না,' বলল এরিক। 'তবে সে-সৌভাগ্যের দেখাই পাব কিনা জানি না। কারণ, নাম হল আমার হতভাগ্য এরিক। সোয়ানহিল্ড অঘটন ঘটাতে পারে। মন তোমাকে ছেড়ে দিতে চাইছে না,গাদরাদা। তবু বুঝতে পারছি, যেতে তোমাকে হবেই।'

এরপর স্কালাগ্রিমকে ডেকে গাদরাদার সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলল এরিক।

দ্রুত প্রস্তুতি নিল স্কালাগ্রিম। বিষণ্ন হৃদয়ে এরিকের কাছ থেকে বিদায় নিল গাদরাদা।

পাঁচ দিন পর ফিরে এল স্কালাগ্রিম। বলল, সে আর জোন গাদরাদাকে পৌঁছে দিয়েছে হর্স-হেড হাইট্স্-এ। সেখান থেকে গাদরাদা চলে গেছে

তার কয়েকজন ক্রীতদাসের সঙ্গে।

নিরাপদেই মিদালহফ পৌঁছুল গাদরাদা। ইতিমধ্যে তেমন কেউ তার খোঁজ করেনি। যারা করেছে তারা জেনেছে, অসুখে সে শয্যাশায়ী।

কিছু দিন পরেই আইসল্যাণ্ড ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিতে লাগল গাদরাদা। যে টাকাগুলো সুদে খাটাতে দিয়েছিল, তুলে নিল সমস্ত। শীতের মাঝামাঝি কিনে ফেলল একটা সওদাগরী-জাহাজ। চারদিকে ছড়িয়ে দিল, বসন্তের শুরুতেই সে বাণিজ্য করতে যাবে স্কটল্যাণ্ডে। এত করেও ক্ষান্ত হল না গাদরাদা। কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে চামড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী ভরতে লাগল জাহাজে।

এভাবে কাজে কাজে ভালই সময় কেটে চলল গাদরাদার, কিন্তু এরিকের সময় আর কাটতে চায় না। কাজ বলতে তার তিনটে—খাওয়া, ঘুম আর গাদারাদার কথা চিন্তা করা।

কোল্ডব্যাকে বসে বসে সোয়ানহিল্ডের দিনও ভাল যাচ্ছে না। গিজারকে খেলাতে খেলাতে সে এখন ক্লান্ত, তাছাড়া মনটাও অস্থির হয়ে উঠেছে ভালবাসা, ঘৃণা আর ঈর্ষায়। সে জানে, এরিক আর গাদরাদা কেউ কারও কথা ভোলেনি। পারলে এরিককে খুন করত সে, তবে গাদরাদাকে খুন করতে পারলেই খুশি হত বেশি।

একসময় সে সংবাদ পেল, সওদাগরী একটা জাহাজ নিয়ে গাদরাদা যাবে স্কটল্যাণ্ডে। হতভম্ব হয়ে গেল সোয়ানহিল্ড। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন তো গাদরাদার কখনোই ছিল না! চরদের ডেকে জাহাজটার ওপর সবসময় নজর রাখার নির্দেশ দিল সোয়ানহিল্ড।

খাদের পাশে বসে বসে ঈগলদের ওড়া দেখে এরিক, কাটতে আর চায় না অসহ্য সময়। অবশেষে এক সকালে স্কালাগ্রিম এসে জানাল, একজন লোক তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

তখনই লোকটাকে আনতে বলল এরিক। জানা গেল, সে গাদরাদার একজন দূত।

'কি সংবাদ?' জানতে চাইল এরিক।

'গাদরাদা দ্য ফেয়ার আপনাকে বলতে বলেছেন,' জবাব দিল দূত। 'তিনি ভাল আছেন এবং গলে গেছে মিদালহফের বরফ।'

পূর্বনির্ধারিত সঙ্কেত অনুসারে এরিক বুঝল, সব তৈরি।

'শুনে খুশি হলাম,' বলল সে। 'তুমি গাদরাদাকে গিয়ে জানাবে, এরিক ভাল আছে, কিন্তু হেকলার বরফ এখনও গলেনি।'

এই কথায় গাদরাদা বুঝবে, খুব শিগগির সে দেখা করবে তার সাথে। এবার স্কালাগ্রিম শুনতে চাইল সোয়ানহিল্ডের সংবাদ। দূত জানাল, গিজারকে নিয়ে সোয়ানহিল্ড এখনও কোল্ডব্যাকেই আছে। সবাইকে বলেছে, অপেক্ষার পালা শেষ, এবার তারা বেরিয়ে পড়বে এরিককে খতম করতে।

'আগে মুরগি ধর, তারপর তো জবাইয়ের প্রশ্ন,' হেসে উঠল স্কালাগ্রিম হো হো করে।

এরিকের লোকেদের অনেকে সাগরযাত্রা করতে চায় না। জোন তাদের একজন। অনিচ্ছুকদের ডেকে এরিক বলল, সে চলে যাবার পরেও তারা যেন রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে রাখে পাহাড়চূড়োয়। এতে করে এরিক এখনও মোসফেলেই আছে ভেবে প্রতারিত হবে গিজার আর সোয়ানহিল্ড। সঠিক কথাটা জানাজানি হবার পর গা ঢাকা দিলেই চলবে কিছু দিনের জন্যে। এরপর যে দু'জন সঙ্গে যেতে চায়, তাদের তৈরি হতে বলল এরিক।

সেই রাতেই জোন এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কালাগ্রিম আর দু'জন লোকসহ চাঁদ ওঠার আগেই রওনা দিল এরিক। নিরাপদেই পৌঁছুল ওরা হর্স-হেড হাইট্স্-এ। বিকেল ক্রমেই গড়াল সন্ধ্যার দিকে, স্টোনফেলের চূড়ো থেকে মিদালহফের হলঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চঞ্চল হয়ে উঠল এরিক। কিন্তু রাত নামার আগে ওখানে যাওয়া চলবে না, গিজার কিংবা সোয়ানহিল্ডের চরেদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে। অপেক্ষার যন্ত্রণা এরিক আগেও ভোগ করেছে, কিন্তু আজকের সাথে সেসবের তুলনাই চলে না।

অবশেষে প্রকৃতি মুখ লুকোল অন্ধকারের কোলে। দ্রুত পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে এল এরিক। চত্বরে পৌঁছে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে উপস্থিত হল মহিলাদের প্রবেশ পথের কাছে। উৎকর্ণ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল গাদরাদা, বর্মের শব্দ কানে যেতেই হলঘরে ছুটে গিয়ে বসে পড়ল উচ্চাসনে। মাত্র দু'জন পরিচারিকা আর কয়েকজন ক্রীতদাস রয়েছে এখন মিদালহফে। তারা ইতিমধ্যেই আউটহাউসে ঘুমে অচেতন। বাদবাকি সবাইকে জাহাজে মাল বোঝাই করতে পাঠিয়ে দিয়েছে গাদরাদা, যেন

এরিকের আগমন কারও চোখে না পড়ে।

স্কালাগ্রিম আর লোক দু'জনের ওপর ঘোড়া দেখাশোনার ভার দিয়ে সন্তর্পণে এরিক ঢুকে পড়ল ভেতরে। আশপাশে কাউকে না দেখে সে গেল হলঘরে। ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে মৃদু একটা আগুন, কিন্তু সেখানেও কাউকে চোখে পড়ল না। হঠাৎ কেঁপে উঠল এরিক তীব্র এক আতঙ্কে। সোয়ানহিল্ডের হাতে গাদরাদা মারা পড়েনি তো! ওদিকে এরিককে দেখে আনন্দের একটা শ্বাস গোপন করতে পারল না গাদরাদা। মাথা তুলল এরিক। ঠিক তখনই একটা কাঠ পড়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আগুন। কারুকার্যময় আসনে বসে রয়েছে গাদরাদা, কনের তুষারশুভ্র পোশাক তার পরনে।

'এরিক!' ডাকল সে ফিসফিসিয়ে। 'এরিক! এরিক!' তৎক্ষণাৎ যেন ডেকে উঠল সারা হলঘর।

ধীরে ধীরে এগোল সে গাদরাদার দিকে। পরস্পরের বাহুপাশে বাঁধা পড়ল পরস্পর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল দু'জনে।

কোল্ডব্যাকে বসে বসে আলোচনা করছে সোয়ানহিল্ড আর গিজার।

'সপ্তাহের পর সপ্তাহ এভাবে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'আতলি, ওসপাকার এবং আরও অনেকের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হল না এখনও।'

'ক্লান্ত আমিও,' বলল গিজার। 'তাছাড়া উত্তরে যাওয়াটাও জরুরী হয়ে পড়েছে। এরিকের মৃত্যুর আগে বিয়ে করবে না, এ-জেদ যদি তুমি না ধরতে, ফিরে যেতাম আমি সোয়াইনফেলে। অবশ্য ব্রাইটিজকে খতম করতে আসতাম আবার, তবে ধীরেসুস্থে।'

'এরিক না মরা পর্যন্ত তোমাকে বিয়ে করব না, গিজার,' হিংস্র হয়ে উঠল সোয়ানহিল্ডের চেহারা।

'কিন্তু এরিকের কাছে কিভাবে যাব?' বলল গিজার। 'খুব সরু একটা পথ অতিক্রম করতে হয় ওর গুহায় যাবার সময়, ওখানে কে মুখোমুখি হবে এরিক আর স্কালাগ্রিমের?'

'জায়গাটার ওপর ভালভাবে নজরই রাখা হয়নি,' বলল সোয়ানহিল্ড।

'আমি জানি, এরিক, দু'একবার মিদালহফ গেছে। লজ্জাশরমের বালাই তো গাদরাদার নেই, ভাইয়ের হত্যাকারীর সাথেও তার পরিত করতে বাধে না। মৃত্যুই ওর একমাত্র প্রাপ্য। বংশের নাম ডোবানোর জন্যে ওকে আমি হত্যা করব।'

'কাজটা তাহলে তুমি একলাই কর,' বলল গিজার। 'নারীহত্যার মধ্যে আমি নেই।'

অদ্ভুত চোখে তাকাল সোয়ানহিল্ড। 'শোন, গিজার! সওদাগরী একটা জাহাজ নিয়ে গাদরাদা যাচ্ছে স্কটল্যাণ্ডে, মালপত্র নিয়ে ফিরবে শীতের আগে। অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তা গাদরাদার মাথায় কখনোই ছিল না। আমার মনে হয়, এরিককে নিয়ে পালাচ্ছে ও আইসল্যাণ্ড থেকে।'

'হতে পারে,' বলল গিজার। 'আর তাহলে খুব একটা অসুখীও হব না। ব্রাইটিজের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল, নইলে আরও অনেক লোক মারা পড়বে ওর হাতে।'

'সত্যিই তুমি একটা কাপুরুষ,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'আমাকে নাকি তুমি ভালবাস। কিন্তু এরিক না মরা পর্যন্ত আমাকে তুমি কিছুতেই পাবে না। এক কাজ কর। জাহাজটার ওপর নজর রাখার জন্যে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দাও, নাবিকদের সঙ্গে মিশে তারা উঠে পড়বে জাহাজে। এদিকে আমি এক ক্রীতদাসের খোঁজ পেয়েছি, হেকলার কাছেই যার জন্ম। সে বলছে, পাহাড়ের উত্তরে নাকি একটা গোপন পথ আছে, যেটা দিয়ে মোসফেলের চুড়োয় ওঠা যায়। ছোটবেলায় ঈগলের বাসা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ সে দেখতে পেয়েছিল পথটা। চল, আগামীকাল ভোরে ওর সাথে গিয়ে দেখি, পথ সত্যিই ওখানে আছে কিনা। যদি থাকে, ফিরে এসে লোকজন নিয়ে গিয়ে আনায়াসে খতম করা যাবে ব্রাইটিজকে।'

কথাটা মনে ধরল গিজারের।

সুতরাং পর দিন খুব ভোরে জাহাজের ওপর নজর রাখার জন্যে কিছু লোক পাঠিয়ে সেই ক্রীতদাসের সাথে গিজার আর সোয়ানহিল্ড রওনা দিল মোসফেলের উদ্দেশে। আরেকটা ভোর নামতে তারা পৌঁছুল পাহাড়ের উত্তরদিকের ঢালে।

কিছুক্ষণ তারা বেশ অনায়াসেই উঠল। কিন্তু তারপরেই পথরোধ করে

দাঁড়াল একশো ফ্যাদম উঁচু একটা খাড়া ঢাল, যেদিক দিয়ে ওঠা কোনও শেয়ালের পক্ষেও অসম্ভব।

'অভিযান তাহলে আমাদের এখানেই শেষ,' বলল গিজার। 'শুধু ভাবছি, পাহাড় থেকে নামার আগেই না আবার ব্রাইটিজ আমাদের দেখে ফেলে।' সে জানে না, ঠিক ওই মুহূর্তেই এরিক ছুটে চলেছে মিদালহফের পথে।

'তিরিশ বছর আগে ওদিক দিয়েই চূড়োয় উঠেছিলাম,' ধূসর শ্যাওলায় ছাওয়া একটা ফাটলের দিকে নির্দেশ করল ক্রীতদাসটা।

ডান পাশে এগিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শিস দিল সে। 'হ্যাঁ, এই সেই জায়গা।'

'আমি তো কিছুই দেখছি না,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড।

'ওই দেখুন,' শ্যাওলায় প্রায় ঢাকা পড়া একটা গর্ত দেখাল সে সোয়ানহিল্ডকে। 'ওদিক দিয়েই পথ।'

'ওটাই যদি পথ হয়, আমার যাবার কোনও ইচ্ছে নেই,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'গিজার, তুমি ওর সাথে গিয়ে দেখে এস, কথাটা সত্যি কিনা। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।'

ক্রীতদাসটার পিছু পিছু গর্তে ঢুকে পড়ল গিজার। খানিক পর সোয়ানহিল্ড লক্ষ্য করল, চুড়ো বেড় দিয়ে দু'জন লোক গিয়ে পৌঁছুল খড়ের একটা চালাঘরে। দৃষ্টি সোয়ানহিল্ডের খুবই তীক্ষ্ণ। ওই দু'জনের একজন যে জোন, চিনতে পারল সে পরিষ্কার।

দু'ঘন্টা চুপচাপ বসে রইল সোয়ানহিল্ড। তারপর সারা গায়ে কাদামাটি মেখে ফিরল গিজার আর সেই ক্রীতদাস।

'কি সংবাদ?' জানতে চাইল সোয়ানহিল্ড।

'দুর্গ বুঝি এবার ভেঙে পড়ে এরিকের। শয়তানটাকে খতম করার একটা বুদ্ধি খুঁজে পেয়েছি।'

'এটা তো শুভ সংবাদ। খুলে বল দেখি ঘটনাটা।'

'ওই গর্তের ভেরত দিয়ে একটা পথ সৃষ্টি হয়েছে, সম্ভবত খরস্রোতা পানি কিংবা দাবানলে। সেই পথ ধরে একজন মানুষ পৌঁছুতে পারবে এমন এক জায়গায়, ঠিক যার নিচেই এরিকের গুহা। একটা শৈলশিরা ঝুলে থাকায় গুহাটা অবশ্য ওখান থেকে দেখা যাবে না, কিন্তু গুহা থেকে কেউ বেরোলে তাকে পিষে ফেলা যাবে পাথর দিয়ে।'

অট্টহাসি দিয়ে উঠল সোয়ানহিল্ড।

'এবার আর আমাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না এরিক। ওপর থেকে গড়িয়ে দেয়া পাথরের বিরুদ্ধে সব শক্তি অসহায়। চল, কোল্ডব্যাক গিয়ে লোকজন নিয়ে ফিরে আসি শিগগির।'

যেখানটায় ঘোড়া লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেদিকে আসতে আসতে জোন আর অন্য লোকটার কথা মনে পড়ল সোয়ানহিল্ডের। সবকিছু গিজারকে খুলে বলল সে।

'ওদের ধরলে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া যেতে পারে,' অবশেষে মন্তব্য করল সোয়ানহিল্ড।

সুতরাং রওনা দিল তারা চালাঘরের দিকে। কাছে পৌঁছুতে দেখল, একজন লোক পেছন ফিরে বসে শুকনো মাছ খাচ্ছে, ওদিকে দাঁড়িয়ে জোন একটা পোঁটলা বাঁধায় ব্যস্ত।

গিজারের বাহু ছুঁয়ে প্রথমে আহাররত লোকটার দিকে, তারপর বর্শার দিকে ইশারা করল সোয়ানহিল্ড। মানুষ খুন করতে হবে ভেবে কুঁকড়ে গেল গিজার।

'ওই লোকটাকে খতম কর আর অন্যটাকে ধর,' বলল সোয়ানহিল্ড কানে কানে। 'সংবাদ পাওয়া যাবে।'

অগত্যা বর্শা ছুঁড়ল গিজার, তৎক্ষণাৎ মারা গেল লোকটা। তারপর তিনজনে ছুটে গিয়ে বেঁধে ফেলল জোনকে। সে খুব একটা সাহসী মানুষ নয়, প্রাণভিক্ষা চাইল হাতজোড় করে।

'ছাড়তে পারি তোকে,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'কিন্তু নিয়ে যেতে হবে তাহলে আমাকে এরিকের কাছে।'

'তা সম্ভব নয়,' গুঙিয়ে উঠল জোন। 'এরিক মোসফেলে নেই।'

'তাহলে কোথায়?' জানতে চাইল সোয়ানহিল্ড।

জোন বুঝতে পারল, অসাবধানে খুব খারাপ একটা জবাব দিয়ে ফেলেছে সে। বললঃ

'জানি না, গত রাতে স্কালাগ্রিমের সাথে কোথায় যেন গেছে।'

'মিথ্যে বলিস না। একদম খতম করে দেব।'

'তাই দাও,' বলল জোন। মরার ভয় থাকলেও এরিককে বিপদে ফেলার ইচ্ছে তার নেই।

'মৃত্যু কিন্তু তোর খুব সহজে হবে না,' বলে কানে কানে তার মৃত্যু কার্যকর করার একটা বর্ণনা দিল সোয়ানহিল্ড।

আতঙ্কে কেঁপে উঠল জোন, তবু চুপ করে রইল।

এবার সোয়ানহিল্ডের নির্দেশে ছুরি বের করল গিজার আর ক্রীতদাসটা। মানসিক চাপ আর সহ্য করতে পারল না জোন। চিৎকার দিয়ে জানাল, সে সব বলতে রাজি আছে।

'এই তো বুদ্ধি খুলেছে,' সোয়ানহিল্ড হাসল।

বলতে শুরু কর, জোন। মিদালহফে গিয়ে কিভাবে গাদরাদাকে বিয়ে করবে এরিক, তারপর দু'জন মিলে কিভাবে পালিয়ে যাবে লণ্ডনে—কিছুই বাদ দিল না।

দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল সোয়ানহিল্ডের মাথার ভেতরে। 'এখনই চল,' বলল সে গিজারকে। 'কিন্তু তার আগে এই লোকটাকে খতম কর।'

'না,' মাথা ঝাঁকাল গিজার। 'এই কাজ আমি করব না। সংবাদ যা দেয়ার দিয়েছে সে; এখন ওকে মুক্ত করে দাও।'

'কাপুরুষের শেষ!' ধমকে উঠল সোয়ানহিল্ড। 'বেশ, খুন যখন করবেই না, বাঁধা অবস্থাতেই রেখে যাও ওকে। নইলে এরিক আর গাদরাদাকে ও সাবধান করে দিতে পারে।'

জোনকে রেখে পা বাড়াল তারা।

'এবার কোথায়?' জানতে চাইল গিজার।

'প্রথমে মিদালহফ,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড।

উনত্রিশ

মহিলাদের প্রবেশ পথ দিয়ে স্কালাগ্রিম ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত উচ্চাসনে বসে রইল এরিক আর গাদরাদা, তারপর হাত ধরাধরি করে দু'জনে এসে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের কাছে। গাদরাদাকে শুভেচ্ছা জানাল স্কালাগ্রিম, কিন্তু মুখের দিকে তাকাল না, মেয়েদের তার বড় ভয়।

'এবার কি করবে, প্রভু?' জানতে চাইল বেয়ারসার্ক।

'এবার বল তোমার পরিকল্পনা, গাদরাদা,' বলল এরিক। এখন পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোনও কথা হয়নি তাদের।

'পরিকল্পনা হল,' জবাব দিল গাদরাদা। 'প্রথমে আমরা খাব। তারপর তোমার লোকদু'টো গিয়ে জাহাজের মেটকে সব তৈরি রাখতে বলবে। আগামীকাল খুব ভোরে জোয়ার আসার সাথেসাথে রওনা দেব আমরা। উষা পর্যন্ত তোমাকে, আমাকে আর স্কালাগ্রিমকে এখানেই থাকতে হবে। খবর পেয়েছি, গিজারের লোকেরা আজ রাতে অনুসন্ধান চালাবে জাহাজে। আমাদের দেখতে না পেয়ে চলে যাবে ওরা। তখন তুমি, আমি আর স্কালাগ্রিম একটা নৌকো বেয়ে গিয়ে পেছনদিক দিয়ে উঠে পড়ব জাহাজে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই জাহাজ চলে যাবে মাঝসাগরে, সোয়ানহিল্ড আর সমস্ত দুঃখকে বিদায় জানাব আমরা।'

'এখানে থাকাটা কিন্তু ঝুঁকির ব্যাপার,' বলল এরিক।

'মোটেই ঝুঁকি নয়,' বলল গাদরাদা। 'গিজারের প্রায় সব লোকই এখন জাহাজের ওপর নজর রাখায় ব্যস্ত। তাছাড়া এক চর খবর দিয়েছে, গিজার, সোয়ানহিল্ড আর একজন ক্রীতদাস মোসফেলে গেছে, কিন্তু এখনও ফেরেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, মিদালহফ রক্ষা করার জন্যে এখন মজুত

রয়েছে এরিক আর স্কালাগ্রিম।'

'বেশ, তাহলে তা-ই হোক,' বলল এরিক। এ-মুহূর্তে গাদরাদা ছাড়া অন্য বিষয়ে মাথা ঘামাবার খুব একটা ইচ্ছে নেই তার।'

খাবার পরিবেশন করল পরিচারিকারা।

'অতিথি সমাগম হল না কিন্তু আমাদের বিয়েতে,' খাবার পর বলল গাদরাদা।

'তাই বলে বিয়েতে কোনও ফাঁকি নেই,' এরিক হাসল।

'হ্যাঁ, ব্রাইটিজ, জীবনে-মরণে আমরা দু'জনে দু'জনার।'

পাগলের মত চুমু খেতে লাগল একে অপরকে।

'মনে হয়, এখন আর আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই এখানে,' গলা খাঁকারি দিল স্কালাগ্রিম।

বাইরে গিয়ে লোক দু'জনকে জাহাজে পাঠিয়ে আবার ফিরে এসে স্কালাগ্রিম জানতে চাইল, রাতটা সে কাটাবে কোথায়।

'ভাঁড়ারঘরে,' বলল গাদরাদা। 'কারণ, ওখানকার একটা ছিটকিনি খুলে গেছে। লক্ষ্য রেখ, ওদিক দিয়ে যেন কেউ না ঢোকে।'

'ঢোকার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু যে করবে কপালে তার দুঃখ আছে,' স্কালাগ্রিম চোখ বোলাল তার কুঠারটার ওপর।

খুব ভোরে জাগিয়ে দিতে বলে চলে এল গাদরাদা নিজের ঘরে। তার একবারও মনে পড়ল না, ভাঁড়ারে রয়েছে এল্ ভরা কয়েকটা পিপে।

'আমি আজ থাকব কোথায়?' জানতে চাইল এরিক।

'আমার সঙ্গে,' জবাব দিল গাদরাদা। 'মরণ ছাড়া আর কিছুই আমাদের আলাদা করতে পারবে না।'

ভাঁড়ারঘরে গিয়ে একটা পিপেয় হেলান দিয়ে বসল স্কালাগ্রিম। মনটা তার খুবই খারাপ। ঈর্ষাও অনুভব করছে। আজ থেকে তার জায়গা দখল করে নিল গাদরাদা। এখন এরিক তার একটা কথা শুনলে গাদরাদার শুনবে দশটা।

'মেয়েদের নিকুচি করেছি,' আপনমনে বলতে লাগল সে। 'এরাই যত অশুভের মূল। ব্রাইটিজের যাবতীয় দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে সোয়ানহিল্ড আর গাদরাদা, তবু বোকার মত বিয়ে করল সে। বেশ, বেশ, এটাই হয়ত স্বাভাবিক। জাহাজে গিয়ে ভালয় ভালয় এখন উঠতে পারলে হয়! যদি

আমার মতামত নেয়া হত, রাত এখানে কাটানোর ঝুঁকি কিছুতেই নিতাম না। কিন্তু নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের, ঘুমোনোটাকেই তাই জরুরী মনে করছে। বেশ, বেশ, এটাই হয়ত স্বাভাবিক।'

বিড়বিড় করতে করতে কেন যেন ভীষণ একটা ভয় পেয়ে বসল স্কালাগ্রিমকে। মনে হতে লাগল শুধু দানব আর ভূত-প্রেতের কথা। ভাঙা ছিটকিনিটার ফাঁক দিয়ে আসা মৃদু একটা আলোর ধারা ছাড়া পুরো ভাঁড়ারঘরটাই ডুবে আছে নিকষ অন্ধকারে। আর সহ্য হল না স্কালাগ্রিমের, উঠে গিয়ে দু'টো দরজাই খুলে দিল হাট করে। উজ্জ্বল চাঁদের আলো ঢুকে পড়ল ঘরে। বাইরে আবছা দেখা যাচ্ছে দূর পাহাড়ের সারি, উড়ে চলেছে রাশি রাশি মেঘ। আবার এসে পিপের গায়ে হেলান দিয়ে বসল স্কালাগ্রিম, ছলকে উঠল ভেতরের এল্।

'চমৎকার শব্দ,' বলে ঘুরে পিপেতে নাক লাগাল স্কালাগ্রিম। 'উফ্, গন্ধটাও চমৎকার! মোসফেলে পেটে এল্ পড়েনি বললেই চলে, সাগরযাত্রা করলে তো পাবার আর কোনও সম্ভাবনাই থাকবে না।' আবার তাকাল সে পিপেটার দিকে, মুখে লাগানো রয়েছে স্রেফ একটা ছিপি। এরপরই তার চোখ পড়ল তাকে সাজানো মগগুলোর ওপর, লাফ দিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা।

'এমন চমৎকার জিনিস,' বলল সে। 'পড়ে থাকতে থাকতে তেতো হয়ে যাবে। তবু আমি খাব না । এল্ খেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। উঁহুঁ, ওই জিনিসের মধ্যে আমি আর নেই। এরিক তো ওদিকে আরামেই আছে, এদিকে আমার পিছু নিয়েছে রাজ্যের ভূত। কি মাছ যেন খেলাম ডিনারে? গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে! পানি পেলে খেতাম খানিকটা, কিন্তু পানিও নেই। এক মগ খাই। এক মগ এল্ খেলে কিছু হয় না,' ছিপি খুলে বাদামী মদ ঢেলে নিল সে মগে। চুমুক দিতে দিতে বলল 'স্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য!' পুরো মগ শেষ করে দাড়ি মুছল স্কালাগ্রিম। 'জবাব নেই এই স্বাদের। আরেক মগ খাই, ভূতগুলো তাহলে আর ভয় দেখাতে পারবে না।'

দ্বিতীয় মগ শেষ করে তাকাল সে বাইরে। 'কেমন মেঘ ভেসে যাচ্ছে চাঁদের সামনে দিয়ে। এরকম রাতেই ভূতেরা বেড়াতে বের হয়। ওরে বাবা, কয়েকটা শয়তান দেখি দাড়ি ধরে টানছে! এখনই আরেক মগ এল্ খেয়ে ভয় দেখাই ব্যাটাদের!'

তৃতীয় মগ শেষ করতে ফুরফুরে হয়ে গেল স্কালাগ্রিমের মন। সুতরাং নিঃশেষ হতে লাগল মগের পর মগ। একময় পিপের পাশেই লুটিয়ে পড়ল সে।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এরিক ব্রাইটিজ আর গাদরাদা দ্য ফেয়ার। হঠাৎ চমকে জেগে গেল গাদরাদা।

'ওঠ, এরিক। ভীষণ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি।'

উঠে গাদরাদাকে চুমু খেল এরিক। 'কি স্বপ্ন দেখেছ? কিন্তু এটা তো দুঃস্বপ্ন দেখার সময় নয়।'

'তা ঠিক, তবে দুঃস্বপ্ন তো সময়ের ধার ধারে না। দেখলাম, আমি মরে পড়ে আছি তোমার পাশে, অথচ তুমি তার কিছুই জান না, ওদিকে সোয়ানহিল্ড হাসছে বিদ্রূপের হাসি।'

'নিঃসন্দেহে এটা দুঃস্বপ্ন,' বলল এরিক। 'কিন্তু দেখ, তুমি বেঁচেই আছ। আসলে গত কয়েক দিন ধরে সোয়ানহিল্ডের কথা একটু বেশি ভাবছ তুমি।'

আবার ঘুমে তলিয়ে গেল দু'জনে। একটু পর ধড়মড় করে উঠে বসল এরিক।

'জাগো, গাদরাদা, দারুণ অশুভ একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি।'

'কি স্বপ্ন?' জানতে চাইল গাদরাদা।

'দেখলাম, আর্ল আতলি এসে দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে। মুখ ফ্যাকাসে, দাড়ি বরফের মত শাদা, বুক ভিজে গেছে রক্তে। "এরিক," বলল সে। "আমাকে তুমি খুন করেছ, তুমিও খতম হয়ে যাবে আরেক চাঁদের আগেই। তোমার পাশে যে শুয়ে আছে, আলাপ যা করার করে নাও তার সাথে, খুব শিগগিরই তোমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।" চলে গেল আর্ল আতলি, প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই এসে উপস্থিত হল পুরোহিত আসমুণ্ড—তোমার বাবা! বলল, "আতলি যা বলে গেল তা সবই সত্যি। মারা যাবে তুমি। তবে মনে রেখ, মৃত্যু জীবন, ভালবাসা আর বিশ্রামের দ্বার উন্মোচন করে মাত্র," উধাও হয়ে গেল আসমুণ্ড।'

আতঙ্কে কেঁপে উঠল গাদরাদা।

'আমাদের নিয়তিই কথা বলেছে আতলি আর আসমুণ্ডের মাধ্যমে,' বলল সে। 'মরার পর কোথায় যাব আমরা? বল, এরিক, কোথায় যাব আমরা?'

'আসমুণ্ড স্বপ্নে কি বলেছে?' জবাব দিল এরিক। 'মৃত্যু জীবন, ভালবাসা আর বিশ্রামের দ্বার উন্মোচন করে মাত্র। শোন, গাদরাদা। ওডিন সারা পৃথিবীর ঈশ্বর নয়। লণ্ডনে থাকতে পবিত্র একজন মানুষের মুখে শুনেছি আমি অন্য এক ঈশ্বরের কথা—যে বলি পছন্দ করে না, ভালবাসাই যার একমাত্র ধর্ম।'

'কি নাম সে-ঈশ্বরের, এরিক?'

'নাম তার যিশু, অনেকেই তার অনুসারী।'

'আহ, আমি যদি তার দেখা পেতাম! রক্তপাত আর ভাল লাগে না। শপথ কর, এরিক, আমি যদি মারা যাই, আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোনও কারণেই মানুষ হত্যা করবে না?'

'শপথ করছি,' বলল এরিক। 'রক্তপাত দেখতে দেখতে আমিও ক্লান্ত। সারা পৃথিবীটাই দুঃখে ভরা, ঠিক আমাদের ভাগ্যের মত। তবু বেঁচে থাকার কোনও তুলনা হয় না। কত দুঃখ অতিক্রম করে আজকে সুখের মুখ দেখেছি আমরা।'

'হ্যাঁ, এরিক, বেঁচে থাকার কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, ধীরে পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে মৃত্যু। এক কাজ কর। তুমি আর স্কালাগ্রিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সজাগ থাক। হলঘরে যেন কিসের একটা শব্দ হল!'

'লাভ নেই,' মাথা ঝাঁকাল এরিক। 'ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। তবু তুমি যখন বলছ, উঠছি আমি।'

উঠতে গেল এরিক, কিন্তু পারল না।

'গাদরাদা, ঘুমে হাত-পা ভারী হয়ে আসছে।'

'আমারও তাই। চোখ আপনাআপনি বুজে আসতে চাইছে। এই ঘুমের মাঝেই হয়ত নেমে আসবে মৃত্যু।'

'হয়ত,' এরিকের গলা যেন ভেসে এল কোন্ সুদূর থেকে। মৃত্যুর মত ঘুমে তলিয়ে গেল দু'জনে।

গিজার, সোয়ানহিল্ড আর সেই ক্রীতদাস মোসফেল থেকে একনাগাড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পৌঁছুল হর্স-হেড হাইট্স্-এ। চাঁদ ওঠার অপেক্ষায় ওখানে খানিকটা সময় কাটাল তারা। তারপর কঠিন চোখে সোয়ানহিল্ড

তাকাল ক্রীতদাসটার দিকে।

'এখান থেকে একটা রাস্তা গেছে ওয়েস্টম্যানে, যেখানে গাদরাদার জাহাজটা নোঙর করা আছে। আমাদের যে লোকগুলো জাহাজটার ওপর নজর রাখছে, তুমি গিয়ে তাদের বলবে, ভোরের আগে অবশ্যই যেন তারা একবার তল্লাশি চালায় জাহাজে। যদি এরিককে পায়, তৎক্ষণাৎ যেন হত্যা করে।'

'কাজটা অত সহজ হবে না,' বলল ক্রীতদাস।

'আর যদি গাদরাদাকে পায়, তাহলে যেন বন্দী করে রাখে। কিন্তু ব াউকে না পেলে নাবিকদের দু'চারজনকে খুন করে, বাদবাকি সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে যেন পুড়িয়ে দেয় জাহাজটা।'

'অন্যের জাহাজ পোড়ানো খুব খারাপ,' বলল গিজার।

'ভাল হোক আর খারাপ, করতেই হবে কাজটা। তুমি আইনজ্ঞ মানুষ, পরিস্থিতি সামাল দেয়ার বুদ্ধি বের করতে হবে তোমাকেই।'

ঘোড়া ছোটাল ক্রীতদাসটা। সোয়ানহিল্ডের দিকে ফিরে গিজার বলল, 'এবার কোথায় যাব আমরা?'

'মিদালহফে।'

'এরিক আর স্কালাগ্রিম থাকলে সে-জায়গা এখন নেকড়ের গুহা। আমি ওই দু'জনের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারব না।'

'দু'জন কেন তুমি একজনের সাথেও পারবে না। সত্যি বলতে কি, এরিকের ডান হাতটা যদি কেটেও নেয়া হয়, বাম হাতেই তোমাকে খতম করে ফেলবে ও। তবে এরিক যদি ওখানে থাকে, ওকে মারার একটা বুদ্ধি খুঁজে নেব আমি।'

ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে এরিক আর স্কালাগ্রিমের কথা ভেবে অন্তরাত্মা কাঁপতে লাগল গিজারের। মিদালহফে পৌঁছুতে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল সোয়ানহিল্ড। আস্তাবলের কাছে গিয়ে দেখল, জিন পরিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়েছে দু'টো ঘোড়া আর একটা গেল্ডিংকে।

'পাখি ভেতরেই আছে,' ফিসফিস করে বলল সোয়ানহিল্ড। 'এখন শুধু ধরার পালা।'

'জাহাজে মুখোমুখি হলে হত না?' জানতে চাইল গিজার।

'তুমি একটা গর্দভ। পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে যদি লড়াই শুরু করে এরিক

আর স্কালাগ্রিম, কত লোক মারা পড়বে একবার ভেবে দেখেছ? ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের আর কখনোই পাওয়া যাবে না।'

'ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করা লজ্জার ব্যাপার,' বলল গিজার।

'ওরা আউট-ল,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড। 'শোন, গিজার। হত্যা করতে যদি ব্যর্থ হও তুমি, বিয়ে তো করবই না, মুখ পর্যন্ত দেখব না তোমার। সবার সামনে ডাকব কাপুরুষ নামে।'

চুপ করল গিজার। সোয়ানহিল্ড আবার বললঃ

'দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, ওগুলো খুবই শক্ত। ভাঁড়ারের জানালা দিয়ে ঢোকা যাবে, ছোট থাকতে আমরা ওদিক দিয়ে ঢুকতাম। এস।' দেয়ালের আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগল সোয়ানহিল্ড, পিছু পিছু গিজার। ভাঁড়ারের কাছে গিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল সে, দু'টো দরজাই হাট করে খোলা।

জানালার ওপর দিয়ে উঁকি মেরেই পিছিয়ে এল সোয়ানহিল্ড। 'সাবধান! স্কালাগ্রিম ঘুমাচ্ছে ভেতরে।'

'দোহাই ঈশ্বরের, যেন জেগে না যায়!' বলেই যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল গিজার। কিন্তু তার একটা বাহু ধরে ফেলল সোয়ানহিল্ড, জানালায় আবার উঁকি মেরে হাসল।

'ভয়ের কিছু নেই, মদে চুর হয়ে ঘুমাচ্ছে শয়তানটা।'

এবার গিজার উঁকি দিল জানালাপথে। সারা মেঝেতে ছড়িয়ে আছে এল, তার মাঝখানে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে স্কালাগ্রিম। বাম হাতে একটা মগ, কিন্তু কুঠারটা এখনও ডান হাতে ধরা।

'ঢুকতে হবে ভেতরে,' বলল সোয়ানহিল্ড। একটু ইতস্তত করল গিজার, কিন্তু শেয়ালের মতই এক লাফে গরাদহীন জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সোয়ানহিল্ড। অগত্যা গিজারও গেল পিছু পিছু। প্রথমে নিজের তরবারি, তারপর স্কালাগ্রিম, সবশেষে সোয়ানহিল্ডের দিকে তাকাল সে।

'না,' বলল সোয়ানহিল্ড ফিসফিস করে। 'ওকে ছুঁয়ো না। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলে মহা ঝামেলায় পড়ে যাব। ওর ভেতরে যে-বস্তু গেছে, তার গুণেই মড়ার মত পড়ে থাকবে আরও অনেকক্ষণ। এস আমার পিছু পিছু।'

গিজারের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল সোয়ানহিল্ড। এমনিতেই অন্ধকারে দেখতে পায় সে, তার ওপর জায়গাটা পরিচিত, ফলে অনায়াসেই

এসে পৌঁছুল হলঘরে। কেউ নেই কোথাও, আগুনও নিবু নিবু, শুধু কাঠের দু'টো টুকরো জ্বলছে রাগত দুই চোখের মত।

গাদরাদার ঘরের পাশে এসে কান পাতল সোয়ানহিল্ড, কিন্তু শুনতে পেল না কিছুই। হঠাৎ গিজারের পা লেগে নড়ে উঠল একটা বেঞ্চ। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল গুঞ্জন আর তার পরপরই চুমুর শব্দ। রাগে কাঁপতে লাগল সোয়ানহিল্ড। ঠিক সেই সময়েই গিজার শুনল, এরিক বলছেঃ 'উঠছি আমি।' পালাবার জন্যে পা বাড়াল গিজার, কিন্তু পেছন থেকে তার একটা হাত ধরে ফেলল সোয়ানহিল্ড।

'ভয় পেয় না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'শিগগিরই ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবে ওরা।'

গিজার দেখল, ক্রমেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সোয়ানহিল্ডের চোখজোড়া। একসময় আলো সামান্য কমে এল সে-চোখের, পরক্ষণেই আবার আগুনের মত জ্বলে উঠল দপ্ করে।

হিংস্র স্বরে হিসহিসিয়ে বলতে লাগল সোয়ানহিল্ডঃ

'ঘুমোও, গাদরাদা, ঘুমোও! যে-শক্তি রয়েছে আমার ভেতরে, তার সাহায্যে আদেশ করছি, তলিয়ে যাও তুমি ঘুমের অতলে!

'এরিক ব্রাইটিজ, ঘুমিয়ে পড় এই মুহূর্তে! যে-পাপের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি আমি, সে-পাপ তোমাকে আচ্ছন্ন করুক ঘুমে!'

এবার তিন বার ওপরে হাত ছুঁড়ে সে বললঃ

'ভালবাসা এখনই রূপান্তরিত হোক ঘুমে! ঘুম পৌঁছে দিক মৃত্যুর দুয়ারে! মৃত্যু হাত ধরে নিয়ে যাক নরকে!'

স্বাভাবিক হয়ে এল সোয়ানহিল্ডের চোখ, চাপা হাসি হাসল সে।

'এরিকের তরবারির ভয় আর নেই তোমার, গিজার। সূর্য ওঠার আগে আর জাগতে হচ্ছে না ওকে।'

'কী ভয়ঙ্কর!' কেঁপে উঠল গিজার আতঙ্কে। 'অনুরোধ করছি, জ্বলন্ত ওই চোখে আর চেয়ো না তুমি।'

'ভয় পেয়ো না,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'নিবে গেছে চোখের আগুন। এখন আবার শুরু হবে কাজ।'

'কি করতে হবে?'

'ভেতরে গিয়ে খতম করতে হবে এরিককে।'

'ওটা আমি পারব না – করবও না!' বলল গিজার।

আবার জ্বলে উঠল সোয়ানহিল্ডের চোখ।

'যা বলব তা-ই করবে তুমি। এরিকের তরবারি দিয়ে হত্যা করবে এরিককে। নইলে এমন শাস্তি দেব, ভাবলেও শিউরে উঠবে।'

'বেশ,করছি, তবু ওভাবে তাকিয়ো না। চল।'

গিজারকে নিয়ে ঢুকল সোয়ানহিল্ড গাদরাদার ঘরে। ঘুলঘুলি দিয়ে আসা তারার অতি ক্ষীণ আলো ছাড়া পুরো ঘর প্রায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

হঠাৎ সোয়ানহিল্ডের মনে হল, মরতেই যদি হয় এরিক কেন, গাদরাদাই মরুক না। গাদরাদা মরলেই বুক ভেঙে যাবে এরিকের। তাছাড়া মরে গেলে তো চিরদিনের জন্যে হারাতে হবে এরিককে, বেঁচে রইলে তবু ওকে পাবার একটা সম্ভাবনা থাকবে। হ্যাঁ, প্রতিহিংসার যত,আগুন গাদরাদাকেই নেভাতে হবে।

তারা এসে দাঁড়াল বিছানার কাছে। অন্ধকারে ঠাহর করে সোয়ানহিল্ড বুঝল, গাদরাদা শুয়ে আছে বিছানার ডান দিকে।

এবার বিছানার মাথার দিকে খুঁজতেই হোয়াইটফায়ার পেয়ে গেল সোয়ানহিল্ড। তরবারিটা কোষমুক্ত করে গিজারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে বললঃ

'এরিক শুয়ে আছে বিছানার ডান দিকে। সোজা বুকে ঢুকিয়ে দেবে তরবারি, টেনে আর বের করবে না।'

তরবারি তুলল গিজার। ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করতে হবে ভেবে খুব ছোট হয়ে আছে মন, কিন্তু সোয়ানহিল্ডের জাদু এড়িয়ে যাবার উপায় তার নেই। হঠাৎ কি মনে হল, হাত বাড়িয়ে ঠাহর করল সে।

'এটা তো মেয়েদের চুল মনে হচ্ছে,' বলল গিজার।

'না,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড। 'ওগুলো এরিকেরই চুল। এরিকের চুল মেয়েদের মত লম্বা, তুমিও দেখেছ।'

ওটা যে গাদরাদা, ভাল করেই জানে সোয়ানহিল্ড। কিন্তু গাদরাদা যে এরিকের চুল কেটে দিয়েছে, তা দু'জনের কেউই জানে না।

তিন বার তরবারি তুলল গিজার, তিন বার নামাল, তারপর বসিয়ে দিল দাঁতে দাঁত চেপে।

দীর্ঘশ্বাসের মত একটা শব্দ ভেসে এল বিছানা থেকে। সামান্য আক্ষেপের পর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

'কাজ শেষ!' বলল গিজার।

আবার ঠাহর করল সোয়ানহিল্ড। হাত ভিজে গেল উষ্ণ রক্তে। ঝুঁকে পড়তেই দেখল, গাদরাদার স্থির চোখ চেয়ে রয়েছে তার দিকে। সে-চোখের ভাষায় কী পড়ল সোয়ানহিল্ডই জানে, কাঁপতে কাঁপতে পেছনদিকে লুটিয়ে পড়ল সে।

খানিক পর উঠে বলল, 'আতলির মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। চল, এবার যাওয়া যাক এখান থেকে! আমার একটা হাত ধর, গিজার, মাথাটা কেমন যেন ঘুরছে।'

সোয়ানহিল্ডের হাত ধরে রওনা দিল গিজার। ভাঁড়ার ঘরে একটু দাঁড়াল, স্কালাগ্রিম তখনও নেশার ঘুমে বিভোর।

'আরও হত্যা করতে হবে আমাকে?' জানতে চাইল গিজার।

'না,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড। 'রক্ত দেখতে দেখতে এখন আমি ক্লান্ত। শয়তানটাকে ছেড়ে দাও।'

জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল তারা ঘোড়ার কাছে।

'তুলে দাও, গিজার, আমি আর পারছি না,' দারুণ অবসন্ন কণ্ঠে বলল সোয়ানহিল্ড।

'এবার কোথায়?' সোয়ানহিল্ডকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে জানতে চাইল গিজার।

'কোল্ডব্যাকে।'

ত্রিশ

ধীরে ধীরে মিদালহফে ফুটল দিনের আলো। হলঘরেও সে-আলো প্রবেশ করল একসময়।

দু'জন বাঁদী কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের কাছে। কাঠের টুকরো গুঁজে দিয়ে জোরে ফুঁ লাগাল তারা। দেখতে দেখতে দাউদাউ করে

জ্বলে উঠল আগুন।

'গাদরাদা সম্ভবত এখনও যায়নি,' বলল এক বাঁদী। 'আমার মনে হয়, আলো ফোটার আগেই চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'নতুন বিয়ে হলে সবাই অমন বিছানা ছাড়তে একটু দেরি করে,' হেসে উঠল আরেকজন।

'আলো ফুটতে অবশ্য হাঁপ ছেড়েছি আমি,' বলল প্রথম বাঁদী। 'গত রাতে স্বপ্ন দেখলাম, সারা হলঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তে।'

'এরিক আর গাদরাদার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল,' জবাব দিল অন্যজন। 'অনেক রক্তপাত হয়েছে ওদের ভালবাসার কারণে।'

'যা বলেছ!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল প্রথম বাঁদী। 'আসমুণ্ড যদি সাগর তীরে দেখা না পেত গ্রোয়ার, এত দুর্ঘটনার কোনটাই ঘটত না। পুরোহিত যেদিন গ্রোয়াকে নিয়ে আসে মিদালহফে, মনে আছে সেদিনের কথা?'

'বেশ মনে আছে,' জবাব দিল দ্বিতীয় বাঁদী। 'যদিও আমি তখন নেহাতই ছোট। গ্রোয়ার সঙ্গে খুব মিল আছে সোয়ানহিল্ডের চাহনির। মা আর মেয়ে—দুই ডাইনী মিলে কী অশুভই না করে তুলল শান্তির এই দেশটা! আমার স্বামী মারা পড়ল তরবারির আঘাতে; দু'ছেলে মরল এরিকের পক্ষে লড়তে গিয়ে; মরল উন্না, প্রভু আসমুণ্ড, বিয়র্ন; একদিন যাকে ঘুম পাড়িয়েছি কোলে করে, সেই গাদরাদাও আজ আমাদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে সাগরযাত্রায়। আমারও যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে যেতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে, মরলেই বুঝি ভাল হত।'

'ভেব না, মরার জন্যে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে,' বলল কম বয়েসী প্রথম বাঁদী।

চোখ না মেললেও ধীরে ধীরে ঘুম পাতলা হয়ে আসতে লাগল এরিকের। হঠাৎ কানে এল বাঁদীদের চিৎকার 'মারা গেছে!' 'মারা গেছে!' 'মারা গেছে!' চোখ খুলল এরিক, কিন্তু প্রায় সাথেসাথেই বাধ্য হল বন্ধ করতে। খোলা তরবারির মত দারুণ একটা ঔজ্জ্বল্য ঝাপটা মেরেছে তার চোখে।

কিছুক্ষণ পর মিটমিট করে আবার চোখ মেলল এরিক। হ্যাঁ, একটা তরবারিই তো খাড়া হয়ে আছে বিছানার ওপর। সোনার হাতলটা যেন ঠিক হোয়াইটফায়ারের হাতলের মত। স্বপ্ন দেখছে কিনা ভেবে তরবারিটা স্পর্শ করার জন্যে হাত বাড়াল এরিক। সারা হাতে জমাট বেঁধে আছে চাপ চাপ

রক্ত!

চকিতে মনে পড়ল গাদরাদার কথা, মুহূর্তে উঠে বসে তাকাল সে পাশে।

ফায়ারপ্লেসের পাশের বাঁদী দু'জনের কানে এল ভারী একটা পতনের শব্দ।

'কিসের শব্দ ওটা?' বলল এক বাঁদী।

'এরিক লাফিয়ে উঠেছে বিছানা থেকে,' বলল অপরজন।

কথা শেষ হতে না হতেই টলতে টলতে সেখানে এসে উপস্থিত হল এরিক। পরনে তার রাতের পোশাক, বামপাশটা রক্তে লাল, আতঙ্কে চোখদু'টো বিস্ফারিত, মুখ বরফের মত শাদা।

থেমে বাঁদী দু'জনের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইল সে। পারল না। ভয়ে পিছিয়ে গেল বাঁদী দু'টো। এবার টলতে টলতে এগোল এরিক ভাঁড়ারের দিকে। দরজা দু'টো দুদিকে হাট করে খোলা, মেঝেতে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে স্কালাগ্রিম। এক হাতে তখনও কুঠারটা ধরা, আরেক হাতে মগ।

এক নজরেই সব বুঝে নিল এরিক।

'জাগো, মাতাল!' তার চিৎকারে যেন কেঁপে উঠল পুরো ঘরটা। 'জেগে দেখ তোমার কাণ্ড।'

উঠে বসে হাই তুলল স্কালাগ্রিম।

'বিশ্বাস কর, বনবন করে ঘুরছে মাথাটা। এল্ দাও, তৃষ্ণায় বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে।'

'যে-দৃশ্য আমি তোমায় দেখাব,' বলল এরিক। 'জীবনে তুমি আর এল্ স্পর্শ করতে চাইবে না।'

স্কালাগ্রিম দাঁড়াল, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে।

'কি বলতে চাও, প্রভু? রওনা দেবার সময় হয়েছে? তোমার পোশাকেই বা রক্ত কেন?'

'এস আমার সঙ্গে। এসে দেখে যাও তোমার কাণ্ড!' বলল এরিক।

না জানি কি দৃশ্য দেখতে হবে ভেবে ভয়ে ভয়ে ব্রাইটিজকে অনুসরণ করল স্কালাগ্রিম, নেশা তার সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

হলঘর পেরিয়ে বিছানার পাশে এসে পৌঁছুল এরিক, এক টানে ছিঁড়ে ফেলল পর্দা। সারা ঘর ভেসে গেল আলোর বন্যায়। স্পষ্ট দেখা গেল, বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে রয়েছে গাদরাদা, হোয়াইটফায়ার এফোঁড়-ওফোঁড়

করে দিয়েছে তার হৃৎপিণ্ড!

'মাতাল, দেখ তোমার কাণ্ড!' আবার চিৎকার ছাড়ল এরিক। পিছে পিছে যেসব মহিলা এসেছিল, গুঙিয়ে উঠল সবাই।

'তোমার জন্যেই এই কাণ্ড ঘটেছে,' বলল এরিক। 'মাতাল হয়ে ঘুমে অচেতন ছিলে তুমি, সেই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে শত্রুরা। বল, কি পারিশ্রমিক এজন্যে দেয়া যাবে তোমাকে?'

'পারিশ্রমিক, প্রভু? একটাই—মৃত্যুদণ্ড!'

এক হাতে চোখ ঢাকল স্কালাগ্রিম, আরেক হাতে কুঠারটা এগিয়ে দিল এরিকের দিকে।

কুঠারটা নিল এরিক, চিৎকার ছেড়ে পালিয়ে গেল সমস্ত মহিলা। মাথার ওপর তিন পাক ঘুরিয়ে কুঠারটা নামিয়ে আনল এরিক। হঠাৎ কে যেন ফিসফিস করে উঠল কানের কাছে—'শপথ মনে রেখ!' স্মরণ হল এরিকের। আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া আর হত্যা করবে না, শপথ করেছে সে।

আর সময় নেই, আধ সেকেণ্ড দেরি করলেই খুলি দু'ভাগ হয়ে যাবে স্কালাগ্রিমের। একেবারে শেষ মুহূর্তে মুঠি আলগা করে দিল এরিক, সাঁ সাঁ করে ছুটে গিয়ে বিরাট কুঠারটা গেঁথে গেল অপর পাশের দেয়ালে।

'না, তোমাকে হত্যা করব না আমি।'

'তাহলে আমি নিজেই নিজেকে শেষ করে দেব,' ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে কুঠারটা খুলে নিল স্কালাগ্রিম।

'থাম,' বলল এরিক। 'হয়ত আরও কাজ এখনও বাকি রয়েছে তোমার। তারপর মন চাইলে খতম করে দিয়ো নিজেকে।'

'ঠিক, হয়ত বাকি আছে আরও কাজ!' কুঠারটা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল স্কালাগ্রিম।

কিন্তু এরিক কাঁদল না। গাদরাদার বুক থেকে হোয়াইটফায়ার বের করে নিয়ে তাকিয়ে রইল সেটার দিকে।

'অদ্ভুত এক তরবারি তুমি, হোয়াইটফায়ার। শত্রুরও জীবন নাও, মিত্রকেও রেহাই দাও না। তোমাকে এখনই টুকরো টুকরো করে ফেলব আমি।' হঠাৎ ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। গুন্‌গুন্ করে যেন জবাব দিয়ে উঠল হোয়াইটফায়ার।

'কি বললে, আরও জীবন নিতে চাও? হয়ত নেবে। কিন্তু কয়েক ঘন্টা আগে যে-জীবন নিয়েছ, অমন জীবনের স্বাদ আর কোনও দিনই পাবে না।'

রক্ত না মুছেই তরবারিটা কোষে ভরল এরিক।

'গত রাতে যাকে বিয়ে করলাম, আজ তাকে কবর দিতে হবে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সমবেত মহিলাদের কোদাল আনতে বলল এরিক। তারপর হলঘরের মাঝখানে একটা কবর খুঁড়তে লাগল সে। স্কালাগ্রিমও হাত লাগাল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল এক ফ্যাদম গভীর একটা কবর।

'যেখানে একদিন তুমি জন্মগ্রহণ করেছ,' বলল এরিক। 'সেখানেই হবে তোমার অন্তিম শয়ান। তোমার পর কেউ আর বাস করবে না মিদালহফে, খসে পড়বে ছাদ, ধসে যাবে দেয়াল।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গাদরাদার পর সত্যিই আর কেউ বাস করেনি সেখানে। মিদালহফ বর্তমানে পাথরের একটা স্তূপ মাত্র।

কবর খোঁড়া শেষ হতে গোসল সেরে কিছু খেয়ে নিল এরিক। তারপর অন্ত্যেষ্টির জন্যে গাদরাদাকে প্রস্তুত করতে বলল মহিলাদের। গোসল করিয়ে শাদা একটা রোব পরানো হল গাদরাদাকে। তারপর নিজ হাতে তার চোখ বন্ধ করে দিল এরিক।

ঠিক এইসময় একজন লোক এসে সংবাদ দিল, গিজার আর সোয়ানহিল্ডের লোকেরা গাদরাদার জাহাজটা পুড়িয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত নাবিককে।

'ভালই হয়েছে,' বলল এরিক। 'ওই জাহাজের আর কোনও প্রয়োজন নেই।' বসে পড়ল সে গাদরাদার মৃতদেহের পাশে। অদূরে বসে আপনমনে বিড়বিড় করে চলেছে স্কালাগ্রিম, তীব্র অনুশোচনায় বুকটা ভেঙে গেছে তার।

সারা দিন চুপচাপ বসে রইল এরিক। অবশেষে এল সেই ক্ষণ, গতকাল যখন সে আর গাদরাদা আবদ্ধ হয়েছিল বিবাহ বন্ধনে। প্রিয়তমাকে একটা চুমু দিয়ে সে বললঃ

'এভাবে বিচ্ছেদ হোক, আমি চাইনি, গাদরাদা। আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছ তুমি। যাও, আমিও আসছি খুব শিগগির!'

তারপর গলা চড়াল সেঃ

'মাথা পরিষ্কার হয়েছে, মাতাল?'

নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল স্কালাগ্রিম।

'পা দু'টো ধর, আমি মাথার দিকটা ধরছি।'

শেষ বারের মত গাদরাদার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মৃতদেহটি

কবরে নামিয়ে দিল এরিক। তারপর ঝপাঝপ মাটি ভরে বুজিয়ে দেয়া হল কবর। চিরদিনের জন্যে সুন্দরী গাদরাদা হারিয়ে গেল লোকচক্ষুর আড়ালে।

এরপর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হল এরিক আর স্কালাগ্রিম। হলঘর থেকে বেরিয়ে এল এরিক, স্কালাগ্রিম তাকে অনুসরণ করল। চত্বরে বাঁধা তিনটে ঘোড়া, রওনা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত। গাদরাদার ঘোড়াটার দিকে তাকাল এরিক। বছরের পর বছর ওটায় চড়েছে গাদরাদা।

'যেখানে গাদরাদা গেছে, সেখানে তোর প্রয়োজন পড়তে পারে,' বলল এরিক। 'অন্তত তোর পিঠে আর চড়তে পারবে না কেউ!' স্কালাগ্রিমের হাত থেকে কুঠারটা ছিনিয়ে নিয়ে এক কোপে ঘোড়াটাকে খতম করে ফেলল সে।

দু'জনে রওনা দিল এবার কোল্ডব্যাকের উদ্দেশে। ঠাণ্ডা রাত, জোর বাতাস বইছে। আকাশ বেয়ে ছুটে চলেছে রাশি রাশি কালো মেঘ, মাঝেসাঝে তার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। স্কালাগ্রিমের দিকে চেয়ে এরিক বললঃ

'আগুন জ্বলার পক্ষে রাতটা চমৎকার।'

'হ্যাঁ, প্রভু, জ্বলে উঠবে দাউদাউ করে।'

'মাতাল হয়ে শুয়েছিলে যখন, কতজন শত্রু গিয়েছিল তোমার পাশ দিয়ে?'

'বলতে পারব না, তবে এক পুরুষ আর এক মহিলার পায়ের ছাপ দেখেছি নরম বালির ওপর।'

'মাতাল, ওই ছাপ দু'টো হল গিজার আর সোয়ানহিল্ডের। জাদুর ঘুমে আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সোয়ানহিল্ড, আর আঘাত হেনেছে গিজার!'

মাঝরাতে ওরা কোল্ডব্যাকে গিয়ে পৌঁছুল। ঘোড়া দু'টো বেঁধে সন্তর্পণে এরিক আর স্কালাগ্রিম এগোল বাড়ির দিকে। স্তব্ধ হয়ে আছে চারপাশ, ধিকিধিকি একটা আগুন কেবল জ্বলছে হলঘরে। উঁকি দিয়ে এরিক দেখল, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমোচ্ছে লোকজন। বাতাস বইছে উত্তর থেকে। তাই স্কালাগ্রিমকে একটা ইশারা করে দু'জনে মিলে খড় আর জ্বালানি কাঠ স্তূপ করতে লাগল উত্তরের দরজার কাছে। তারপর কুঠার হাতে স্কালাগ্রিম গিয়ে দাঁড়াল দক্ষিণের দরজায়, ওদিক দিয়ে যে বেরোবার চেষ্টা করবে, তাকেই খতম করে ফেলবে।

সব তৈরি হবার পর এরিকের মনে হল, গিজার আর সোয়ানহিল্ড হয়ত বাড়ির ভেতরে নেই। কিন্তু এই চিন্তা তাকে শান্ত করতে পারল না। কেবল

স্তূপে আগুন [illegible] যাবে, এমন সময় যেন কানে কানে কথা বলে উঠল গাদরাদাঃ

'শপথ মনে রেখ, এরিক! শপথ মনে রেখ!'

মুহূর্তে নিবে গেল তার অন্তরের আগুন।

'ওরা বরং মোসফেলেই মুখোমুখি হোক আমার,' বলল সে। 'এভাবে কাপুরুষের মত ওদের পুড়িয়ে মারব না। অপরাধীদের সঙ্গে অনেক নিরপরাধও মারা যাবে।' বাড়িটা বেড় দিয়ে দক্ষিণের দরজায় এসে উপস্থিত হল এরিক।

'আগুন জ্বলেছে, প্রভু? কোনও ধোঁয়া তো চোখে পড়ল না,' বলল স্কালাগ্রিম ফিসফিস করে।

'আগুনই দিইনি তো জ্বলবে কি? আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই কেবল মানুষ হত্যা করব আমি। প্রতিশোধের ব্যাপারটা তাই ছেড়ে দিলাম ওদের ভবিতব্যের ওপর।'

স্কালাগ্রিমের মনে হল এরিক পাগল হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু বলার সাহস পেল না সে। ঘোড়ার কাছে গেল দু'জনে। স্কালাগ্রিমকে অপেক্ষা করতে বলে ঘোড়ায় চড়ে আবার বাড়ির দিকে ফিরে এল এরিক, ভীষণ জোরে আঘাত করতে লাগল সদর দরজায়।

শুয়েছিল সোয়ানহিল্ড, চমকে উঠল এই শব্দে। গাদরাদার মৃত্যুর পর এমনিতেই ঘুমোতে পারছে না সে, তন্দ্রামত আসতেই দেখতে পাচ্ছে গাদরাদার মৃত চোখজোড়া। ওদিকে দারুণ হুলস্থুল শুরু হয়ে গেছে সারা বাড়িতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে খুঁজছে যে যার অস্ত্র। আবার ভেসে এল ভীষণ সেই শব্দ।

'এরিকের ভূত!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। গিজার বলেছে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে এরিককে হত্যা করেছে সে।

'খোল!' বলল গিজার। দরজা খুলতে দেখা গেল, ব্রাইটিজ বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, খানিকটা পেছনে স্কালাগ্রিম।

'এরিকের ভূত!' চিৎকার করে উঠল সবাই।

'আমি ভূত নই,' বলল ব্রাইটিজ। 'এবার বল, ওসপাকারের পুত্র গিজার আছে এখানে?'

'হ্যাঁ, গিজার এখানেই আছে,' জবাব দিল একজন। 'কিন্তু সে নাকি গত রাতে হত্যা করেছে তোমাকে?'

'মিথ্যে কথা। আমাকে নয়, খুন করেছে সে গাদরাদাকে!' এক টানে হোয়াইটফায়ার কোষমুক্ত করল এরিক। 'এই দেখ, হোয়াইটফায়ার এখনও লাল হয়ে আছে গাদরাদার রক্তে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেছে ওই কাপুরুষ গিজার!'

ঘৃণার একটা গুঞ্জন উঠল উপস্থিত সবার মধ্যে। বিকৃত মুখে পিছিয়ে গেল গিজার।

'শোন,' বলল এরিক। 'তোমাদের সবাইকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েও সংযত করেছি নিজেকে। কারণ, আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া আর কাউকে হত্যা করব না বলে শপথ নিয়েছি আমি। এখন চলে যাচ্ছি মোসফেলে। খুনী গিজার আর ডাইনী সোয়ানহিল্ডকে অভ্যর্থনা জানাব সেখানে, সেইসঙ্গে হোয়াইটফায়ারের ফলা থেকে মুছে দেব রক্তের দাগ!'

'ভেব না, এরিক,' চিৎকার করে উঠল সোয়ানহিল্ড। 'যাব আমি মোসফেলে। পারলে হত্যা কর।'

'নারী হত্যা আমি করি না। তোমার প্রতিশোধের ভার ছেড়ে দিয়েছি তোমার ভবিতব্যের ওপর। তবে গিজারকে বলছি—এস তুমি।'

ঘুরে রওনা দিল এরিক, পেছনে পেছনে স্কালাগ্রিম।

'যাও সবাই, কেটে টুকরো টুকরো কর এরিককে!' আপন লজ্জা ঢাকতে আদেশ দিল গিজার।

কিন্তু নড়ল না কেউ।

একত্রিশ

নিরাপদেই মোসফেলে ফিরল এরিক আর স্কালাগ্রিম। ফেরার পথে কোনও কথা হল না দু'জনের। মাতলামির ফলে যে দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটে গেল, সেজন্যে অনুশোচনায় দগ্ধ হল স্কালাগ্রিম, আর এরিক ডুবে রইল গাদরাদার স্মৃতিতে।

মোসফেলে পৌঁছুতে নিজের চারজন লোকের দেখা পেল এরিক, যাদের দু'জনকে সোয়ানহিল্ডের লোকেরা তাড়িয়ে দিয়েছে গাদরাদার জাহাজ থেকে। দেখা হল জোনের সঙ্গেও। শত্রুদের কাছে মুখ খুলে এরিককে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, সে-কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল জোন।

একটুও না রেগে শান্ত স্বরে এরিক বলল, 'এতে তোমার কোনও অপরাধ হয়নি, জোন। সাহসী তুমি কখনোই ছিলে না। কথাগুলো স্বীকার না করলে বরং অত্যাচার হত তোমার ওপর। তাছাড়া আমি একজন হতভাগ্য মানুষ, আমার অদৃষ্ট পরিবর্তন করার সাধ্য তো তোমার নেই।'

ঘুরে দাঁড়াল এরিক, কিন্তু জোনের কান্না থামল না।

রাতে কোনও দুঃস্বপ্ন না দেখায় ভাল ঘুম হল এরিকের। পর দিন সকালে নাস্তা সেরে স্কালাগ্রিম এবং অন্যান্য লোকেদের ডেকে পাঠাল সে। সবাই উপস্থিত হবার পর হোয়াইটফায়ারে ভর দিয়ে এরিক বললঃ

'শোন, বন্ধুগণ। সময় আমার প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। খুব ছোট এমন একটা জীবন কাটিয়ে বিদায় নিতে হবে আমাকে, আজও যার কোনও অর্থ খুঁজে পেলাম না। যাকে ভালবাসতাম, সে মারা গেল সোয়ানহিল্ডের জাদু আর গিজারের কাপুরুষতায়। এখন আমি যাব সেখানে, যেখানে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। যেতে পারলে খুশিই হব, কারণ, যাবতীয় আনন্দ বিদায় নিয়েছে জীবন থেকে। অশুভ এই পৃথিবী, বন্ধুগণ, সব পথই রক্তে রঞ্জিত। রক্তপাত কম ঘটাইনি, কিন্তু মাত্র একটা জীবনই আমাকে তাড়া করে ফিরছে। সে-জীবন আর্ল আতলির। আমার পাপেই তাকে জীবন দিতে হয়েছে, তাছাড়া লড়াইটাও সম্পূর্ণ অসম ছিল। আপন রক্তে তার রক্ত মুছে দেব আমি, তারপর হয়ে যাব গল্পের বিষয়বস্তু। শীতের রাতে আগুন ঘিরে বসে আমার গল্প করবে আইসল্যাণ্ডের মানুষ। জীবন সাধারণত দুঃখেই কাটে, তারপর আজ হোক বা কাল, অন্ধকারে নিবে যায় সবার পৃথিবী। ঈশ্বরই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে নিতেই হবে একদিন। কিন্তু আমি শপথ করেছি, আমার জন্যে আর কাউকে ঠেলে দেব না মৃত্যুর মুখে। তবে সহজে তো মরব না, তাই ঠিক করেছি, শত্রুর সাথে শেষ বড় লড়াইটা আমি একাই লড়ব। বিদায়, বন্ধুগণ! গিজার বা সোয়ানহিল্ডকে তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই, তাদের যত শত্রুতা সব আমার বিরুদ্ধে। যার যার গন্তব্যে চলে যাও তোমরা। মনে রেখ আমাকে, কিন্তু ভুলে যেও

প্রতিশোধের কথা, মৃত্যুর প্রতিশোধ কেউ এড়াতে পারবে না।'

সব শুনে গুঙিয়ে উঠল উপস্থিত লোকেরা। বলল, লড়তে চায় তারা এরিকের পাশাপাশি। শুধু স্কালাগ্রিম রইল নিশ্চুপ।

এরিক আবার বলল, 'তোমরা যদি না যাও, নিজেকে শেষ করার জন্যে এখনই আমি গিয়ে মুখোমুখি হব গিজারের লোকেদের।'

এবার একে একে বিদায় নিতে লাগল তারা, জোন গেল সবার শেষে। রইল কেবল স্কালাগ্রিম, কিন্তু এতটাই অভিভূত হয়েছে সে যে কোনও কথাই বলতে পারল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুড়ো বয়সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এরিক ব্রাইটিজের বীরত্বের কাহিনী শোনাত জোন। গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতার জন্যে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাত সবাই। তবে অন্য কারণও ছিল এর পেছনে। গল্প বলার সময় কিছুই গোপন করত না সে। অতিরঞ্জিত যেমন করত না বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা, ঠিক তেমনি নির্দ্বিধায় বর্ণনা করত আপন কাপুরুষতার কথা। অবশেষে এক তুষারঝড়ের কবলে পড়ে মারা যায় জোন।

যাই হোক, সবাই চলে যাবার পর এরিক তাকাল স্কালাগ্রিমের দিকে।

'মাতাল, দাঁড়িয়ে আছ কেন এখনও? কিছুই তো পাবে না, অন্য কোথাও গেলে মদ জুটবে বরং। বিদায় হও এই মুহূর্তে! একা থাকতে চাই আমি!'

কেঁপে উঠল স্কালাগ্রিমের প্রকাণ্ড দেহটা। খানিক পর বলল সে ভারী গলায়ঃ

'এরিকের মুখে এমন কথা শুনব, স্বপ্নেও ভাবিনি কখনও। কথা শোনার মত কাজ আমি করেছি সত্য, তবু এসব তোমার মুখে মানায় না, প্রভু। পাপ আমি করেছি, যে-পাপে ভেঙে যেতে চাইছে বুকটা। কিন্তু পাপ কি তুমিও করনি কখনও? নিজের পাপের কথা একবার ভেব, এরিক, তারপর বিদ্রূপ কর আমাকে। বছরের পর বছর আমরা লড়াই করেছি একসঙ্গে, তাই শেষ বড় লড়াইটাতেও থাকতে চাই তোমার পাশে। ভাল শুধু তোমাকেই বেসেছি, নতুন প্রভু খোঁজার বয়সও আর নেই। তবু যদি যেতে বল আমাকে—যাব। যেখানে প্রথম পরাজিত হয়েছিলাম তোমার কাছে, সেই পাহাড়-চূড়ো থেকে নিজেকে গড়িয়ে দেব নিচে।'

বিষণ্ন দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ বেয়ারসার্কটার দিকে তাকিয়ে রইল এরিক। তারপর বললঃ

'স্কালাগ্রিম ল্যাম্বস্‌টেইল, মানুষ হিসেবে সত্যিই তুলনা হয় না তোমার। হ্যাঁ, পাপ আমিও করেছি, আর সেজন্যেই আজ ক্ষমা করে দিলাম তোমাকে, যদিও গাদরাদা মারা গেছে তোমার কারণেই এবং মরতে হবে আমাকেও। যদি মন চায় থাক আমার পাশে, দু'জনের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হোক একই সাথে।'

এরিকের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল স্কালাগ্রিম, দু'হাত মুঠোয় নিয়ে চুমু খেল। বললঃ

'হ্যাঁ, মরব আমরা একসাথে। আর এমন সে-মৃত্যু, যাতে ঈর্ষা হবে মানুষের!' ঘুরে পা বাড়াল স্কালাগ্রিম তার বর্ম আর এরিকের শিরস্ত্রাণ পরিষ্কার করার জন্যে।

কোল্ডব্যাকে সোয়ানহিল্ডের সঙ্গে তখন আলোচনা করছে গিজার।

'তোমার কারণেই জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জার মুখোমুখি হয়েছি আমি,' বলল গিজার। 'তোমার বুদ্ধিতেই আমি খুন করেছি ঘুমন্ত এক মেয়েকে। জান, আমার নিজের লোকজন এখন আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না ভাল করে?'

'গাদরাদাকে হত্যার জন্যে তুমি আমাকে দায়ী করতে পার না,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'সত্যিই আমি ওকে এরিক ভেবেছিলাম। আমি তোমার ভালবাসার কাঙাল নই, গিজার, ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে চলে যেতে পার এখান থেকে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোয়ানহিল্ডের দিকে তাকাল গিজার। হাবভাবে মনে হল, এখনই চলে যাবে সে। কিন্তু যাবার শক্তি যে তার নেই, সে-কথা ভাল করেই জানে সোয়ানহিল্ড।

'পারলে চলে যেতাম!' বলল গিজার অবশেষে। 'কিন্তু শুভ এবং অশুভ, তোমার সবকিছুতেই জড়িয়ে গেছি আমি।'

'এরিক জীবিত থাকা পর্যন্ত তোমাকে বিয়ে করব না আমি,' বলল সোয়ানহিল্ড।

গাদরাদা এখন মৃত, ফলে এরিককে পাবার গোপন একটা ইচ্ছে আবার চাড়া দিয়েছে তার মাথায়। তাই এ-কথার মাধ্যমে সে বোঝাতে চাইছে যে, এরিক জীবিত থাকা পর্যন্ত আর কাউকে বিয়ে করার সম্ভাবনা তার নেই। কিন্তু গিজার বুঝল উল্টোটা। ভাবল, এ-কথা বলে এরিককে হত্যার জন্যে

তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছে সোয়ানহিল্ড।

'অবশ্যই এরিক মরবে আমার হাতে,' বলে নিজের লোকদের উদ্দেশে রওনা দিল গিজার।

থমথমে মুখে বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। ঘুমন্ত গাদরাদাকে হত্যার লজ্জা যেন স্পর্শ করেছে তাদেরকেও।

'শোন, সঙ্গীগণ!' বলল গিজার। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা কাজ করার লজ্জা ঘিরে ধরেছে আমাকে। মারতে চেয়েছিলাম এরিককে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় মারা পড়ল গাদরাদা।'

এরিককে হত্যার জন্যে কেটেল নামের এক বুড়ো ভাইকিংকে ভাড়া করেছে গিজার। এগিয়ে এসে সে বললঃ

'পুরুষ হোক বা নারী, ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করা কাপুরুষতার চূড়ান্ত।'

গিজার বুঝতে পারল, সন্দেহ দেখা দিয়েছে সবার মনে। কাজটা যে সোয়ানহিল্ডের জাদুতে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছে সে, ব্যাপারটা তাদের বোঝানো শক্ত হবে বেশ। কিন্তু আইনজ্ঞ সে, কথা বলায় ধূর্ত শৃগালের মতই পটু। বললঃ

'এরিক ব্রাইটিজের কথা সত্য নয়, তাছাড়া শোকে সেসময় মাথার ঠিক ছিল না তার। আসল কথা হলঃ আমি দাঁড়িয়েছিলাম সোয়ানহিল্ডের পাশে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমার মুখোমুখি হবার জন্যে আহ্বান জানাতে যাচ্ছি এরিককে—'

'তাহলে, প্রভু,' বলল কেটেল। 'অন্য কোনও শত্রুর মুখোমুখি হবার সৌভাগ্য আর জীবনে হত না তোমার।'

'হঠাৎ,' কেটেলের কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে আবার বলে চলল গিজার। 'শাদা পোশাকে আবৃত একটা মানুষ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ছুটে এল আমার দিকে। এরিক ভেবে আঘাত প্রতিহত করার জন্যে বের করলাম তরবারি। কিন্তু ওটা ছিল গাদরাদা, সোজা এসে পড়ল সে তরবারির ওপরে। এই মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করা চলে না। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর, লোকজন জেগে আমাদের ধরে ফেলতে পারে এই ভয়ে পালিয়ে এলাম ওখান থেকে।'

গিজারের বক্তব্য শেষ হল, কিন্তু লোকজনের চোখ থেকে মুছে গেল না সন্দেহের ছায়া। তারা জানে, গিজার চরম মিথ্যাবাদী, কিন্তু এরিক কখনও মিছে কথা বলে না।

'আইনজ্ঞের কথা বিশ্বাস করা শক্ত,' বলল কেটেল। 'এরিক খাঁটি মানুষ, তার বক্তব্যও তোমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুযোগ পেলে অবশ্য ছাড়ব না এরিককে, কারণ, আমার এক ভাই মারা গেছে তার হাতে। তবু বলব, এরিক একজন খাঁটি মানুষ, তার বীরত্বেরও তুলনা হয় না। তরবারি ছাড়াই ওসপাকারের মত লোককে খতম করে দিয়েছে সে। আর, গিজার, তুমি খাঁটি কিনা, সেটা তুমি নিজেই ভালভাবে জান, এবং জানে সোয়ানহিল্ড। যদি গাদরাদা সত্যিই দুর্ঘটনাক্রমে মারা গিয়ে থাকে, তার রক্ত কিভাবে লাগল হোয়াইটফায়ারের ফলায়? নিজের তরবারির পরিবর্তে হোয়াইট-ফায়ারই বা কেন তোমার হাতে? শোন, গিজার, হয় এরিকের মোকাবিলা করার জন্যে তৈরি হও, নয়ত যাচ্ছি না আমি তোমার সঙ্গে। দলের প্রায় সবারই সম্ভবত এরকমই মত, গুপ্ত খুনীর সাথী কেউ হতে চায় না।'

'ঠিক কথা!' বলে উঠল অনেকে একসঙ্গে। 'আমাদের সঙ্গে গিজারকেও যেতে হবে মোসফেলে।'

'বেশ,' বলল গিজার। 'যাব আমরা আজ রাতেই।'

'অনেক কিছু সেখানে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে, মিথ্যুক,' বিড়বিড় করে আপনমনে বলে উঠল কেটেল। 'এবার যেদিন মুখোমুখি হবি এরিকের, সেটাই হবে তোর জীবনের শেষ দিন!'

একশো একজনের বিরাট একটা দল নিয়ে তৈরি হল গিজার আর সোয়ানহিল্ড। বুদ্ধি আঁটল দু'জনেঃ যে-ক্রীতদাসটা তাদের গোপন পথ দেখিয়েছিল, সর্বপ্রথম ছ'জন লোকসহ রওনা দেবে সে। অপক্ষা করবে পাহাড়-চুড়োয়। সঙ্গীদেরসহ এরিক গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গেসঙ্গে ওপর থেকে তীর ছুঁড়বে, কিংবা পিষে ফেলবে বড় বড় পাথর ফেলে। আর এরিক যদি বেরিয়ে আসে সরু পথ ধরে, দড়ি বেয়ে নেমে লুকিয়ে থাকবে তারা পাথরখণ্ডের আড়ালে, তারপর সময় বুঝে আঘাত হানবে পেছন থেকে। এদিকে গোপনে গিজার জানিয়ে দিয়েছে, যে খতম করতে পারবে এরিককে, সে পাবে এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা। একা এরিকের মুখোমুখি হবার কথা গিজার কল্পনাও করতে পারে না। ওদিকে পুরস্কার ঘোষণা করেছে সোয়ানহিল্ডও। তবে তার পুরস্কার পেতে হলে এরিককে বেঁধে আনতে হবে জীবিত।

রাতেই রওনা হয়ে গেল সাতজনের প্রথম দলটা, পরদিন সকালে পৌঁছুল মোসফেলে।

বত্রিশ

ধীর পায়ে রাত নামল মোসফেল জুড়ে। বাতাস ভারী, কিন্তু তাতে বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই। প্রকৃতি ডুবে আছে গভীর স্তব্ধতায়, ফলে দূর উপত্যকার ঘোড়ার ডাক, এমনকি একটা পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। মোসফেলে এমন অদ্ভুত রাত আসেনি কখনও।

গুহার বাইরে বসে আছে এরিক আর স্কালাগ্রিম। শোক আর আতঙ্কে মন অস্থির, ঘুমোবার ইচ্ছে তাই নেই কারও।

'মনে হচ্ছে আজকের রাত প্রেতাত্মায় ভরা,' বলল এরিক। 'অদ্ভুত কিছু দেখার আশঙ্কায় ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চাইছে হাত-পা। উফ্, পেছন থেকে কে যেন আবার হাত বোলাচ্ছে চুলে।'

'সত্যিই আজকের রাত প্রেতাত্মায় ভরা, প্রভু,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'বেরিয়ে পড়েছে দানবের দল, দেব-দেবীরা জমায়েত হচ্ছে যেন এরিকের মৃত্যু দেখার জন্যে।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসে রইল দু'জন। হঠাৎ স্ফীত হয়ে উঠল পুরো পাহাড়টা, পর পর তিন বার।

'পাতালের গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে বামনেরা,' বলল স্কালাগ্রিম। 'সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে বিরাট কোনও ঘটনা। বামনেরা সহজে পাতাল ছেড়ে বেরোয় না।'

আবার দু'জনের মাঝে নেমে এল নৈঃশব্দ। রাশি রাশি তারা ঢাকা পড়ল গাঢ় আঁধারে।

'ওই দেখ!' হঠাৎ বলে উঠল এরিক।

তাকাল স্কালাগ্রিম। ঊষার মত গোলাপ-রাঙা হয়ে উঠেছে হেকলার তুষার-শুভ্র চুড়ো।

প্রেতাত্মার আলো,' কেঁপে উঠল ল্যাম্বস্‌টেইল।

'মৃত্যুর আলো!' জবাব দিল এরিক। 'দেখ আবার!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দু'জনে। গোলাপ-রাঙা সেই আলোর মাঝখানে বসে আছে দানবাকার তিনটে নারী মূর্তি। সামনে আগুনের সুতোয় জড়ানো এক আকাশ-ছোঁয়া তাঁত। ভয়ঙ্কর অথচ অসাধারণ সেই নারীদের চেহারা। উল্কার মত মাথার পেছনে উড়ছে চুলের গোছা, চোখ দিয়ে ঝরছে বিদ্যুৎ, বুক ঝিকমিক করছে নতুন ঢালের মত। দ্রুত তাঁত বুনে চলেছে তিনজনে, বুনতে বুনতে গান গাইছে। একজনের কণ্ঠ যেন পাইন বনের বাতাস, অন্যজনের কণ্ঠ যেন জলরাশি জুড়ে বৃষ্টির রিমঝিম, তৃতীয়জনের কণ্ঠ যেন সাগরের বিলাপ। গলা ছেড়েই গান গাইছে তারা, কিন্তু ভাষা বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে তাঁতে ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে একটা ছবি।

উত্তাল সাগরে ছুটে চলেছে বিরাট এক যুদ্ধ-জাহাজ। লাশের স্তূপ সে-জাহাজে। স্তূপের মাথায় একটা প্রকাণ্ড লাশ। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লাশের মুখটা। দেখা গেল, এরিক পড়ে আছে স্কালাগ্রিমের বুকে। মাথা রেখে।

পরস্পর জড়াজড়ি করে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখল এরিক আর স্কালাগ্রিম। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যে। তারপরই রক্ত-হিম-করা হাসি ছেড়ে তিন মূর্তি লাফিয়ে উঠল ওপরদিকে, টুকরো টুকরো হয়ে গেল দৃশ্যটা। এক মূর্তি সোজা উঠে গেল আকাশে, দ্বিতীয় মূর্তি গেল দক্ষিণে মিদালহফের দিকে, আর তৃতীয় মূর্তি উড়ে গেল মোসফেলের ওপর দিয়ে, তার চোখের ছটা প্রতিফলিত হল স্কালাগ্রিমের বর্ম আর এরিকের শিরস্ত্রাণে। পরমুহূর্তেই চারপাশ আবার ঢেকে গেল আঁধারে।

জোনও দেখল এই অদ্ভুত দৃশ্য। কারণ, এরিকের কাছ থেকে বিদায় নিলেও সে মোসফেল ত্যাগ করেনি।

আরও কিছুক্ষণ জড়াজড়ি করে রইল এরিক আর স্কালাগ্রিম। তারপর স্কালাগ্রিম বললঃ

'আমরা দানবীদের দেখলাম।'

'দানবী নয়,' জবাব দিল এরিক। 'দেবীদের দেখেছি। ওরা এসেছিল সর্বনাশ সম্বন্ধে সাবধান করতে। আগামীকাল আমরা মারা যাব।'

'তাহলে অন্তত একা মরব না আমরা,' বলল স্কালাগ্রিম। 'মরবে আরও অনেকে। এবং সবাই সম্ভবত আমাদের হাতে। এরকম মৃত্যু খুব খারাপ নয়,

প্রভু।'

'খুব খারাপ নয়,' সায় দিল এরিক। 'তবু এই লড়াই আর রক্ত দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত। নিজের শক্তি, এমনকি গৌরবের ওপরও ঘৃণা এসে গেছে আমার। এখন চাই শুধু বিশ্রাম। আগুন জ্বাল, আর সহ্য হচ্ছে না এই অন্ধকার।'

'আগুন শত্রুদের চোখে পড়তে পারে,' বলল স্কালাগ্রিম।

'তাতে এমন কিছু যায় আসে না,' বলল এরিক।

আগুন জ্বালল স্কালাগ্রিম। তারপর সামনের অতল খাদের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে রইল দু'জনে। কিছুক্ষণ পর মনে হল, কেউ যেন উঠে আসছে খাদের দিক থেকে।

'কে আসছে? ওই পথ বেয়ে ওঠা তো মানুষের পক্ষে অসম্ভব,' কথাটা বলেই হোয়াইটফায়ার নিয়ে লাফিয়ে উঠল এরিক। কয়েক মুহূর্ত পর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল সে, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আর ঠিক তখনই দু'টো হাত নিচ থেকে উঠে চেপে ধরল খাদের কিনার। একটু পরেই ওপরে উঠল মুণ্ডহীন একটা মানুষের দেহ, ধীরে ধীরে এগিয়ে বসে পড়ল আগুনের পাশে। চিনতে অসুবিধে হল না এরিক আর স্কালাগ্রিমের। এটা সেই বেয়ারসার্কটার দেহ, যাকে খুন করেছিল এরিক ব্রাইটিজ। তার জীবনে এটাই প্রথম খুন।

'এটা আমার সঙ্গী, প্রভু, যাকে তুমি খুন করেছিলে অনেক বছর আগে। ওর কাটা মাথাই কথা বলেছিল তোমার সঙ্গে!' ফিসফিস করে বলল স্কালাগ্রিম।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল এরিক। 'কিন্তু ওর মাথাটা গেল কোথায়?'

'দেহ এসেছে, হয়ত মাথাটাও আসবে,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'এখন ওকে দেখে ভেতরটা কেমন কাঁপছে, প্রভু। ঝাঁপিয়ে পড়ব ওর ওপর? কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল লাগবে না আমার।'

'প্রয়োজন নেই, স্কালাগ্রিম। তাছাড়া ও হয়ত এসেছে আমাদের শুধু সাবধান করতে।'

ঘাড় ঘোরাল মুণ্ডহীন মানুষটা, যেন দেখতে চায় তাদের। হঠাৎ ভেসে এল পদশব্দ। দু'পাশের অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মানুষের মিছিল। সবাইকে চিনতে পারল এরিক আর স্কালাগ্রিম। এরা ওসপাকারের

লোক, তাদের হাতে মারা গিয়েছিল হর্স-হেড হাইট্স্-এ। ক্ষতসহই এসেছে ওরা, সবার আগে মোর্ড। ঠাণ্ডা চোখে প্রেতাত্মারা তাকাল ওদের দিকে, তারপর বসল গিয়ে আগুনের পাশে। আবার পাওয়া গেল পদশব্দ। দু'পাশ থেকে এবার আসতে লাগল দলে দলে প্রেতাত্মা, যাদের সবাই নিহত হয়েছে এরিক কিংবা স্কালাগ্রিমের হাতে। প্রথমে এল দু'জাহাজে মারা পড়া লোকেদের প্রেতাত্মা। অনেকে ডুবে মরেছে, টুপ টুপ করে পানি ঝরছে তাদের কাপড় বেয়ে। যারা মরেছে বর্শার আঘাতে, এখনও তাদের বুকে গেঁথে রয়েছে বর্শা! হোয়াইটফায়ার আর স্কালাগ্রিমের কুঠারের আঘাতে যারা মরেছে, তাদের বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ আপন আপন হাঁ হয়ে থাকা ক্ষতের দিকে।

এল আরও প্রেতাত্মা। আরও। আরও। লণ্ডনে রাজার পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে যেসব লোক মেরেছে এরিক আর স্কালাগ্রিম, তারাও বাদ গেল না।

'ভৌতিক এক জাহাজে রওনা দেব আমরা,' বলল এরিক অবশেষে। 'নাবিকও মোটামুটি কম জুটল না। প্রেতাত্মা আসা বোধহয় শেষ, নাকি আরও প্রেতাত্মা পাঠাবে মোসফেল?'

কথা শেষ হতেই এসে উপস্থিত হল পাকা-চুলো এক প্রেতাত্মা। একটাই মাত্র বাহু তার, আরেক বাহু কাটা পড়েছে তরবারির কোপে। বর্মের বাম পাশটা তাই রক্তে লাল।

'স্বাগতম, আর্ল আতলি,' বলল এরিক। 'বসুন আমার সামনে। আগামীকালই আপনার সঙ্গী হব আমি।'

'সামনাসামনি বসে বিষণ্ন চোখে এরিকের দিকে তাকাল আর্লের প্রেতাত্মা, কিন্তু একটা কথাও বলল না।

তারপর এল আরেকটা দল, সর্বাগ্রে ওসপাকার।

'এরা মরেছে মিদালহফে,' চিৎকার করে উঠল এরিক। 'স্বাগতম, ওসপাকার। বিয়ের ভোজটা তোমার শুভ হয়নি।'

'ভূতে তো চারপাশ ভরে গেল দেখছি,' বলল স্কালাগ্রিম। 'ওই দেখ, আরও আসছে!'

আরও একদল প্রেতাত্মাসহ এল হল্ আর কোল।

'এবার নিশ্চয় শেষ,' বলল এরিক।

'উঁহুঁ, এখনও ফাঁকা রয়েছে একটা জায়গা,' আগুনের অপর দিকে আঙুল

নির্দেশ করল স্কালাগ্রিম।

কথাটা শেষ হতে কি না হতেই ভেসে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। ছুটে আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল সুন্দর একটা ঘোড়া, তার পিঠ থেকে মাটিতে নামল গাদরাদা দ্য ফেয়ার। পরনের তুষার শুভ্র পোশাক লাল হয়ে আছে রক্তে, হৃৎপিণ্ডে গাঁথা বিরাট এক তরবারি।

গাদরাদাকে চোখে পড়তেই আর্তনাদ করে উঠল এরিক।

'সঙ্গ দিতে এসেছ আমাকে! তাহলে আর ভয় নেই। কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে! মিদালহফের মাটির নিচে শুইয়ে দিয়ে এসেছিলাম তোমাকে, সে-বাঁধন ছিঁড়ে উপস্থিত হয়েছ প্রেতাত্মার কবল থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে। এস, গাদরাদা, সত্যিকারের স্ত্রীর মত বস আমার পাশে।'

একটা কথাও বলল না গাদরাদার প্রেতাত্মা। আগুনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে এল সে। পায়ের নিচে পড়ে নিবে গেল আগুন, পার হয়ে আসতে জ্বলে উঠল আবার। মুখোমুখি বসে বড় বড় বিষণ্ণ চোখে এরিকের দিকে তাকিয়ে রইল গাদরাদা। তিন বার হাত তুলল এরিক গাদরাদাকে ছোঁয়ার জন্যে, তিন বারই পড়ে গেল হাত, যেন অবশ হয়ে গেল বরফে লেগে।

'আরও আসছে,' গুঙিয়ে উঠল স্কালাগ্রিম।

এরিক দেখল, আগুনের বাম পাশের ফাঁকা জায়গা সব ভরে উঠছে কুয়াশার মত অবয়বে। নিজের কয়েকজন লোক নিয়ে গিজার আছে সেখানে। আছে সোয়ানহিল্ড, বুকের ওপর বসা বিরাট এক ব্যাঙ। আতঙ্কিত চোখে গাদরাদার প্রেতাত্মার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সোয়ানহিল্ড, কিন্তু তার দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ। প্রেতাত্মাদের দলের সামনে সশস্ত্র দুই লোক। একজন এরিক, অপরজন স্কালাগ্রিম।

এভাবে জীবিত অবস্থায় আপন প্রেতাত্মা দেখে চিৎকার দিয়ে উঠল এরিক আর স্কালাগ্রিম, মাথা ঘুরে গেল বোঁ করে, তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে যখন চোখ মেলল তারা, আগুন তখন নিবে গেছে, রাত পেরিয়ে এসেছে নতুন আরেকটা দিন। প্রেতাত্মার দলের চিহ্নমাত্র নেই।

'স্কালাগ্রিম,' বলল এরিক। 'অতি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি—হ্যাঁ, এমন স্বপ্ন আর কখনও দেখিনি।'

'বল দেখি তোমার স্বপ্নের কথা,' উন্মুখ হল স্কালাগ্রিম।

সবকিছু খুলে বলল এরিক।

'স্বপ্ন ওটা নয়, প্রভু,' মনোযোগ দিয়ে শোনার পর মাথা ঝাঁকাল স্কালাগ্রিম। 'দৃশ্যগুলো আমিও দেখেছি। গত রাতে যেসব প্রেতাত্মা এসেছিল, আমাদের বরণ করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে তারা। আর যারা এসেছিল কুয়াশার মত হয়ে, তারা খতম হবে আজকের লড়াইয়ে। প্রভু, ওই যে সূর্য দেখছ, ওটাই আমাদের জীবনের শেষ সূর্য। দ্রুত কেটে যাচ্ছে মহামূল্যবান সময়!'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল এরিক। 'গত রাতে প্রেতাত্মা আসাটা আমাদের জন্যে সম্মানের ব্যাপার। তাছাড়া, মরতে হবেই সবার। আর মরতেই যদি হয়, এস, মহান করে তুলি মৃত্যুকে, যাতে যুগে যুগে আমাদের মৃত্যু হয় গল্পের বিষয়বস্তু।'

'ভাল বলেছ, প্রভু,' জবাব দিল স্কালাগ্রিম। 'আজকেই শেষ লড়াই, আর তো সুযোগ পাব না। তুমি যদি পাশে থাক, মরণে আমার ভয় নেই। এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আমাদের কিছু খাওয়া দরকার। লড়তেই যখন হবে, অযথা শক্তি ক্ষয় করাটা কোনও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

হাত মুখ পরিষ্কার করে পেট পুরে খেল তারা। কয়েক মাস পর এই প্রথম আনন্দিত মনে হল এরিককে। মৃত্যু আসন্ন জেনে হালকা হয়ে গেছে তার মন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাকাল তারা নিচের দিকে। ধুলোর মেঘ দেখা গেল দূর দিগন্তে, ঝিকমিক করে উঠল অজস্র বর্শা।

'যে দৃশ্যগুলো আমরা দেখেছি, তা যদি মিথ্যে না হয়, তাহলে ওই লোকগুলোর বেশির ভাগই ফিরে যাবে না আর,' বলল এরিক। 'বল, স্কালাগ্রিম, এখন কি করব আমরা? কোথায় মুখোমুখি হব ওদের? এখানেই, নাকি সরু পথে?'

'আমার মতে এখানেই ওদের মোকাবিলা করা উচিত,' বলল স্কালাগ্রিম। 'চুপচাপ আমরা অপেক্ষা করব এখানে, বড় পাথরটার আড়াল থেকে ওরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেই কেটে ফেলব একের পর এক। যতক্ষণ আমাদের হাতে আঘাত হানার শক্তি থাকবে, শত্রুরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।'

'তবু কাছে ওরা আসবেই,' জবাব দিল এরিক। 'যদিও জানি না— কিভাবে। শুধু নিশ্চিত জানি, মৃত্যু আমাদের ঘনিয়ে এসেছে। বেশ, এখানেই তাহলে মুখোমুখি হব ওদের।'

ধুলোর মেঘ ক্রমেই নিকটবর্তী হল। এত শত্রু আসবে, এরিক আর

স্কালাগ্রিম সেটা কল্পনাও করেনি। পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামল তারা। বিশ্রাম নেয়ার পর যখন উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে, বিকেল তখন খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছে।

'খেলা শুরু হবার আগে রাত নেমে আসবে,' বলল স্কালাগ্রিম। 'ওই দেখ, কত ধীরে উঠছে ওরা পাহাড়ে, এক বিন্দু শক্তিও খরচ করতে চায় না। আর ওই সোয়ানহিল্ড, লাল একটা রোব পরে আসছে দলের মাঝখানে।'

'হ্যাঁ, স্কালাগ্রিম, রাত নামবে—সর্বশেষ এক দীর্ঘ রাত। জয়লাভের সম্ভাবনা আমাদের একশো ভাগের দুই ভাগ। কেউ কেউ আবার সে-সম্ভাবনা আরও কমিয়ে আনতে চাইবে। চল, সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে শিরস্ত্রাণটা এবার বেঁধে নিই।'

পাহাড়ে উঠছে গিজার আর তার দল। ওদিকে সেই ক্রীতদাসের নেতৃত্বে ছ'জন লোক এগোচ্ছে গোপন পথ ধরে। বসে বসে আপন বীরত্বব্যঞ্জক গান গাইছিল এরিক আর স্কালাগ্রিম, ঘুণাক্ষরেও এদের কথা জানতে পারল না। ছ'জন লোকসহ ক্রীতদাসটা অবশেষে এসে পৌঁছুল পাহাড়-চূড়োয়, উঁকি দিতেই একেবারে নিচে দেখতে পেল এরিক আর স্কালাগ্রিমকে।

'পাখি তার বাসাতেই আছে,' বলল ক্রীতদাসটা। 'এখন পাথর এনে চুপ করে বস।'

গিজার সংবাদ পেয়েছে যে পাহাড়ের ওপর রয়েছে শুধু এরিক আর স্কালাগ্রিম, মনে তাই তার যথেষ্ট সাহস।

'মাত্র দু'জন লোকের কাছ থেকে আমাদের ভয়ের কিছু নেই,' বলল গিজার।

'সে জানা যাবে আর একটু পরেই,' জবাব দিল সোয়ানহিল্ড। 'গত রাতে দেখেছি অদ্ভুত সব দৃশ্য, যার কোনটাই স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন দেখবই বা কি করে? মৃত গাদরাদার চোখে চোখে তাকাবার পর থেকে ঘুমই যে আর আসে না আমার!'

আতঙ্কে শাদা হয়ে গেল গিজারের মুখ, নিঃশব্দে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল সে।

তেত্রিশ

চোখে দেখতে না পেলেও চূড়ো থেকে গিজার আর সোয়ানহিল্ডের দলের পাহাড়ে ওঠার শব্দ পেল ক্রীতদাস আর তার দল।

'এবার পাথর ফেলতে হবে,' বলল ক্রীতদাসটা। 'নইলে ওদিক দিয়ে আমাদের দল সুবিধে করতে পারবে না এরিকের হোয়াইটফায়ার আর স্কালাগ্রিমের কুঠারের বিরুদ্ধে।'

'প্রকাণ্ড একটা পাথর গড়িয়ে দিল সে। ভীষণ শব্দে এরিক আর স্কালাগ্রিমের দু'ফ্যাদম পেছনে পড়ে সেটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। কিসের শব্দ দেখার জন্যে ঘাড় ঘোরাতেই পাথরটা আঘাত হানল এরিকের শিরস্ত্রাণে। চোখের পলকে সেটা দু'ভাগ হয়ে গেল, শিরস্ত্রাণসহ পাথর হারিয়ে গেল নিচের খাদে।

ঘটনা বোঝার জন্যে ঘাড় ঘোরাল স্কালাগ্রিম।

'ওরা পাহাড়-চূড়োয় উঠে পড়েছে,' চেঁচাল সে। 'এখন হয় আমাদের গুহায় ঢুকে পড়তে হবে, নয়ত গিয়ে দাঁড়াতে হবে সরু পথের মুখে।'

'তাহলে চল সরু পথেই যাই,' বলে দৌড় দিল এরিক, পেছনে পেছনে স্কালাগ্রিম। সাঁ সাঁ করে ছুটে এল তীর আর বর্শা, কিন্তু নিরাপদেই ওরা গিয়ে পৌঁছুল সরু পথে। ওখানে প্রবেশ করতে গেলে একটা বাঁক ঘুরতে হবে গিজারের দলকে, ঠিক সেই বাঁকের মুখে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াল দু'জনে।

'মারা যেতে বসেছিলে, প্রভু,' বলল স্কালাগ্রিম।

'মাথার সজ্জা মাথা নয়,' জবাব দিল এরিক। 'কিন্তু অবাক হচ্ছি এ-কথা ভেবে যে, ব্যাটারা ওদিক দিয়ে চূড়োয় উঠল কিভাবে। গোপন কোনও পথের কথা তো শুনিনি কখনও।'

'অন্তত একটা পথ যে আছে, তাতে এখন আর সন্দেহ নেই,' বলল স্কালাগ্রিম। 'এক কাজ কর, প্রভু, আমার শিরস্ত্রাণটা তুমি নাও। আমি

বেয়ারসার্ক, এসব সাজসজ্জায় খুব একটা আস্থা নেই। নিজেকে রক্ষার জন্যে এই কুঠারই যথেষ্ট।'

'না, তা সম্ভব নয়,' বলল এরিক। 'ওই শোন, এবার ওদের আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।'

খানিক পরেই দলবলসহ এসে উপস্থিত হল গিজার আর সোয়ানহিল্ড। বাঁক ঘুরতে যেতেই দেখল, ঠিক তিন হাত সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিক আর স্কালাগ্রিম।

শেষ সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে হোয়াইটফায়ার, কালো শিরস্ত্রাণের নিচে আগুনের মত জ্বলছে স্কালাগ্রিমের চোখ।

গিজারসহ কয়েকজন পিছিয়ে এল কয়েক কদম। স্কালাগ্রিম তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে এরিক বলল, 'বেয়ারসার্কদের হঠকারিতা এখানে চলবে না। শান্ত হয়ে অপেক্ষা কর, ওরাই তোমার কাছে এগিয়ে আসবে।'

দলের পেছন থেকে জানতে চাইল লোকজন, কেন গিজার পিছিয়ে এল হঠাৎ।

'পিছিয়েছি কি আর এমনি,' বলল গিজার। 'সরু পথের মুখে নেকড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে এরিক ব্রাইটিজ আর স্কালাগ্রিম ল্যাম্বস্টেইল।'

'এখন হবে একটা লড়াইয়ের মত লড়াই,' বলল কেটেল। 'এগিয়ে যাও, গিজার, খতম করে ফেল দু'জনকেই!'

'থাম!' বলল সোয়ানহিল্ড। 'এরিকের সাথে আগে কিছু কথা বলতে চাই আমি,' গিজার আর কেটেলকে সঙ্গে নিয়ে বাঁক ঘুরে মুখোমুখি হল সে এরিকের।

'আত্মসমর্পণ কর, এরিক,' চেঁচিয়ে বলল সোয়ানহিল্ড। 'শত্রু তোমার সামনে এবং পেছনে। ফাঁদে পড়ে গেছ তুমি, বাঁচার আর আশাই নেই। তাই বলছি, আত্মসমর্পণ কর। যার স্বামীকে হত্যা করেছ, সে-ও হয়ত অনুগ্রহ দেখাতে পারে।'

'আত্মসমর্পণ আমার ধর্ম নয়,' জবাব দিল এরিক। 'সম্ভবত স্কালাগ্রিমেরও তা-ই। আর অশুভ কাজই যার সারা জীবনের সঙ্গী, তার কাছে আত্মসমর্পণের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া মৃত্যুর জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছি আমরা, অনুগ্রহের প্রয়োজন আমাদের নেই। জেনে রাখ, সোয়ানহিল্ড, একা কিন্তু মরব না আমরা। গত রাতে হেকলার চূড়োয়

দেবীদের চরকায় দেখেছি আমাদের ভাগ্য। আগুনের সুতোয় ভাগ্য বুনে, চরকা ভেঙে, আকাশ, মাটি আর সাগরকে আমাদের ধ্বংসের কথা জানাতে জানাতে উড়ে গেছে ওরা দক্ষিণ, পশ্চিম আর ওপরদিকে। গত রাতে আগুন জ্বালিয়ে বসেছিলাম আমরা, চারপাশে জমা হয়েছিল মৃতদের আত্মা। আজ যারা মারা যাবে, এসেছিল তারাও। কাপুরুষ গিজার, নারীর রক্তে যার হাত কলঙ্কিত, তার আত্মাও দেখেছি সেখানে। দেখেছি সোয়ানহিল্ড আর কেটেলকে। আর দেখেছি সেখানে আমাকে আর স্কালাগ্রিমকে। সুতরাং বৃথা কথা খরচ কর না, রক্ষা আমাদের কারোরই নেই। এস, গিজার। কোষমুক্ত কর তরবারি! তুলে ধর ঢাল! কাছে এস, কাছে এস! কথা আর বাড়াব না। এস! যেতে যখন হবেই, দ্রুত ঘনাক অন্তিম মুহূর্ত!'

সোয়ানহিল্ড আর কিছু বলল না, কথা জোগাল না গিজারের মুখেও।

'এগোও, গিজার! এরিক তোমাকে ডাকছে,' বলল কেটেল। কিন্তু না এগিয়ে গিজার বরং পিছিয়ে এল আরও কয়েক পা।

ক্রোধে আর লজ্জায় মাথা খারাপ হয়ে গেল কেটেলের। দলের সবাইকে এগোনোর জন্যে আহ্বান জানাল সে। এগোল কয়েকজন। হেসে উঠল এরিক গলা ছেড়ে, সারা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ল সে-হাসির প্রতিধ্বনি।

'আমরা মাত্র দু'জন,' বলল সে। 'আর তোমরা অনেক! তোমাদের মধ্যে কি এমন এক জোড়া মানুষ নেই, যারা একজন বেয়ারসার্ক আর একজন শিরস্ত্রাণহীন লোকের মোকাবিলা করতে পারে?' হোয়াইটফায়ার ছুঁড়ে দিল এরিক শূন্যে, বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে তরবারিটা আবার নেমে এল তার হাতে।

একটা হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেটেল আর এক যোদ্ধা। কিন্তু ঢালে প্রতিহত হওয়া তাদের কুঠারের শব্দ মিলিয়ে যেতে কি না যেতেই বিদ্যুদ্‌বেগে নেমে এল হোয়াইটফায়ার আর স্কালাগ্রিমের কুঠার। চোখের পলকে লুটিয়ে পড়ল তাদের প্রাণহীন দেহ।

'এস! এস! আরও এস!' চেঁচিয়ে উঠল এরিক। 'এরা দু'জন সাহসী ঠিকই, কিন্তু শক্তিশালী নয়। এস, নেকড়ের রক্ততৃষ্ণা এখনও মেটেনি!'

এবার সোয়ানহিল্ড চালাল তার কথার চাবুক। কথার জ্বালায় অস্থির হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জন সামনে, ঠিক যেমন শিকারী কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোণঠাসা হরিণের ওপর। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই হরিণের শিংয়ের গুঁতো খাওয়া কুকুরের মতই ভূলুণ্ঠিত হল তারা।

'আরও এস! আরও মানুষ!' চেঁচাল এরিক। 'এখানে পড়ে আছে মাত্র চারজন, কিন্তু পেছনে আছে অন্তত আরও একশো। মহা গৌরব হবে তার যে ধুলোয় লুটোবে ব্রাইটিজকে, কিংবা খুলে নেবে স্কালাগ্রিমের শিরস্ত্রাণ।'

আবার এগিয়ে এল দু'জন, পরমুহূর্তেই গড়িয়ে পড়ল তাদের নিষ্প্রাণ দেহ। আর কারও সাহস হল না তাদের মুখোমুখি হবার। আপন আপন অস্ত্রে ভর দিয়ে বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিতে লাগল এরিক আর স্কালাগ্রিম, রাগে, লজ্জায় চুল ছিঁড়তে লাগল শত্রুর দল।

ওদিকে ক্রীতদাসের দল যখন দেখল, পাথর কিছুই করতে পারল না এরিক আর স্কালাগ্রিমের, পরামর্শ করতে বসল তারা। শেষে ওপর থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে এল সবাই একের পর এক। পাথুরে একটা দেয়াল থাকায় তারা দেখতে পেল না এরিক আর স্কালাগ্রিমকে, শুধু কানে এল তাদের বিদ্রূপাত্মক কথা।

ক্রীতদাসটা ছিল খুবই চালাক, বলল, 'বুঝতে পেরেছি। সরু পথটার মুখে দাঁড়িয়ে আছে এরিক আর স্কালাগ্রিম, ফলে কেউই ওদের সামনে টিকতে পারছে না। এক কাজ করি। চল; এই দেয়াল ঘুরে আঘাত হানি ওদের পেছন থেকে।'

বুদ্ধিটা মনে ধরল সবার। পা টিপে টিপে তারা গিয়ে দাঁড়াল এরিক আর স্কালাগ্রিমের পেছনে। চমকে উঠল সোয়ানহিল্ড তাদের দেখে। ব্যাপারটা স্কালাগ্রিমের নজর এড়াল না। তাকাল সে পেছনদিকে, ঠিক তখনই ক্রীতদাসটাও তরবারি তুলল এরিকের মাথা লক্ষ্য করে।

'পিঠে পিঠ দিয়ে, প্রভু,' চিৎকার ছেড়েই বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল বেয়ারসার্ক, তরবারি নেমে আসার আগেই তার কুঠার বসে গেল ক্রীতদাসের বুকে।

'এদের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে হবে আমাদের,' বলল স্কালাগ্রিম। 'গুহার সামনের ফাঁকা জায়গাটা দখল করে নিতে হবে। সামনের দিকটা সামাল দাও, প্রভু, এই বামনের দলটাকে আমি দেখছি।'

ঘটনা একটু অন্যরকম বুঝতে পেরে গিজারের দল আবার পূর্ণ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল এরিকের ওপর, ওদিকে ক্রীতদাসের দল ছুটে এল স্কালাগ্রিমের দিকে। এবার শুরু হল এমন এক লড়াই, আইসল্যাণ্ডের মানুষ যেমনটার কথা আর কখনও শোনেনি। জায়গাটা এত সরু যে একবারে একজনের বেশি মানুষ ওদের কাছে আসতে পারল না। আর যারাই এল,

তারা আর ফিরে গেল না। সোয়ানহিল্ডের মনে হল, একসাথে যেন তিনটে তরবারি চালাচ্ছে এরিক, ওদিকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ওঠানামা করছে স্কালাগ্রিমের কুঠার। ধীরে ধীরে ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল দু'জনের ঢাল, রক্ত ঝরতে লাগল অজস্র ক্ষত থেকে। কিন্তু শক্তি তাদের তখনও কমেনি। তীব্র লড়াই করতে করতে এগোল দু'জনে গুহা অভিমুখে।

দেখতে দেখতে ক্রীতদাসের দলের ছ'জনই খতম হয়ে গেল স্কালাগ্রিমের হাতে। হঠাৎ এক শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়ল এরিকের ওপর, সেই সুযোগে গিজার গিয়ে দাঁড়াল তার পেছনে। নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করল হোয়াইটফায়ার, আর সেই মুহূর্তেই কাপুরুষের মত এরিকের শিরস্ত্রাণহীন মাথায় আঘাত হানল গিজার। পড়ে গেল এরিক হাঁটু ভেঙে।

'এবার ঘনিয়ে আসবে মৃত্যু, স্কালাগ্রিম,' আর্তনাদ করে উঠল সে। 'আমাকে ছেড়ে চলে যাও তুমি।' ওই অবস্থাতেও কাঁপতে কাঁপতে আবার উঠে পড়ল এরিক।

ঘুরে দাঁড়াল স্কালাগ্রিম, সারা শরীর রক্তে লাল।

'এই আঘাত তোমার পক্ষে আঁচড় ছাড়া আর কিছু নয়। তুমি এগোও—আমি আসছি,' বলে ভীষণ এক হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে শত্রুদের ওপর। পুরোপুরি ভর করেছে ওর ওপর বেয়ারসার্কের উন্মাদনা; কারও মাথা দু'ফাঁক হয়ে গেল কুঠারের আঘাতে, কেউ পিষে গেল পায়ের নিচে পড়ে। পালাতে লাগল শত্রুরা। এবার এরিককে অনুসরণ করল স্কালাগ্রিম।

চোখ থেকে রক্ত মুছে তাকাল এরিক, হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে। খাদের পাশে আসতে ঘুরে উঠল মাথাটা, কোনমতে সে সামলে নিল নিজেকে। একসময় গুহার কাছে এসে বসে পড়ল এরিক, হোয়াইটফায়ার হাঁটুর ওপর রেখে হেলান দিল পাথুরে-দেয়ালে। আর ঠিক তখনই ছুটে এল স্কালাগ্রিম।

'দম নেয়ার কিছু সময় পাওয়া গেল, প্রভু,' হাঁপাতে লাগল সে। 'এই দেখ, পানিও আছে এখানে,' একটা কলসে এরিককে পানি খেতে দিল স্কালাগ্রিম, নিজে খেল, তারপর অবশিষ্ট পানি ঢেলে দিল এরিকের ক্ষতস্থানে। ধীরে ধীরে যেন প্রবাহিত হল নতুন জীবন, দু'জনেই আবার দাঁড়িয়ে শ্বাস নিল বড় করে।

'খুব খারাপ লড়াই আমরা করিনি!' বলল স্কালাগ্রিম। 'মনে হয় এখনও দু'চারজনকে মোকাবিলা করতে পারব। দেখ, ওরা আসছে। কোথায় ওদের

মুখোমুখি হব, প্রভু?'

'এখানেই,' বলল এরিক। 'দেয়ালে ঠেস না দিলে ভালভাবে দাঁড়াতে পারব না আমি। আসলে লড়াই করার শক্তি আর আমার নেই।'

'তবু এই সর্বশেষ প্রতিরোধও শয়তানের দল টের পাবে হাড়ে হাড়ে!' ক্রূর একটা হাসি ফুটল স্কালাগ্রিমের মুখে।

সামনে আর কোনও বাধা নেই দেখে সরু পথ ধরে একে একে এগিয়ে এল শত্রুরা। পুরোভাগে সোয়ানহিল্ড, কারণ, সে জানে, এরিক তার কোনও ক্ষতি করবে না।

'ব্রাইটিজের চোখ বুজে এসেছে এখন,' বলল সোয়ানহিল্ড। 'ওকি! কাঁদছ নাকি, এরিক?'

'হ্যাঁ, সোয়ানহিল্ড,' জবাব দিল সে। 'তোমার জন্যে যাদের সর্বনাশ হয়েছে, রক্তের এই কান্না তাদের উদ্দেশ্যে।'

আরও এগিয়ে এসে সোয়ানহিল্ড এবার কথা বলল নিচু স্বরে, 'আত্মসমর্পণ কর, এরিক। যথেষ্ট লড়েছ তুমি গৌরবের জন্যে। এখন আত্মসমর্পণ কর। শুশ্রূষা করে আবার সারিয়ে তুলব তোমাকে, তারপর দু'জনে ভুলিয়ে দেব দু'জনের ঘৃণা আর বেদনা।'

'কোনও মানুষ জীবনে দু'বার ডাইনীর বিছানায় শুতে পারে না,' বলল এরিক। 'তাছাড়া কথাও আমি অন্যকে দিয়েছি।'

'কিন্তু সে তো মৃত,' বলল সোয়ানহিল্ড।

'হ্যাঁ, মৃত সে, সোয়ানহিল্ড; আর তাই মৃতদের মাঝে তাকে খুঁজতে যাব আমি—শুধু খুঁজব না, খুঁজে বের করব!'

হিংস্র হয়ে উঠল সোয়ানহিল্ডের মুখ।

'শেষ বারের মত আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে, এরিক। এবার তুমি মরবে।'

'যত শিগগির আমি মরব, তত শিগগির মিলিত হব গাদরাদার সঙ্গে, সেইসঙ্গে বেঁচে যাব তোমার অশুভ মুখ দেখার জ্বালা থেকে। তবে জেনে রাখ, রেহাই তুমিও পাবে না। দ্রুত ঘনিয়ে আসছে তোমার সর্বনাশ!—এখন থেকে যত দিন বাঁচবে, আতঙ্ক আর অভিশাপ তাড়া করে ফিরবে তোমাকে! বিদায়, সোয়ানহিল্ড, এই আমাদের শেষ দেখা। এগিয়ে আসছে সেই সময়, যখন অনুশোচনা করতে হবে তোমাকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে বলে!'

এবার মুখ ফিরিয়ে সবার উদ্দেশে সোয়ানহিল্ড বলল, 'এস, কেটে

টুকরো টুকরো কর এই দুই শয়তানকে! দেরি কর না, রাত নেমে আসছে।

আবার এগিয়ে এল গিজারের দল। তিন বার ঝলসে উঠল হোয়াইটফায়ার, মারা গেল তিন শত্রু। কিন্তু তারপরই নিঃশেষ হল এরিকের শক্তি, হাঁটু ভেঙে আবার পড়ে গেল সে। কিছুক্ষণ তার ওপর ঝুঁকে রইল স্কালাগ্রিম, ঠিক যেমন মাদি ভালুক থাকে তার শাবকের ওপর। এরিককে লক্ষ্য করে একটা বর্শা ছুঁড়ল গিজার। ছিন্ন বর্মের এক ফাঁক দিয়ে সে-বর্শা আঘাত হানল পাঁজরে।

'এবার আমার শেষ, স্কালাগ্রিম,' গুঙিয়ে উঠল এরিক। পড়ে গেল সে, বুজে এল দু'চোখ। এরিক ব্রাইটিজ মারা যাচ্ছে বুঝতে পেরে পিছিয়ে গেল শত্রুর দল।

হাঁটু গেড়ে বসল স্কালাগ্রিম, বর্শাটা টেনে বের করে চুমু খেল এরিকের কপালে।

'বিদায়, এরিক ব্রাইটিজ! তোমার মত মানুষ আর আইসল্যাণ্ডে জন্মাবে না, এমন মৃত্যুও খুব অল্প মানুষের ভাগ্যেই জোটে। একটু অপেক্ষা কর, প্রভু—আমিও আসছি—আমিও আসছি!'

আবার বেয়ারসার্কের উন্মাদনা ভর করল তার ওপর। সোজা ছুটে গেল সে একেবারে শত্রুদের মাঝখানে। ঢলে পড়ল আরও তিনজন শত্রু, মারাত্মকভাবে আহত হল দু'জন, তারপর ফুরিয়ে গেল শক্তি। টলতে লাগল স্কালাগ্রিম, রক্ত ঝরছে অসংখ্য ক্ষত থেকে, হাত থেকে খসে পড়ল কুঠার, গলা চিরে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার—'এরিক!'—পরমুহূর্তেই তার প্রকাণ্ড দেহ সশব্দে পতিত হল এরিকের ওপর।

কিন্তু এরিক তখনও মরেনি। চোখ মেলে স্কালাগ্রিমকে দেখে হাসল সে মৃদু। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বললঃ

'চমৎকার মৃত্যু, ল্যাম্বস্‌টেইল।'

'ওরে বাবা,' বলল গিজার। 'শয়তানটা দেখি এখনও বেঁচে আছে! যাই, খতম করে দিই ওকে, ওসপাকারের তরবারি তাহলে ফিরে আসবে ওসপাকারের পুত্রের কাছে।'

'ভালুক মুমূর্ষু দেখে বিস্ময়করভাবে বেড়ে গেছে তোমার সাহস,' উপহাস করল সোয়ানহিল্ড।

কথাগুলো কানে যেতে হঠাৎ যেন শক্তি ফিরে পেল এরিক। কাঁপতে কাঁপতে হাঁটুতে ভর দিল সে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। বনবন করে

মাথার ওপর ঘোরাতে লাগল হোয়াইট ফায়ার, শেষমেষ তা পরিণত হল আলোর একটা বৃত্তে। 'দায়িত্ব তোমার পূরণ হয়েছে, এবার ফিরে যাও তোমার কারিগরদের কাছে!' ছুড়ে দিল এরিক হোয়াইটফায়ার।

অস্তগামী সূর্যের আলোয় বিদ্যুতের চমক তুলে ছুটে গেল বিশাল তরবারিটা, শূন্যে অদৃশ্য হল সবার চোখের সামনে।

সেদিনের পর থেকে ওরকম তরবারি আর আইসল্যাণ্ডের কেউ কখনও দেখেনি।

'এবার আমাকে হত্যা কর, গিজার,' বলল এরিক।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগোল গিজার, চিৎকার দিয়ে এরিক বললঃ

'তরবারি ছাড়া তোর বাবাকে শেষ করেছি! এবার ঢাল আর তরবারি ছাড়াই খতম করব তোকে!' পিলে চমকানো একটা হুঙ্কার ছেড়ে এগোল সে গিজারের দিকে।

তরবারি চালাল গিজার, কিন্তু সে-আঘাতের তোয়াক্কা না করে কঠিন দু'হাতে গিজারকে জড়িয়ে ধরল এরিক। এক ঝটকায় তার দেহটা উঠে গেল শূন্যে, টলতে টলতে এরিক গিয়ে দাঁড়াল খাদের একেবারে প্রান্তে।

তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আর্তনাদ করে উঠল গিজার, হাত পা ছুঁড়ল, কিন্তু মুমূর্ষু এরিকের কবল থেকে ছাড়াতে পারল না নিজেকে। প্রান্তে দাঁড়িয়ে সামনে-পেছনে দুলল একটু এরিক, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সোজা নিচে। দু'টো দেহ অদৃশ্য হল চোখের পলকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অস্ত গেল সূর্য।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে কথা সরল না উপস্থিত কারও মুখে। কিন্তু চিৎকার দিয়ে সোয়ানহিল্ড বললঃ

'এমন মৃত্যু একমাত্র তোমাকেই সাজে, এরিক! আইসল্যাণ্ডে সত্যিই জুড়ি নেই তোমার!'

রাত কেটে গিয়ে একসময় ফুটল আবার নতুন দিনের আলো। পাহাড়ের খাঁজে পাওয়া গেল এরিকের মৃতদেহ, গিজার তখনও তার বাহুপাশে আবদ্ধ। এরিকের মৃতদেহটা ভালভাবে পরিষ্কার করে, মূল্যবান পোশাক পরিয়ে, ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে এল সোয়ানহিল্ড সাগর তীরে। স্কালাগ্রিম এবং লড়াইয়ে নিহত অন্যান্যদের মৃতদেহও আনা হল একে

একে। সেদিন থেকে আইসল্যাণ্ডবাসীরা মোসফেলের নতুন নাম দিল—এরিক্‌স্‌ফেল।

এবার সোয়ানহিল্ড আনাল তার অর্কনির যুদ্ধ-জাহাজ। মাঝখানে মৃতদেহগুলো বিছানার মত স্তূপ করে বাঁধা হল শক্ত রশি দিয়ে। সবার ওপরে রইল এরিকের মৃতদেহ। স্কালাগ্রিমের বুক হল তার মাথার বালিশ, আর গিজারের বুক হল তার পা-দানি।

জাহাজটার রেলিংয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হল মৃত ব্যক্তিদের ঢাল। পাল তোলা হল, তারপর সোয়ানহিল্ড একা গিয়ে উঠল বিরাট সেই জাহাজে।

সন্ধ্যায় বইতে লাগল জোর বাতাস। নিজ হাতে শেকল কেটে দিল সোয়ানহিল্ড, জীবন্ত প্রাণীর মত লাফিয়ে এগোল জাহাজটা খোলা সাগরে।

তীর থেকে সবাই দেখল, এরিকের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুলছে সোয়ানহিল্ড। জাহাজের ধাক্কায় ছিটকে ওঠা পানির রেণু ঝরে পড়ছে তার এবং মৃতদেহের স্তূপের ওপর। দীর্ঘ চুল তার উড়ছে বাতাসে, কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে অতি মধুর সুরের এক মন উদাস করা গান।

হঠাৎ মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শাদা দুই রাজহাঁস, উড়তে থাকল জাহাজের মাস্তুলের ওপর ঘুরে ঘুরে।

বেলা শেষের লাল আলোর মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল জাহাজ। ক্রমে দুরন্ত বাতাস রূপান্তরিত হল ঝড়ে, বিক্ষুব্ধ সাগরে জমে উঠল অন্ধকার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হিংস্র আকার ধারণ করল ঝড়। জাহাজসহ সোয়ানহিল্ড হারিয়ে গেল ঘন কালো অন্ধকারে।

দূর সাগরে লেলিহান একটা আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল আকাশে।

ঃশেষঃ